আচার-চর্য্যা

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আচার-চর্য্যা

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

অকূল বারিধির নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃত-অবদান নিত্যনিয়ত অজস্রধারায় উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলেছে। সমগ্র মানব-সমাজের চিরন্তন কল্যাণকল্পে তিনি কখনও গদ্যে, কখনও পদ্যে, কখনও বাংলায়, কখনও ইংরাজীতে, ক্বচিৎ-কদাচ বা সংস্কৃতে ও হিন্দীতে অবিশ্রান্তভাবে নিত্য-নবীন অগণিত সাত্বত বেদবাণী পরিবেষণ ক'রে চলেছেন। অপ্রকাশিত বাংলা গদ্য-বাণীর সংখ্যা আজ বহুসহস্র। তা'র ভিতর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রায় পাঁচ হাজার বাণী নিয়ে বিষয়-হিসাবে শ্রেণী-বিভক্ত ক'রে ইদানীং প্রকাশের ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে। 'আচার-চর্য্যা' এই পর্য্যায়ের দ্বিতীয় পুস্তক—প্রথম পুস্তক 'ধৃতি-বিধায়না' ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েছে।

চরিত্র-সম্পর্কে অর্থাৎ চরিত্রের গঠন, নিয়ন্ত্রণ, গুণ ও অবগুণের বিবৃদ্ধি ও বিলয়, ব্যক্তিত্বের উপর নানাবিধ চিন্তা, চলন ও কর্ম্মের সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব, ব্যষ্টি ও পরিবেশের পারস্পারিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, লোক-চরিত্রের বহু-বিচিত্র লক্ষণা ও স্বরূপ এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্থান, কাল, পাত্রানুযায়ী বৈশিষ্ট্যানুধাবনী বিহিত আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচ্য পরিধির মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রোক্ত যাবতীয় ইঙ্গিত, সংকেত, নির্দ্দেশ, বিশ্লেষণ ও বিচারণা তাঁর অভিপ্রায়-অনুসারে 'আচার-চর্য্যা' নামে আত্মপ্রকাশ করছে। 'আচার-চর্য্যা' নামটি অত্যন্ত সার্থক। আচার মানে আচরণ এবং চর্য্যা মানে নিয়ম-পালন—যা'র মূলকথা হ'লো অনুশীলন ও অনুষ্ঠান। চরিত্র, আচার ও চর্য্যা এই তিনটি কথার মূলেই আছে চর্ ধাতু। ফলকথা, চরিত্র-নির্ম্মাণের প্রধান উপাদানই হ'চ্ছে বিধিবদ্ধ নিষ্ঠানন্দিত আচরণ।

এই আচরণ আবার হওয়া চাই কল্যাণবুদ্ধি-প্রবুদ্ধ—যা' অসৎ ও অকল্যাণের নিরাকরণ ক'রে সপরিবেশ নিজের মঙ্গলকে দৃঢ়-ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই কল্যাণবুদ্ধির উজ্জীবন ও পরিপুষ্টির জন্য আবার প্রয়োজন কল্যাণ-কল্পতরু, করুণাঘন মূর্ত্ত ইষ্টবিগ্রহের সঙ্গে অচ্যুত-যোগসূত্র-রচনা—তা' সাত্বত প্রথা, ঐতিহ্য, কুলাচার এবং ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে, চিন্তায়, বাক্যে, কর্ম্মে, ধারণপালনপূরণসম্বেগী অমোঘ অনির্ব্বাণ তপশ্চর্য্যায়। এই

অতন্দ্র সাধনার নিত্যোৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর আজ আমাদের কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়েছেন যাতে সব জড়তা, সঙ্কীর্ণতা, তুচ্ছতা, দুর্ব্বলতা ও পঙ্কিলতা পরিহার ক'রে আমরা প্রকৃত অমৃতের সন্তানরূপে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে পারি—জ্ঞানে, প্রেমে, পবিত্রতায়, সেবায়, শক্তিতে, উদারতায়, মহত্ত্বে, মাধুর্য্যে, কুশল-কৌশলী মঙ্গল-অভিযানে। তাঁর এই মহা-আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা যেন জনম-জীবন সার্থক করতে পারি। এতে শুধু আমরাই কৃতকৃতার্থ হব না, আমাদের আচরণ-সমৃদ্ধ চরিত্রের মাধ্যমে এক দিব্য-জীবনধারা সঞ্চারিত হ'য়ে সমগ্র জগৎকে ভাবীকালের জন্য নবীনভাবে বিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে। স্বর্ণ-সম্ভাবনাময় এক মহান্ অধ্যায়ের অভ্যুদয় হবে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে। সফল হবে সুখশান্তির জন্য মানুষের আবহমান কালের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ সংগ্রাম।

পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি, 'আচার-চর্য্যা'র অনুজ্ঞাসমূহ আমাদের দৈনন্দিন জীবন-চর্য্যায় রূপ পরিগ্রহ করুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্!

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
১১ই আষাঢ়, ১৩৬৮

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

২য় সংস্করণের ভূমিকা

আচার-চর্য্যা ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণরূপে প্রকাশিত হ'ল। এই সংস্করণে গ্রন্থস্থ বাণীগুলি মূল খাতার সাথে ভালভাবে মিলিয়ে দেখে দেওয়া হ'ল। বাণীসংখ্যা বিন্যাসের ব্যাপারেও কিছু ত্রুটি ছিল। সেগুলি সুবিন্যস্ত করা হ'ল। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে বাণীগুলির প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী দেওয়া যায়নি। এবারে সেটি সন্নিবেশিত ক'রে দেওয়া হ'ল। শব্দার্থ-সূচীও বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরমপিতার শ্রীচরণে প্রার্থনা—জীবনপথের অপরিহার্য্য এই গ্রন্থ আচার-চর্য্যার নিত্য পঠন ও অনুশীলন মনুষ্যজাতিকে সৎ-আচরণ-সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
রামনবমী
২৩শে চৈত্র, ১৩৯৩
৭ই এপ্রিল, ১৯৮৭

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কানও-ভেতরের খোরাক মাত্র হয়-
করার যা আচরণের ভেতর দিয়ে
পৌঁছায়ে যদি-
বাস্তবেই মূর্ত্তিতে রূপ না পায়-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উষর সান্ত্বনাই হয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমারই "আমি"
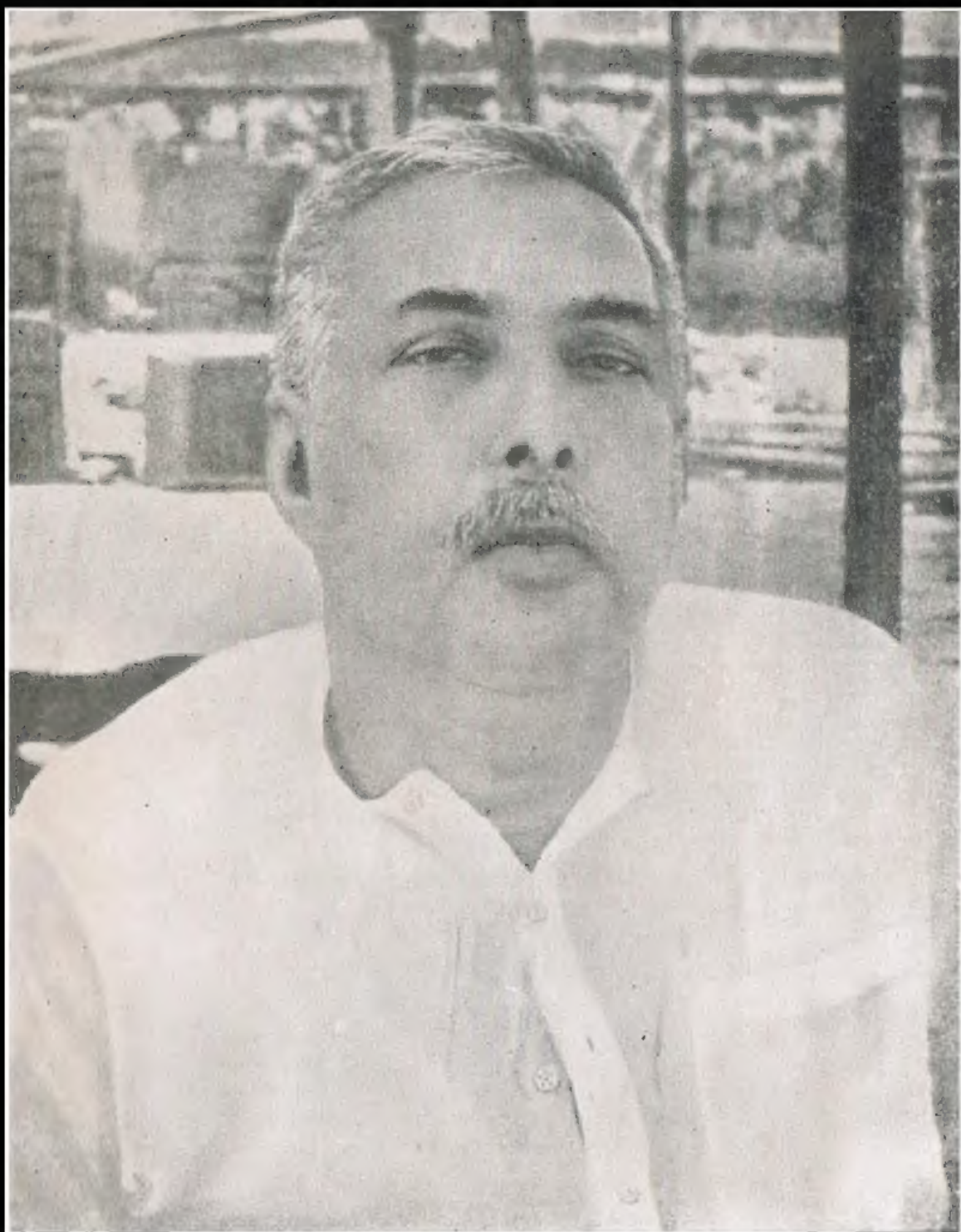
চরিত্র

ললিত-গম্ভীর, প্রীতি-সমুজ্জ্বল,
শ্রদ্ধার্হ-সুন্দর
যতই হ'য়ে উঠবে তুমি—
অন্তর্নিহিত প্রিয়-পরিচর্য্যায়
অচ্যুত অনুরাগে
ব্যক্তিত্বটা তোমার দেবাশিস-মণ্ডিত
হ'য়ে উঠবে ততই। ১।

প্রত্যাশা ও প্রবৃত্তি-মমতা
প্রিয়কে অনুভব ও উপভোগ করতে দিতে চায় না—
ঐ চিন্তাই
চক্ষুতে এমনতর আবরণ সৃষ্টি করে
যা'তে দেখতে পায়—
প্রিয়র জাজ্বল্যমান স্বার্থসংক্ষুব্ধ
একদেশদর্শিতা,
—তাঁ'র স্ফূর্ত্ত সম্বেগকে
তিমিরত্রাসী ক'রে তোলে,
সান্নিধ্য সন্তাপই সৃষ্টি করে,
প্রবঞ্চনাই তা'র প্রাকৃতিক প্রাপ্তি। ২।

তুমি যা' জান না,
অনুভূত নয় যা' তোমার—

সে-সম্বন্ধে বৃথা অভিমত প্রকাশ করা
তাপপ্রসূ পাপ—
কারণ, ঐ অভিমত-দ্বারাই
অভিভূত হ'য়ে যা'রাই চলবে,
বঞ্চিত হবে তা'রা নিজেরাও—
অন্যকে করবে ততোধিক,
আর, সত্যকে অবজ্ঞায়
আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। ৩।

তোমার প্রীতিভাজন যে
বা তোমাতে অনুরক্ত যে—
কিসে, কতটুকুতে, কেমন সময়ে
তোমার নিন্দাবাদ করে
বা বিরুদ্ধাচরণ করে—
তোষণলুব্ধ বা স্বার্থসন্ধিৎসু হ'য়ে
—তা' কেমনতর বা কি-রকমে
তা'ই হ'চ্ছে তা'র ততটুকু তেমন
বিবদ্ধ প্রীতির জীবন তোমাতে,
অন্তরের সম্পদ্‌ও তা'র তেমনি—
ভুয়ো কি আসল
বুঝবে যেমন—চলবে তেমন। ৪।

যে-মানুষ
তোমার অভিজ্ঞতা নিয়ে চলতে নারাজ,
কিংবা চলতে চেয়েও
প্রবৃত্তিপ্ররোচী নানা ধাপ্পায় জড়িত হ'য়ে
চলা আর হ'য়ে ওঠে না,—

তোমার অভিজ্ঞতা যদি শুদ্ধও হয়,
আর, তুমি তা'র যতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
হও না কেন,
তোমার আশা ফলবতী হ'য়ে ওঠা
সেখানে আকাশ-কুসুম মাত্র ;
যে তোমাতে শ্রদ্ধা-সমন্বিত,
তোমার অভিজ্ঞতা ধ'রে চ'লে সুখী হয়,
অনেক দুরদৃষ্ট থেকে তা'কে তুমি
বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে পার,
কিন্তু যে চলে না—
সেখানে তোমার আপসোস
বা আতঙ্কই সার হওয়া ছাড়া
আর কী পেতে পার ? ৫ ।

মানুষ যখন একা—
আত্মসমর্থন বা আত্মরক্ষণে
সে ততই চাতুর্য্যপূর্ণ দক্ষকুশল
ও সবল-সন্বেগী হ'য়ে ওঠে—
তা'র যোগ্যতার চরম প্রয়োগে
মরিয়া ক'রে তোলে তা'র জীবনাবেগ
জীবনে স্বাধিষ্ঠিত রাখতে—
পরিপোষক-সমর্থন ও সহযোগী
সংগ্রহ ক'রে । ৬ ।

দায়িত্ব নিতে হ'লেই
তদনুপাতিক শাসনকেও
তোমাকে শিরোধার্য্য ক'রে নিতে হবে,

ত্রুটি-বিচ্যুতি সমর্থন করবার প্রয়াসকেও
জলাঞ্জলি দিতে হবে—
ধৈর্য্য ও সহ্যের উপর দাঁড়িয়ে—
আদর্শে ঐকান্তিক অচ্যুত থেকে,
তপঃপ্রয়াসী হ'য়ে সর্ব্বতোভাবে—
সব বিষয়ে
নিজেকে যোগ্য করবার জন্য—
নিয়ন্ত্রণে নিরলস হ'য়ে ;
আর, তা'ই যদি না পার,
তোমার আত্মনিয়োগ বা কর্ম্মপ্রয়াস
ক্ষতিকেই অর্জ্জন ক'রে চলবে সাধারণতঃ—
বেপরোয়া বেহিসাবে। ৭।

যা'র যে-গুণই থাক্ না কেন,
তা' অকপট সক্রিয় হ'য়ে
যেমনতর লোকরঞ্জন
বা লোকায়ত্ত পরিপূরক হ'য়ে উঠবে
নিরন্তরতা নিয়ে—
উৎকর্ষও লাভ করবে তা' তেমনি,
যদিও তা' অন্যান্য গুণাবলীর সমন্বয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
ইষ্টার্থে সার্থক হ'য়ে না ওঠে যতক্ষণ
ততক্ষণ প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে না তা'—
একটা সমন্বয়ী সার্থক প্রজ্ঞায়,
উপচে উঠবে না তা'
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়—
সত্তার সত্ত্বে গঠিত হ'য়ে। ৮।

যা'রা চতুর অথচ শাতন-প্রবৃত্তিযুক্ত,
দুঃশীল অননুপূরণী, ছদ্মসং—
তা'রা
শিষ্ট যা'রা তা'দিগকে
তা'দের আদর্শ, কৃষ্টি বা শ্রেষ্ঠের প্রতি
শ্রদ্ধার ভাঁওতায়
নীতির সমালোচনার ভিতর দিয়ে
একটু-একটু নিন্দা করতে থাকে,
আর দেখতে থাকে—
ঐ উপলক্ষ্য তা'র
তা'তে কেমন সাড়া দেয়,
ঐ সাড়াটা যত তা'দের
আশাপ্রদ হ'তে থাকে—
ঐ নিন্দাকে একটু-একটু ক'রে
ফেনিয়ে বা জোড়া-তাড়ায় লম্বা ক'রে—
ক্রমশঃই সেই উপলক্ষ্যকে
অভিভূত করতে থাকে
তা'রই বাঁধনে—
কখনও একক, কখনও আসর জমিয়ে,
যে ঢং-এ যে-প্রবৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে
বা পরিপোষণে
সেটা ক্রমশঃ সম্ভব হ'য়ে উঠছে—
তা'র পক্ষে আশাপ্রদ হ'য়ে উঠছে—
তেমনি ক'রেই এগিয়ে
বান্ধবতার সৃষ্টি করতে থাকে,
আর, ক্রমশঃ ঐ উপলক্ষ্যের নিষ্ঠা যা'তে ছিল—
তা' হ'তে দূরে সরিয়ে

সঙ্গচ্যুত ক'রে,
হৃদয়খোলা ভাবের অপলাপ ক'রে,
নিন্দাবাদে অভিভূত ক'রে,
নিন্দক ক'রে
আত্মসাৎ করতে থাকে ক্রম-চলনে ;
এমনি ক'রেই তা'কে
নিজের বৃত্তি উপভোগী ইন্ধন ক'রে
বা আহার্য্য ক'রে পেয়ে বসে,
মুখ্য হ'য়ে উঠতে চায় তা'র জীবনে,
আর, যা'তে সে নিষ্ঠান্বিত ছিল
তা' হ'তে
আচারে-ব্যবহারে, কথায়-কাজে
এমন কৃতঘ্নী দূরত্ব সৃষ্টি করে—
দরদ দেখিয়ে, সেবা দিয়ে,
স্বার্থের লোভানি দিয়ে, —
বজ্রনির্ঘোষী অভিঘাত ছাড়া
তা' হ'তে তা'র রেহাই পাওয়া দুষ্কর ;
তাই, অবস্থা বুঝে, দেখে-শুনে, হিসাব ক'রে
তোমার ব্যবহার ও চলনা
কোথায় কেমনতর হবে
সেটা ঠিক ক'রে নিও—
নয়তো, ডাইনী-আকর্ষণে তোমার
অন্তর্দেবতার উচ্ছেদ হ'য়ে
বিচ্ছেদ ও বিপর্য্যয়ে
সর্ব্বনাশেরই অধিকারী হবে কিন্তু ;
মনে রেখো—
যা'রা সৎ

তা'রা তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী শ্রেষ্ঠ,
আদর্শ বা ইষ্টের প্রতি তোমার প্রীতির
সক্রিয়ভাবে অনুপূরক হবেই কি হবে,
শ্রেষ্ঠে তোমার প্রীতিকে
প্রবাহপুষ্ট ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
আর, এই অনুপুরণতা যেখানে অবলম্বিত—
সেখানেই সন্দেহের ;
আরো মনে রেখো—
সরল বিশ্বাস মানে
যদি মূঢ় আবেগ বা আনতি হয়—
যা'তে অচ্যুত নিষ্ঠা নাই,
সঙ্গ নাই,
সন্ধিৎসা নাই,
সেবা নাই,
বোধ নাই,
প্রত্যয় বা পরাক্রম নাই,
অন্যায়ে নিরোধ নাই,—
সে-বিশ্বাস স্খলনশীল তো হবেই—
যে যেমন তা'কে হাতাতে পারবে ;
কারণ, তা'রা
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ দুর্ব্বলমনাই প্রায়শঃ। ৯।

যদি চতুর হও তুমি—
যা'র অধিকার বা আধিপত্যে
তোমার অধিকার বা আধিপত্য
শত বাধাকেও উল্লঙ্ঘন ক'রে
বজায় থাকতে পারে—

তা'কে নিয়ে তা'র অধিকার বা আধিপত্যকেই
তোমার স্বার্থ ক'রে তুলো,
সম্মানিত ক'রে তুলো তা'কে
সম্ভ্রম-সৌজন্যে—
উপচয়ে উচ্ছল রেখে নিরন্তর,—
এই হ'চ্ছে তোমার প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের
মুখ্য পথ ;
এই চাতুর্য্য তোমাকে উচ্ছলই ক'রে তুলবে,
নয়তো, ওকে বিসর্জ্জন দিয়ে যে হামবড়াই তোমার—
তা' লজ্জাকরই ক'রে তুলবে
সবার কাছে তোমাকে। ১০।

শ্রামণ-অভিজ্ঞান

১। তোমাদের নিকট যে-কেহই আসুন না কেন,
তিনি বা তাঁ'রা
যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী হোন না কেন,
তাঁ'দের প্রতি তোমরা এমনতর আচরণ ক'রো
যা'তে তাঁ'রা তোমাদিগকে
পরমাত্মীয় না-ভেবেই থাকতে পারেন না।

২। তোমার সেবা, সাহচর্য্য ও সদ্ব্যবহার
যেন সব-সময়ই এমনতর সজাগ থাকে,
যা'তে কেহই কখনো ভাবতে না-পারে—
তোমার আদর্শ ও কৃষ্টিসহ
তুমি বা তোমরা
তা'দের হ'তে কোনক্রমে বিভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন
বা তা'দের অনাত্মীয়,

এমন-কি অন্যায়ের প্রতিরোধও যেন
এমনতর স্বার্থসংশ্লিষ্ট আত্মীয়ের মত হয়—
যা'তে বিরোধ তো হবেই না
বরং তা'তে তোমাদিগকে
নিতান্ত আপনজনই বিবেচনা না-ক'রে
থাকতে পারবে না।

৩। মনে যেন থাকে,
তা'দের জিনিসপত্র বা পয়সা-কড়ি
যা'-কিছু হোক না কেন,
সেগুলির বিষয়ে
তোমাদের প্রতি
অন্ততঃ ঠিক তা'র নিজের বাড়ীর
বিশ্বস্ত পরিবার-পরিজনের মত
নির্ভর করতে পারে,
আর, তোমাদের কেহই যেন
তা'দের প্রতি কথায়, কাজে ও ব্যবহারে
কোনও দ্বন্দ্বী-ভাব বা go-between না করে—
যা'তে তা'রা তোমাদের প্রতি
আস্থা হারিয়ে ফেলে,
দৃঢ়তার সহিত আরো মনে রেখো—
তা'দের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম্ম
যথাবিহিত স্বল্প খরচে
তা'রা যেন নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পারে
এবং তোমাদের দ্বারা যদি তা'দিগকে
কোন পয়সা-কড়ি খরচ করতে হয়—

স্বল্প খরচে যথাসময়ে
সেগুলি নিষ্পন্ন ক'রে
স্বতঃস্বেচ্ছায়
বিহিতভাবে চাইবার পূর্ব্বেই
সুষ্ঠুত্বের সহিত তা'র হিসাব-নিকাশ
এমনতরভাবে মিটিয়ে দিও—
যা'তে তোমার বা তোমাদের প্রতি
কোনরূপ সন্দেহ বা কটাক্ষেরই
অবকাশ না থাকে।

৪। তোমার আদর্শে
অচ্যুত অনুরাগ-সম্পন্ন থেকে
অন্য আদর্শে
এমনতর সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম পরিবেষণ ক'রো
যা'র ফলে
তোমাদের আদর্শ ও কৃষ্টি
যেন তা'দের অন্তরতম হ'য়ে ওঠে—
পরম সশ্রদ্ধ আনতি ও আত্মনিয়োগে—
সক্রিয়ভাবে।

৫। কেহ তোমাদের ত্রুটি ধরবার পূর্ব্বেই
নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা
এমনতরভাবে তা'দের কাছে ব'লো—
যে-বলায় তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি
তা'রা নজরে তো আনবেই না,
বরং ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'লেও
সহ্য ক'রে সুখীই হবে,
কিন্তু সাবধান,

খাড়া-নজরে এমনতরই সক্রিয় থেকো
যা'তে একতিলও
তোমাদের কাহারও কোন ব্যাপারে
ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুতেই না ঘটে—
তোমাদের সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সুপরিচর্য্যা
নিরলস, একনিষ্ঠ তপঃপ্রাণতা নিয়ে
যেন আনন্দঘন হ'য়ে ওঠে—
সবারই অন্তরে,
আর, বাস্তব সহৃদয়তায়
প্রত্যেকে যেন
এমনতরভাবে তোমাদের আপনজন হ'য়ে ওঠে,
যা'তে সব সময়ে
সব ব্যাপারে
তোমাদের স্বপক্ষে সক্রিয় হ'য়ে
না-দাঁড়িয়েই থাকতে পারে না,
আর, এই হ'চ্ছে নিদর্শন—
তোমাদের চরিত্র কেমনভাবে
আকর্ষণ-ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করছে
কোথায় কতখানি। ১১।

গোঁড়া হওয়া ভাল—
কিন্তু কোন কিছুতে
কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়া ভাল না। ১২।

নিজে না-সাধলে যোগ্যতা বাড়ে না,
আর, যোগ্যতা না-বাড়লে

তা'র টেকা কঠিন দুনিয়ায়—
পরভুক হ'য়ে থাকতেই হয় তা'র বাধ্য হ'য়ে। ১৩।

ইষ্ট বা আদর্শানতি যা'দের
অচ্যুত ও অকাট্য,
জীবন-আমন্ত্রণী যা'দের প্রতিটি পদক্ষেপ,
কূট-কৌশল যা'দের
অন্তরায়কে ব্যাহত ক'রে চলে স্বতঃই,
পারস্পরিক সহযোগ ও সংহতি যা'দের
স্বতঃ উৎসারণশীল—
সত্তা তা'দের স্বতঃ স্যমন্তক-কিরীট-শোভিত। ১৪।

শ্রদ্ধায় আনে
দেওয়ার বুদ্ধি বা আগ্রহ,
ঐ আগ্রহ থেকে আসে সাধনা,
আর, সাধনা থেকে আসে যোগ্যতা,
আর, যোগ্যতা যা'র যত বলশালী
কৃতিত্বও তা'র সংস্থিতিপরায়ণ। ১৫।

মুখমিষ্টি অসৎ-ব্যাভার
শয়তানেরই অবতার। ১৬।

তুমি যদি সুষ্ঠু, শক্ত হ'য়ে না-দাঁড়াতে জান—
অটুট নিষ্ঠায়
আদর্শে সত্তাটাকে গ্রথিত ক'রে নিয়ে
সক্রিয়ভাবে
ধর্ম্মানুগ কৃষ্টিপরিপালী মেরুদণ্ডে ভর ক'রে—

তোমার সত্তা কিন্তু
বিস্তারলাভ করতে পারবে না—
একটা পরম ব্যাপ্তিতে,
পরিবারে, পরিবেশে, প্রদেশে, দেশে,
অসীম সীমানায়
নিজের পরিধি প্রসারিত ক'রে
একটা বিশ্বসমবায়ী সত্তা নিয়ে—
সব দিক্ দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে। ১৭।

ঔদার্য্য যেখানে সত্তাবিধ্বংসী
তা' শয়তানেরই আশীর্ব্বাদ। ১৮।

দুষ্ট বা দুঃশীল যা'
তা'তে প্রীতি, সমর্থন, সহবাস
বা তা'র সংরক্ষণী চলন
সর্ব্বনাশেরই হুলুধ্বনি। ১৯।

যা'রা নিজের অন্যায় বা পাপকে
অন্যায় ও পাপ ব'লে উপলব্ধি করতেই নারাজ—
বরং শোধরানর কথা উপস্থিত হ'লে
অরুচি ও উপেক্ষায় উড়িয়ে দিতে চায়—
নানান ধাঁজে সমর্থন ক'রে নিজেকে,
অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা—
আক্রোশ-গম্ভীর হ'য়ে ওঠে,
তা'রা যাই হো'ক আর যেমনই হো'ক,
ঠিক জেনো—

ঐ স্বভাব তা'দের ভিতর
শৌর্য্য-সন্দীপনায় বসবাস করছে,
সুবিধা পেলেই
কোন মুহূর্ত্তে
তা'রা আত্মোৎসর্গ করতে পারে তা'তে,
তা'রা চলা-ফেরা করে
একটা রোষরুদ্ধ কপট লালিত্য নিয়ে
বাহ্যিক সাজগোজে ;
যদি বোঝ—
সাবধান থেকো,
ঐ বিষাক্ত সংসর্গ
ক্ষীর-অভিষিক্ত, স্বাদু-উদ্দীপনায়
বিষাক্ত ক'রে তুলবে তোমাকেও কিন্তু। ২০।

তোমার তিক্ত ব্যবহার
যদি কাউকে প্রেয়কেন্দ্রিক,
কর্ম্মঠ ক'রে তুলতে না-পারল—
সশ্রদ্ধ ক'রে তুলতে না-পারল
তোমাতে
—তা' কিন্তু ব্যর্থ,
আর, তা' বিদ্রোহের স্রষ্টা—
বিপাক-আমন্ত্রণী। ২১।

আগ্রহ যা'র শীর্ণ, অসাধু,
প্রবৃত্তি যা'র খাটো বা হীন,
দূরদৃষ্টি যা'র সঙ্কীর্ণ,

প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতি সেখানে
দৈন্যভরা—
বিপাক-সঙ্কুল। ২২।

যে নিজেই কেন্দ্রায়িত নয়কো,
একাগ্র-চলৎশীল নয়কো,
নৈতিক চলনা ও ব্যবস্থিতি যা'র দোদুল্যমান—
অন্যের নিকট হ'তে তা'র
ঐ-জাতীয় কিছুর প্রত্যাশা
বাতুলতা ছাড়া আর কী হ'তে পারে ?
বরং সে বিধ্বস্তি ও বিশৃঙ্খলারই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে। ২৩।

মান, মর্য্যাদা, প্রভুত্ব
কেউ কা'কেও দিতে পারে না,
দিলেও রাখতে পারে না কেউ—
যদি তা'র চরিত্র, বোধকুশল দক্ষতা
ও সন্দীপনী সুব্যবহার না-থাকে,
তবেই হ'চ্ছে—
ওগুলি পায় সেইই—
যা'র আছে চরিত্র,
আছে বোধকুশল দক্ষতা,
আছে সন্দীপনী সুব্যবহার। ২৪।

বোধের আবাস শ্রদ্ধায়,
সৌন্দর্য্য রয় ভাবে,
কৃতিত্ব রয় কর্ম্মে,
প্রাজ্ঞতা রয় ইষ্টনিষ্ঠায়,

মহত্ত্ব থাকে ব্যবহারে, সেবায়,—
আর, এই পঞ্চ-সম্মেলনেই দেবত্বের উদ্ভব । ২৫ ।

ইষ্টনিষ্ঠ চরিত্র, সদ্ব্যবহার
ও সেবা-ব্যবস্থিতিই হ'চ্ছে –
প্রতিষ্ঠার পরম সুহৃদ্,
এরা যেখানে অবজ্ঞাত,—
পশুামি সেখানে
যতই জলুসওয়ালা হো'ক না কেন—
প্রীতি ও প্রতিষ্ঠা শম্বুকধর্ম্মী । ২৬ ।

সচ্চরিত্র,
সুব্যবহার-সম্পন্ন,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ, বিনয়ী হও,
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
ঐ প্রকৃতির অন্তরে যেন
সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত থাকে
সুসংকল্পী অনমনীয় সুদৃঢ়তা,
নইলে ব্যক্তিত্ব তোমার
তরল হ'য়েই চলবে কিন্তু । ২৭ ।

যা'রা ভাবে আর করেও তেমনই—
কোন্ ব্যাপারে কী করা উচিত ছিল,
কী ক'রিনি আমারই কী দোষে,
কী ক'রতে হবে—কখন—কেমন ক'রে—
তা'রা জীবনে ঠেকে কমই । ২৮ ।

বিশ্বস্ত হবার মত কিছু না ক'রেই
যা'রা বিশ্বাস করাতে দাবী করে
বা বাধ্য করতে চায়
তা'দের অন্তঃকরণ সন্দেহের । ২৯ ।

পোষ্য যেমন প্রীতি-শিথিল,
স্বার্থ-ক্ষুধাতুর ও আক্রোশবিদ্ধ,
তা'র কাছে পালকের স্বস্থি ও জীবন-প্রত্যাশা
তত উপেক্ষিত—
এমন কি অল্প ত্রুটিতেও সে তা'র ক্ষতিপ্রয়াসী । ৩০ ।

তুমি যদি তোমার
অবাঞ্ছিত চরিত্রের উপর হস্তক্ষেপ না কর,
তা'কে যথাবিহিত নিয়ন্ত্রণে
সক্রিয়ভাবে সংস্থ ক'রে না তোল,
লাখ শিক্ষিত হও না কেন—
তোমার স্বাভাবিক উন্নতি তখনও মরীচিকাবৎ । ৩১ ।

রান্না যেমন নুন-ঝালের
উপযুক্ত মতন সংমিশ্রণ ছাড়া
স্বাদে ভাল হয় না—
তেমনি শুধুমাত্র অসাড় ভাল মানুষ হ'লেই
তোমার চলবে না কিন্তু ;
চতুর হওয়া চাই,
তীক্ষ্ণ হওয়া চাই,
দক্ষ কর্ম্মকুশল হওয়া চাই,

তবেই তো কৃতী হ'তে পারবে—
অন্তরায় অতিক্রম ক'রে
সম্বর্দ্ধনার দিকে। ৩২।

কোন গুণকে
তোমার স্বভাবে অভ্যস্ত ক'রে যদি তুলতে চাও—
মনে তোমার সে ভাব
আসুক বা না-আসুক,
হাতে-কলমে, ভঙ্গীতে
তুমি তা'র আবৃত্তি করতে থাক—
যেখানে যে-ব্যাপার উপলক্ষে
সেটার প্রয়োজন আছে মনে কর,
এমনি করতে করতে দেখবে—
ক্রমশঃ অন্তঃকরণে তোমার
ঐ ভাব
দীপনা নিয়ে জেগে উঠছে,
মনেও তা'র প্রতিফলন হ'য়ে
সত্তাকে তোমার নন্দিত ক'রে তুলছে। ৩৩।

তুমি যা'তে যেমনতর শ্রদ্ধাবান্—
সক্রিয়ভাবে,
তোমার প্রকৃতিও সেই ধাঁজেরই। ৩৪।

কাজে কথায় না-থাকলে মিল
সহযোগে পড়েই ঢিল। ৩৫।

সহ্য, সেবা, সহযোগিতা
ও স্মিত ধৈর্য্য-সমন্বিত ব্যবহারের ভিতর-দিয়েই-

মানুষের মমতা আহরণ করা যায়,
আর, তা' যদি ইষ্টানুগ না হয়
সংহতি সৃষ্টি করতে পারে কমই—
বিপর্য্যয়ী বিচ্ছিন্নতাই আহরণ করে বেশী,
এ যা'র নাই—
তা'র যা'ই থাকুক,
কেউ নাই হ'য়ে পড়ে,
তা'র দরদী, দায়িত্বশীল, সানুকম্পী
বান্ধব ব'লে কেউ থাকে না,
এতে যা'র যত দৈন্য
সে তত সঙ্গ-ও-স্বার্থ-হারা। ৩৬।

যা'রা অন্যের আওতায় বড় হ'তে চায়
অথচ তদনুকূল চরিত্র অর্জ্জনে নিঃস্পৃহ—
তা'দের ঐ বিকৃত বড় হওয়াটাই
অনর্থের উপঢৌকন হ'য়ে ওঠে। ৩৭।

তুমি যা'র স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পার নাই
তা'কে তোমার স্বার্থ করতে চাও—
তা' কি ধৃষ্টতা নয়?
আর ঐ ধৃষ্টতাই ধূর্ত্তকৌটিল্যে
সব-হারা ক'রে তুলবে তোমাকে—
প্রাকৃতিক চাতুর্য্যে। ৩৮।

যা'রা নিজের দোষ দেখতে জানে না,
তা'কে ধরতে জানে না,
তার সুবিন্যাস করতেও পারে না,

আবার, অন্যের উপর
ছড়িদারি করার প্রবৃত্তি অঢেল—
বিধ্বস্তি যে তা'দের সুপ্রিয় সাথীয়া
তা' নিঃসন্দেহে বলতে পার,
তা'দের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা-ভক্তিও অশিষ্ট,
অকৃতজ্ঞও তা'রা স্বভাবতঃ,
অনৃত উচিত-বক্তাও তা'রা প্রায়শঃ। ৩৯।

স্তুতি-দীপন প্রমত্ততায় যা'রা
সংস্থিতি বা সত্তা-সৌকর্য্যে শিথিল—
একটা আত্মম্ভরী আত্ম-প্রসাদমুগ্ধ হ'য়ে,
ব্যাপারকে বিন্যস্ত ক'রে
আয়ত্তে নিবদ্ধ করতে ব্যাহত যা'রা—
ভ্রান্তি তা'দের গন্তব্যকে
বেঘোর বিপর্য্যয়ে টেনে নিয়ে যেয়েই থাকে,
চক্ষু তা'দের দিশেহারা হ'য়ে ওঠে,
উজ্জ্বল যা' তা'ও ঝাপসা হ'য়ে ওঠে,
আড়ম্বর-ভরা ব্যতিক্রমই হয় তা'দের সম্বল,
নিষ্ফলতার উপঢৌকনে
নিরর্থকতায় গা ঢেলে দেওয়া ছাড়া
উপায় থাকে না;
তাই, যা' পাচ্ছ তা' পাও,
কিন্তু করণীয় যা'—
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় যেখানে যা' করতে হয়—
তা'র এতটুকুও যেন ব্যত্যয় না হয়,—
যোগ্যতা দৃপ্ত হবে,
হৃষ্ট হবে সার্থকতায়। ৪০।

দেশভক্তি আছে,
লোকপ্রীতি নাই
সক্রিয় সার্থকতা নিয়ে—
অলীক তা'। ৪১।

কেন্দ্রায়িত চিন্তা হ'তেই
ভাবসঙ্গতি সৃষ্টি হয়,
আর, এই ভাবসঙ্গতি হ'চ্ছে
জৈবী-সংস্থিতির উপাদান,
আর, তা' যেমনতর সুষ্ঠু—
বিধানও তেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, পুষ্ট হয়,
আর, সুষ্ঠু ও সক্রিয় হয়,
আবার, ঐ চিন্তার কেন্দ্রিকতা
যা'কে অবলম্বন ক'রে
যেমনতর সক্রিয় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ—
মানুষের চাল, চলন, রকমারিও তেমনতর হ'য়ে থাকে—
চিন্তায়, বোধিতে, বাক্যে, চরিত্রে, চলনে,
আর, তা' অসুষ্ঠু যেখানে যেমনতর
মানুষও তেমনতর খণ্ড বোধি-সম্পন্ন হয়। ৪২।

স্বার্থসন্ধিক্ষু যা'রা,
আত্মস্বার্থ-পরবশ যা'রা,
তা'দের নজর, চালচলন
এতখানি খাটো হ'য়ে পড়ে—
স্বার্থ কোথায়
কী ক'রে তার সমাধান করা যেতে পারে
তা' নজরেই পড়ে না,

স্বার্থের খাতিরে তা'রা
স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণই ক'রে থাকে প্রায়শঃ,
লোকহিত বা লোকস্বার্থের সাথে
নিজ স্বার্থের কোথায় অবিচ্ছিন্ন যোগ
তা' তা'রা ঠাওরই পায় না,
তাই, পারিবারিক স্বার্থে,
গ্রামের স্বার্থে,
দেশের দশজনের স্বার্থে
তা'রা স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠতেই পারে না,
গুটীপোকার মতন
আত্মস্বার্থ-সাধনের বেষ্টনীতে
দিশেহারা হ'য়ে তা'রা বসবাস করে ;
তাই, যদি স্বার্থপরই হ'তে চাও
লোকহিত ও লোকস্বার্থের সাথে
নিজের স্বার্থকে অবিচ্ছিন্ন ক'রে তা' কর—
সেবায়, সাহচর্য্যে, অনুকম্পী অনুরতিতে,
স্বার্থ সানন্দচলনে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে চলবে। ৪৩ ।

যা'রা ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করতে জানে না,
গুরুজনের মর্য্যাদা রক্ষা করতে জানে না,
নারীর মর্য্যাদা রাখতে জানে না,
অসহায়, শিশু ও নিরাশ্রয়দিগের
আশ্রয় হ'তে জানে না,
তা'রা ঈশ্বর ও প্রেরিতদিগকে অবজ্ঞা করে,
তা'রা ঈশ্বরদ্রোহী,
প্রেরিতদ্রোহী,

দেশদ্রোহী ও গণদ্রোহী,
বিষাক্ত তা'দের সংস্রব,
এর অপনোদন যদি না কর—
দুর্দ্দশা দুর্ম্মদ আলিঙ্গনে
তোমাদের অবসান
অতিসম্ভব ক'রে তুলবে। ৪৪।

তোমার গাম্ভীর্য্যও
সুললিত ও সম্ভ্রান্ত হ'য়ে উঠে
সেবা-তাৎপর্য্যে বিচ্ছুরিত হ'য়ে
মানুষের হৃদয়ে প্লাবন এনে দিক,
ব্যক্তিত্ব তোমার ওজ-ঋদ্ধিতে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
কেন্দ্রায়িত সুনিষ্ঠ উৎক্রমণে,
আর, আত্মপ্রসাদ তো ঐখানেই। ৪৫।

তোমার ইষ্টানুগ চরিত্র
দেবোপম চলন
স্নেহদীপ্ত বাক্
সন্ধিৎসা-সুন্দর খরমধুর দৃষ্টি
কৃতী-কর্ম্মঠ স্বভাব
তপঃপ্রাণ প্রয়াস
উপচয়ী ব্যবস্থিতি
অমোঘ-প্রত্যয়ী ধী ও বিবেচনা
স্বস্তি-সম্বোধী সেবা
কুশল-কৌশলী তৎপরতা নিয়ে
আদর্শপ্রাণতায় প্রাণবন্ত হ'য়ে
লোক-চক্ষুতে শ্রদ্ধার্হ ক'রে তুলবে

যতই তোমাকে,
ততই তুমি
ললিত-গম্ভীর
স্নেহদীপ্ত
স্মিত-কমনীয় কান্তিতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে
লোকহিতী
প্রিয়-প্রাণারাম পরিতোষ-দীপনায়
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে,
শিবসুন্দর তোমার সত্তায় আবির্ভূত হ'য়ে
শুভ ও সতের পরিবেষণে
পরিবেশকে সংহত ক'রে
পুণ্য-প্রভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে তুলবে। ৪৬।

মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ,
চাল-চলন, হাব-ভাব,
অভ্যাস ও আচরণের ভিতর
যতখানি যেমনতর কদর্য্যত্ব
বা জমকাল আড়ম্বরশীলতা
বা সাম্যভাব, সামঞ্জস্য
ও নৈষ্ঠিক সক্রিয়তা আছে,—
তা'ই দেখে সাধারণতঃ বোঝা যায়—
তা'র অন্তর্নিহিত ধারণা
ভাব ও প্রত্যয়ী প্রকৃতি
কেমন বা কতখানি। ৪৭।

যা' জান না—
জানার দাবীতে

গ্লানিকর বুদ্ধি নিয়ে
ঔদ্ধত্যের সহিত
অলীক ধারণায় যেই তা'কে আঁকড়ে রইলে,
নিজেকে প্রবঞ্চিত তো করলেই,
তোমার আশপাশকেও
বঞ্চনার রঙ্গিল রঙ্গে অনুরঞ্জিত ক'রে
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে দিলে। ৪৮।

যা'রা মিত্রতার মুখরোচক চাট্নি দিয়েও
সত্তা ও স্বার্থের অপঘাতী—
ডাকা-শত্রু থেকেও তা'রা বীভৎস ;
সাবধানে সম্ঝে চ'লো। ৪৯।

কা'রো সামনে অন্যের সুখ্যাতি করলে
যদি কেউ নিজেকে দুঃখিত বা অপমানিত মনে করে—
তা' তুলনামূলকভাবে না-করলেও,
বুঝে রেখো,
সেখানে হীনম্মন্যতা
অভিভূতির সহিত প্রভাব বিস্তার ক'রে
তা'কে নিয়ন্ত্রণ করছে ;
কী ব্যাপারে ঐ দুঃখিত হওয়ার ভাব,
আর, কেন তা' এবং কী জাতীয়—
উদ্ঘাটন করলেই বুঝতে পারবে—
ঐ প্রবৃত্তি কেন কী গলদ-নিয়ে
তা'কে অভিভূত ক'রে রেখেছে,
আর, এতে তুমি

তা'র নিরাকরণে সাহায্য করারও
অনেক সুবিধা পেতে পার। ৫০।

প্রবৃত্তির প্ররোচনা বা প্রলোভন
বীর্য্যবত্তার সহিত যা'রা
তৎক্ষণাৎ পরিহার করতে পারে না—
তা'দের হ'তে
অনান্দোলিতচিত্তে কোন সৎ উদ্দেশ্যে
আত্মোৎসর্গ করার প্রত্যাশা
ভাঁওতাদারী বিড়ম্বনা মাত্র,
অন্তরে যা'দের অতটুকু
ঘনীভূত আগ্রহ নাই—
যা' তা'দের অভিযানে নিনড় ক'রে
প্রেরণা-পরিচালিত করে,
বীর্য্য-পরিক্রমায় তা'রা কিছুতেই বড় হ'তে পারে না,
প্রত্যাশা তা'দের প্রতি
নিরাশার ভ্যাংচানি ছাড়া আর কিছুই নয়,
আর, পারগতার সন্ধিৎসু পরীক্ষা
ও-ও একটা। ৫১।

মানুষকে বুঝতে গেলেই দেখতে হয় যে—
সৎনিষ্ঠ কিনা,
সে-নিষ্ঠার প্রকৃতিই বা কেমন-ধারা,
একসূত্র-সার্থক অভ্যুদয়ী বোধি-সঙ্গতি আছে কিনা,
আর, ঐ নিষ্ঠা বা বোধি-সঙ্গতি-অনুপাতিক
সহজ চরিত্র আছে কিনা;
এই তিনটি দফা যা'র ভিতরে যেমনতর অনুস্যূত—
মানুষও সে তেমনি। ৫২।

প্রবৃত্তি-অভিভূত হীনম্মন্য উদ্ধত
দৈন্যব্যাধিগ্রস্ত পরশ্রীকাতর অকৃতজ্ঞ অহং
যা' সঙ্গতিহারা ব্যুৎপত্তি নিয়ে
মানুষের ব্যক্তিত্বকে
বিকৃত ও বিভাজ্য ক'রে তোলে,
সেই অভিভূতির আওতায়
যা'রা যেমনতর যতখানি—
ধৃতিশক্তিও তা'দের তেমনতরই
দুর্ব্বল, সন্ধিৎসাহারা, দ্বিধাসঙ্কুল হয় ;
তাই, তা'রা কোন ব্যাপারে লাগোয়া হ'য়ে
আত্মোৎসর্গ করতে পারে না,
এমন-কি, কোন জীবন্ত আদর্শকেও গ্রহণ করা
তা'দের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার,
কারণ, আত্মোৎসর্গের ভিতর-দিয়ে
যে-সম্বেগ
তা'দের তপশ্চর্য্যায় সক্রিয় ক'রে তুলতে চায়
সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে
নিজেকে তদনুপ্রাণনায় বজায় রাখা
কঠিন হ'য়ে পড়ে তা'দের,
উদ্বেলিত অহং
একটা অসোয়াস্তির উত্তেজনায়
ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,
তাই, তা'রা
বিগত আদর্শ-ঝোঁকা মনগড়া চলনে চলায়
সোয়াস্তি পায় বেশী,
শোনা-কথার মেকদারে
তা'দের দেখাটা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রায়শঃ,

তা'দের অন্তর্নিহিত আগ্রহকে
উদ্দীপ্ত আবেগময়ী ক'রে
সক্রিয় চলনে
ঐ আদর্শপ্রাণতায় সংন্যস্ত ক'রে যদি তোল—
তবেই তা'রা
ঐ দুর্ম্মদ ব্যত্যয়ের হাত থেকে
রেহাই পেতে পারে। ৫৩।

যা'রা ঈশ্বরের নামে ঈশ্বরকে হিংসা করে,
প্রেরিত, অবতার বা তথাগতদের নামে
তাঁ'দিগকেই হিংসা করে,
ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মকে হিংসা করে,
কৃষ্টির নামে যা'রা কৃষ্টিকে হিংসা করে,
সত্তাবৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে
সত্তাবৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে হিংসা করে,
—দুর্ম্মদ নারকীয় অনুক্রমণই
তা'দের স্বতঃ-উপঢৌকন। ৫৪।

তুমি অচ্যুত আদর্শ বা ইষ্টনিষ্ঠ কিনা—
সেই ইষ্ট বা আদর্শে তোমার সম্বেগ
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সার্থকতায়
অনুপূরণ লাভ করে কিনা—
সেই ইষ্টানুগ মৌলিক ভিত্তিতে
তোমার চিন্তা, চলন ও কর্ম্মপদ্ধতি
স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে কিনা
সক্রিয়ভাবে—
আর, ঐ চলনায়

তুমি অব্যবস্থ না হ'য়ে
ধীর সম্বেগে চলতে পার কিনা—
ধী, বুদ্ধি ও কুশলকৌশলী দক্ষতা নিয়ে,
তা'ই যদি হয়—
বুঝবে—
তোমার যোগ্যতা এমনতর দাঁড়ায় দাঁড়িয়েছে
যা'তে তুমি দায়িত্বশীল হ'য়ে
কোন দায়িত্বকে নিষ্পন্ন ক'রে
কৃতকার্য্যতায় কৃতী হওয়ার সম্ভাব্যতায়
উপনীত হ'য়েছ,
আর, যতক্ষণ এমনতর হ'য়ে ওঠেনি সর্ব্বতোভাবে—
তুমি যা'ই কর,
সর্ব্বতোভাবে তা'কে নিষ্পন্ন করতে পারবে না,
কৃতার্থতা
নিখুঁত আলিঙ্গনে
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত করতে পারবে কিনা
তা' কিন্তু সন্দেহের,
আর, এই হ'চ্ছে
তোমার উপযুক্ততার মানদণ্ড। ৫৫।

জৈবী-সংস্থিতি যা'দের ভ্রষ্ট—
দয়াদাক্ষিণ্য তা'দের প্রবৃত্তিগুলিকে
কমই শুভ-নিয়ন্ত্রণ করতে পারে,
কিন্তু তা'রা শায়েস্তা হ'য়ে থাকে
প্রায়ই ভয়ে। ৫৬।

শুনলে অনেক—করলে না,
ঠকলে কত—বুঝলে না। ৫৭।

তুমি যত-বড়ই ন্যায়বান হও না কেন—
উদারই হও আর বিজ্ঞই হও,
বিবেকী ঔচিত্যবুদ্ধিসম্পন্নই হও না কেন—
এই গুণাবলী তোমার শ্রেষ্ঠ বা প্রিয়পরমে
সঙ্গতির সহিত সার্থকতা যদি লাভ না করে,
তাঁকে উপচয়ে সম্বৃদ্ধ ক'রে না তোলে,
তৎপ্রতিষ্ঠায় স্বতঃই যদি না হ'য়ে ওঠে,
তোমার ঐ গুণাবলী বিচ্ছিন্ন,
ব্যভিচার-বিশ্লিষ্ট,
হামবড়াইয়ের ঔচিত্যধাত্রী মাত্র,
প্রতিষ্ঠা-লাভ করবে না তুমি,
সার্থক ও সমুন্নতও হ'য়ে উঠবে না তুমি,
পল্লবগ্রাহী ঔচিত্য
সম্ভ্রমের খেয়ালী খোরপোষ ছাড়া
আর কিছুই নয়ও তোমার। ৫৮।

যা'রা শীলবান
সৌজন্য-সম্বেগী স্বভাবতঃই তা'রা,
বাক্ ও ব্যবহার বিনীত তা'দের—
এমন-কি ক্ষোভ-ক্ষুব্ধ হ'লেও,
ঐ বিনীত বাক্ ও ব্যবহার তা'দের
দোষ-স্বীকার নয়কো—
তা'কে দোষ-স্বীকার ব'লে
যদি ধ'রে নিয়েই থাক
তোমার বিবেচনা নিতান্তই ভ্রান্তিপুষ্ট
হীনম্মন্য তাৎপর্য্য-সম্পন্ন ;
শীল যা'দের স্বভাবে নাই—

সেই বধির বিবেচক
কি ক'রে তা' বিচার করতে পারবে ? ৫৯ ।

তপঃপ্রাণতার সহিত
অবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ী থেকে
প্রীতি ও প্রাপ্তির অন্তরায়ী যা'
হৃষ্টচিত্তে অচিরাৎ তা'কে
ত্যাগ করতে পারাই হ'চ্ছে
পারগতা ও প্রাপ্তির প্রথম সোপান ;
চরিত্রে এমনতর লক্ষণ—
তা' কিন্তু আশাপ্রদ প্রায়শঃই । ৬০ ।

পূরয়মাণ ভাবীর কাছে ভাব পেয়ে
অনুকম্পায় শুধু গরম হ'লেই চলবে না—
জ্বলন্ত হ'য়ে চলন্ত রইতে হবে,—
তবেই তো সিদ্ধি ;
ঊর্জ্জী মানুষ যা'রা
পূরয়মাণ ভাবী পেলে
তাঁ'তে ঝাঁপ দেয়ই দেয়—
ফেরে না আর,
চতুর তা'রা—
শিকারী তা'রা সত্যিকার । ৬১ ।

শ্রেয়কেন্দ্রিক কৃষ্টি-আস্তরণে
যদি কা'রো ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সংহত না হয়—
আন্দাজ করা তা'র পক্ষে খুব কঠিন,
অভ্রান্ত স্বতঃ-প্রজ্ঞা সেখানে কম । ৬২ ।

ধরণই যা'র ভুল
ধারণা তা'র বিভ্রান্ত,
কর্ম্মও তা'র ব্যর্থ—জঞ্জালপূর্ণ—ক্ষতিকর। ৬৩।

যে যেমনই হোক
আগ্রহ যা'র বোধিপ্রাণ, প্রেরণাপুষ্ট যেমনতর—
প্রগতিও তা'র সেইদিকে তেমনি,
সঙ্গতিও তদনুপাতিক। ৬৪।

শ্রেয়নির্দেশ পরিপালনে মন্থর আগ্রহ যা'দের—
প্রবৃত্তি তা'দের আয়ত্তেই কম,
আর, পরমতসহিষ্ণু হওয়াও
দুরূহ তা'দের পক্ষে। ৬৫।

সক্রিয় সম্বেগ দেখে
উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণনা কী
বোঝা যায়,
আচার, ব্যবহার, চাল-চলন
যতই হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন,
উদ্দেশ্যে গলদ থাকলে
সেগুলি সবই নিয়োজিত হয় ঐ তা'তেই
ঐ উদ্দেশ্যেরই পরিপূরণে,
সেই উদ্দেশ্য যদি অসৎ হয়
আচার, ব্যবহার, চাল-চলন
হৃদয়গ্রাহী যতই হোক না কেন,
ততই তা' কুৎসিত কিন্তু,
মুখপাত-দোরস্ত কদর্য্য অভিগমনই

তা'র চলেছে,
তা'র চাইতে ব্যবহার
তেমনতর রুচিপূর্ণ না হ'য়েও
উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণিত সক্রিয় সম্বেগ
যদি সৎ হয়—
তা'ও কিন্তু ঢের ভাল,
বিশৃস্তির মুখোস প'রে
অসৎ, অসাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদনায়
তা' মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে
স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনায় চলে না,
কিন্তু বিশৃস্তির চাল-চলনে
অসৎ বা অসাধু সম্বেগ
সাধুর ঘোমটায়
মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে
সর্ব্বনাশের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যায় ;
নজর ক'রে দেখে
সাবধান পদক্ষেপে
এমনভাবে চলবে যে—
যে যেমন চলনেই চলুক না কেন,
তোমার বোধি কুশল-কৌশলী তাৎপর্য্যে
যেন সু যা' তা'রই অধিকারী হয়—
কুৎসিত যা' তা'তে অনাক্রান্ত হ'য়ে,
প্রাকৃতিক পরিস্রুতির ভিতর-দিয়ে পরিস্রুত হ'য়ে—
সৎ যা', সাধু যা'
তা'রই অধিকারী হও
ও উপভোগ কর,

যথাসম্ভব বিনা বিরোধে
অসৎ যা' তা' নিরুদ্ধ হোক,
আর, সু যা', সৎ যা'
অভিনন্দিত করুক তোমাকে। ৬৬।

যা'রা দুর্ব্বলকে আশ্রয় দিতে পারে না,
সহ্য করতে পারে না,
ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে যা'রা অপটু—
যোগ্যতায় উন্নীত ক'রে তুলতে পারে না কাউকে,
ইষ্টানুগ অভিনন্দনায়
কেন্দ্রায়িত হ'তেও পারে না,
ক'রে তুলতেও পারে না কাউকে—
শ্রদ্ধার্হ সেবাপ্রবণ অনুকম্পা দিয়ে
সম্ভাব্যতা থাকা সত্ত্বেও,
তা'রা বলশালীও নয়,
বীর্য্যবানও নয়,
বীর্য্য বা বলের ভাঁওতা নিয়ে বেড়ায়—
ভ্রান্ত জলুসের অছিলায়,
বাস্তবে তা'রা কৃপণ, কলুষ-পন্থী,
স্বার্থসন্ধিৎসু উদ্দেশ্যই
অন্তরালে ক্রিয়াশীল প্রায়শঃ। ৬৭।

যা'রা অন্যকে আপন ক'রে তুলতে পারে না—
সৌহৃদ্য-অনুপ্রাণনার কুশল তাৎপর্য্যে
ইষ্টানুগ কেন্দ্রায়িত উদ্দীপনায় অচ্যুত ক'রে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে,
আত্মসমর্পণই বল,

আত্মনিবেদনই বল—
তা' অলীকই তা'দের কাছে,
শান্তিও স্বাচ্ছন্দ্যহীন প্রায়শঃ,
ইষ্টনিষ্ঠা ও কৃষ্টিপ্রাণতার ধুয়ো
ভাঁওতাবাজীরই ধুরন্ধর চাল। ৬৮।

মানুষের জৈবী-সংস্থিতিতে
স্থৈর্য্যশক্তি না-থাকলে
প্রলোভন বা উত্তেজনায়, রাগ-দ্বেষে
ব্যবস্থিতচিত্ত হ'তে পারে না,
তা'ই, তা'রা দোলায়মান
বা অভিভূতি-প্রবণ,
সিদ্ধান্তে অটুট থাকাটাকে
তা'রা ফ্যাসাদ মনে করে,
অসহিষ্ণুতা, দুঃখ, কষ্ট
যেন তা'দের ঘিরেই থাকে সর্ব্বদা;
মানুষ যতই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে
শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়,
জৈবী-সত্তা তত স্থৈর্য্যলাভের দিকে এগিয়ে যায়
সংস্থিত বৈশিষ্ট্যমাফিক। ৬৯।

যা'রা বেকুব-চালাক—
তা'রা চালাকী করে বঞ্চিত হ'তে,
আগ্রহহীন অক্রিয় উদ্দেশ্য-সাধন-তৎপরতা
কল্পনাতেই খাবি খায় তা'দের,
আপ্রাণ উন্মাদনা বা তা'র জন্য কষ্টসহিষ্ণুতা
কিংবা স্বার্থত্যাগ তা'দের কাছে

মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়,
দাঁও-মেরে পার হওয়ার কায়দাই
অপকৃষ্ট চেষ্টায় খুঁজে বেড়ায় তা'রা,
উপচয় ও উদ্বর্দ্ধন ঠাট্টা করে তা'দের,
বিনষ্টিতে আত্মনিমজ্জনই হয় তা'দের
চূড়ান্ত উপঢৌকন । ৭০ ।

ইষ্টানুগ নীতিনিবদ্ধ থাকতে পারলে না তুমি—
সক্রিয় আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে অচ্যুতভাবে,
চরিত্র জীয়ন্ত হ'য়ে উঠতে পারলো না তাই—
বাক্যে, ব্যবহারে, সেবানুকম্পী চলন নিয়ে,
তা'তে তোমার তো ক্ষতি হ'লোই,
সৎ-পরিকল্পনা যা' ছিল
ভূয়ো হ'য়ে তা' কল্পনাজগতে বিলীন হ'য়ে চললো—
বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো না কিছুই,
তোমাতে সশ্রদ্ধ যা'রা
ঐ অভিঘাতে, ব্যাহতিতে
বিবশ ও বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো,
মন্থর হয়ে উঠলো তোমার জীবন বিশ্বের কাছে,
ব্যর্থ, বিবশজীবন তোমার
কৃপাপাত্র হ'য়ে
ক্রূর সমালোচনার ইন্ধন হ'য়ে
অসাড় হ'য়ে রইল,
তোমার কাছে তুমি
ঠাট্টার পাত্র হ'য়ে রইলে—
তেমনি দুনিয়ার কাছেও,
ওজঃপ্রাণ, উর্জ্জী অনুরাগ চ্যুতিবিচ্যুতিতে

নিশ্ছন্দ ও নিবু-নিবু হ'য়ে চ'ললো,
তোমাকে সূত্র ক'রে দানা-বেঁধে উঠলো না
তোমার পরিবেশ তোমাতে,
লাভ কী হলো ?
পেলে কী ?
কী করবে আর কী ক'রেই বা চললে ?
বাঁচতে চাও যদি
আর বাঁচাতেই চাও যদি সবাইকে
তবে এখনও বলি—
'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত",
জীবনকে সিধে খাড়া ক'রে তোল—
আজীবন ঐ জীয়ন্ত চলনে,
বাঁচবে এখনও,
বাঁচাতে পারবেও অনেককে,
সার্থকতার চুম্বনে আত্মপ্রসাদও লাভ ক'রতে পারবে । ৭১ ।

সঙ্কল্পে অনুবদ্ধ যা'রা
তা'দের অধিকাংশই যদি
বিপর্য্যয়ী, বিপরীত-ক্রিয়াশীল হয়,
এমন-কি শ্লথ-সমর্থকও যদি হয়,
নিষ্ক্রিয় অলস সমর্থকও যদি হয়,
সঙ্কল্পকে সংহার করার
প্রধান নায়কই হ'চ্ছে তা'রাই ;
আর, সেই সঙ্কল্প যদি সৎ হয়,
ইষ্টার্থপূরণী, গণহিতী হয়—
তা'কে যা'রা ব্যাহত করে,
বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে তা'তে,

বিপরীত-ক্রিয়াশীল হয়,—
মহাপাতক তা'রা,
শয়তানের সুনিষ্ঠ পরিকর তা'রা,
আত্মঘাতী, আততায়ী তা'রা,
মরণাহুতি অদূরেই
ধূমায়িত হ'তে থাকে তা'দের জন্য । ৭২ ।

মানুষ যখনই কোন অপকর্ম্ম করে
বা তা'তে অভ্যস্ত বা আসক্ত হ'য়ে চলে—
তখনই সেই আসক্তির সংস্থিতির
সমর্থন কুড়িয়ে চলতে থাকে,
নিজের জীবনকে যেন
তা'র সাথে একীভূত ক'রে নিতে চায়,
তাই, তা' ভাঙে বা বিশ্লিষ্ট হয়
এমনতর কিছু সহ্য করতে চায় না,
কষ্ট বোধ করে,
তা'তে নিজে নিবদ্ধ ব'লে
নিবদ্ধতার গণ্ডীকে ভাঙ্‌লে
সে বিবেচনা করে—
তার সত্তাই যেন আহত হ'য়ে উঠলো
আঘাত পেয়ে,
প্রতিরোধ করতে চায় তাকে—
চিন্তা দিয়ে, চলন দিয়ে,
পরিবেশে তা'কে চারিয়ে দিয়ে
সমর্থন নিয়ে দাঁড়াতে চায়,
হিসাব ক'রে দেখতেই চায় না—
তা'র সত্তার পক্ষে সেটা

কতদূর পরিপোষণী, পরিরক্ষণী ও পরিপূরণী,
ঐ পরিরক্ষণ, পরিপোষণ, পরিপূরণ চায় তা'রই,
তা'কেই মনে করে যেন তা'র সত্তা—
একটা কুম্ভীপাকের ভিতরে
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ;
সেই কুম্ভীপাক থেকে যে বাঁচতে চায়—
এমনতর কিছুতে বা কাউতে
তা'র নিবদ্ধ হওয়া চাই
যা'কে ধ'রে সে খাড়া হতে পারে,
এবং কুম্ভীপাকের আবর্ত্তন থেকে
উদ্ধার পেতে পারে,
নয়তো, ওখানেই নিকেশ। ৭৩।

উপচয়ী না হ'য়ে
অপব্যয় যা'রা করে
নির্ব্বোধ-বিচক্ষণ তা'রা প্রায়শঃ—
হামবড়াইওয়ালা। ৭৪।

যা'রা অভিব্যক্তিই দেখে,
সৎ-নিবদ্ধ সম্বেগ দেখতে জানে না—
মনোনয়ন বিকৃতই তাদের প্রায়শঃ,
বোধি-ব্যক্তিত্বও কম তা'দের। ৭৫।

প্রকৃতিই পরম প্রমাণ,
যা' করছ বা ক'রে চলেছ—
তা'ই দিয়ে বোঝা যায় তুমি কেমন। ৭৬।

বোধি-ব্যক্তিত্ব যা'দের নেই—
তা'রা ব্যাপার, বিষয় বা ঘটনাগুলিকে
একসূত্র-সঙ্গত ক'রে
অর্থান্বিত-সামঞ্জস্যে
বিহিতভাবে ঐ সূত্রে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,
ফলে, ব্যক্তিত্ব তা'দের বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে,
যে-অবস্থায় যখন পড়ে
তা'দের ব্যক্তিত্ব সেই রংএ
রঙ্গিল হ'য়ে দাঁড়ায়,
তদনুপাতিক বুঝে
সত্তাসার্থক পূরয়মাণ সম্বন্ধে
নিবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না কোন-কিছুকে—
বৈশিষ্ট্য-বিধৃত পথে
আদর্শে উন্নীত ক'রে,
ব্যক্তিত্বহীন ভবঘুরে বা বিষয়ঘুরে
হ'য়ে ওঠে তা'রা,
একনিষ্ঠতা বেঘোরে রোরুদ্যমান তা'দের কাছে,
রৌরব-নরক
নীরব আলিঙ্গনে
তা'দের নিরয়-অভিযানে নিয়ে চলতে থাকে—
পরিস্থিতিকে পরামৃষ্ট ক'রে। ৭৭।

যা'রা অন্যকে আপন ক'রে নিতে পারে না
বা জানে না—
তা'রা সঙ্কীর্ণ আমিত্ব নিয়েই বসবাস করে,
তা'দের প্রবৃত্তি
এমনই সঙ্কুচিত-স্বার্থান্ধ

অপরিচর্য্যী—

যে, নিজের গণ্ডীর বাইরে
অর্থাৎ যা'দিগকে আপন ভাবতে অভ্যস্ত
তা'দের ছাড়া
অন্যের প্রতি যা'-কিছু করে
লোকসান বিবেচনা করে তা',
গণ্ডীকাটা পরপরালি ভাব ও চরিত্র নিয়ে
চ'লে থাকে তা'রা—
অন্যের স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনা
তা'দিগকে স্বার্থান্বিত ও সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে তোলে না—
আত্মপ্রসাদে,
তা'রা কাউকে
আপন ক'রে নিতে পারে না ব'লেই
তা'র সংশ্রবীয় কেউ বা কিছুকেই
আগ্রহ নিয়ে ভালবাসতে পারে না—
স'য়ে—ব'য়ে—ক'রে ;
অতি অল্প-উৎক্ষেপী বাক্য ও ব্যবহারেও
তা'রা অন্তরে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে—
সেগুলি বিষাক্ত আঘাত হ'য়ে ওঠে,
তাই, অন্যকে সহ্য করবার,
ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী সেবায়
কাউকে যোগ্য ক'রে তুলবার আগ্রহ
তা'দের চকিত-চঞ্চল ক'রে তোলে না—
সেটাকে তা'রা বিড়ম্বনাই বিবেচনা করে সব সময়,
প্রীতিপ্রসূ অনুসন্ধিৎসা,
ব্যবস্থিতি, বোধিপরিচর্য্যা

তা'দের নিতান্তই সঙ্কীর্ণ,
অন্যের দান, আগ্রহ-সন্দীপ্ত পরিচর্য্যা,
এমন-কি, ভরণ-পোষণকে পর্য্যন্ত
তা'রা দাবীর পাওয়া মনে করে,
কৃতজ্ঞপ্রীতিও অন্যের প্রতি তা'দের ক্ষীণ,
আর, যা' থাকে
তা' উদ্ধত আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ,
অন্যের জন্য করার সার্থকতা
তা'দের অন্তরকে স্পর্শই করে না,
তাই, লৌকিকতা-সম্পন্ন ব্যবহার ছাড়া
প্রাণস্পর্শী আপ্যায়িত অনুচর্য্যা
সন্ধিৎসাপূর্ণ ব্যবস্থিতি
তা'দের কাছে হোমাপাখীর ছানার মতন,
কাপট্যপূর্ণ সৌজন্যের বোরখা প'রেই
থাকতে ভালবাসে তা'রা ;
এমনি যা'দের স্বভাব তা'রা বড় হ'তে পারে না,
আমিত্ব তা'দের বিস্তারলাভ করে না,
বেঁচে থাকলে দৈন্য ও দীর্ঘশ্বাসই হয়
তা'দের স্বতঃসিদ্ধ উপঢৌকন। ৭৮।

প্রিয়-পরিবার ও তা'র পরিবেশকে
যা'রা ভালবাসে না—
সক্রিয় মমতাপূর্ণ স্বাভাবিক দায়িত্ব নিয়ে—
যা'কে তা'রা প্রিয় বলে
তা'কেও তা'রা ভালবাসে না,
ভালবাসলেও তা' উদ্দেশ্যপূর্ণ বা কপট—
দরদহীন স্বার্থ-সন্ধিক্ষুতার ভাঁওতাবাজী। ৭৯।

হীনম্মন্যতা যেখানে যত শক্ত ও সঙ্কীর্ণ—
অপরাধ-স্বীকার, মার্জ্জনা-ভিক্ষা ও সরল আনুগত্য
সেখানে তত কৃপণ,
আত্ম-বিচার ও স্বার্থসন্ধিৎসুতাও তা'র তেমনতর। ৮০।

দুর্ভোগ যেখানে যেমন—
সুযোগ, সুবিধা, সদনুবর্ত্তিতা
ও প্রাজ্ঞোপসেবনে বিভ্রান্তি,
ব্যতিক্রম ও অব্যবস্থিতি
সেখানে তেমনতরই ;
এমনতর নমুনা দেখেই বুঝতে পারা যায়—
গড়াতে পারে তা' কোথায়
ও কেমনতরভাবে। ৮১।

কাউকে দেবে না কিছু,
করবে না কিছু কারও
ইষ্টনিষ্ঠ, ধর্ম্মানুগ, লোকহিতী চরিত্রগন্ধও
দুর্ব্বহ তোমার কাছে,
অথচ পাওয়ার প্রত্যাশা
নয়া-নয়া রূপ নিয়ে
প্রতি পদক্ষেপেই চলতে থাকে তোমার—
লোক-অনুগ্রহ ছাড়া একপলও চলে না,
তবুও ইষ্টানুগ, লোকহিতী আত্মনিয়ন্ত্রণ
তোমার কাছে কথার কথা মাত্র,
তাত্ত্বিকতার রাহাজানি নিয়ে
উদ্ভট ধর্ম্মতত্ত্বের

হালসে বেহাল রকমারি অনুশাসনে
দাবীর তোড়ে
ভাঁওতা দিয়ে
অনুগ্রহ-অবদান কুড়িয়ে নিয়ে চলতে চা'চ্ছ—
মহৎ বোরখার সাজগোজে
নিজেকে আবৃত ক'রে,
ফলে, দেখছ না—
ধিক্কার কী ভ্রূকুটি নিয়ে
তোমার দিকে চেয়ে আছে?
অপদস্থ হওয়া ছাড়া
তোমার সম্বল কোথায়? । ৮২ ।

তুমি অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ থাক—
ইষ্টানুগ চলন তোমাতে
জীয়ন্ত হ'য়ে থাকুক,
এমন শ্রদ্ধার্হ চলনে তুমি চলতে থাক—
যা'তে যেই কেন হোক না,
যা'ই করুক না সে,
তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত থাকা
তা'র জীবনে লোভনীয়
ও তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে যেন চ'লে;
তা'তে এই লাভ তোমার—
কারুর নিরেট তামসী কালেও
ঐ শ্রদ্ধাসূত্র-সাহায্যে
হয়তো তুমি তা'কে
কূলে টেনে আনতে পারবে—
যা'তে সে আবার

নবজীবন লাভ করতে পারে
নব অনুপ্রেরণায়,
নয়তো, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তা'কে
কোন্ অন্ধতম গহ্বরের টানে ;
লক্ষ্য রেখো—
দরদী থেকে মানুষের প্রতি। ৮৩।

ধাপ্পাবাজীর পোষাকী খোলসে
কপট চালে যা'রা
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ বেছে নিয়েছে—
অকৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতার
বেড়া দিয়ে নিজেদিগকে আবৃত ক'রে—
বাহাদুরীর চালিয়াত চালে,
তা'রা নিজেদের তো প্রতারিত করেই,
তা'ছাড়া, প্রবঞ্চনার এমন গড়খাই সৃষ্টি করে
পরিবেশকে ঠকিয়ে
—যা'র ফলে একদিন চক্রবৃদ্ধি-হারে
তা'র স্বার্থোপকরণ যা'-কিছু
সেগুলি তো নিকেশ পায়ই,
আর, নিকেশের নিকাশী-যজ্ঞে
নিজদিগকে আহুতি দেওয়া ছাড়া
অন্য পন্থা কমই বিদ্যমান থাকে তা'দের সম্মুখে ;
মূঢ় বেকুব চালাক যা'রা—
অল্পবুদ্ধির চালবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে
পরিণাম বিপদসঙ্কুলই ক'রে তোলে—
বঞ্চনা ক'রে বঞ্চিত হ'য়ে। ৮৪।

বিপাক, বিড়ম্বনা বা রাগদ্বেষের ভিতরেও
তোমার চরিত্র যেমন অভিব্যক্তি দেবে—
তা'ই তোমার অন্তরের অভ্যস্ত রূপ। ৮৫।

যে তোমাকে ভরণ করে না সেবা-সম্বর্দ্ধনায়—
কেবল ভৃতই হ'তে চায়—
সে কৃতজ্ঞও নয়,
তোমাতে নির্ভরশীলও নয় অন্তরে। ৮৬।

বেকুব স্বার্থপর তা'রাই—
যা'রা পালক, পোষক বা উৎস যিনি
তাঁ'র স্বার্থে অন্তরাসী না হ'য়ে—
সক্রিয় আগ্রহ-উন্মাদনায়
অবজ্ঞা করে তাঁকে,
স্বার্থান্ধ লোলুপতায়
আত্মস্বার্থ হাসিল করতে প্রয়াসশীল এবং ভ্রাম্যমাণ—
বিফলতা, ব্যতিক্রম, বিধ্বস্তি
তা'দের পুরস্কৃত ক'রে থাকে প্রায়শঃ,
সুস্বার্থপর যা'রা—
সুকেন্দ্রিক তা'রা,
সুনিষ্ঠ তা'রা,
সুকর্ম্মীও তা'রা। ৮৭।

আত্মম্ভরি স্বার্থসন্ধিক্ষু ঔদ্ধত্যবুদ্ধিসম্পন্ন যা'রা
তা'রা পরসহিষ্ণু কমই,
তোয়াজপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন যা'রা
তা'দেরই ছাড়া অন্য কাউকে

সমর্থন করাও মুশকিল তা'দের,
কে ভাল, কে মন্দ
তা'র হিসাব-নিকাশ তা'দের কাছে—
সে তা'দের স্বার্থপূরণী তোয়াজবুদ্ধি-সম্পন্ন কিনা
তা'র উপর নির্ভর করে,
নিরপেক্ষ পরিবেক্ষণ তা'দের কাছে
কথার কথা মাত্র,
তাই, কোন-কিছু বা কা'রও সম্বন্ধে
তা'দের অভিমত প্রায়ই ভিত্তিশূন্য ;
মানুষের স্বভাব না দেখে—
আচার, ব্যবহার, বোধি-তাৎপর্য্য
বিবেচনা না ক'রে—
কোন মতবাদে নির্ভর করাই বিফলতা-আমন্ত্রণী ;
যা' করতে হয় বুঝে
মিলিয়ে নিয়ে ক'রো
নিজে ঠিক থেকে ;
বিড়ম্বনা অনেকটাই এড়াতে পারবে। ৮৮।

যা'দের জীবনে
প্রীতিকেন্দ্র বা প্রিয়পরম ব'লে কেউ নাই,—
যা'রা যা'-কিছু সব নিয়ে
কাহাতেও অন্তরাসী আবেগ-সহ প্রীতিনিবদ্ধ নয়,
নিবিড়ভাবে আপ্ত ক'রে নিতে পারেনি কাউকে --
পূরণ, পোষণ, পালন-প্রবুদ্ধ সেবা-তৎপরতায়,
স্বার্থ, শুভ-সমর্থন ও উপচয়ী সম্বর্দ্ধনার
অনুপ্রেরক ব'লে যা'দের কেউ নাই,—
তা'দের জীবন দাঁড়াহীন, আশ্রয়হীন, বিক্ষেপী,

দুনিয়ায় তা'দের কেউ নাই,—
স্থখপ্রসূ স্বাভাবিক আত্মনিয়ন্ত্রণ
তা'দের জীবনে হ'য়ে ওঠে না,
এ দুনিয়ায় সাথীয়া-হারা
বিভ্রান্ত পথিক তা'রা ;
তাই সাবধান !
আশ্রয়হীন হতাশ্বাসের ক্রীড়নক হ'য়ে উঠো না,—
দুনিয়ার চোরাবালুতে জীয়ন্ত জীবন নিয়ে
ডুবে যেতে ব'সো না,—
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ ব্যক্তিত্বে
প্রীতিনিবন্ধ হও,
তমসা-বীচি অতিক্রম ক'রেও
দীপ্তজীবন বইতে পারবে । ৮৯ ।

অনেক মানুষ ধনী বা বড়লোকের সাথে
সংস্রবান্বিত হ'লেই—
তা' যে-কোন রকমেই হো'ক—
বিয়ে ক'রে বান্ধবতায়,
চাকুরী ক'রে বা যে-কোন প্রকারে,—
অবাধ্য অন্তরাসী আগ্রহ-উৎসৃষ্ট
উপচয়ী সেবাসম্বর্দ্ধনায়
তাঁ'তে স্বার্থান্বিত না হ'য়েও
তদনুপাতিক মর্য্যাদার দাবী করতে থাকে—
তা' চরিত্র দিয়েও নয়,
বাক্, ব্যবহার বা সৌজন্য দিয়েও নয়,
যোগ্যতা ও বোধি-তাৎপর্য্যের অনুশীলনেও নয়,—
এমনতর দাবী

লোক-অন্তর প্রায়ই নামঞ্জুর ক'রে থাকে—
বিদ্রূপে—অপঘাতে বা তাচ্ছিল্যে ;
তাই, যদি মর্য্যাদাই চাও—
মর্য্যাদায় উন্নীত ক'রে তোল সবাইকে—
বোধি-তৎপরতা ও যোগ্যতার অনুশীলনে,
বাক্, ব্যবহার, আচার ও সেবা-সৌজন্যে ;
নতুবা, ঐ প্রত্যাশা বা দাবী
ব্যাধি হ'য়ে খাবি খাওয়াবে তোমাকে ;
নিজের অন্তরে ও অন্যে নজর রেখে চ'লো—
বিচক্ষণ পদবিক্ষেপে । ৯০ ।

হীনম্মন্য অহং
ঔদ্ধত্য আত্মম্ভরিতার তোয়াজ যেখানেই পায়—
তা'তেই খুশি থাকে,
আর, নিজের গুরুত্বের কদর কতখানি
তা'ই পরিবেষণ ক'রেই তৃপ্তি পায়,—
বিকৃত-প্রবৃত্তি বেকুব চালাকদের
প্রকৃতি অমনতর,
আদর্শ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায়
নিজেকে সার্থক ক'রে তোলা
তা'রা লোকসান বা বেকুবিই বিবেচনা করে,—
বড়াই যতই করুক না কেন
প্রতিষ্ঠাও পায় না,
দরও বাড়ে না তা'দের,
বিদ্রূপ, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের উপঢৌকনে
রৌরব উপভোগ করাই পুরস্কার তা'দের ;

তোমার যদি এই প্রকৃতিই থাকে—
তা' ঘুরিয়ে ফেল,
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠাই তোমার জীবনের অভিযান হো'ক,
প্রতিষ্ঠা পাবে,
নয়তো, যা' সুবিধা বিবেচনা কর তা'ই কর। ৯১।

ইষ্টকেন্দ্রিকতায় অন্তরাসী নয় যা'রা
সক্রিয় উপচয়ী অনুসরণে
অচ্যুত চলনে,
যা'রা কাউকে সহ্য করতে পারে না,
নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না,
নিজের অবাঞ্ছিত কিছু বরদাস্ত করতে পারে না,
ধৈর্য্যের সহিত ধারণ করতে পারে না
কাউকে বা কিছুকে,
বুঝে কুশল-কৌশলে
আয়ত্ত করতে পারে না তা'কে,
অধ্যবসায়ী যত্নে
যোগ্যতাকে অর্জ্জন করতে পারে না,
অথচ প্রমত্ত আত্মম্ভরি ঔদ্ধত্যেরই
পরিপুষ্টি-সন্ধানী,—
বাস্তব সমুন্নত সুস্বার্থপরতা
তা'দের ব্যর্থ কল্পনা,
উন্নতি বিকৃত ও সুদূরপরাহত তা'দের কাছে। ৯২।

হীনম্মন্য উদ্ধত আত্মম্ভরি আবেগ
অন্তরে যেখানে যা'দের নিহিত থাকে—
তা'রাই শুভ নিয়ন্ত্রণে

অন্যের প্রতি ছড়িদারী করতে মজবুত
বা রসও পায় বেশী,
কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হ'লেই
বিক্ষোভ এমনতর বিকৃত আচারে
ভাব-ভঙ্গী-কথায়-কাজে
বহির্গত হ'তে থাকে
যা'র ফলে হতভম্বই হ'তে হয় ;
এই দেখলেই বুঝে নিও—
যে-কোন শুভ নিয়ন্ত্রণেই হো'ক না কেন,
তা'রা মনে করে
সে-নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যে ব্যাপার
তা' তা'দের জন্য নয়,
অন্যের জন্য তা'রা তা' বেশী ইয়াদে রাখে,
যেখানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়
সেখানে তা'রা মোটেই অন্তরাসী নয়কো,
কিন্তু অন্যের প্রতি নিয়ন্ত্রণী ছড়িদারীতে
তা'রা মুখর-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ;
আবার, ঐ উদ্ধত আত্মম্ভরি অহং
তা'র উদ্ধত প্রবৃত্তিকে বাহবা দেওয়ার জন্য
আশু-শত্রুকে দমন করতে
তা'র চিরশত্রুর নিকটেও
আত্মবিক্রয় করতে কুণ্ঠা বোধ করে না—
ঐ আশুশত্রু যদি তা'র চিরশত্রুর শত্রুও হয়—
তবুও,—
আর, কৃতঘ্নতাও সহজ-সঙ্কুল সেখানে,
বিবেচনা ক'রে চ'লো,
সমীচীন যা' তাই ক'রো। ৯৩।

ধৃতিবৃত্তি যা'দের ভোঁতা—
কোন বিষয় ও ব্যাপারকে
গূঢ়ভাবে ধরতেও পারে না
বোধও করতে পারে না তা'রা,
আবার, বোধ যা'দের বিলম্বিত
তা'রা কেন্দ্রায়িতও হ'তে পারে কম—
অনুরাগ-আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে,
স্নায়ুগুচ্ছও তা'দের সাড়াপ্রবণ কম,
সন্ধিৎসা-সলীল বিচক্ষণতাও
ভোঁতা হ'য়ে চলতে থাকে,
ফলে, বোধিতাৎপর্য্যও খিন্ন তা'দের,
অল্প সময়েই
তলিয়ে সবটা ধারণা করবার নৈপুণ্যের
খাঁকতিই দেখা যায় প্রায়শঃ,
যেন অন্তর্নিহিত কোন গোপন অভিলাষ
তা'দের মনোনিবেশকে চুরি ক'রে রেখে দেয়,—
তাই, ধারণাও জঞ্জাল-সঙ্কুল—
তা'ও উপর-উপর,
প্রস্তুতিও আঁতহারা,
প্রয়োজনকে পরিপূরণ করে না,
অনুরাগ-আতিশয্য
তীক্ষ্ণ যা'দের যেমনতর
তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ইত্যাদিও
তেমনি হ'য়ে ওঠে ব্যুৎপত্তি নিয়ে,
তা' আবার তীক্ষ্ণ-সন্ধিক্ষু
সহচর্য্যী আকুতিতে
কেন্দ্রায়িত ক'রে তোলে তা'দের,

ধৃতিও তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে ক্রমে-ক্রমে—
যা'র যেমনটি আছে তা'তে দাঁড়িয়ে। ৯৪।

আমি যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়ি
অন্যের দুর্ব্ব্যবহারে,
তা'তে তা'র তো দোষ আছেই—
আমারও দোষ কম নয়,
আমার ক্ষমতার অভাব,
সহ্য, ধৈর্য্য, অনুচর্য্যী অধ্যবসায়
এগুলি হ'লো মানসিক ক্রিয়ার সহায়ক
জারক রস,
আর, এগুলি না-থাকলে
মানসিক অবস্থাসমূহকে
নিয়ন্ত্রণও করা যায় না,
হজমও করা যায় না,
এগুলির যত অভাব আমাতে হো'ক—
তা' যে আমার ঔপাদানিক অবসাদ তা' ঠিকই,
ও-সবের অনুচর্য্যায় ক্রমশঃই আমরা
আমাদের মনের হজম-ক্ষমতাকে
বাড়িয়ে তুলতে পারি,
এতে প্রাথমিক প্রয়োজনই হ'চ্ছে
অচ্যুত আবেগভরা সক্রিয় আদর্শ-কেন্দ্রিকতা
অবস্থামাফিক যেমন যা'র সম্ভব ;
লোককে সহ্য করতে পারা যায় না,
অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায় তা'দিগকে
শরীর-মনে স্বস্থ ক'রে তুলতে পারা যায় না—
এটা মানসিক দেহের

দুর্ব্বলতারই লক্ষণ,
আমরা সব-কিছু
এখনই করতে না-পারলেও
পারার সম্ভাব্যতাকে সক্রিয় ক'রে
পারগতাতে যতই উপচয়ী হ'য়ে চলব
ততই লাভবান্ হব,
কখনও পারা যাবে না—
এমনতর ভাবতেও নেই,
আর, সম্ভাব্যতার আশা পোষণ করা—
আগ্রহ নিয়ে—
সক্রিয়ভাবে,
তা'ই-ই শ্রেয়—
উপচয়ী হওয়ার আগম আকুতি;
সম্বর্দ্ধনী চলায় চলতে
ও নিজেকে বজায় রাখতে
যখনই যে দুর্ব্বলতাই ধরা পড়ুক না কেন,
তা'র নিরসনে
নেহাৎ মনোযোগী যদি না হই,
ঐ দুর্ব্বলতা বিস্তার পেতে-পেতে
বহু-কিছুকে গ্রাস ক'রে ফেলবে,
তাই, আমাদের অবহিত থাকা উচিত তা'তে,—
যত পারি, ঐ সমস্ত দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে
বাক্যে, ব্যবহারে, চলনে—
প্রতিক্রিয়ায় সংঘাত সৃষ্টি না ক'রে,
কা'রও প্রতি বিমুখ বা অসহযোগী না হ'য়ে,
কারণ, দুর্ব্বলতার ইন্ধন যতই জোগাতে থাকব—
বেড়েই চলবে ও ক্রমশঃই। ৯৫।

মন্দির বা প্রার্থনা-গৃহই হো'ক
বা পূজা-অর্চ্চনার ক্ষেত্রই হো'ক—
তা যে-কোন পূরয়মাণ
সত্তাহিতী দ্বিজাধিকরণের
অন্তর্গতই হো'ক না কেন,
ঈশ্বর বা তাঁর প্রেরিত
যিনিই আরাধিত হউন না কেন সেখানে,
তা'কে যা'রা অবজ্ঞা করে,
অপবিত্র ক'রে,
মন্দ কথা বলে বা ইঙ্গিত করে,
তা'রা ঈশ্বরের নামে
বা যে-কোন প্রেরিতের নামে
নিজেদিগকে তদনুগ ব'লে মনে করুক না কেন,
বাস্তবে তা' কিন্তু মিথ্যা;
তা'রা তাঁ'দেরই অনুস্মৃতিকে
তাঁ'দেরই নামে অবজ্ঞা ক'রে থাকে,
ঈশ্বর বা ধর্ম্মের নামে
তা'রা ঈশ্বর ও ধর্ম্মেরই বিরুদ্ধতা ক'রে থাকে,
তা'রা নিজেদের শত্রুও যেমন,
অন্যেরও তেমনতরই—
অধঃপাতের অশ্লীল যাত্রী তা'রা;
বেষ্টনীতে রেখে তা'দিগকে
নিরাময় ক'রে তুলতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না—
নয়তো, শয়তান উল্লাস-সংক্রমণে
সবাইকে দুষ্ট ক'রে তুলবে। ৯৬।

যা'রা কপোল-কল্পিত ধারণা অভিভূত হ'য়ে
তদনুকূলেই চিন্তার সমর্থন করে—
ঐ অভিভূত পরিপ্রেক্ষা নিয়ে,
সন্দেহ ক'রে
অন্যকে নিজের বিরুদ্ধ বিবেচনা ক'রেই চলে,—
ভাল দিকে চিন্তা করতে পারে না ;—
কোন একদিন কোন বিষয়ে মতানৈক্য,
ন্যায় সমর্থন
বা কা'রও নিজের সমর্থন বা বিরুদ্ধ সমর্থন,
সঙ্গ বা সহানুভূতিকে কেন্দ্র ক'রে
বার-বার তা'তেই জোড়াতাড়া দিয়ে
ঐ পূর্ব্ব-কল্পিত ধারণা-অভিভূতিকেই
প্রশ্রয় দিয়ে চলতে থাকে,—
তা'রা নিজে তো কষ্ট পায়ই,
আক্রোশবিদ্ধ আপসোসে
দিনগুজরানই কঠিন হ'য়ে পড়ে তা'দের,
বন্ধুকেও তা'রা অনাহূত শত্রু ভেবে চলে,
যা'দের অহং যত আক্রুষ্টপ্রবৃত্তি-অভিভূত—
ঐ অন্ধ হাতড়ানি ন্যায়যুক্তি তা'দের তত বেশী,
বৃশ্চিক-নিবাসই তা'দের আবাস হ'য়ে ওঠে,
অমনতর রকমে যা'রা পা দিয়েছ
এখনও সাবধান হও। ৯৭।

ঈশ্বরের নামে যা'রা
ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধাচরণ করে,
প্রেরিত বা অবতার-পুরুষদের দোহাই দিয়ে চ'লে
ও কদর্থ প্ররোচনায়

তাঁ'দেরই বিরুদ্ধাচরণ করে—
কর্ম্মে, আত্মসমর্থনে,
কৃষ্টির তকমায় কৃষ্টিকেই অপঘাত করে,
বান্ধবতায় সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
বিরুদ্ধাচরণ করে,
আশ্বাসে অভিদীপ্ত ক'রেও
দ্রোহ সৃষ্টি করে,—
তা'রা শয়তানের সিদ্ধদূত,
বিশ্বাসঘাতকের চেয়েও অন্ধ অপঘাতী কৃতঘ্ন,—
দাগাবাজ—
এক কথায় মোনাফেক তা'রা,
ব্যভিচারী আত্মসমর্থনী ইন্দ্রজালী প্ররোচনাই
পাশ তা'দের ;
সাবধানে থেকো তা'দের হ'তে। ৯৮।

অদ্রোহী বাক্, ব্যবহার, সৌজন্য
ও সেবার ইষ্টানুগ পরিবেষণ—
সুনিষ্ঠ চর্য্যায়
সক্রিয় বোধিদক্ষ আপ্তীকরণ অভিব্যক্তির সহিত—
এই তো মানুষের সম্পদ্,
যা' মানুষকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে সর্ব্বতোভাবে—
নয়তো, ধনী হওয়ার তাঞ্জামী অভিযান
ধৃষ্টতা-মাত্র। ৯৯।

যা'কে তুমি ভালবাস কিনা বুঝতে পার না—
যা'র অনুবর্ত্তন বা যা'কে দেওয়া
তোমার পক্ষে লোভনীয় ও আনন্দপ্রদ নয়—

যা'র স্বার্থে তুমি অন্তরাসী নও—
যা'র বিবর্দ্ধনে তোমার নিজ স্বার্থত্যাগ
দুঃখ ও যন্ত্রণাপ্রদ হ'য়ে ওঠে—
তা'র প্রতিষ্ঠায় যতই আগ্রহ প্রকাশ কর না কেন
তুমি তা' পারবে না,
অপচয়ী বান্ধবতা ছাড়া
তোমার কাছে তা'র প্রাপ্য কমই ;
তুমি তা'র ভাল করবার কেউ নও,
বরং কিল মারবার গোঁসাই—
তা' একটু স্বার্থ-সংঘাতেই । ১০০ ।

শ্রেয়চর্য্যী যোগাবেগ-আতিশয্যও যেমনতর—
জীবনের সহ্য, সঞ্চলন ও দৃঢ়ত্বও তেমনতর,
কিন্তু শ্রেয়-সংস্রবান্বিত হ'য়েও
তৎপ্রতি যা'রা শ্রদ্ধাহারা
ও অনুচর্য্যাবিহীন—
তা'রা প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ বিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতায়
দিন-দিনই নিঃশেষপ্রাপ্ত হ'তে থাকে,
আর, তা' ব্যভিচারেরই ইঙ্গিত,
অশ্রেয়চর্য্যাই ব্যভিচার ;
আবার, ঐ যোগাবেগ-আতিশয্য
যেমনতর অশ্রেয়চর্য্যী হ'য়ে ওঠে—
ব্যভিচার ও বিকেন্দ্রিকতার ভিতর-দিয়ে
পরিধ্বংসের সৃষ্টিও হয় তেমনতর । ১০১ ।

অশ্রদ্ধ ব্যতিক্রমী বাক্ ও ব্যবহার
যা' অন্তঃকরণের অপঘাতনী—

তা'ই নিয়ে যদি কেউ অনুশোচনাহীন নির্লজ্জভাবে
তোমার অনুচর্য্যা-প্রয়াসী হয়,
বুঝে রেখো, তা'র অন্তরীপ্সা স্বার্থপ্ররোচিত—
তোমাকে শোষণে শীর্ণ করতেই প্রায়শঃ,
এড়িয়ে বা সাবধানে চ'লো। ১০২।

ব্যভিচারী স্ত্রী যেমন
দেবোপম স্বামীকেও তাচ্ছিল্য করে,
অযথা নিন্দাবাদে দোষারোপ ক'রে,
আত্মপক্ষ সমর্থন-করতঃ
ঈপ্সিত পুরুষের অনুগতি বাঞ্ছা করে—
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ স্বার্থগৃধ্নুরাও তেমনি
নিজের প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকে আড়ালে রেখে
উপরচটকা সাধু ভাঁওতায়
লোকের চিত্ত আকর্ষণ ক'রে
ঈপ্সিত প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার অভিগমনে
সৎ যা', আদর্শ যা'
ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী ইষ্ট যা'
তা'কে নিন্দায়-কুৎসায় অবদলিত ক'রে থাকে ;
তা'রা অজ্ঞবুদ্ধি অপকর্ম্মে
আত্মবিসর্জ্জন তো করেই,
আর, ঐ সর্ব্বনাশের সহায়ক করতে
পরিবেশকেও বিভ্রান্ত ক'রে
সর্ব্বনাশের ইন্ধন ক'রে তোলে,
সাবধান থেকো। ১০৩।

ত্রস্ত-সন্ধিৎসু চক্ষু,
ক্ষিপ্র ব্যুৎপত্তি,

ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়-যুক্ত শুশ্রূষা,
অবস্থা ও ব্যাপারের সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনায়
সময়মত বিহিত করণীয় যা' তা' করা,
চিত্তবিনোদী বাক্ ও ব্যবহার,
প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, বিহিত ব্যবস্থিতি
ও দক্ষ বিনিয়োগ,
নিরাকরণী ও প্রতিষেধী পরিচর্য্যা, ইত্যাদি—
সেবা-সৌকর্য্যে—
তা' যা'রই হো'ক্ বা যে-ব্যাপারেই হো'ক,
অন্বিত-সঙ্গতিসম্পন্ন পটুতায়
যা'র যেমন দক্ষ—
সেবাও সন্দীপ্তির সহিত
সার্থকতায় মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে সেখানে। ১০৪।

ভাবই বাক্য ও ভঙ্গীর নিয়ামক—
যদি তা'তে কাপট্য না থাকে। ১০৫।

দেবার বেলায়, সহ্যে, ধৈর্য্যে,
অধ্যবসায়ে, সেবায়
যা'রা বলে—
'আমি এখনও অতোখানি হ'তে পারিনি'—
তা'রাই অন্যের কাছ থেকে
অতোখানি দাবী করে প্রায়শঃ,
ওটা হ'চ্ছে স্বার্থগৃধ্নুতার উদাত্ত স্বর। ১০৬।

শোষক স্বার্থগৃধ্নুতা
সুষ্ঠু সম্বেগের সঙ্কোচনে

চাহিদার সাহসকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে,
আবার, ঐ সম্বেগ যা'দের অল্প
হৃদয়ও তা'দের স্বল্প—
তা'দের নিষ্ঠাও কম, যোগ্যতাও জঘন্য। ১০৭।

যা'রা আপ্তসুখী,
নিজের বুঝ নিয়েই ব্যস্ত,
অথচ পরার্থ-বুঝে অন্ধ—
অন্যের স্বার্থ হ'তে জানে না—
অন্যকে নিজের স্বার্থোপকরণ করতে চায়—
দুঃখ ও লাঞ্ছনা বিক্ষেপ-ব্যভিচারে
তা'দের পিছু নিতে কসুর করে না—
জীবন তা'দের ক্লেদপঙ্কিল, ভারাক্রান্ত হ'য়ে
চলতে থাকে,
স্বার্থই যদি চাও—
পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠ ইষ্টানুগ চর্য্যায়
বিড়ম্বনাকে এড়িয়ে চলতে পারবে অনেক। ১০৮।

যা'দের হীনম্মন্যতা ক্রূর, কুটিল ও ইতর
তা'দের সামনে যদি কা'রও প্রশংসা করা যায়,
তা'রা তা'তে অপমান বোধ করে,
আর, তা'রা মহৎদের চরিত্রে
দোষ-অনুসন্ধানরূপ সত্যের আবিষ্কারে
নিরত থাকে—
বাহাদুরি আত্মপ্রসাদের লোভে। ১০৯।

শ্রেয় কোন একে যে বা যা'রা
পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে থাকতে পারে না—
তোষণ, পোষণে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে—
অবহেলা বা অবজ্ঞায়
আত্মম্ভরি ঔদ্ধত্যে
বিপর্য্যয়েরই সেবা ক'রে চলে—
তা'দের বহুর কৃপাভিক্ষায়
দিনপাত করতে হবেই কি হবে—
কাতর ক্রন্দনে—
অশ্রদ্ধা, অবহেলা ও অবজ্ঞাকে
ধৈর্য্য-সহকারে সহ্য ক'রেও ;
বিকেন্দ্রিকতা বিপর্য্যয়েরই আগমনী । ১১০ ।

যা'রা নিজের বুঝকেই প্রবল মনে করে,
নির্ঘাত নির্ভুল বিবেচনা করে,
অন্যের বলা বা বুঝ-সুঝের তোয়াক্কাও রাখে না,
—তা'দের বুঝ ঔদ্ধত্যে সমাহিত,
শিক্ষাও সমাপ্তি-অভিসারী,
সম্বর্দ্ধনা তা'দের বেঘোর বিভ্রান্তিতে পরিচালিত—
বিবর্ত্তন ব্যাহত হ'য়েই চলবে তা'দের
ততদিন পর্য্যন্ত
যতদিন না ঐ প্রবৃত্তি মুক্তিলাভ করবে । ১১১ ।

ক্লীব কর্ম্মী যা'রা—
আপসোস-সূচক 'পারতামই' বা 'অসম্ভব'

তা'দের সহায় ও সম্বল,
অকৃতকার্য্যতাই প্রকৃতির উপঢৌকন তা'দের। ১১২।

মনোজ্ঞ বাক্, ব্যবহার, কর্ম্ম,
ও প্রীতিসঙ্গত সমর্থন—
যা' উপচয়ী ও উদ্বর্দ্ধনী,
এমন-কি, শাসন, ভর্ৎসনা, উপহাস,
ঘৃণা ও অবহেলার ভিতর-দিয়েও
যে অন্তরাসী প্রীতি-আলোক উৎকীর্ণ হয়—
এক কথায়, যে পাওয়াটা
নিজের স্বার্থের ব'লে বিবেচনা করা যায়—
মানুষের স্বার্থ
তা'তেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ। ১১৩।

প্রবৃত্তি-ধর্ষিত যা'রা—
বিশেষতঃ দম্ভ, আক্রোশ
ও দ্রোহ-অভিভূতিতে—
তা'রা দুরদৃষ্টেরই অধিকারী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ;
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী বাক্, ব্যবহার, চলন
ও অনুচর্য্যানিরত ইষ্টানুরাগ-অনুপ্রেরণাই হ'চ্ছে
তা'দিগকে উপচয়ে অতিক্রম করবার
একমাত্র পথ—
যা' অহিংসা, মৈত্রী ও সাম্যের
সোহাগচর্য্যায় অভিদীপিত। ১১৪।

তোমার জীবনে শ্রেয় ব'লে যদি কেউ না থাকেন,
মুখ্য হ'য়ে যদি তিনি না-ওঠেন তোমার কাছে,

স্বার্থ, প্রীতি ও প্রবৃত্তিগুলি যদি সামঞ্জস্য নিয়ে
তদর্থপোষণী না-হ'য়ে ওঠে তোমাতে,
সমস্ত হৃদয় অন্তরাসী হ'য়ে
পোষণ-স্বার্থী সমর্থনে
ঐ স্বার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে না ওঠে—
যে স্বার্থ সমবায়ী সামঞ্জস্যে
তোমার অন্তরাসী প্রীতিকে কেন্দ্রায়িত ক'রে তোলে—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে,
সব আচরণের ভিতর-দিয়ে,
তোমার ব্যক্তিত্ব অব্যবস্থ কিন্তু—
অব্যবস্থ মানব তুমি,
তোমার বিবর্ত্তন যা'-কিছু সব নিয়ে
সার্থক সমঞ্জস হ'য়ে উঠবে না ;
কোন দিক্ দিয়ে জলুসপূর্ণ খ্যাতিমান্ ব্যক্তি হ'লেও
সে-জলুস তোমার স্বার্থ, প্রীতি ও প্রবৃত্তিকে
সব দিক্ দিয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে
দানা বেঁধে তুলতে পারবে না—
নিটোল মানুষ হ'য়ে উঠতে পারবে না তুমি ;
তাই, আসল কথাই হ'চ্ছে,
তুমি ও তোমার সন্তান-সন্ততি
যেই কেন থাক্ না তোমার,
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
সবারই শ্রদ্ধাকে উদ্দীপিত ক'রে
শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তোল—
ব্যক্তিত্ব সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার—
পরমেষ্টী প্রবর্ত্তনায়। ১১৫।

প্রতিভাস্ফীত ব্যক্তি যাঁ'রা—
তাঁ'রা সহজ প্রাজ্ঞদিগেতে
অন্তরাসী হ'য়ে উঠতে চান না প্রায়শঃ,
কারণ, ঐ স্ফীতি-প্রতিভা
প্রবৃত্তির সংঘাত-স্ফীতি হ'তেই উৎপন্ন,
তাই, তা'র স্বতঃ-উদ্গাতি হ'চ্ছে
হীনম্মন্যতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে,
তাই, তা'দের অহং স্বল্প-নমনীয়
ও ঔদ্ধত্য-প্রবণই সাধারণতঃ। ১১৬।

হীনম্মন্যতার সুহৃৎ-অনুচর—পরশ্রীকাতরতা,
আর, আত্মগুরি ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুর্ব্বল সঙ্কোচ ;
তাই, হীনম্মন্য ব্যক্তিরা সাধারণতঃ
শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠদের সংসর্গ হ'তে দূরে থাকতে চায়,
আর, দম্ভী ঘৃণাব্যঞ্জক কৈফিয়তের অবতারণা ক'রে
ঔদ্ধত্য-মদগর্ব্বী অবহেলার আবহাওয়া
সৃষ্টি ক'রে তুলতে চায়—
যা'তে বিনীত অভিনন্দনে
তাঁ'দিগকে অর্ঘ্যান্বিত করতে না হয়,
তা'দের হ'তে হীন মনে করে যা'দিগকে
তা'দের সঙ্গ ও সাহচর্য্য মিষ্টি লাগে তা'দের,
কারণ, তা'দের কাছে ঐ হীনম্মন্য প্রবৃত্তি
অভিনন্দিত হয়—
আর, সংক্রামিতও হয় প্রায়শঃ। ১১৭।

শ্রেয়-সঙ্গ ও শ্রেয়-চর্য্যায়
বিহিত অনুচলন যা'—

তা'কে ত্যাগ ক'রে
উদ্ধত ঔদার্য্যের শরণ নিয়ে থাকে যা'রা—
ভ্রান্ত তা'রা,
বীভৎস ব্যতিক্রম অদূরেই অপেক্ষা করে
তা'দের জন্য। ১১৮।

বিশ্বস্ততাকে ফাঁকি দিয়ে
অন্যায্য আহরণ-তৎপর যে যেমন যত,
চৌর্য্যবুদ্ধিও প্রতিক্রিয়ায় তেমনি ক'রেই
তা'কেই মনোনীত ক'রে থাকে সাধারণতঃ—
এটা কিন্তু প্রায়শঃই। ১১৯।

মানুষের ভিতর যখন
জ্ঞানের বীজ গজায়,—
সে নিজেই বুঝতে পারে না যে সে জ্ঞানী,
কিন্তু তা'র রকম-সকম, চলন-চরিত্র যা'-কিছু
ঐ অন্তর্নিহিত বীজেরই অধিনায়কত্বে চ'লে থাকে,
আর, সেই জ্ঞানই সত্তা-অনুস্যূত—
তাই, সে সহজ মানুষ ;
কিন্তু যে ভাবে যে সে জ্ঞানী—
বুঝতে হবে, তা'র মধ্যে সত্তাসঙ্গত জ্ঞান-বীজের
অঙ্কুরণ হয়নি তখনও। ১২০।

মানুষ যা' বুঝতে পারে না
তা' তো বোঝেই না,
বরং তা' বোঝবার একটা আগ্রহ থাকতে পারে,
কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা ক'রে

ভিত্তিহীন সৃষ্ট ধারণায় আগ্রহান্বিত হ'য়ে
যখন চলতে যায়,
অভিব্যক্তি, ব্যবহার ও অনুপাতিক চাল-চলন নিয়ে
ব্যক্তি, বিষয় বা ব্যাপারের যে চলনা—
তা'র সাথে দ্বন্দ্বসঙ্কুল পর্য্যালোচনা
যখন চলতে থাকে,
দ্বিধা বা সন্দেহই হ'য়ে ওঠে
তা'র মনের স্বভাব-সম্বদ্ধ প্রকৃতি,
কেন না, ঐ ধারণার পড়তাতেই সে
বিবেচনা করতে চায়,
অব্যবস্থ অমূলক অনুমানই
তা'র জীবনের মান হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তাই, গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন :—
"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥"
সেখানে একমাত্র উপায়ই হ'চ্ছে—
মনে যা'ই আসুক না
যে-অবস্থায়ই যে পড়ুক না—
ইষ্টার্থ শ্রেয়-সন্দীপনায় অনুপ্রেরিত হ'য়ে
তৎকর্ম্ম-ব্যাপৃতি নিয়ে চলা
বাস্তবের পথে
সক্রিয় সার্থকতায়। ১২১।

শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার বা অভিমান নিয়ে চ'লো না,
বরং শ্রেয়-সন্দীপী হও—
বাক্য, ব্যবহার, আচরণ ও কর্ম্মে,
শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার মানুষকে

দ্বন্দ্ব-নিপীড়িত করে,
পরিবেশের আত্মপ্রসারে বাধা জন্মায়,
তাই, মানুষ তা'কে এড়িয়ে চলে বা অবজ্ঞা করে ;
আর, শুভ বা শ্রেয়-সন্দীপনা মানুষকে
উন্নতিতে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থী নিয়োজনে,
মানুষ তা'কে নিজের জন ক'রে নেয়,
অন্তরের বিনয়ী ঔজ্জ্বল্য
অনেকের অন্তরেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করে—
শ্রেয়-পরিচর্য্যী ক'রে ;
পরিবার বা পরিবেশের মধ্যে
তুমিও তা'দেরই একজন হও
ইষ্টার্থপরায়ণতা নিয়ে,
পরস্বকাতর হ'য়ে মানুষের
তাচ্ছিল্যের পাত্র হ'য়ো না,
বরং মানুষের প্রীতিই
তোমার প্রয়োজন পরিপূরণ করুক—
অন্তরের উদ্দীপনাময়ী বিহিত আয়োজন নিয়ে ;
ঐ শুভ-সন্দীপনা যেখানে যেমনতর—
শ্রেষ্ঠত্বও বাস্তবে রূপায়িত সেখানে তেমনি,
বুঝে সামলে চল। ১২২।

যা' বা যা'কে ভাল ব'লে জান,
তা'র অপলাপী, ব্যত্যয়ী
বা তৎস্বার্থ-ব্যাঘাতী যা'-কিছু—
যেমন তা'র প্রতি নিন্দাবাক্য, সৌষ্ঠবহীন ব্যবহার
বা ব্যত্যয়ী কর্ম্ম

তা' সাক্ষাতেই হো'ক বা অসাক্ষাতেই হো'ক—
সোজা দাঁড়িয়ে যখনই নিরোধ করতে পারছ না
বা পারার প্রবৃত্তি আস্‌ছে না,
বরং তা'তে গা ঢেলে দিয়ে
তুমিও তা'ই ক'রে চললে—
সম্যক্ না জেনে,
তখনই বুঝে নিও—
তোমার প্রবৃত্তি কত প্রগল্‌ভ, অকৃতজ্ঞ,
তুমি কত দুর্ব্বল-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন—
অন্যায্য-নম্য,
তুমি কা'রও আশ্রয় হ'তে পার না,
বিশ্রামস্থল হ'তে পার না,
সংহতি ও সম্বর্দ্ধন-সৃজনী মন্ত্র তোমার অন্তরে অসাড়,
নিজেকে পর্য্যালোচনা কর,
সাবধানে সংহত হও,
ইষ্টার্থী চলনে
সমস্ত প্রবৃত্তির সার্থক-সমাবেশে অন্বিত হ'য়ে
জমাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াও—
যদি জীবনকে উপভোগ ক'রতে চাও,
অন্যেরও উপভোগ্য হ'তে চাও। ১২৩।

অন্যায্য অসম্ভাব্যতাকে সায় দিয়ে
স্বার্থসিদ্ধির জন্য লৌকিক অনুকম্পা দেখায় যা'রা—
বাস্তবতার কূট ব্যাখ্যায়—
তা'রাই মোসাহেব বা ধামাধরা মানুষ;
আবার, যা'রা সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার ক'রে
কুটিল দৃষ্টিভঙ্গীতে দুর্ব্যাখ্যা-নিরত,

বেদনাদীপ্ত সংঘাতে মানুষের অন্তরকে
আকুল ক'রে তোলাই বাহাদুরি যা'দের,
যথাযথকে নিরূপণ ক'রে
অহিত-নিরাকরণে স্বস্তিপ্রতিষ্ঠা করাটাকে
ব্যঙ্গ করে যা'রা—
বিদ্রূপভঙ্গিমায়,
সরাসরিভাবে তা'রা হৃরিতমনা;
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুকম্পায়
বেদনা ও ব্যাঘাতকে নিরাকরণ ক'রে
আত্মস্বার্থের মতনই
মানুষকে সুস্থ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে
যা'রা আত্মপ্রসাদ লাভ করে—
তা'রাই দরদী । ১২৪ ।

বাণী যে-চরিত্রে রূপায়িত হ'য়েছে
সেই-ই সে-বাণীর বার্ত্তিক । ১২৫ ।

ব্যক্তিত্ব যত সুকেন্দ্রিক, অন্বিত,
সার্থক-সমঞ্জস, জমাট,
আচরণও তা'র তেমনি
শ্রেয়বিকিরণী, চুম্বক-উদ্ভাসী । ১২৬ ।

হীনম্মন্যতাকে আমল না দিয়ে
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে
সুকেন্দ্রিকতায় ইষ্টার্থপরায়ণ যেই হ'য়ে উঠলে—
প্রীতিপূর্ণ মিতি চলনে
সব দিক্ দিয়ে

বাস্তব সক্রিয়তায়,—
অসমঞ্জস চলন তখন-থেকেই
সমঞ্জসা অভিব্যক্তি নিয়ে চলতে থাকলো,
যোগ্যতা এগিয়ে আসতে রইলো ধীরপদবিক্ষেপে
আগ্রহ-উদ্দীপনায়,
সম্বর্দ্ধনাও স্মিত-হাসিতে
ক্রমেই ফুল্ল হ'য়ে উঠতে লাগলো,
অন্ন বদান্যতা নিয়ে স্ফীতিমুখর ক্রমবর্দ্ধনায়
এগিয়ে আসতে রইলো তোমার দিকে ;
তোমাকে আর অন্ন বা রুটির কাঙ্গাল হ'য়ে
ঘুরে বেড়াতে হবে না । ১২৭ ।

ইষ্টার্থপরায়ণ প্রত্যয়ী দৃঢ়তার
উদাত্ত সক্রিয় অভিব্যক্তি
যা'র যত কম—
ব্যক্তিত্বের চৌম্বকত্বও তা'র তত কম । ১২৮ ।

ইষ্টার্থী চলনে বিবেচনা, ন্যায় ও নীতি
নিয়ন্ত্রিত যা'দের,
শ্রেয়কেন্দ্রিক, দাক্ষিণ্যপরায়ণ, মিতিস্বভাব যা'রা,
হাতে-কলমে কাজের ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতার উপাসনা করে—
আত্মপ্রসাদী উৎপাদন
অভিনন্দিতই ক'রে থাকে তা'দিগকে ;
শাতন পরাভূত তা'দের কাছে । ১২৯ ।

দুষ্টপ্রবৃত্তিতে যা'রা অভিভূত থাকে—
তা'দের দোষের কথা বললেই তা'রা দুঃখ পায়,
ঈর্ষ্যান্বিত বা রাগান্বিত হ'য়ে ওঠে,
উদ্ধত দুষ্ট চালবাজি নিয়েই
আধিপত্য বিস্তার করতে যায় তা'রা,
আর, বাধা পেলেই নিগৃহীত মনে করে ;
তাই, দুষ্ট প্রবৃত্তিতে অভিভূত হ'য়ো না,
বিচার ক'রে দেখ—
তুমি যেমনতর ব্যবহার করছ অন্যের প্রতি,
তোমার প্রতিও অন্যে যদি তেমনতর ব্যবহার করে
তোমার কেমন লাগে,
আর, কী ব্যবহারই বা ভাল লাগে তোমার কাছে,
সেই বুঝ ও বিবেচনা নিয়ে
অন্যের প্রতি ব্যবহার ক'রো,
তুমিও তৃপ্ত হবে, অন্যেও তৃপ্তি পাবে । ১৩০ ।

দুর্ব্বলব্যক্তিত্ব যা'রা
তা'রা কথার জলুসেই আনত হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ,
লোভপ্রলুব্ধতায়ও তেমনি,
ঐ বাক্য-পরিচর্য্যার খাঁকতি যা'র যেমন—
তা'র প্রতি সৌহার্দ্দ্য-সম্বেগের খাঁকতিও তা'দের তেমনি,
সৎ-অসৎ বিবেচনা ক'রে তা'রা
বিন্যাসে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না
নিজের ব্যক্তিত্বকে,
ব্যক্তিত্বকে জমাট ক'রে তুলতে পারে না
বাস্তব সক্রিয়তায়,
মৌখিক প্রীতি তা'দের অন্তরকে পরাঙ্মুখ ক'রে তোলে

স্বকেন্দ্রিক একনিষ্ঠ কর্ম্মতৎপরতা হ'তে,
উদ্ভাবনী-বুদ্ধিহারা
সন্ধিৎসাহীন ফাঁকা ভাবালুতা নিয়েই
দিন কাটায় তা'রা,
তাই; যা'ই করুক তা'রা
অন্তর তা'দের ভ'রে ওঠে না,
অন্তরে অন্তরাসী হ'য়ে উঠতে পারে না কাউকে,
অচ্যুতও থাকতে পারে না সদনুবর্ত্তিতা নিয়ে,
উৎকণ্ঠ আবেগে উদ্দীপ্তও হ'য়ে ওঠে না,
প্রাপ্তি তা'দিগকে প্রবঞ্চিত করে। ১৩১।

তুমি বাগ্মিতায় ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে উঠলে,
বাক্-চাতুর্য্যে ইষ্টপ্রাণতার অভাব নেইকো,
সঙ্গীত ও সৌজন্যেও তেমনি,
কিন্তু ইষ্টার্থী কর্ম্মপ্রেরণায়
জাঁহাদারি জলুস নিয়ে চলতে-চলতে
স্বার্থ-সঙ্ঘাত উপস্থিত হ'লো যেমনি,
ইষ্টার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
আত্মত্যাগের মহড়া যেই এলো—
সেই মুহূর্ত্তেই সবই কুঁচকে উঠলো ;
কিংবা ঐ বাহানার ভিতর-দিয়ে
স্বার্থ-সন্ধিক্ষু হ'য়ে
ইষ্টার্থ বা তা'কে ব্যাহত ক'রেও
অন্ধ স্বার্থপূরণী ফন্দি নিয়েই চলছ,
বুঝে নিও—
তোমার অন্তরে ইষ্টার্থ-সন্দীপনা নেইকো,

ধর্ম্ম বা ইষ্ট-কথায় মানুষকে উদ্দীপ্ত ক'রে
স্বার্থপূর্ত্তির ফন্দিবাজি
তোমাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছে,
তুমি নিজেকেই ফাঁকি দিলে,
যা'দিগকে ফাঁকা আওয়াজে
বিহ্বল ক'রে তুলেছ—
ঐ ধাপ্পাবাজি তা'দের কিছুই করতে পারবে না—
যা'রা ইষ্টার্থ-সম্বেগী,
দুর্ঘট সমস্যা দিশেহারা ক'রে
দুস্তর দৈন্যেই নিয়ে যাবে তোমাকে—
এটা কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। ১৩২।

শাস্ত্রালাপ, প্রীতিকথা, সৌজন্যপূর্ণ চালচলন
ও ভাববিহ্বলতার ধুয়ো নিয়ে
লৌকিক সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে যতই চল-না কেন,
সানুকম্পী সেবানুচর্য্যী সৌকর্য্যে
সুকেন্দ্রিক সুসঙ্গতি নিয়ে
সম্বেগপূর্ণ অন্তরাশী চলনে
উদ্ভাসিত হ'য়ে যতক্ষণ না উঠছ,
বা ঐ সম্বেগপ্রাণতায়
তদনুগ কর্ম্মপ্রাণ হ'য়ে না উঠছ বাস্তবে—
অন্তর উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই,
উচ্ছল পদবিক্ষেপে বিবর্দ্ধনের পথে
চলতে পারবে না তুমি;
যাই বল, আর যে ধুয়োই ধর—
তা' বলাতেই পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকবে,
তাই, বিবেচনায় শুভ ও সৎ ব'লে যাই আসবে

বিহিত সৌকর্য্যে তা'কে অভ্যাসে আয়ত্ত ক'রে ফেল,
বোধি-সম্বেগ ক্রমশঃই তোমার অন্তরকে
ফুটন্ত ক'রে বিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে তাঁ'তে। ১৩৩।

যা'দের অন্তরে যত খুঁতখুঁতে স্বার্থসন্ধিক্ষুতা,
তৃপ্তিও তা'দের খুঁতখুঁতে তেমনি। ১৩৪।

লাভের বেলায় নিজে,
আর, লোকসানের বেলায় ঠাকুর-দেবতা,
অথচ আত্মনিয়ন্ত্রণী ধান্ধাই নেই,
তা'র অন্তরস্থ অভিপ্রায়ই বিকৃত—
মোদ্দাকথাই এই। ১৩৫।

বিকেন্দ্রিক, বিবর্ত্তনবঞ্চিত, আত্মোৎকর্ষবিহীন, বিচ্ছিন্ন যা'রা,
কৃষ্টিতে যা'রা পরাজিত,
জীবনে তা'দের সার্থকতা নেই,
দুনিয়াকে দেবারও কিছু নেই,
ধরবারও কিছু নেই,
তোলবারও কিছু নেই,
বৈশিষ্ট্যহারা, কৃষ্টিবিহীনদের সাথে হাত মিলিয়ে
তা'দের অনুগ্রহভাজন হ'য়ে জীবনধারণ করা ছাড়া
আর কী পন্থা থাকতে পারে তা'দের ? ১৩৬।

গণহিতী নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হবার আগেই
যে আত্মবিসর্জ্জনে মর্য্যাদা লাভ করতে চায়,
বুঝতে হবে—
ঐ মর্য্যাদার প্রলোভনই

কুট হিতাহিত-বিবেচনা হ'তে নিরস্ত ক'রে
নিয়ন্ত্রণ করছে তা'কে ;
ফলে, ভ্রান্তির আবিল সলিলেই
সে আত্মবিসর্জ্জন করেছে,
অন্ধ গণহিতি তা'র ভাগাড়ে বিপন্ন হ'য়ে
বিপন্নতাকেই পরাক্রমী ক'রে তোলে। ১৩৭।

বেকুব যা'রা
তা'রা পরার্থপর হ'তে পারে না,
ফলে, নিজের স্বার্থপরতাকেই
তা'রা খঞ্জ ক'রে তোলে। ১৩৮।

যা'রা স্বকেন্দ্রিক নয়,
ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি,
অসার্থক প্রবৃত্তিগুলি বিচ্ছিন্নতায়
বিভ্রান্ত চলনে চ'লে থাকে যা'দের—
আত্মম্ভরি সংক্ষুধ সন্ধিৎসায়,
আত্মশ্লাঘী ঔদ্ধত্যের ঔদার্য্যপূর্ণ গোঁড়ামী নিয়ে,
মর্য্যাদার প্রলোভনে,—
কৃতিত্ব তা'দের স্বাবলম্বী হয় না,
অন্যের কৃতিত্বের সুবিধা নিয়ে তা'রা
সুযোগমত শোষণ ক'রে থাকে,
তাই, বিজ্ঞবোধি সবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে
মর্য্যাদায় মহিমান্বিত ক'রে তোলে না তা'দের,
কুটিল কৌশলে
ভ্রান্তিময়ী ভেলকিবাজদের তাক লাগিয়ে

নিজেকে মহিমান্বিত ক'রে থাকে প্রায়শঃই তা'রা ;
তাই, যা' করবে
উদ্যোগী পরাক্রম নিয়ে ক'রো,—
সংহতিতে সাবুদ হ'য়ে,
যা'তে ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হয়—
ধীসম্পন্ন, সুদূরপ্রসারী বিবেচনায়
সার্থক কুশল-নিয়ন্ত্রণে। ১৩৯।

মানুষ সৎ-প্রকৃতিসম্পন্নও হয়,
আবার, অসৎ-প্রকৃতিসম্পন্নও হ'য়ে থাকে,
কিন্তু খানিকটা সৎ, খানিকটা অসৎ—
এ ধারণা নেহাতই আজগবী ;
যে-প্রবৃত্তি পেয়ে ব'সে থাকে
ও সুযোগ পেলেই উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে—
তা'ই-ই নিয়ামক প্রবৃত্তি,
তা'র ভাল গুণই থাক্, আর মন্দ গুণই থাক্,
সেগুলি ঐ প্রবৃত্তিরই অনুচর্য্যা করে, পোষণ জোগায়,
খোরাক জোটায়,
কেউ যদি অসৎ-প্রকৃতিসম্পন্ন হয়,
ভালগুণের যে-অভিব্যক্তি সে দেখায়—
তা' দিয়ে সে ঐ অসৎ-প্রকৃতিকেই
গোপন ক'রে রাখে,
সর্প যেমন তা'র শারীরিক
নানা চটকদার বিচিত্রতা দিয়ে
ঐ বিষাক্তপ্রকৃতিকে গোপন ক'রে চলতে চেষ্টা করে ;
যেখানেই দেখতে পাওয়া যাবে—
উত্তেজনা, প্রলোভন বা গর্ব্বেপ্সার দরুণ

কেউ অনায়াসেই অসৎ-কাজে নিয়োজিত হ'য়ে উঠছে—
বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা ক'রে,
বিকেন্দ্রিক, স্বার্থগৃধ্নু, বিভ্রান্ত, ব্যালোল মুহ্যমানতায়,
সেখানে বুঝতে হবে
তা'র জীবনের নিয়ন্ত্রক বৃত্তিই হ'চ্ছে অসৎ,—
সে অসৎ-প্রকৃতিসম্পন্ন ;
আবার, যে-কোন উত্তেজনার ভিতর-দিয়েই হো'ক না কেন,
সৎ-প্রকৃতি সক্রিয় হ'য়ে
নিয়ামক হ'য়ে উঠেছে যেখানে—
সে সৎ লোকই ;
একজন তা'র অনেক ভাল গুণ নিয়েও
সামগ্রিকভাবে অসৎ হ'তে পারে,
আর-একজন তা'র অনেক মন্দ গুণ নিয়েও
সামগ্রিকভাবে সৎ হ'তে পারে—
এমনতর দেখতে পাওয়া যায় ;
সৎ-প্রকৃতিসম্পন্ন যা'রা
তা'রা সহজেই সদনুবর্ত্তী হ'য়ে থাকে,
যা'রা অসৎ-প্রকৃতিসম্পন্ন—
তা'রা সতের আওতায় আসলেও
তা'কে উপেক্ষা ক'রে
নিজেদের প্রবৃত্তি-চলনায় মস্‌গুল হ'য়েই চলতে চায়,
তা'দের স্বাভাবিক সত্তার
বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রিক অভিভূতির দরুণ
এমনতর হ'য়ে থাকে—
অজ্ঞ সত্তাপ্রীতি থাকা সত্ত্বেও,
আবার, সংঘাত-সংক্ষোভিত হ'য়ে
সত্তাপ্রীতি সংক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে যখন,

তখনই মানুষ আর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
অর্থার্থী হ'য়ে ওঠে,
জিজ্ঞাসু হ'য়ে ওঠে—
আপূরিত হবার উন্মাদনায়,
ইষ্টার্থপরায়ণ আকণ্ঠ সম্বেগের উদ্গাতিও
হ'তে থাকে তখন থেকে—
সুকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি-সংহতি নিয়ে,
কারণ সত্তায় সশ্রদ্ধ সে ;
আর, যখনই তা'রা শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,
সুকেন্দ্রিক তদর্থপ্রাণতায় সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—
সম্বেগসম্বুদ্ধ প্রেরণা নিয়ে,
তখন তা'দের ভাল বা মন্দের
ঐ অমনতর অভিব্যক্তিই থাকে না,
নবীন সঙ্গতি নিয়ে
নবীন সমাবেশে
ঐ নবজীবনের অধিকারী হ'য়ে ওঠে তা'রা ক্রমশঃই। ১৪০।

যা'রা কোন সদুপদেশকে
আন্তরিকতার সহিত
এবং বীর্য্যবত্তা নিয়ে সমর্থন করতে পারে না,
নিরপেক্ষ ঔদার্য্যের বাহানা করে,
ধ'রে নিও—তা'দের মধ্যে অনেকেই
গ্লানি-বা-দোষ-বিদ্ধ ;
আর, যা'রা
ঐ সদুপদেশ, কথা বা ঐ সৎ-অবতারণাকে
অমনতর বীর্য্যবত্তা নিয়ে সমর্থন ক'রে থাকে,
নিষ্পন্নতায় সক্রিয় হ'য়ে ওঠে

সহজ অনুপ্রেরণা নিয়ে,—
মন্দও যদি জান তা'দিগকে,
তা'রা সৎপ্রয়াসী—এটা ধ'রে নিতে পার ;
আবার, তাই দেখেই তা'দের সাথে
তোমার চলনা কেমনতর হওয়া উচিত,
কী করতে হবে—ধ'রে নিও,
সুরাহা মিলবে প্রায়শঃই। ১৪১।

যা'রা নিজের বৈশিষ্ট্যকে
তোষামোদী তাঁবেদারিতে,
গর্ব্বেপ্সা-নিষ্যন্দী ভদ্রতার অছিলায়
বা স্বার্থগৃধ্নুতায় বিসর্জ্জন দিয়ে থাকে—
শ্রেয়ার্থী ভাবানুকম্পী কৃতজ্ঞতাকে বিদায় দিয়ে,
তা'দের ব্যক্তিত্ব অসংহত,
হীনম্মন্যবুদ্ধি-সম্পন্ন,
দুর্ব্বল, প্রলোভন-নম্য ;
আবার, যা'রা বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন করতে দাবী করে—
তা'রা তো অমানুষ বটেই,
আত্মঘাতী পিশাচ-প্রকৃতি-সম্পন্ন দুরাচার ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
সজাগ থেকো,
বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিও না
বা দিতেও দিও না,
বরং বৃদ্ধিতেই সমৃদ্ধ ক'রে তোল তা'কে,
অমানুষ বা নকল মানুষ হ'তে যেও না। ১৪২।

সোজা হ'য়ে দাঁড়াও,
প্রিয়পরমকে স্মরণ কর,

প্রীতি-সন্দীপনায় অন্তরে জাগ্রত ক'রে তোল তাঁ'কে,
মত্ততাই যদি চাও,
মত্ত হও তাঁ'রই সুব্যবস্থ প্রীতি-সন্দীপনায়,
আচারে, ব্যবহারে, কথায়, কাজে
ঐ প্রীতি-মত্ততা ফুটে উঠুক,
তোমাকে অনুভব করুক সবাই—
তোমার বিধি-সম্বুদ্ধ নীতি, সৌজন্য, সদ্ব্যবহার
ও চিত্তের ব্যবস্থ বিবেচনার ভিতর-দিয়ে,
সম্বুদ্ধ হও—সুনিষ্ঠ সদাচার-সমন্বিত হ'য়ে.
মানুষকে সুকেন্দ্রিক রাগমদির-মত্ত ক'রে তোল,
অসৎ-সংশ্রয়ী প্রবৃত্তিগুলিকে পদদলিত ক'রে
সাবুদ হও,
খাড়া হও,
ওঠ, চল—
বরেণ্য-নিবুদ্ধ হও,
যদি ভাল লাগে—শোন, বোঝ,
আর তেমনি কর—
এই আমার কথা। ১৪৩।

ব্যষ্টিজীবনেই হো'ক,
সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনেই হো'ক,
সত্তায় সংঘাত সৃষ্টি করে—
এমনতর কিছুকে
উপযুক্ত নিরোধে প্রতিরোধ যা'রা না করে,
অপলাপ না করে,
নিরাকরণে শৈথিল্য করে,—

তা'রা গণঘাতী আত্মসংঘাতক,
পাপেরই পুরোহিত তা'রা—
গণক্ষোভী বিধ্বস্তির রাজদূত,
হিংসায় অহিংস যা'রা
তা'রাই কিন্তু প্রবল হিংস্র ;
শক্তি, সংহতি ও প্রস্তুতি-প্রবল হ'য়ে
সাবধানে চ'লো । ১৪৪ ।

যা'রা ইষ্টার্থপরায়ণ নয়,
বিকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন বোধি-তাৎপর্য্যে
সঙ্গতিহারা ব্যক্তিত্বের
উদ্ধত ঔদার্য্য নিয়ে ঘুরে বেড়ায়,
মস্তিষ্কলেখা যা'দের
অসংহত বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ সৃষ্টি ক'রে
অসামঞ্জস্যে বিক্ষিপ্ত দানাদার হ'য়ে উঠেছে,
সত্তাপোষণী সংহতি যা'দের
বোধি-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে গজিয়ে ওঠেনি,
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অবজ্ঞা ক'রেও
একত্বানুপাতী অভিযান নিয়ে
গর্ব্বেপ্সু ঔদার্য্যে প্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ যা'রা,
অসংহত ব্যক্তিত্ব ও অসঙ্গত ব্যুৎপত্তি নিয়ে
দূরদৃষ্টিহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ
লোককল্যাণের বাহানায়
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্‌গ্রীব যা'রা,
স্নায়ুগুচ্ছ শ্লথ এবং প্রবৃত্তি অভিভূতি-সন্দীপনার
অনুপ্রেরণাবাহী হওয়ায়
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠতে পারে না যা'রা,

যা'রা মনে করে—
পরার্থপরতার প্রবোধনা
তা'দের স্বার্থবুদ্ধিকে ব্যাহত করবে,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টিকে
অসঙ্গত ব্যালোল বিকৃত ভঙ্গীতে দেখেও
বৈশিষ্ট্যহারা সমাজতান্ত্রিকতায় মুখর যা'রা,
এমনতর বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিত্ব পোষণ করে যা'রা,
তা'দের জলুসমণ্ডিত বাক্যাড়ম্বরে বিমূঢ় হ'য়ে
সশ্রদ্ধ সুকেন্দ্রিক আনতির সহিত
তা'দিগকে অনুবর্ত্তন করে যা'রা—
তা'রাও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ব্যুৎপত্তির অধিকারী হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকেও অমনতর দোলায়মান ক'রে তোলে ;
তোমার শ্রদ্ধাসন্দীপী প্রীতি
যেন কাউকেও নিরাশ না করে,
কিন্তু অনুবর্ত্তনী অনুরাগ
বেত্তাপুরুষেই যেন সুকেন্দ্রিক হ'য়ে চলে,
বেঘোরে পড়বে কম—
এমন-কি, তামসিক পরিস্থিতিতেও । ১৪৫ ।

যা'রা ইষ্টার্থপরায়ণতার বাহানা নিয়ে চলে
অথচ উপচয়ী ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী নয়,
স্বার্থগৃধ্নুতা ইষ্টার্থকে ব্যাহত করে যা'দের সহসাই,
ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী চরিত্রকে
বিন্যাসে সমাবেশ করতে পারে না যা'রা,—
বাক্যবহুল ইষ্টার্থপরায়ণতার খোলস প'রে
তা'রা দিন কাটাচ্ছে তখনও
এটা বুঝে নিও । ১৪৬ ।

যা'দের স্নায়ুর ধারক-ক্ষমতা দৈন্যগ্রস্ত,
তা'দের ব্যক্তিত্ব দোলায়মান, অসংহত,
অমলিনভাবে কেন্দ্রায়িত হওয়া তা'দের পক্ষে দুরূহ,
সাধারণতঃ প্রবৃত্তিই তা'দিগকে শোষণ ক'রে থাকে,—
তাই, শ্রদ্ধাহারা গর্ব্বেপ্সু হ'য়ে ওঠে
স্বভাবতঃই তা'রা । ১৪৭ ।

যা'দের বান্ধবতা, মৈত্রীভাব বা আত্মীয়তা
তোমার ত্রুটি, অপচয়, দোষ বা অপরাধ
কিংবা কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহারের খাঁকতি
প্রীতি-অনুচর্য্যার সহিত দেখিয়ে দিতে পারে না,
বা নিয়ন্ত্রণ-মন্ত্রণায় নিবুদ্ধ প্রেরণা দিয়ে
তদ্বিষয়ক সৌষ্ঠব কর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে তুলতে পারে না,
অথচ পর-উপেক্ষী স্বার্থ-গৃধ্নুতার ইন্ধন জুগিয়ে
তোমাকে স্বার্থগৃধ্নু সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে,
যেই হো'ক না কেন তা'রা—
তা'রা তোমার বান্ধব নয়ই,
তোমাকে ক্ষোভান্বিত করা, বঞ্চিত করার
অনুচর ছাড়া আর কিছুই নয় ;
বিবেচনা ক'রো—
সাবধান থেকো তা'দের হ'তে । ১৪৮ ।

যা'রা গা-ঢাকা দিয়ে
অন্যায় বা অপরাধ করতে অভ্যস্ত,
তা'রা সন্ধিৎসাপূর্ণ তীক্ষ্ণ-তৎপরতা নিয়ে
উপযুক্ত প্রমাণ-সহ
অন্যের অপরাধকে

নির্দ্দেশ করে না বা ধরে না,
আর, ঐ প্রবৃত্তিও কমই তা'দের,
স্বস্তি-সম্বুদ্ধ নিরাকরণবুদ্ধিও কম,
কারণ, তা'দের অন্তরের অন্তস্তলে
ঐ-জাতীয় সমর্থনই নিহিত থাকে—
একটা ভালমানুষী ঔদাসীন্যের অভিব্যক্তি নিয়ে ;
তোমার অন্তরতমদের ভিতরও
এমনতর লক্ষণ দেখলে
নজর রেখো সেখানে,
আর সাবধান হ'য়ো ;
আবার, এ-ও মনে রেখো—
যা'তে যে অন্তরাসী,
সজাগ ও সক্রিয়ও সে তা'তে
বোধি-বিবেচনা ও দক্ষতামাফিক তৎপরতা নিয়ে । ১৪৯ ।

সাত্ত্বিক সম্ভাব্যতায় লোলুপ না হ'য়ে
অসম্ভাব্যতার আমন্ত্রণ যা'রা গ্রহণ ক'রে চলে,
তা'রা মূঢ়-বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক । ১৫০ ।

যা'রা সক্রিয়ভাবে
ঈশ্বরের সমর্থনে নয়কো,
পূরয়মাণ-প্রেরিত বা ইষ্ট-পুরুষোত্তমের
সমর্থনে নয়কো,
এমন-কি, তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ যা'রা,
তা'রাও কিন্তু তাঁরই বিরুদ্ধে ;
কারণ, সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ
স্বকেন্দ্রিকতাকে ব্যাহত ক'রে

ঐ অসমর্থক ও নিরপেক্ষদেরও যেমন
বিবর্ত্তন-বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে—
ওদেরই ঐ চরিত্রের সংক্রমণে
গণ-পরিবেশও তেমনি
বিবর্ত্তন-বিচ্যুত হ'য়ে উঠতে থাকে। ১৫১।

সাধু হও, কিন্তু ক্লীব হ'তে যেও না,
সংহতিশীল সৎপরাক্রমী হও—
ইষ্টার্থপরায়ণ সক্রিয় সহযোগী অনুকম্পা নিয়ে
একসূত্র-সঙ্গতিতে। ১৫২।

নিয়ামক-বৃত্তি যা'র অসৎ—
স্বার্থসন্ধিক্ষু প্রত্যাশাপীড়িতও সে তত,
আবার, নিয়ামক-বৃত্তি যেখানে সৎ ও শুভ—
প্রীণন-প্রবৃত্তিও সেখানে প্রখর। ১৫৩।

যে তোমাকে কেবলই
তোষামোদ বা তোয়াজ ক'রে চলে—
তা' সক্রিয় অনুচর্য্যাতেই হো'ক
বা মৌখিকভাবেই হো'ক,
সে কিন্তু তোমার মিত্র না-ও হ'তে পারে—
যদিও উপভোগ্য সে সঙ্গ,
তা'র অন্তরালে
প্রত্যাশাপীড়িত আত্মম্ভরি প্রবৃত্তি থাকাও সম্ভব ;
কিন্তু যে প্রীতি-সন্দীপনা নিয়ে
কী কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে,
কার্য্যতঃ সক্রিয়ভাবে ভেদনক্ষম নিয়ন্ত্রণে

তোমাকে ও সপরিবেশ পরিস্থিতিকে
তদর্থী-নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলে—
তোমারই যশ-উপভোগ-লিপ্সায়
মমতাদীপ্ত আগ্রহ-অনুশীলনে
অচ্যুত ও অনিবার্য্য হ'য়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার ;
মিত্রত্ব কিন্তু সেখানেই,
উপচয়ী সে তোমার—বুঝে চ'লো। ১৫৪।

উপচয়বিহীন বা ন্যূন-উপচয়ী
অথচ খরচ-বহুল কর্ম্ম-তৎপরতার অন্তরালে
স্বার্থসন্ধিক্ষু ফাঁকিবাজিই
উঁকি মেরে থাকে প্রায়শঃ। ১৫৫।

ইষ্ট বা সদ্‌গুরুর বেলায়ই হো'ক
কিংবা কোন খ্যাতনামা মহানের বেলায়ই হো'ক
বা শ্রেয় গুরুজনের বেলায়ই হো'ক,
যদি কেউ বলে—
তাঁ'রা বা তাঁ'দের কেউ
তা'কে খুব ভালবাসেন বা বাসতেন,
এমন-কি, তা'কে না হ'লেই
তাঁ'র বা তাঁ'দের চলতো না ;
এমনতর কথাই ব'লে দেয়—
সে তাঁ'কে বা তাঁ'দিগকে ভালবাসতো কিনা সন্দেহ,
কিন্তু যাঁ'রা স্বতঃই বলে থাকে
বিনীত সক্রিয় কৃতজ্ঞতা-সহকারে—
আমি তাঁ'দিগকে বা তাঁ'দের কাউকে ভালবাসি,

তাঁ'দের না হ'লেই আমার চলে না,
এমনতর কথায় বুঝে নেওয়া যেতে পারে যে
সে ঐ মহানদের প্রীতি বা ভালবাসার
প্রত্যাশা রাখুক বা না রাখুক,
কিন্তু সে তাঁ'কে বা তাঁ'দিগকে
সর্ব্বতোভাবে না হ'লেও
প্রীতির ছিটেফোঁটা নিয়েও ভালবেসে থাকে
বিনীত, সশ্রদ্ধ ও সক্রিয়ভাবে—
অসূয়াহীন হ'য়ে—
সন্ধিৎসু সেবানুচর্য্যার এক-আধটুকু নিয়েও ;
তা'তে এই বোঝা যাবে—
ঐ মহানদের মহত্ত্ব তা'র ভিতরেও
কিছু-না-কিছু আছেই,
আর, উল্টোতে মনে হবে—
হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সু আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া
আর কিছুই নেই ;
কোন মহতের ভালবাসাই কাউকে
মহত্ত্বে উন্নীত করতে পারে না,
কিন্তু মহানের প্রতি সক্রিয় প্রীতি
ও তদনুচর্য্যী সশ্রদ্ধ পরিচর্য্যা
ঐ মহত্ত্বের কিছু-না-কিছু
অধিকারী ক'রেই তোলে ;
তাই, মহত্ত্বে উদ্বর্দ্ধিত হ'তেই যদি চাও—
মহানের প্রতি সশ্রদ্ধ, সক্রিয়-সেবানুচর্য্যার সহিত
সানুকম্পী বিনীত পরিবেষণে
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে তোলবার ধান্ধা

তোমাকে পেয়ে বসুক,—
মহত্ত্বে বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে,
শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত করাই কৃপার অধিকারী ক'রে তোলে—
'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'। ১৫৬।

ইষ্টার্থপ্রাণতা আছে
অথচ পারস্পরিক সহযোগিতা নাই—
তা'র মানেই
গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত, দ্রোহদীপ্ত স্বার্থপ্রেরণাই
সেখানে বসবাস করছে,
সে-হৃদয় ইষ্টপূজারী নয়কো,
গর্ব্বেপ্সারই পূজারী। ১৫৭।

ইষ্টার্থপ্রাণতা যেখানে
প্রত্যাশাপীড়িত, স্বার্থসন্ধিৎসু,—
সন্ধিৎসাও সেখানে আত্মম্ভরি,
অসতর্কতা, অবজ্ঞা ও অবহেলা হ'য়ে ওঠে
ইষ্টার্থের পূজারী,
কামুক চাহিদাই তা'র প্রীতি-সঙ্গীত,
ক্লেশসুখপ্রিয়তাও হাস্যাস্পদ সেখানে,
তাই, দুর্ব্বিপাকই সেখানে দয়ার অবদান। ১৫৮।

স্বার্থসন্ধিৎসু, দোষদৃষ্টিসম্পন্ন,
অবিজ্ঞ, অবিবেচক, আত্মম্ভরি,
দ্রোহবুদ্ধিসম্পন্ন যা'রা,
আত্মসমীক্ষায় উদাসীন হ'য়ে

পরছিদ্রান্বেষী যা'রা,—
লোকজনের সাথে বসবাস করা
তা'দের সুকঠিনই হ'য়ে ওঠে,
কারণ, অনুকম্পা ও অনুচর্য্যাহারা তা'রা,
পরার্থপরতাবিমুখ তা'রা—
গর্ব্বেপ্সা-পূরণী প্রয়োজন ছাড়া ;
দূরে থেকে
সাময়িকভাবে লোকের সাথে মেলামিশাই
তা'দের পক্ষে শ্রেয়,
কারণ, ঐ প্রবৃত্তিসম্পন্নদের সহবাস
পছন্দ করতে চায় না কেউ,
আর, লোকসঙ্গ তা'দের পক্ষে
আক্রোশ ও অবসাদ-উদ্দীপীই হ'য়ে থাকে—
নিয়ত-সংসর্গে আপনার জন ব'লে
তা'দের কেউ থাকে না। ১৫৯।

যে-জীবনে তুমি স্বার্থান্বিত নও,
অন্তরাসী নও,
এমন-কি, অনুকম্পী অনুচারী নও,
তা'র প্রতি প্রত্যাশাপীড়িত অভিমান নিয়ে চলা
অবিবেকী ব্যঙ্গ-মানসিকতা ছাড়া
আর কিছুই নয়। ১৬০।

ভঙ্গীদুষ্ট সৎকথাও
অন্তর্নিহিত ঘৃণা বা বিরক্তির পরিচায়ক। ১৬১।

ব্যঙ্গ-ভঙ্গিম উদ্বোধনী বাক্
অন্তরস্থ উল্লাসেরই অভিজ্ঞান। ১৬২।

অনুরাগ যত উচ্ছল,
অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক,
সন্ধিৎসা যত অনুবেক্ষণী,
সুসঙ্গত বিবেচনা-সম্বুদ্ধ,
কর্ম্ম যত নিষ্পাদন-সম্বেগী—
যোগ্যতাও সেখানে তেমনি পরাক্রান্ত, বিশ্বস্ত। ১৬৩।

অন্যকে বিষাক্ত করবার মনোবৃত্তি
যা'দের যত ক্রূর ও কুটিল,
নিজে বিষাক্ত হওয়ার সন্দেহও তা'দের
তত শঙ্কাসঙ্কুল—হতভম্ব,
কমই নিরাকরণ-নিবুদ্ধ। ১৬৪।

অর্থের অভিচারে মানুষকে মুহ্যমান ক'রে
যেখানে যতরকম যে-কাজই
হাসিল ক'রে চল না কেন,
বুঝতে হবে—
তোমার চারিত্রিক সম্পদ্ সম্বর্দ্ধিত হয়নি ;
আবার, যেখানে আর্থিক ধান্ধার খতিয়ানে
প্রত্যাশাপীড়িত না হ'য়ে
মানুষ সম্বুদ্ধ স্বার্থত্যাগে
তোমার চাহিদা পরিপূরণ করতে
তৎপর হ'য়ে উঠছে
ও নিষ্পন্নও করছে তেমনি—

তড়িৎ-সম্বেগে—যোগ্যতার পুণ্য পদক্ষেপে,
তোমারই প্রীতি-সম্পাদনী কৃতার্থ প্রত্যাশায়,
বোঝা যাবে—
তোমার চারিত্রিক সম্পদ্
সুকেন্দ্রিকতায়
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্ম-সমন্বয়ে
উদ্দীপনাময়ী এমনি আকর্ষণ-শক্তি লাভ করেছে,
যা'তে মানুষের অর্থ ও বিত্তস্বার্থ
নিজেদের কাছে নগণ্য হ'য়ে
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গে
উৎসারিত হ'য়ে চলেছে,
তুমিও সুকেন্দ্রিক, কর্ম্মতৎপর, ধীমান্ হ'য়ে উঠছ
ক্রমশঃই। ১৬৫।

বিষয় ও ব্যাপারকে হজম ক'রে
বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
বিজ্ঞতায় উপস্থিত হ'তে পারেনি যা'রা—
নির্দ্দেশও নিরুদ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে তা'দের কাছে
কারণ, বোধই তা'দের কাছে অবোধ। ১৬৬।

তোমার যথার্থ ভাষণ
যতই লোকহিতী হ'য়ে উঠবে,
সত্যব্রতও হবে তুমি তেমনি। ১৬৭।

যা'দের বৃত্তিগুলি
শ্রেয়ার্থে অন্বিত হ'য়ে ওঠেনি,
যথার্থ কথা, যথাযথ ব্যবহার বা কর্ম্ম

তা'দের কাছে একটা দিগদারী ব্যাপার ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ১৬৮।

তোমার চরিত্রে যদি
কথায়-কাজে সুসঙ্গতি না থাকে,
যাই বল না কেন,
আর, তা' যে-বোধই সৃষ্টি করুক
মানুষের অন্তঃকরণে,
তা' প্রেরণাপ্রদীপ্ত হ'য়ে
মানুষের অন্তরে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে তো কমই,
তা'ছাড়া, তোমার চরিত্রই তা'দিগকে
ব্যতিক্রমের পথিক ক'রে তুলবে। ১৬৯।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যেখানে যেমন
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে,
দেবত্বও সেখানে তেমনি। ১৭০।

তোমার অহং ইষ্টার্থপরিষেবী হো'ক,
হামবড়াই
উপচয়ী ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠায়
আত্মপ্রসাদ-গুরু-গৌরবী হো'ক,
ওর নিজত্বের হীনম্মন্য বড়াই গলিত হ'য়ে
ইষ্টার্থনিবদ্ধ হো'ক,
যখনই দেখছ, তোমার ব্যাহতপ্রবৃত্তি
হীনম্মন্যতায় সংঘাতক্ষুব্ধ হ'য়ে
দ্রোহের সৃষ্টি ক'রে চলেছে
বা মুহূর্ত্তেই দ্রোহদৃপ্ত হ'য়ে পড়ে,

তখনই বুঝবে, অকপট হৃদয়ে
তোমার প্রিয়পরম ইষ্টকে
ভালবেসে উঠতে পারনি,
তোমার অন্তরে ঐ হীনম্মন্য অহং-সম্বদ্ধ হ'য়ে
মান, বড়াই, প্রতিষ্ঠা-প্রত্যাশা
কিলবিল করছে,
ইষ্টার্থ তখনও তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি
স্বাভাবিকভাবে,
ইষ্টার্থ তোমার অহঙ্কার হ'য়ে ওঠেনি
স্বাভাবিকভাবে,
তোমার প্রবৃত্তিপীড়িত অহং সংঘাত-বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
এমনতর কল্পনার সৃষ্টি করতে পারে—
যে-আকুতিসম্পন্ন হ'য়ে
ঐ প্রিয়পরম-প্রীতিকে
এক-লহমায় টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলতে পার তুমি,
তখন পর্য্যন্ত তুমি
সেই হীনম্মন্য অহং-অভিভূতিগ্রস্ত হ'য়ে আছ,
একটা কাঁচা, উত্তেজনা-অভিদীপ্ত
আত্মপ্রতিষ্ঠ অহঙ্কার নিয়েই
বসবাস করছ তুমি,
তখনও তোমার হৃদয় সঙ্কীর্ণ,
উন্নতির পথে যা' চলছ
তা' তোমার ঐ প্রিয়পরমেরই বিনিময়ে,
তোমার অন্তঃকরণের বিনিময়ে
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে তুলবার দুরাগ্রহ-আগ্রহ
ধূমসঙ্কুল,
জ্বলন-দীপনায় জ্ব'লে ওঠেনি তা';

তাই, তুমি কা'রও নিয়ামক হবার
বাস্তব উপযোগিতা লাভ করনি তখনও,
আত্মপ্রসাদী ইষ্টার্থপরায়ণ নেতৃত্ব
তোমার জন্য হয়তো নিকটেই অবস্থান করছে,
কিন্তু তা'র স্পর্শলাভ করনি,
নিজার্থপরিচর্য্যায়ই পরিষেবিত তুমি তখনও ;
নিজেকে বোঝ,
আরও অনুসন্ধান কর,
অনুধাবনায় ইষ্টার্থধৃতিসম্পন্ন হও
সর্ব্বান্তঃকরণে,—
স্বর্গ পুষ্পবৃষ্টি করুক ;
নয়তো জেনে রেখো—
শাতনের কোটর-চক্ষু
কুটিল কটাক্ষে মিটির-মিটির ক'রে
তোমাকেই লক্ষ্য ক'রে
তোমারই পিছু নিয়ে চলবে ;
পরাক্রমী প্রীতি-আরতি-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ অভিদীপনায়
তা'কে ব্যাহত ও বিতাড়িত ক'রে দাও,
তোমাকে অনুসরণ তা'র পক্ষে যেন
ভয়াল হ'য়ে ওঠে,
উর্জ্জী ভক্তি অমন হৃদয়েই বসবাস করে। ১৭১।

যা'রা বিশ্বাস-নিবুদ্ধ হ'তে পারে না
বাস্তব সক্রিয়তায়,
বিশ্বস্তও হ'তে পারে না তা'রা,
পূরয়মাণ বেত্তা আচার্য্য-সঙ্গই করুক,

সদ্‌গুরু-সঙ্গই করুক—
শ্রেয়কেন্দ্রিক অনুরাগ-উচ্ছল নয়তো তা'রা,
তা'দের অনুরাগ প্রায়শঃই
মান, বড়াই, আত্মম্ভরিতা অনুস্যূত থেকে
ঐশ্বর্য্যলোলুপ, স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ,
পূতিগন্ধি প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে
আহত অভিমানে
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রান্ত হ'য়েই চলে ;
তা'দের ঐ প্রবৃত্তিরঞ্জিত অনুরাগ
এমনতরই ক্ষুধার সৃষ্টি ক'রে থাকে
যা'তে অন্তঃসারশূন্য ক'রেই ফেলে তা'দিগকে—
যতক্ষণ-না সব চাহিদাকে ছাপিয়ে
ইষ্টার্থরঞ্জিত হ'য়ে ওঠে তা'দের অন্তঃকরণ ;
যত বিজ্ঞতাই থা'ক,
কর্ম্মতৎপরতা যেমনই হো'ক,
সার্থক অন্বয়ী সামঞ্জস্যে
সুকেন্দ্রিকতায়
সেগুলির অর্থ কিছুতেই নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠে না—
খুঁটোয়বাঁধা গরুর মতন ;
সব গাছেরই সার হয় না—
এমন কি সারীগাছের সংসর্গে থাকলেও
যদি না তা' সংহিত হ'তে পারে ;
তাই, কৃতিত্বই যদি চাও,
সার্থকতাই যদি চাও,
সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠ—
প্রত্যেকটি কর্ম্মের তাৎপর্য্যকে
সুসঙ্গত ক'রে তাঁ'তে,

পাবেও অনেক—
সার্থকও হবে। ১৭২।

যা'রা ঈশ্বরের নামে অনুবদ্ধ হ'য়েও
প্রতিবাদক-চলনসম্পন্ন,
অন্বয়ী-অনুপূরণহীন—
কাপট্যই তা'দের অন্তর্নিহিত সমাবেশ। ১৭৩।

বিচক্ষী অনুসন্ধিৎসা যেখানে নাই
ত্রুটির বহর সেখানে যথেষ্ট,
অসুবিধার আমদানী ও অকৃতকার্য্যতাও
সেখানে অজচ্ছল। ১৭৪।

যাঁকে শ্রেয় ব'লে অবলম্বন বা গ্রহণ করেছ,
তাঁ'র শাসন বা ভর্ৎসনা যদি
তোমাকে বিক্ষুব্ধ বা চ্যুত ক'রে তোলে,
বুঝতে হবে—
তুমি তাঁ'কে শ্রেয় ব'লে ধরনি,
তোমার প্রতি তাঁ'র তোয়াজই
তোমার কাছে শ্রেয় হ'য়ে ব'সে আছে,
তাই, উৎকর্ষও অবগুণ্ঠিত হ'য়ে চলেছে। ১৭৫।

তোমার সমক্ষে কেউ যদি
কা'রও সুখ্যাতি করে,
আর, তা' যদি অসৎ-উদ্দীপী না হয়,
তা'তে তুমি সুখী না হ'য়ে

ক্ষোভান্বিত, বিরক্ত হ'য়ে উঠছ যখনই,
বুঝে নিও—
দৈন্যপীড়িত প্রবৃত্তি-অভিভূতি
তোমার অহংকে হীনম্মন্য ক'রে তুলেছে,
আর, এই নীচু অহং
তোমার নীচু পথের সাথীয়া,
তাই, বিড়ম্বনার উপঢৌকনই
তোমাকে শ্রিয়বর্দ্ধনার অতলে টেনে নিয়ে যাবে। ১৭৬।

অপকর্ম্মা হিংস্রুটে হীনম্মন্যতার
বসবাস যা'দের ভিতরে,
তা'রা সুনিষ্ঠ, সুকর্ম্মা শ্রেয়দিগকে
পছন্দ করে না,
এড়িয়েই চলতে চায়—
গা'ঢাকা দিয়ে
নিজেদের অশ্রেয় অপকর্ম্মশীল
হীনম্মন্য অহংকে বাঁচিয়ে রাখতে,
তাঁদের একটুও সুখ্যাতি
ঐ হীনম্মন্যদের অন্তঃকরণে
অশেষ কষ্টের সৃষ্টি ক'রে তোলে,
ফলে, আরো নিন্দোৎসাহী হ'য়ে ওঠে তা'রা,
তা'র ফলে ঐ সুকর্ম্মা যা'রা
অপদস্থ হ'য়ে উঠতে পারে,
এমনতরই পাপসঙ্কুল অন্তঃকরণ নিয়ে
পরিচালিত হয় তা'রা;
তাই শ্রেয় ও সুকর্ম্মাদের সংসর্গই
তা'দের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক,—

একটু দেখলেই বুঝতে পারবে,
বিহিত ব্যবহার ও ব্যবস্থিতি নিয়ে চ'লো,
রেহাই পাবে অনেকখানি। ১৭৭।

যা'র স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত—
তা'র অন্যায় ও অপরাধকে আবৃত ক'রে তো রাখই,
নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে
নিন্দা-অপবাদকে প্রদীপ্ত-অন্তরে নিরোধ করতেও
কসুর কর না,
আবার, তা'র যে-কোন গুণ বা গুণাবলীই থাকু না—
উচ্ছ্বসিত অন্তরে সমর্থন ক'রে থাক,
আর, তার গুণস্তাবকদের প্রতি প্রীতও হ'য়ে ওঠ,
এবং স্বতঃপ্রবর্ত্তনা নিয়ে
তা'দের শুভ-সন্দীপী পরিচর্য্যায়
বিরতও থাকতে পার না,
তা'র সুখ, স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা যা'তে হয়
তা'ই তোমার কাম্য,
ক'রেও থাক তা'ই—
তা'র লাখ অনাদর ও অবহেলা সহ্য ক'রেও,
করণীয় ব'লে বাস্তব ব্যবহারে
স্বতঃই পরিস্ফুট হ'য়ে থাকে তা',
কারণ, সত্তাস্বার্থে কেউ স্বার্থান্বিত হ'লে
তা'র লক্ষণই হ'য়ে ওঠে এমনতর;
আবার, তুমি যদি কা'রও স্বার্থে
অমনতর স্বার্থান্বিত না হও,
তোমার স্বার্থে কাহাকেও
স্বার্থান্বিত করার প্রয়াস বৃথা। ১৭৮।

যে-স্ত্রী কোন শ্রেয়-পুরুষে বাগ্‌দান ক'রে
বা বিবাহ-নিবদ্ধ হ'য়ে
কোন অশ্রেয়কে ভজনা করে,
সে-নারী ঘোর পাপীয়সী, লোককলঙ্ক,
সুপ্রজনন-পরিধ্বংসিনী, দুষ্টা ও দোষপ্রসূ,
তা'র সংস্রব ও সমর্থনও পাপপঙ্কিল,
কারণ, সে ঐ পুরুষের জীবনীয় সৌরত-দীপনায়
সংঘাত এনে
তা'কে বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে ;
আর, যে-অশ্রেয়-পুরুষকে সে ভজনা করে
সেও সুজনন-হন্তা,
দোষ-সংক্রামক,
ধর্ম্ম-ও-কৃষ্টিধ্বংসী, কুৎসিত কিল্বিষবাহী,
বৈশিষ্ট্যপালী শ্রেয়-সন্দীপনানাশী, আত্মঘাতী ;
এরা উভয়েই সাধারণ ভ্রষ্ট-চরিত্রদের চাইতেও
ঘোর পতিত,
সাবধান থেকো এদের হ'তে,
গণ ও সমাজকেও সাবধান ক'রো। ১৭৯।

ইষ্টার্থপরায়ণ সন্ধিৎসু বোধিতৎপর
সুদক্ষ, সুচতুর ক'রে তোল তোমাকে,
যা'তে উপচয়ী-উদ্বর্দ্ধনায়
অবাধ হ'য়ে চলতে পার—
অসৎকে নিরোধ ক'রে—
শাতনকে পরাভূত ক'রে। ১৮০।

হীনম্মন্য অহং গর্ব্বেপ্সাপ্রণোদিত হ'য়ে
আত্মম্ভরি-প্রত্যাশাপূরণী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে

যা'-কিছু সবই ক'রে থাকে,—
সাধারণতঃ সে জীবনে
শ্রেষ্ঠ ব'লে কা'কেও ধ'রে নিতে পারে না,
তাঁ'র সত্তাস্বার্থী হ'য়ে উঠতে পারে না সে,
যা'কে সে অবলম্বন করে বা অনুসরণ করে—
তা'ও আত্মম্ভরি প্রত্যাশাপূরণ-আকূতি নিয়ে,
ঐ গর্ব্বেপ্সার আপূরণী প্ররোচনাই
তা'র কাছে মুখ্য হ'য়ে দাঁড়ায়,
তা'র ব্যত্যয় যখনই হয়,
তখনই সে-সংশ্রব ত্যাগ করতে
কমই কুণ্ঠাবোধ করে,
চরিত্রবিহীন প্রভুত্বলাভের ইচ্ছাই
তা'র জীবনচলনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে প্রায়শঃ,
সে সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠতে পারে না,
সুখসম্পদ্, দুঃখদুর্দ্দশার ভিতর-দিয়ে
তাই স্বস্তির অধিকারী হয় না,
বিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন পথকুক্কুরের মত
নানা প্ররোচনা নিয়ে
অন্তঃকরণ তা'র ঘুরে বেড়ায়,
দুর্দ্দশা ও বিপত্তির অনটন কমই হয় সেখানে ;
সে স্বস্তির অধিকারী হবে না কিছুতেই,
যতক্ষণ সে সর্ব্বতোভাবে
সব বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ক'রে
শ্রেয়ার্থপরায়ণ না হ'য়ে উঠছে—
সুখ-দুঃখ-বিড়ম্বনা সবটার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'তেই সার্থক হবার
আত্মপ্রসাদী উদগ্র-আকূতি নিয়ে—

জীবনের যা'-কিছু চলনাকে শ্রেয়তপাঃ ক'রে
উপচয়ী-পদক্ষেপে চলন্ত ক'রে নিজের জীবনকে,
—এই হ'চ্ছে মোদ্দাকথা। ১৮১।

মানুষ অনেক সময় জানে না,
জানার জীবনে নতিসম্পন্নও নয়কো,
অথচ জানার বাহানা নিয়ে চলে,
কিন্তু সে খতিয়ে দেখে না—
সেই জানাটা কতখানি প্রকৃত
ও যৌক্তিক সঙ্গতিসম্পন্ন ;
এমনতর যা'রা তা'রা প্রায়ই বঞ্চিত হ'য়ে থাকে—
ঐ আহাম্মকী জানার দাম্ভিক গোঁড়ামি নিয়ে,
আর, অনুরতদের বঞ্চিত ক'রেও থাকে অমনি ক'রেই। ১৮২।

বিভেদকে যা'রা জীইয়ে রাখতে চায়—
সংহতিকে ছেদন ক'রে,
মৈত্রী ও মিলনকে ব্যাহত ক'রে,
স্বার্থগৃধ্নুতাকে ঈশ্বরপ্রীতির ছদ্মবেশে আবৃত ক'রে,—
তা'রা ঈশ্বরদ্বেষী,
শাতনের দূত—
পাপের পরমাশ্রয়। ১৮৩।

অসৎ-জৈবীপ্রকৃতিসম্পন্ন যা'রা
অর্থাৎ, নিয়ামক প্রকৃতি যা'দের অসৎ,
তা'রাই দুরাচার, দুষ্কৃতিসম্পন্ন, মূঢ়,
গর্ব্বস্পর্দ্ধাপূর্ণ নরাধম হ'য়ে থাকে,
ঈশ্বরপ্রীতি ও ইষ্টার্থপরায়ণতা

ঐ নিয়ামক প্রবৃত্তিকে অতিক্রম ক'রে
উদ্গাতই হ'য়ে ওঠে না প্রায়শঃ ;
তাই, তা'দের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনও সুদূরপরাহত,
ঈশ্বরপ্রীতি তো দূরের কথা,
একটা পাহাড়কে বরং একস্থান হ'তে অন্যস্থানে
স্থানান্তরিত করার সম্ভাব্যতা
কল্পনা করা যেতে পারে—
কিন্তু ঐ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সুদূর-কল্পনীয় ;
তাই, প্রকৃতিগত নিয়ামক প্রবৃত্তিকে
অনুবেক্ষণী সন্ধিৎসায় নির্দ্ধারিত ক'রে
কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণে
যেখানে যা' করবার
যেমন চলবার
তা'ই ক'রো,
তোমার অজ্ঞ বা মূঢ় বিশ্বাস
তোমাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে না তোলে—
নজর রেখো। ১৮৪।

দুর্ব্বুদ্ধি যতই থাক্,
তুমি যদি কেবল ভালই কর,
সে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধিই নয়,
তুমি ভালই। ১৮৫।

সাতে নাই, পাঁচে নাই—
অথচ তুমি ভাল মানুষ,
তা' কিন্তু মোটেই নয়,
সাত-পাঁচের ভিতর-দিয়ে

নিজেকে ভালয় গ'ড়ে তুলতে পারবে যতই,
তুমিও ভালয় বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে ততই। ১৮৬।

ইষ্টার্থনিবদ্ধ চরিত্রবল যদি না থাকে,
লাখ দক্ষতা থাক্,
তা' ব্যর্থতারই আহুতিমাত্র। ১৮৭।

ঈশ্বরের নীতিবিধিকে যা'রা অবজ্ঞা করে,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী অনুশাসন যা'রা মানে না,
প্রবৃত্তি যা'দের নিয়ামক,
ঈশ্বর তা'দেরও জীবনসম্পদ্,
ঐ ঈশ্বরই তা'দের সত্তাসন্দীপ্তি যদিও—
তথাপি শাতন বা কালই তা'দের
নিয়ন্তা বা শাসক,
কারণ, তা'রা প্রবৃত্তিপ্রধান,
উদ্ধত হীনম্মন্য অহংসর্ব্বস্ব—
সত্তাকে খরচ ক'রেও,
প্রবৃত্তি-পোষণী ইন্ধনকেই
তা'রা শ্রেয় মনে ক'রে থাকে,
চলেও তেমনি,
তা'রা বিকেন্দ্রিক, বিভ্রান্ত,
উদ্ধত, হীনম্মন্য-অহংনিয়ন্ত্রিত ;
আবার, অনেকে ঈশ্বরপ্রীতির বাহানা নিয়ে
প্রবৃত্তিরই উপাসনা করে,
ইষ্টানুরাগবিহীন তাঁ'রই নামের অছিলায়
প্রবৃত্তিচাহিদা নিষ্পন্ন করতে চায়,
জেনে রেখো—তা'দেরও অনুশাসক ঐ শাতনই ;

ঈশ্বর সবারই জীবন ও জ্যোতিঃ

তিনিই বোধিসত্ত্ব। ১৮৮।

যা'রা কোন বিষয়ে অন্তরাসী হ'য়ে উঠতে পারে না,—
অনুবীক্ষী সন্ধিৎসা তা'দের কম,
নিপুণ-দক্ষতা তা'দের অবসাদগ্রস্ত,
শিথিল-সম্বেগী হওয়ায়
সুযোগের সুবিধা-গ্রহণ সুদূরপরাহত তা'দের পক্ষে,
নানারকম ভাঁওতায় গা ঢাকা দিয়ে চলা
এস্তামাল ক'রে রাখতে হয় তা'দের,
তাই, যোগ্যতাও ম্লান ও লজ্জিত হ'য়ে
জড়সড় হ'য়ে থাকে তা'দের অন্তরে,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা
রূপকথার রূপক অভিব্যক্তির ন্যায়
তা'দের গর্ব্বেপ্সাকে ইন্ধন জুগিয়ে থাকে মাত্র,
সন্ধিৎসু, সক্রিয়, উপচয়ী কর্ম্ম-তৎপরতার আবেগ
স্তিমিত বেগসম্পন্ন হ'য়েই
তা'দের জীবনকে মূঢ় ও জড় ক'রে রাখে। ১৮৯।

সাত্ত্বিক সন্দীপনা যা'র যত তমসাচ্ছন্ন—
ন্যায়, অন্যায়, ভাল-মন্দের বিবেচনাও
তা'র তত সঙ্কীর্ণ,
তালবেতালে ব্যক্তিত্বও তা'র
বিপন্নও হয় তেমনি। ১৯০।

নৈতিকতা দাবী করবার পূর্ব্বেই মনে রেখো—
নৈতিকতা প্রথমতঃই তোমার জন্য,
তুমি যদি নৈতিক জীবন প্রতিপালন কর,
নীতিপরিপালী হও,
তবেই নীতিজ্ঞানের উন্মেষ হ'তে থাকবে তোমাতে,
নীতিজ্ঞ হবে তুমি,
এবং তা'রই দীপ্তি অনেকের জীবনকেই
নৈতিক জীবনে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
আলোকিত হ'য়ে উঠবে তা'রা—
ঐ নৈতিক সার্থকতায়,
ক্রমশঃই তা'রাও
তোমার প্রতি অমনতর করতে থাকবে ;
এমন ক'রেই তুমি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে সবাইতে,
আবার, সবাই তোমাতে সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠবে
অন্তরাবেগ-তাৎপর্য্যে ;
তাই, নৈতিকতা দাবী করবার আগে
তোমার জীবনকে নৈতিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
তোমার ঐ আত্মনিয়ন্ত্রণই ঐ দাবীকে কবুল করবে,
নইলে, তা' পরিবেশের কাছে প্রত্যাশা করা
একটা বিড়ম্বনা মাত্র । ১৯১ ।

কেউ যদি ইষ্ট বা শ্রেয়ার্থপরায়ণ হয়,
তা'র প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা
তদনুগ উপচয়ী হ'য়ে চলে—অচ্যুতচলনে,
সন্ধিৎসু সামঞ্জস্যে—
কর্ম্মঠ-বোধিদীপনায়—
নিষ্পাদনী নৈপুণ্য নিয়ে—

বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের অন্বিত সমর্থনে,
তা'কে বাহ্যিক দৃষ্টিতে
যেমনতর পাগল ব'লেই
প্রতীয়মান হো'ক-না কেন,
সে সুস্থই ;
আবার, যে ইষ্ট বা শ্রেয়ার্থী-চলনহারা,
অনর্থক অসমঞ্জস-বিজ্ঞতার অভিদীপনায়
প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ হ'য়ে চলে—ওতেই সার্থক হ'তে,
বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি-অভিভূতিতে
অর্থান্বিত হওয়ার আগ্রহ-চলনে—
তা'রই সঙ্গতিসম্পন্ন যুক্তি নিয়ে,
যত বড়ই বিজ্ঞ-অভিব্যক্তি থাক্ না কেন তা'র,
সে কিন্তু বিকৃত—উন্মত্ত—অসুস্থই । ১৯২ ।

অলস আরামশীল প্রকৃতি
একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে, উদ্যোগী প্রযত্নে
সময় থাকতে প্রস্তুত হ'তে পারে না,
যা'তে আপদ, বিপদ, দৈব-দুর্বিবপাকে
আত্মরক্ষা করতে পারে,
পরে আপসোস-সহকারে
নানারকম বুদ্ধির এৎফাঁক করতে থাকে,
তা'ও নিরর্থকই প্রায়শঃ,
চোর পালালে বুদ্ধি গজায় তাদের,
ঐ প্রকৃতি অযথা আপদ-বিপদের
আমন্ত্রকই হ'য়ে থাকে । ১৯৩ ।

পূরয়মাণ গুরুপুরুষোত্তম যিনি
তাঁ'তে শ্রদ্ধানিবদ্ধ অচ্যুত-অনুবর্ত্তী যাঁ'রা,
তপঃপ্রভ, সক্রিয়, অটল-পরাক্রম-তাৎপর্য্যবাহী যাঁ'রা,
তাঁ'রাই তাঁ'রই দীপ্তবলয় বা বেষ্টনী—
লোক-উদ্গতি—উদ্গাতা—
পূজার্হ অর্ঘ্যনীয় গণনায়ক তাঁ'রা—
নমস্য তাঁ'রা—
কারণ, তাঁদের উদ্দীপ্ত বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মে
তিনিই ফুটন্ত হ'য়ে
লোক-অন্তর প্রদীপ্ত ক'রে তোলেন। ১৯৪।

দমে যা'রা খাটো—
নীচু পথই বেছে নিতে চায় তা'রা প্রায়শঃই,
আর, দমে যা'রা তাজা—
উচ্চল বর্ত্মই তা'দের পক্ষে আনন্দের বিষয়। ১৯৫।

অচ্যুত-শ্রেয়নিষ্ঠ, চতুর,
ভব্য-বীর্য্যে নিষ্পাদন-স্বার্থী যা'রা নয়কো,
যোগ্যতায় জ্বলন্ত হ'য়ে ওঠা
তা'দের পক্ষে কৃচ্ছ্রতম হ'য়েই থাকে। ১৯৬।

চিন্তায় যা'রা চতুর
কিন্তু কর্ম্মদক্ষ নয়,
ফতুর হ'য়ে বসবাস করাই তা'দের স্বাভাবিক। ১৯৭।

আজ তুমি শ্রেয়ার্থপরায়ণ অনুরাগ-উদ্দীপনায়
অজচ্ছল হ'য়ে উঠেছ,

ঐ অনুরাগ-বিলোল ভাবালুতায়
আত্মত্যাগেও কতই না উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছ,
মানুষের নিন্দাস্তুতি বা কোন যুক্তিবাদই
তোমাকে ঐ চলনা হ'তে নিরস্ত করতে পারে না,
আবার দু'দিন পরেই উল্টে গেলে,
তোমার অনুরাগ-স্রোতস্বতী নেই,
ইষ্টার্থ-উদ্দীপনায় তোমার চিত্তজগৎ
মস্তিষ্কে কোন ধাক্কারই
সৃষ্টি করতে পারছে না,

আত্মত্যাগ
স্বার্থসম্ভূত হিসাব-নিকাশে
প্রতিফলিত হ'য়ে উঠেছে ;—
তা'র মানেই, ভাবীর প্রণোদন-পরিচর্য্যায়,
তাঁরই অভিদীপ্তিতে
তুমি ভাব-বিহ্বল হ'য়ে উঠেছিলে,—
কিন্তু সে-ভাব তোমার নয়কো,
তোমার নিজস্ব সত্তা-সম্ভূত নয়কো,
তা'ছাড়া, তোমার ভাবালুতা
যে-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় ক'রে
অমনতর হ'য়ে উঠেছিল—
সেই প্রবৃত্তির ঘাটই বদলে গেছে,
বোধি-সম্বুদ্ধ অনুরাগ-আকুতি
শ্রেয়নিবদ্ধ ক'রে তোলেনি তোমাকে,
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ গর্ব্বেপ্সাপূরণী
যে-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
বোধ ও বিবেচনার এৎফাকে
তুমি অমনতর অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠেছিলে

তা' শ্রেয়ার্থ-নিবদ্ধ নয়কো,
তাই, শ্রেয়কেই একান্ত ক'রে
তাঁ'তেই একান্ত হ'য়ে
তদনুপোষণী ধান্ধায়
তা' নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠেনি ;
আদর্শই বল, ইষ্টই বল
বা কুল বা গৃহদেবতাই বল,
ঐ প্রবৃত্তি-নিঃস্রাবী ভাবালুতা
যেখানে যেমনতর আবেগ-সম্পাত করছে—
তখনই তুমি তাঁ'রই উপাসক,
কোন শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনা
ঐ নিয়ামক-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে না তোমার,
তোমার প্রীতি শ্রেয়স্পর্শী নয়,
তাই, দুঃখ-কষ্ট অভাব-অভিযোগ
সব-কিছুকেই অতিক্রম ক'রে
উল্লাস-আবেগে ধাবমান নয়কো,
প্রবৃত্তি-প্রস্রবণ যতক্ষণ চলে
ততক্ষণ তা' উদ্দীপ্ত আবেগসম্পন্ন,
আবার, সেই প্রিয়র সঙ্গলাভ ক'রেও
সেই প্রস্রবণ যখন নিঃস্ব হ'য়ে যায়—
তখন শুকিয়ে যায় তা' মরা-গাঙের মত,
তুমি তৃপ্তি পাও না,
দীপ্তিও থাকে না তোমার,
এই ম্যাচ্‌কাফেরের হাত এড়াতে
বিগত আদর্শ যিনি বা যাঁ'রা
বা যে দেব-দেবী
তোমার ঐ প্রবৃত্তির স্বার্থগৃধ্নু লাম্পট্যের সাথে

সংঘাত সৃষ্টি করেন না,
যে-দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
ঘথেচ্ছ তুমি নিয়ন্ত্রিত হ'তে পার—
মনগড়া, ব্যভিচারী ব্যাখ্যা নিয়ে—
সেইদিকেই ঝোঁক হওয়া স্বাভাবিক ;
সেও তোমার দুর্ব্বল-সংস্কারাচ্ছন্ন
মানসিকতার পাঁক ছাড়া কিছুই নয়কো,
পূরয়মাণ ইষ্ট বা আচার্য্য যিনি
তাঁ'তেই যে সর্ব্বদেবতা
আত্মিক অভিব্যক্তিতে সজাগ হ'য়ে থাকেন,—
এমনতর ধারণার আধিপত্যে আসা
তোমার পক্ষে অত্যন্তই জঞ্জাল-সঙ্কীর্ণ,
একার্থী অন্বয়ী-বোধি সজাগ নেই তোমাতে,
তবেই বুঝে দেখ—
তোমার ভাবই বল,
ভক্তিই বল, আর বোধই বল,
তা'র কিম্মৎ কতখানি,
তোমার মনুষ্যত্বের ব্যক্তিত্বই বা কতটুকু ;
যা'র আওতায় যখনই পড়ছ,
স্বার্থগৃধ্নু পরিচর্য্যার তোয়াজ যেখানেই পাচ্ছ,
সেখানেই তুমি মুগ্ধ,
সেখানেই তুমি বুদ্ধিমান,
সেখানেই তুমি বিবেচক,
ঐ বিবেচনা কতখানি নিরর্থক,
কতখানি অসাধু,
কতখানি বিপর্য্যয় ও বিড়ম্বনার স্রষ্টা—
তা' ভেবেচিন্তে এঁচে নেওয়াও

তোমার পক্ষে হাওয়ার লাড্ডুর মত,
ফল কথা, ইষ্টার্থে যতক্ষণ না একানুধ্যায়ী হ'য়ে উঠছ—
তোমার বিচার-বিবেচনা
সবই যে ভ্রান্তির উৎপাদক,
তা' বুঝতে পারবে না তুমি,
কারণ, তোমার জীবনের উপাদান-সামান্য ব'লে
যতক্ষণ না পূরয়মাণ কাউকে বা কিছুকে
অবলম্বন করছ,
তোমার ঐ বিচার-বিবেচনা যে
সত্তাকে ফাঁকি দিয়ে
প্রবৃত্তিনিষ্যন্দী হ'য়ে উঠবে
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়,—
যোগের স্থল না থাকলে যুক্তিতর্ক দাঁড়ায় কোথায় ?
বিপথগামীই হ'য়ে থাকে তা' সাধারণতঃ ;
তাই, ঝিম যদি ভাঙ্গে,
বুঝতে যদি পার—এখনও ফেরো,
পূরয়মাণ ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
সুনিষ্ঠ ঐকান্তিকতার সহিত
তদর্থেই যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পার,—
কর,
বোধিতাৎপর্য্যে সত্তাকে সমৃদ্ধ ক'রে তোল,
বাস্তব-জগতে সমৃদ্ধ হও,
যদি পার, এমনি ক'রেই সম্বর্দ্ধনার অধিকারী হও,
নইলে, অপরং কিং ভবিষ্যতি
দুর্গতি ছাড়া ? ১৯৮ ।

যে বা যা'রা তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত নয়কো,
এক কথায়, যা'রা তোমার স্বার্থ-সংরক্ষী নয়কো,
তোমার সুসমর্থক নয়কো,
তোমার উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টায়
আত্মপ্রসাদ লাভ করে নাকো,
সতর্ক অনুসন্ধিৎসার সহিত
তোমার সংরক্ষণী বর্ম্ম হ'য়ে
তোমাকে আবরণ ক'রে
আপদ, বিপদ, কলঙ্ক ইত্যাদিকে ব্যাহত করে না,
তোমার দোষস্খালনে পরাক্রমী নয়কো—
কুশলকৌশলী বোধি-তাৎপর্য্য ও তীক্ষ্ণকূটদক্ষতা নিয়ে,
যাদু-জলুসে,—
এমনতর যা'রা
হয়তো তা'রা তোমাকে ভালই বাসে না,
নয়তো, নিজ অর্থকে ব্যাহত ক'রে
তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'তে চায় না,
তুমি যদি কা'রও প্রতি
আগ্রহপ্রদীপ্ত অন্তরাসী হও,
ঐ-সব গুণ সমস্ত পরাক্রমী মাধুর্য্য নিয়ে
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়েই থাকে। ১৯৯।

স্বার্থসঙ্কুচিত মন যা'দের
তা'দের কথা প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে না। ২০০।

কা'রও নিন্দাবাদ বা অসৎ-অভিপ্রায়পূর্ণ
কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহারকে

তৎক্ষণাৎ নিরোধ তো করলেই না,
বরং সেটাকে রীতিমত উপভোগ করলে
বা প্রশ্রয় দিলে,
পরে সেই সম্পর্কে কথা উঠলে
আত্মদোষ-স্খালনভঙ্গী নিয়ে
সাধু-ঔদার্য্যে নিজেকে সমর্থন ক'রে চললে—
যেন তুমি ও-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ,
এবং অমনতর কুৎসিত রটনা
তোমার একান্তই অনভিপ্রেত,
কিংবা নীরব-গম্ভীর হ'য়ে রইলে ;—
এর মানে এই যে
ওতে তোমার সমর্থন যথেষ্ট আছে,
তুমি ঐ নিন্দাবাদের একটা সম্পোষণী দম্ভলবিশেষ,
নয়তো, তা'কে তখনই নিরোধ করতে,
অমনতর স্থলে জেনে রেখো,
প্রতিক্রিয়া তোমাকেও ছাড়বে না কিন্তু। ২০১।

শুধু নামমাত্র সৎ-আদর্শ
বা সৎ-ব্রতকে অবলম্বন ক'রে
সম্ভ্রান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত ব'লে উঠছ—
'এত করলাম, কিছুই হ'লো না,'
ঐ কথার খেয়ালী গল্প-গুজবের ভিতর-দিয়ে
নিজের জলুস-প্রতিষ্ঠারও ত্রুটি কর না,
বলছ—'করলাম এত, ফল তো পেলাম না,
ঐ পন্থাই ঠিক কিনা সন্দেহ,'
তা'র মানে,
তুমি স্বার্থগৃধ্নু আত্মম্ভরি প্রবৃত্তির কবলে পড়েছ,

দূষণদৃষ্টি হামেসাই তোমাকে
আপসোসের দিকেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ঐ প্রবৃত্তিপূরণেই প্রলোভিত ক'রে তুলছে,
তুমি লোকের কাছে ধরা পড়ছ,
তোমার পাউনি ক'মে আসছে,
মান-বড়াই আত্মম্ভরিতার বরাদ্দের
খাঁকতিই সন্দেহ করছ,
সম্ভ্রমের দায়ে সম্ভ্রমাত্মক ধাপ্পাবাজি চলনে
এখনও চলছ,
নিজের বিবেককে নিজে ধাপ্পা দিয়ে চলেছ—
তখনও দিচ্ছ,
স্বতঃ-সক্রিয়তায় তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার
এমন কিছুই করনি,
বরং ঐ অজুহাতে পেয়েছও অনেক,
নিয়েছও অনেক,—
সে সব চাপা দিলে,
ঐ সৎ-অনুষ্ঠানের ভাঁওতায়
স্বার্থগৃধ্নুতার উদরপূর্ত্তিই যে ক'রে এসেছ
তা' আর কিছু বললে না,
হয়তো নিজের হক্-পাউনির থেকে
কা'কেও একমুঠো অন্নও দাওনি,
বা একটা কথা দিয়েও কা'রও উপকার করনি,
নিজে জানা সত্ত্বেও লোকের কাছে
সেগুলি একদম গায়েব ক'রে ফেললে ;
তুমি বরাবর অমনতর চাহিদার চলনেই চ'লে এসেছ—
তোমার স্বার্থগৃধ্নুতার উদরপূর্ত্তি করতে
ও উপভোগ করতে

একটা প্রাধান্যের পাঁয়তারা ভেঁজে
ঐ সং-ব্রতের মুখোস প'রে মাত্র,
ঐ ভণ্ডামির ফলে যা' পাওয়ার
তা' পেয়ে নিয়েছ—
কিন্তু তা' আর বেশী দিন চলবে না,
তা'ছাড়া, ঐ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তথাকথিত পাণ্ডিত্যের
ফলাও-করা অসঙ্গত যুক্তিবাদে
অবিবেচক অনেকেরই যে ভবিষ্যৎ
অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে তুলছ
তা' আর টের পাচ্ছ না ;
যে-কৈফিয়ত দিয়েই মানুষের চক্ষুকে
কুয়াসাচ্ছন্ন ক'রে তুলতে চাও না কেন,
তোমার আচার, ব্যবহার, চলন-চরিত্র,
প্রলুব্ধ স্বার্থগৃধ্নুতা
তারস্বরে ঘোষণা ক'রবে তুমি কী,
ঐ খোলসপরা আবরণে আবৃত থাকায়
শাতনের শাস্তিদণ্ড তোমা হ'তে বিমুখ হবে না,
অবাধ্য অধঃপাতের সম্ভাবনা
তোমাকে রেহাই দেবে না,
কিন্তু করণীয় যদি করতে, ফলও পেতে তেমনি ;
তাই বলি, যদি বাঁচতে চাও—
ফেরো এখনও,
কর এখনও,
তদর্থপরায়ণ হ'য়ে
তোমার প্রতিটি চলনা নিয়ন্ত্রিত কর,
ঐ আদর্শ বা ব্রতই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
আবার, কেউ যদি তোমার সমক্ষে

ঐ ধরণের কথা বল্লে,
তা'কে তৎক্ষণাৎ নিরোধ কর—
সঙ্গতি-সম্পন্ন সুযুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে
সৎ-সংশ্লেষণী অনুপ্রেরণায়,
নিস্তারকে এগিয়ে আসতে দাও তোমার দিকে,—
নয়তো, বীভৎসতা ভয়ানক দৃষ্টিতে
তোমার দিকে এগিয়ে আসবেই
তা'কে রোধ করতে পারবে না। ২০২।

প্রবৃত্তি যেমন, ভাবও হয় তেমন,
আবার, যে যে-ভাবের ভাবী
তা'র সেই ভাবের ভাবীর সঙ্গে মিলও হয়,
আর, তা'র সঙ্গও ভাল লাগে,
পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক হ'য়ে ওঠে,
অন্য ভাবের ভাবুক যা'রা
তা'দের সঙ্গ বা সাহচর্য্যে
তিষ্ঠানই কঠিন তা'র পক্ষে,
সেটাকে মনে করে একটা বিজাতীয় সংস্রব,
ঐ সংস্রবে
নিজের ভাব বা প্রবৃত্তির খোরাকও পায় না
এবং তৃপ্তিও পায় না তা'তে—
তা' যতই তা'র জীবন-পরিপোষক হো'ক না কেন,
তাই, প্রবৃত্তিকে শ্রেয়ার্থপরায়ণ ক'রে তোল,—
ভাবও শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী হ'য়ে উঠবে। ২০৩।

মহৎ-মন্যতার মোহে
যা'দের অহং সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠেনি

প্রবৃত্তির প্রাচীরবেষ্টিত থেকে,
ভাগবত-সত্যসংক্ষুব্ধ উন্মুখতায় দাঁড়িয়ে
তা'রাই মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তমকে
স্বীকার ক'রে থাকে,
আপ্তীকৃত ক'রে থাকে,
নিতান্ত আপনার ব'লেই গ্রহণ ক'রে থাকে,
নয়তো, প্রবৃত্তির ছন্নছাড়া মোহ-আবেষ্টনে
হীনম্মন্যতার হামবড়াই
তাঁ'কে প্রতিরোধ ক'রে থাকে সাধারণতঃ;
তাই, সুস্থ মহত্ত্বের লক্ষণ হ'চ্ছে—
প্রত্যেক মহৎ
প্রত্যেক মহতেরই অনুপূরক, সহযোগী,
তাঁ'রা পরস্পর-স্বার্থান্বিত—
অসৎ-নিরোধী শুভ-পরিচর্য্যা নিয়ে,
এর অভাব যেখানে যেমন
মহত্ত্বও সেখানে তেমনি প্রবৃত্তিগত অস্মিতানিবদ্ধ;
তাই, মহত্ত্বে উন্নীত হওয়াই
যদি তোমার অন্তর-আকূতি হয়,
খোলা মন নিয়ে চল—
একনিষ্ঠ বোধি-অনুচর্য্যায়,
বিজ্ঞবিবেকী হও,
তোমার ইষ্ট বা আদর্শকে
ঐ মহান্ পুরুষ বা পুরুষোত্তমে দেখতে চেষ্টা কর—
নিজের বৈশিষ্ট্য-দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে,
তোমার আদর্শ বা আচার্য্য যদি মহৎই হ'য়ে থাকেন
তাঁ'রও পরিপূরণ পাবে তাঁ'তে;
তাই, যে অবস্থায়ই থাক না কেন

পরাঙ্মুখ হ'য়ো না
গ্রহণ করতে সেই তাঁ'কে—
ওতে সব-কিছুরই পুরশ্চরণ হবে। ২০৪।

মমতামুগ্ধদের শাসনক্ষমতা
মুহ্যমান হ'য়ে যায়,
কারণ, যা'দের প্রতি মমতা নিবদ্ধ—
শাসনজনিত তা'দের কষ্ট
ঐ মমতাশীলকে শঙ্কিত ক'রে তোলে,
তাই, মমতা-বিহ্বল না হ'য়ে
তোবণদীপ্ত অনুশাসন-নিয়ন্ত্রণে
যা'দের প্রতি মমতা তোমার
তা'দিগকে সংযত ও সম্বুদ্ধচরিত্র
ক'রে তোলার সহায়ক হও,
উত্তরকালে তুমিও সুখী হবে,
তা'রাও সুখী হবে। ২০৫।

কথায় যা'রা ধর্ম্ম করে,
আর, ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়ে সঙ্কীর্ণস্বার্থে উদরপূর্ত্তি করে,
তা'রা অব্যবস্থ, দৈন্যগ্রস্তই হ'য়ে থাকে। ২০৬।

উৎসর্গনিবদ্ধ যে নয়কো—
সে স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখতে জানে না,
কারণ, শ্রেয়ার্থে সুকেন্দ্রিক সংস্থ না হ'লে
ব্যক্তিত্বই সংহিত হ'য়ে ওঠে না
একটা সার্থক-অন্বয়ী তাৎপর্য্য নিয়ে,
যা'র ব্যক্তিত্বই বিচ্ছিন্ন

নিজত্বও তা'র বিচ্ছিন্ন,
আর, ঐ নিজত্বই হ'চ্ছে স্ব,
ঐ স্বয়ের দাঁড়া বা ভিত্তি যা'র দোলায়মান,—
সে আত্মস্থ নয়—বিচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ,
সে আবার স্বাধীন হবে কি-ক'রে? ২০৭।

যা'রা কার্য্যতঃ ইষ্ট বা আদর্শের অপলাপক,
ধর্ম্মদ্রোহী, কৃষ্টিদ্রোহী,
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সংঘাতক,—
স্বভাবতঃই তা'রা গণ ও সংহতিদ্রোহী,
ঈশ্বরদ্রোহী শাতন-অনুচর,
গণসত্তা, স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিপর্য্যয়ী তা'রা—
তা' জ্ঞানতঃই হো'ক বা অজ্ঞানতঃই হো'ক,
গণপ্রীতির অলীক উচ্ছ্বাস
যতই বিধূমায়িত হো'ক না কেন
তা'দের বাক্-অভিব্যক্তিতে,
বাস্তব কর্ম্মদীপনায় তা'রা যদি
গণদ্রোহী হ'য়ে চলে—
আবার, তা'দের ঐ ধূমায়িত গণপ্রেমী বাক্ চাতুর্য্যে
অভিদীপন-বিহ্বলতায়
তা'রা যদি লোকসমক্ষে
গণপ্রেমিক ব'লে পরিবেশিত হয়—
দুর্দ্দশা দুর্দ্দান্ত-আক্রমণে যে
সে-গণমণ্ডলকে
সর্ব্বনাশের আহুতি ক'রে তুলবে
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়। ২০৮।

যে-প্রীতি শ্রেয়ার্থপরায়ণ নয়কো,
টা'র স্বার্থে স্বার্থান্বিত নয়কো—
সত্ত্ব, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যা ও উপচয়ী প্রচেষ্টায়,
যে-প্রীতিতে ক্লেশসুখপ্রিয়তা নেইকো,
সে-প্রীতি যতই উচ্ছ্বাস-সঙ্কুল হো'ক্ না কেন
তা' কিন্তু সন্দেহের ;
অমনতর প্রীতি যা'দের
তা'রা পরিপালিত ও পরিপোষিত হ'য়েও
ক্রমাগত না-পাওয়ার আপসোস নিয়েই চলে,
কারণ, প্রত্যাশা ও প্রবৃত্তি-উপভোগই তা'দের প্রিয়,
তাই তা'রা অকৃতজ্ঞই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ২০৯।

কোন-কিছুর দায়িত্ব নিয়ে
তা'কে উপচয়ে নিষ্পন্ন না ক'রে
না-পারার কৈফিয়ৎ যতই সুবিজ্ঞভাবে দাও না,
তোমার বুদ্ধি, মেধা, কর্ম্মপ্রেরণা-সহ ব্যক্তিত্বকে
বিজ্ঞবিলোল ভাষায় ঠাট্টা করলে
ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদাকে অবসন্ন ক'রে,—
তা' কিন্তু ঠিকই ভেবে দেখো ;
তা'র মানেই, তোমার আভিজাত্য ওখানে
আপসোস-অবশ, অবমানিত। ২১০।

শ্রেয়ার্থ বা ইষ্টার্থকে অবজ্ঞা ক'রেও
যা'রা দুর্ব্বল হীনম্মন্যতায় আত্মসমর্পণ করে,
তা'রা আত্মশ্লাঘার ইন্ধনসংগ্রহ-প্রত্যাশায়
বা নিজেকে বজায় রাখতে

আত্মপক্ষের কাছে অবিশ্বস্ত হ'য়েও
অন্যপক্ষে আত্মবিক্রয় ক'রে থাকে,
অমনতর ব্যক্তিত্বের জীবন-দাঁড়াই
ব্যতিক্রম-ব্যাহত—বিদ্রূপাত্মক। ২১১।

যাঁ'রা দানে কাতর,
মোটা দানে তা'রা
মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে কমই,
কারণ, তা'দের চিত্তের সঙ্কীর্ণতা
অমনতর চিন্তা, কথা ও চলনচর্য্যাকে
বাধা দিয়ে থাকে,
তাই, মোটাদানের জন্য
কাউকে উদ্বুদ্ধ করতে হ'লে
তা'দের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তি জুগিয়েই ওঠে না
কায়দা ও কৌশল-তাৎপর্য্য নিয়ে ;
অন্তঃকরণকে প্রসারিত কর,
লোকের দরদী হও,
উপযুক্ত স্থানে তোমার সামর্থ্যে যা' কুলায়
তা' বিহিত পর্য্যাপ্ত রকমে করতে চেষ্টা কর,
তোমার সাহচর্য্য মানুষকেও
যোগ্যতায় বিস্তর ক'রে তুলতে পারবে। ২১২।

ক্লীব, গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত হীনম্মন্যতার লক্ষ্যই হ'চ্ছে—
অত্যাচারিত হ'য়েও
সাধ্যানুপাতিক উপযুক্ত নিরোধ না ক'রে
ঔদার্য্যের ভাঁওতায় আপোষ নিয়ে চলা—
শ্রেয়ার্থ ও পরাক্রমী প্রস্তুতিকে অবজ্ঞা ক'রেও। ২১৩।

ইষ্টহারা নিথর জীবন
যা বিক্ষিপ্ত, বিচঞ্চল চলন যা'দের,
তা'রা শান্তি পায় না ;
ইষ্টার্থপরায়ণ, সন্ধিৎসু, বোধিপ্রাণ,
কর্ম্মঠ, আত্মনিয়ন্ত্রণশীল যা'রা,
অন্তরায় অতিক্রম ক'রে
জীবন-চলনাকে অব্যাহতভাবে চালাতে পারে যা'রা,
সার্থক-সমঞ্জসা আত্মপ্রসাদী শান্তি
উপভোগ ক'রে থাকে তা'রাই ;
ঐ নিষ্পাদন-কুশল, সার্থক, সমঞ্জস
আত্মপ্রসাদই শান্তির উদ্গাতা। ২১৪।

দুর্ভাগা তা'রা
যা'রা ইষ্টানুগ উৎসারণায়
মানুষকে ভালবাসতে পারে না সহজভাবে—
তা'দের ভালমন্দ যা'-কিছু-সব নিয়ে—
অসৎ-নিরোধী সাধু সম্বেগে,—
অন্তরাসী হ'য়ে। ২১৫।

ভক্তিই বল আর জ্ঞানই বল,
তা' যা'দের যত তুখোড়,
নিশ্চয়ী প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও
তদ্বিষয়ে তা'দের অভিমানও তত বিরল। ২১৬।

ইষ্টার্থে অল্প আস্থাশীল যা'রা,
বিভ্রান্তির বিপথ-অনুসরণে
বিপন্ন গহ্বরেই নিপতিত হ'য়ে থাকে তা'রা,

স্বর্গের আলোক
আচ্ছন্ন তা'দের কাছে প্রায়শঃ। ২১৭।

তোমার দূষক বা বিরোধীদের
নিয়ামক বা নিরোধকও নয় যে,
সমর্থক হ'য়ে সাপক্ষে তোমাকে আগলে ধ'রে
তোমার নিরাপত্তার জন্য ল'ড়ে
নিরুদ্বিগ্ন ক'রে তুলতে পারে না যে,
সে তোমাতে অন্তরাসী নয় কিছুতেই,
তোমার প্রতি কোন অনুকম্পাও নাই তা'র,
সে সাপক্ষে নয়কো তোমার ;
আবার, তোমার প্রীতিপ্রাণ, সহনশীল, নির্ব্বিরোধ
সাধুবৃত্তির দোহাই দিয়ে
প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করে না যে
তোমারই বিরাগ-আশঙ্কার অজুহাতে,
সে অসঙ্কোচে
তোমার অনিষ্টকেই 'তা'-দিয়ে থাকে,
আরোও, যে তোমার ভালমন্দের ধার না ধেরে
উভবাদী সাধু বিবেচক সেজে
অন্যের দোষ লাঘব করার জন্য
ন্যায্যতার অছিলায়
উভয় পক্ষকেই দোষী সাব্যস্ত ক'রে
সম্ভ্রমাত্মক ভঙ্গীতে এড়িয়ে চলে,
অথচ আত্মস্বার্থের এতটুকু ব্যতিক্রমেও
ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সে যেই হো'ক না
সে তোমার আপনার জন নয়কো,

শুভেচ্ছু অনুকম্পী নয়কো,
অন্তঃকরণে তোমার অনিষ্টেরই উপাসক সে,
অসৎ-নিরোধে নিরপেক্ষ যে
অন্যায়কারীর চেয়েও অসৎ সে,
তাই বুঝে
যেখানে যে কায়দায় চলতে হয়, চ'লো। ২১৮।

তোমার নিন্দা, কুৎসা, অপমান, ক্ষয় ও ক্ষতিকে
স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
নিরোধ ও নিরাকরণ না ক'রে
যা'রা তোমারই কাছে
তা'রই যুক্তি নিতে এগিয়ে আসে
বা এড়িয়ে যায়,
প্রথমেই মনে ক'রো
সে বা তা'রা তোমার স্বজন নয়কো,
তোমাতে তা'দের প্রীতি নেইকো ;
যদি স্বজন হ'ত—
তোমাতে প্রীতিপরায়ণ হ'ত,
স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসারিত পরাক্রমে
তা'দের মেকদার-মাফিক কুশল-তাৎপর্য্যে
নিরোধ বা নিরাকরণ করতই কি করত—
যেমন আপন জন বা সন্তান-সন্ততির জন্য
মানুষ ক'রে থাকে সাধারণতঃ,
মানুষ কেন, এমন-কি পশু-পক্ষীদের ভিতরও
এমনতর দেখতে পাওয়া যায় ;
তোমাকে যুক্তি বা জিজ্ঞাসা করার মানেই হ'চ্ছে—

ঐ সমস্ত ব্যাপারে তোমাকে জড়িয়ে নিয়ে
তোমাকে তা'দের
প্রত্যাশা-পূরণী উপকরণ ক'রে তোলা,
আর, এড়িয়ে যাওয়া মানেই
তোমার ঐ-সব ব্যাপারের নিরোধ বা নিরাকরণে
তা'রা অন্তরাসী নয়কো,
স্বার্থান্বিত নয়কো,
তোমার দরদী নয়কো মোটেই তা'রা;
আবার, যা'রা তোমার নিন্দা, কুৎসা, অপমান,
ক্ষয় ও ক্ষতির বিষয়
এতটুকু না খতিয়েও,
তোমার সুযুক্তিকে অগ্রাহ্য ক'রেও
তোমাকে ভাঙ্গিয়ে
স্বার্থলালসার উপাদান-স্বরূপ ব্যবহার করে,
তা'রাও কিন্তু ঐ তালিমেরই মানুষ;
আপদে-বিপদে, দুঃখ-দুর্দ্দশায়
অমনতর লোকদের সাহায্যের উপর
নির্ভর করার চাইতে
আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে যা' করবার
তা' ক'রো,
আর, তা'দিগকে যেমনতরভাবে ব্যবহার করলে
শুভ সংশুদ্ধি আসে—
তা'ই ক'রো,
ঠকবে কম। ২১৯।

ভাল মানুষ হওয়া ভাল,
কিন্তু অসৎ অন্যায়ে নীরব-থাকা ভালমানুষেমি

ভাল নয়কো,
তা' অসতেরই উদ্গাময়ক ছাড়া
আর কিছুই নয়কো । ২২০ ।

সার্থক সুশৃঙ্খল আদর্শচরিত্র
বা সুসঙ্গত জমাট ব্যক্তিত্ব
ভূয়ো সেখানেই,
ইষ্টার্থ-পরায়ণতা
অলীক ও অবজ্ঞাত যা'দের কাছে । ২২১ ।

স্ত্রীই হো'ক আর পুরুষই হো'ক,
তা'দের পক্ষে অবৈধ, অশ্রেয়,
কৃষ্টি, আদর্শ ও আভিজাত্যদলনী,
বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী যৌন-প্রলোভনে
প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠা বা উঠতে থাকা
যেখানেই দেখতে পাবে,
তা' কিন্তু অসংহিত জৈবী-সংস্থিতিরই লক্ষণ;
অন্তঃক্ষেপিত ব্যতিক্রম-বিসৃষ্টই হো'ক
বা কুৎসিত আচার-প্রসূতই হো'ক,
তা' সাধারণতঃ নিজেকে দুষ্ট ক'রে
গণ ও সমাজকে দুষ্ট ও প্রলুব্ধ ক'রে থাকে—
হীনম্মন্য প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ গর্ব্বেপ্সার প্রতিষ্ঠায় ;
তা'রা সাধারণতঃ
জমকালো অথচ প্রবৃত্তি-প্রলোভী
এমনতর কিছু দেখলেই
সে-দিকেই ঝোঁক নিয়ে আত্মবিক্রয় ক'রে থাকে—
একটা পরাজিত স্তবন-অভিবাদনে,

যা' তা'দের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী নয় ;
এমন দুরত্যয় দুষ্কৃতি-প্রলুব্ধ
প্রবৃত্তি-প্রলোভী যা'রা—
তা'দের থেকে নিজেকে তো সাবধান রাখবেই,
অন্যকেও সাবধান ক'রতে ত্রুটি ক'রো না—
অমন সাংঘাতিক সংক্রমণের
বিষাক্ত সংস্পর্শ থেকে
নিজেকে ও অন্যকে বাঁচাতে । ২২২ ।

যা'রা একনিষ্ঠ একার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম ক'রে
অন্বয়ী সামঞ্জস্যে
যোগ্যতার অনুচর্য্যায় মানুষ হ'য়ে ওঠে,
বোধিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে তা'রা সহজেই ;
আর, প্রবৃত্তির ভোগ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
ঐ ভোগ-অর্থকে সার্থক ক'রে
গর্ব্বেপ্সার আপূরণী সন্ধিৎসায়
যা'রা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়,
তা'রা অবিবেকী অসঙ্গত বিকৃত-বোধি নিয়ে
অসার্থক অভিমানী প্ররোচনায়
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় ;
জীবনকে অনুন্নত অমর্য্যাদাশীল ক'রে
আপসোস বা আক্রোশ নিয়ে
নিন্দা, কুৎসার স্থণ্ডিল সজ্জিত ক'রে
জীবন কাটাতে বাধ্য হয় তা'রা ;
তাই, শ্রেয়ার্থে অন্বিত হ'য়ে
যোগ্যতাকে অর্জ্জন ক'রে

সুসঙ্গত ও অন্বিত বোধি-সংহতি নিয়ে
নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোল,
আত্মপ্রসাদের সার্থক আশিস
তোমাকে দৈবী মানবতায় উন্নীত ক'রে তুলবে। ২২৩।

সঙ্কর বা বিরুদ্ধ সংমিশ্রণ-সঞ্জাত
জাতকের জৈব-সংস্থিতি
বিকৃত বিসদৃশ উপকরণেই সংস্থ হ'য়ে থাকে,
ঐকান্তিক একানুধ্যায়ী
অনুচর্য্যা-পরায়ণ উপচয়ী অনুবদ্ধতা
তা'র পক্ষে অভাবনীয় ব্যাপার,
তা'র চরিত্রগত লক্ষণই হ'চ্ছে
সে সব-সময়ই পরাভূতি-প্রভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু পরাভূতিকে পরাভূত করবার
কঠোর সঙ্কল্পে সে দাঁড়াতেই পারে না,
যা' দিয়ে তা'র পরাভূতি ঘটেছে
তা'র সাপক্ষকেই সে স্বার্থ মনে ক'রে
নিজস্ব যা' তা'র জন্য দাঁড়াতেই পারে না,
কৃতঘ্ন মনোবৃত্তির সহজ পূজারী হ'য়ে থাকে সে,
আর, এই রকমটা
তা'র বিদ্যা, বুদ্ধি, অনুচর্য্যা,
বান্ধবতা, হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা
এমন-কি ইন্দ্রিয়ভোগের ভিতর-দিয়েও
নানা রকম নিয়ে অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে;
কেউ তা'কে ব্যাহত ক'রে
ঘাবড়িয়ে দিতে পারলেই

যতক্ষণ সে তা'র শাসনে থাকবে—
শঙ্কিত হ'য়ে
উদ্গাতির চেষ্টা হ'তেই বিমুখ থাকবে,
স্বার্থ ও সত্তা-পোষণী প্রীতি-সন্দীপী
তা'র পক্ষে যেই বা যা'—
পরাজিত-মনোবৃত্তি-আবিষ্ট হ'য়ে
আত্মঘাতী দার্শনিকতার
ফলাও-করা পরিবৃত্তি নিয়ে
তা'কেই নিন্দা ও সমালোচনা করতে
কসুর করবে না। ২২৪।

শ্রেয়জন বুঝিয়ে ধমক দিলে
যা'রা অবনত হ'য়ে ওঠে,
ও বুঝটাকে আঁকড়ে নিয়ে চলতে থাকে,
তা' সুষ্ঠু সম্ভূতিরই লক্ষণ,
আর, প্রতিবাদে আপনার দুষ্ট বুদ্ধিকে
চাপা দিয়ে রাখতে চায় যা'রা
তা'রা কিন্তু উল্টোই। ২২৫।

যা'দের স্বার্থকেন্দ্র একই বা একজনই
এবং যা'রা প্রত্যেকেই
তা'রই অনুপূরক ও অনুপোষক,
সেইজন্য তা'রা পরস্পর পরস্পরেরই
সহযোগী ও স্বার্থ স্বতঃই,
কারণ, ব্যষ্টিগতভাবে
ঐ কেন্দ্রস্বার্থী প্রত্যেকেই,
ঐ-স্বার্থে ঐকান্তিকভাবে যা'রাই স্বার্থান্বিত,—

স্বভাবতঃই তা'রা পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক,
অতএব তা'দের প্রত্যেকের সহিত
প্রত্যেকের হৃদ্যতা সহজ ও অচ্ছেদ্য,
এমনতর স্থলেও যেখানে দ্রোহভাব
আত্মম্ভরি অভিশাপ নিয়ে মাথা তোলা দিয়ে থাকে,
বুঝে নিও—
তা'রা ঐ কেন্দ্রস্বার্থে স্বার্থান্বিত—
বাস্তবভাবে নয়কো,
বরং অন্য প্রকার,
যা'র ফলে, স্বার্থ ও সহৃদয়তায়
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের
অনুপূরক হ'য়ে উঠতে পারে না,
বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে বিবেচনা ক'রে দেখো
এবং তদনুপাতিক চলনেই চ'লো। ২২৬।

যা'রা সমীচীন ও সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েও
কর্ম্মতৎপর হ'য়ে ওঠে না,—
তা'রা শ্লথবীর্য্য, ক্লৈব্যদুষ্ট,
আবার, যা'রা শ্রেয়ার্থনিবদ্ধ থেকেও
তাঁ'র নিদেশগুলির সুষ্ঠু পরিপালন-তৎপর নয়কো,
তা'দের প্রীতিরাগও ক্লীবত্বদুষ্ট, শ্লথপরাক্রম। ২২৭।

বুঝ যা'দের এলোমেলো, পল্লবগ্রাহী,
সুসঙ্গত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়কো,
অনুধ্যায়ী-অন্তরাসবিহীন,
তা'দের বার্ত্তাও সঙ্গতিহারা,
কর্ম্মও ভঙ্গুল-তৎপরতাসম্পন্ন। ২২৮।

সত্তা চিরদিনই শুভ-সংক্ষুধ, শুভ-স্বার্থী,
তাই, মানুষ মন্দ ক'রেও
লোকের কাছে মন্দ হ'তে চায় না,
বরং গর্ব্বেপ্সার জলুস দেখিয়ে
বা ছাপাই-সমর্থনে বাহাদুরি নিতে চায়,
মন্দ বললেই বিরক্ত হয়, চ'টে যায়। ২২৯।

কৃতজ্ঞতানিবদ্ধ থাকা
আদর্শ-অনুপ্রাণিত সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বেরই লক্ষণ,
অসংহত ব্যক্তিত্ব
কৃতজ্ঞ হ'তে কমই পারে। ২৩০।

শ্রদ্ধা না-থাকলে
সন্ধিৎসা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,
আর, তা' স্বার্থসন্ধিক্ষু প্রবৃত্তি-রঙ্গিলই হ'য়ে থাকে,
সশ্রদ্ধ সন্ধিৎসু না হ'লে
বোধিও বিচক্ষণ হ'য়ে ওঠে না,
তাই, সে কোন বিষয়ে সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন
সুযুক্তিসম্বুদ্ধও হ'তে পারে না,
কারণ, ঐ যুক্তি প্রায়ই
প্রবৃত্তিস্বার্থী একদেশী হ'য়ে দাঁড়ায়,
আর, সেই জন্যই সে
সুদক্ষ পরিচর্য্যাপরায়ণ হ'তে পারে না,
আর, তা'তে নৈপুণ্যও থাকে না,
প্রবৃত্তিই তা'র নিয়ামক হ'য়ে দাঁড়ায়,
আর, ঐ প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ-প্রবৃত্তিপরবশতার দরুণ
সে অযথা দোষদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে ;

তাই, শ্রদ্ধাবিহীন যা'রা,
তা'রা মহৎ-সংসর্গে থেকেও
দোষই আহরণ ক'রে থাকে প্রায়শঃ,
কারণ, তাঁ'র ব্যবহার যেখানে নিজের পছন্দবিরুদ্ধ,
সেখানে সে হিতীসঙ্গতি খুঁজে পায় না,
ফলে তা'র কাছে হীরকখণ্ড
উপলখণ্ড ব'লেই পরিগণিত হ'য়ে থাকে,
তা'দের বেলায় ঐ কবি-কথাই সার্থক হ'য়ে ওঠে—
"স্ফটিকে হীরক দেখে
চিনতে নারে ঝুট ও সাঁচা।"
তাই, সেই ভাগবত বাণীকে মনে রেখো -
"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"। ২৩১।

নির্ব্বোধরাই আত্মঘাতী ঔদার্য্যকে
ঔদার্য্য ব'লে অভিহিত ক'রে থাকে। ২৩২।

শ্রেয়নিষ্ঠাশূন্য চরিত্রহীন চারুজীবন
দুশ্চরিত্রকেই পরিবেষণ করে,
কিন্তু শ্রেয়ার্থপরায়ণ অনুচর্য্যারত
চরিত্রবান রূঢ় জীবন, যেমন হো'ক না কেন,
লোককল্যাণেরই আবাহক,
স্বতঃই সে ক্ষেম-পরিবেষক। ২৩৩।

যা'র মন, প্রচেষ্টা, সম্বেগ, স্বার্থানুকম্পা
তোমাতে অর্থান্বিত হ'য়ে
অপরিহার্য্যভাবে নিবদ্ধ—
সেই তোমার সুহৃদ্,

মানুষকে বাস্তবে সুহৃদ্ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
তা'কে পাওয়া,
শুধু সমর্থনী বাহবায়
বা' সমর্থনী বাহবা পেয়ে
তা'কে সুহৃদ্ ব'লে ভেবো না,
ঠকবে ;
মনে রেখো—
স্বার্থপ্রলুব্ধ আত্মীয়তায় সৌহৃদ্য নাই কিন্তু। ২৩৪।

অসৎ, দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন অত্যাচারী
বা ষড়যন্ত্রকারী ইত্যাদিকে
সময়, সুবিধা ও প্রশ্রয় দিয়ে
পোষণপুষ্ট ক'রে তোলে যা'রা—
হিতীবুদ্ধি-প্রণোদিত, ধীর-বিচক্ষণ,
কূট-কুশল, দক্ষতৎপর
দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও প্রবল প্রস্তুতি-সমন্বিত
উপযুক্ত নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া,
তা'রা কিন্তু ঐ অসৎ দুরাচারীদের চাইতেও
ক্লীব-প্রবৃত্তিসম্পন্ন দুর্বিপাকের হোতা ;
অনিষ্ট ও অপঘাতকে
অসৎ ও অবাধ্য আক্রমণতৎপর ক'রে
গণনিরাপত্তাকে ব্যাহত ক'রে তোলে তা'রা ;
সময়ে এতটুকু নিরোধে যে কাজ করে,
সময় গেলে বহুল নিরোধ-প্রস্তুতিতেও
তা' করা কঠিনই কিন্তু ;
দেখ, বোঝ, বিবেচনা কর,
হিতী-নিয়ন্ত্রণে যা' সম্ভব তা'ই কর। ২৩৫।

স্বার্থসন্ধিক্ষু গর্ব্বেস্ফার খোরাক যোগাবার জন্য
যা'রা ধর্ম্মকথা
বা নীতিকথার অবতারণা ক'রে থাকে,
তা'রা তো নিজের কল্যাণের জন্য কিছুই করে না—
তা'দের সামর্থ্যও সঙ্গতি-মাফিক,
পরার্থপরতার নামগন্ধও নেই তা'দের মধ্যে,
অথচ স্বার্থসংক্ষুব্ধ আত্মম্ভরিতার জন্য
তা'রা যা'-কিছু ক'রে চলেছে,
কপটাচারী তা'রা,
ধর্ম্মচর্য্যা, ধর্ম্মাচরণ বা নৈতিক নিষ্ঠা
তা'দের তো নাই-ই,
বরং হিতঘ্নী, ব্যাধ-প্রকৃতি বহুরূপী তা'রা,
যেখানে যেমন ক'রে ও যা' ক'রে
স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা করতে হয়—
সেখানে তা'রা তা'ই করতে পারে। ২৩৬।

বুঝের অস্মিতা যেখানে যত প্রবল,
শোনার চাইতে বলার প্রগল্‌ভতাও
সেখানে তত বেশী,
মানার চাইতে না-মানার ফন্দীও অধিক,
জানার চাইতে
জানানর আত্মপ্রসাদই আকাঙ্ক্ষণীয়। ২৩৭।

ঈশ্বর-অনুবর্ত্তিতার বাচালতা নিয়েও
তাঁ'র প্রেরিতদের সার্থক-সুসঙ্গত
আপূরয়মাণ নিদেশ-বিরুদ্ধ চলনে চলা
ও তা' সমর্থন করা,

ধর্ম্মকথা ব'লেও
বিভেদপ্রসূ ধর্ম্মবিরুদ্ধ চলনে চ'লে
ঐ ধর্ম্মকথাকে
নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ ক'রে ব্যবহার করা,
প্রেরিত-পুরুষোত্তমের আশ্রিত ও অনুবর্ত্তক ব'লে
পরিচয় দিয়েও
তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করা,
আপূরয়মাণ শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী
দ্বিজাধিকরণ, সম্প্রদায় ও সমাজ
বা রাষ্ট্রের আওতায় থেকেও
তা'র সং-সেবায় ব্যাপৃত না থেকে
ওরই অহিতে আগ্রহান্বিত হওয়া,
স্বার্থলোলুপ সরীসৃপী কূটকৌশলে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্যপালী সংহতিতে অপঘাত করা,
শ্রেয়পালক, সমর্থক ও বান্ধব যাঁ'রা
তাঁ'দের দ্বারা প্রতিপালিত, পরিপোষিত
ও পরিপূরিত হ'য়েও
বা কোথাও আশ্রিত থেকেও
তাঁ'দের সঙ্গে অসদ্ভাব করা
বা তাঁ'দের অমঙ্গল করা—
তা' নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হো'ক,
বা গর্ব্বেপ্সা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার দরুণই হো'ক.
এক-কথায় কা'রও সাপক্ষে থেকে
বা তা'ই ব'লে পরিচয় দিয়ে
তা'র বিরুদ্ধাচরণ করা
হিতঘ্নিতারই লক্ষণ;
অমনতর যা'রা করে,

হিতয়ী তা'রাই,
তা'রাই মোনাফেক,
যে কোন বিধানের বিষাক্ত জীবাণু তা'রাই । ২৩৮ ।

ব্যক্তিত্ব যা'দের দুর্ব্বল,
বোধিসম্বুদ্ধ নয়,
তা'রা যখন যে দলে পড়ে
সেই রঙেই রঙ্গিল হ'য়ে ওঠে ;
তা'দের জৈবী-দানার মেরুনিবন্ধন শ্লথ,
সুসঙ্গতি-সম্বদ্ধ নয়,
অভিভূতিপ্রবণ,
তা'রা ঐকান্তিকতা নিয়ে
শ্রেয়ার্থ-নিবদ্ধ থাকতে পারে না,
যখন যে আবেষ্টনীতে পড়ে
তা'দেরই যন্ত্র হ'য়ে ওঠে,
শ্রেয়নিষ্ঠ উদ্দেশ্যানুগ সুসঙ্গত চলনে
যন্ত্রী বা যন্তা হওয়া মুশকিল তা'দের । ২৩৯ ।

জীবনে মানুষের দুই পন্থা আছে,
এক হ'ল—পূরয়মাণ আদর্শে অনুবদ্ধ হ'য়ে
সুসঙ্গত বোধি নিয়ে
শ্রেয়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে সুদৃঢ় হ'য়ে
দুনিয়াকে সুসংহত ক'রে তোলা—
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী হ'য়ে
বিভিন্নকে একতাৎপর্য্যশীল ক'রে ;
আর এক আছে—

ব্যক্তিত্ব-জীবনে দুর্ব্বলতা হেতু
পরিস্থিতির অবস্থা যেমনই হো'ক না কেন,
তা'তে নিজেকে, নিজের আদর্শ, সত্তা,
বৈশিষ্ট্যপালী ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে বিকিয়ে দেওয়া
বা বিশ্লিষ্ট ক'রে তোলা ;
এই বিকিয়ে দিয়ে বা বিশ্লিষ্ট ক'রে
অন্য-কিছুতে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
নিজের সত্তা, ব্যক্তিত্ব বা জাতিকে
পরক্রীড়নক ক'রে তোলা মানেই
নিজেকে বা নিজের জাতিকে
ক্রীতদাস ক'রে তোলা—
তা' যে-নামেই হো'ক না কেন ;
মানুষ যেখানে একানুধ্যায়ী বীর্য্যতপা হ'য়ে
ইষ্টার্থ-গৌরবে সবাইকে সংহত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী শুভ-নিয়ন্ত্রণে
অন্যের পুষ্টি ও বর্দ্ধনকে
অমৃতপথে বিবর্ত্তিত ক'রে নিয়ে যায়,—
দেবত্ব সেখানেই,
ব্যক্তিত্বও সেখানে সুদীপ্ত, সংহত,
সে স্বতঃই হ'য়ে ওঠে
মানুষের জীবন-বর্দ্ধনের একটা জীবন্ত প্রেরণা ;
আর, নিজেকে বিক্রীত ক'রে,
ক্রীতদাস ক'রে
যে-ব্যক্তিত্ব বাঁচার ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাওয়ার
অনুকল্পনা নিয়ে চলে—
একটা গর্ব্বেপ্সার আবরণ নিয়ে,—
তা' তমসাচ্ছন্ন, নারকীয়, বিকৃত ও ব্যভিচারদুষ্ট। ২৪০ ।

একনিষ্ঠ শ্রেয়ার্থ-অভিদীপনায়
হিতী তাৎপর্য্যে
বোধি-সঙ্গতি নিয়ে
চরিত্রে যা'র মর্য্যাদা স্ফুরিত হ'য়ে ওঠেনি—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্ম-প্রচেষ্টায়,
সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়,—
সে যেই হো'ক না কেন,
তা'কে যদি
কোন মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত কর,
সে-আসন কলঙ্কিত তো হবেই,
লোকচক্ষুতে তা'
অপবিত্র ও অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক হ'য়ে উঠবে—
গণবৈশিষ্ট্যের মর্য্যাদাকে বিদ্রূপ ও বিপন্ন ক'রে ;
একজন সৎ নিরক্ষর বরং সমাজের পক্ষে
পুষ্টিপ্রদ হ'তে পারে,
কিন্তু একজন অসৎ পণ্ডিত
সমাজের পক্ষে ঢের হানিকর,
তবে একজন বৈশিষ্ট্যপালী সৎ পণ্ডিত
যা'র পাণ্ডিত্য কর্ম্মকুশলতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
চরিত্রে স্ফুরিত হ'য়ে,—
সে স্বর্গেরই দীপালি-আলো। ২৪১।

যা'দের অন্তরে
গোপনভাবে কুৎসিত আচার বসবাস করে—
লোভলালিত হ'য়ে,
তা'রা ঐ কদাচারের ন্যায্য নিরোধ
কমই করতে পারে,

মৌন-সমর্থন স্বাভাবিক হ'য়ে থাকে তা'দের
আত্মসমর্থনের মতন,
তা'দের ইন্দ্রিয়গ্রাম শক্ত, সাবুদ, তীক্ষ্ণ
ও দক্ষচকতি হ'য়ে উঠতে পারে না,
ঐ অন্তর্নিহিত কুৎসিত প্রবৃত্তি তা'দিগকে ক্রমশঃ
অবসাদগ্রস্ত, বিবশ ও ভোঁতা ক'রে তোলে,
বাস্তবিকতায় জাহান্নমের পোষয়িতা হয় তা'রাই ;
কথায় বলে—
"গাঁও নষ্ট করে কাণা,
পুকুর নষ্ট করে পানা" ;
কিন্তু যা'রা শ্রেয়ানুধ্যায়ী হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে,
তা'রা নিজের উদাহরণ দিয়ে
অনেক অপকর্ম্মাকে বিপথ-বিরত ক'রে তোলে,
তা'দের সৎসন্দীপনা থেকেই
ঐ ক্ষমতা বা কৌশল উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। ২৪২ ।

যেই হো'ক না কেন,
বিশেষতঃ আর্য্যসন্তান যা'রা
তা'রা যে-কোন দ্বিজাধিকরণের অন্তর্ভুক্তই থাক্ না কেন,
তা'দের প্রকৃতিগত তাৎপর্য্যই হওয়া উচিত—
কোন বিষয় বা ব্যাপারের
অভাবনীয় বা আজগবী সংস্থান-সম্পর্কে
সুসঙ্গত বোধিবীক্ষণে
যথাবিহিত সন্ধিৎসা ও সন্ধানের সহিত
উপযুক্ত তথ্যকে পরিজ্ঞাত হওয়া,
সে বিষয়ে তত্ত্ববিৎ হওয়া,

এই প্রকৃতিকে কখনও পরিত্যাগ না ক'রে
তা'র আপূরণী সুধিৎসাকে উর্ব্বর ক'রে তোলা,
আর, তাই হ'চ্ছে আর্য্যত্বের অর্জ্জীভাব। ২৪৩।

ইষ্টানত বোধ-নিয়ন্ত্রণ
যা'র যত সুসঙ্গত ও প্রখর,
তা'র চেতনাও তত প্রখর ও প্রদীপ্ত। ২৪৪।

যে বা যা'রা আত্মীয়ের মত ব্যবহার ক'রেও
পরোক্ষে অনাত্মীয় হ'য়ে ওঠে,
আচারে, ব্যবহারে, কথায়
পরম বান্ধবের মত ব্যবহার ক'রেও
ক্ষেত্রমাফিক শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়,
নিজেকে উৎসর্গানত ক'রেও
বিসর্জ্জনের তন্ত্রধারক হ'য়ে ওঠে,
সাপক্ষে সৎ-উদ্দীপনা দিয়েও
বিপক্ষে বিদ্রূপ-হস্ত সঞ্চালিত করে,
অন্ন ও নুনে জীবন পোষণ ক'রেও
নিমকহারামি-তৎপর হয়,
অর্থ ও অনুগ্রহে নিজেকে পরিপুষ্ট ক'রেও
যা'রা দ্রোহ-আচরণে অপচয় ও অপবাদে
অতিচারী হ'য়ে ওঠে,—
হিতঘ্নী তা'রাই,
নিমকহারাম তা'রাই,
কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার মূর্ত্ত ব্যভিচার তা'রাই,
অমনতর বিষকুম্ভ-পয়োমুখের
আপন সত্তাই আপনাকে অট্টবিদ্রূপ ক'রে থাকে,

ঈশ্বরের অভিশাপ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে
পতিত হ'য়ে থাকে তা'দের উপর,
শয়তানের শত পুরস্কার ব্যর্থ হয় তখনই। ২৪৫।

পুরুষ যতই আপূরয়মাণ শ্রেয় বা মহৎ-নিষ্ঠাকে
উপেক্ষা করে—
সুকেন্দ্রিকতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে,
প্রবৃত্তির কনককুহক অভিভূতিতে
নিজেকে আহুতি-অবশ ক'রে তোলে,
পুরুষের আত্মপ্রভাব ততই ক্ষীণমন্থর হ'তে থাকে—
বিচ্ছিন্ন পথ-পরিক্রমায়,
নারীর প্রভাব তখন থেকেই পুরুষকে
নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে,
সত্তাসংরক্ষী প্রাকৃতিক প্রবর্ত্তনাতেই
এমন হ'য়ে থাকে,
কারণ, মানুষ
বাস্তব কোন-কিছুকে অবলম্বন ক'রেই
জীবনের পথে চলতে চায়;
পুরুষ তখন শ্রেয় বা মহৎকে উপেক্ষা ক'রে
নারী-নিষ্ঠাতেই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে,—
নারীর কী ভাল লাগে, কী বা মন্দ লাগে
সেইগুলি হ'য়ে ওঠে তা'র বিবেক-বিচারণা,
আপনাকেও ঐ ছাঁচেই সে গ'ড়ে তুলতে চায়;
নারীপুরুষের একানুবদ্ধতাই যে পূর্ণজীবন,
পরস্পর পরস্পরেরই যে
পালনীয়, পোষণীয়, পূরণীয়,
নারী যে পুরুষেরই অনুবর্ত্তিনী,

পুরুষের সত্তাতেই যে সে সত্ত্ববতী,—
সে সব ধারণা
উপকথার বাসনবিলোল বিভ্রমের মত
হ'য়ে ওঠে নারীর কাছে ;
নারী তখন কেন্দ্রায়িত না হ'য়ে
অব্যবস্থ হ'য়ে ওঠে
স্বার্থসন্ধিক্ষু বিকৃত চলনে,
তখন পুরুষে অন্তরাসী না হ'য়ে
তা'র শোষণ-প্রয়াসীই হ'য়ে থাকে সে,
সে তখন থেকেই খুঁজতে থাকে
তা'র প্রবৃত্তি-পরিক্রমা
কোথায় কি ভাবে সংন্যস্ত হ'লে
বা সংবদ্ধ হ'লে
অটুট জলুসে ফুটে ওঠে ;
এমনতরই মনগড়া খোঁজাপাতার ভিতর-দিয়েই
সে পরপণ্যা হ'য়ে ওঠে,
তখন তা'র ধর্ম্মগৌরব, কৃষ্টিগৌরব, আভিজাত্য
যা'-কিছু সবকে বিসর্জ্জন দিয়ে
যে-কোন পুরুষের অনুবর্ত্তী হ'য়ে দাঁড়াতে
দ্বিধা বোধ করে না—
তা' প্রবৃত্তির বশেই হো'ক
আর শ্রেয়-বিবেচনাতেই হো'ক ;
ফল কথা, তখন থেকেই জাতির সুদৃঢ় জমিনেও
পাড়ভাঙ্গা সুরু করে—
একটা ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের
আত্মহারা প্রখর খরস্রোতের আওতায় প'ড়ে ;
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুবর্ত্তিতার ভিতর-দিয়েই

কি স্ত্রী, কি পুরুষ সবারই জীবন
বিবর্ত্তনের পদক্ষেপ ক'রে চলে—
বাধা, বিঘ্ন, বিশৃঙ্খলা সবতার ভিতর-দিয়ে
ঐ মহান্ সংশ্রয়ের
শ্রদ্ধানিবদ্ধ রজ্জুকে আঁকড়ে ধ'রে ;
সে রজ্জু যখন ছিঁড়ে যায়,
সে তখন গুণছেঁড়া নৌকার মত
কোন্ ব্যতিক্রমে আত্মনিমজ্জন করবে—
তা'র ঠিকই নেইকো,
এমনি ক'রে, কি পুরুষ, কি নারী
উভয়েরই সত্তাপোষণী সুগম পন্থা
কণ্টকাকীর্ণ হ'য়ে পড়ে,
পাড়ভাঙ্গা ঐ খাদে আত্মনিমজ্জন করে তা'রা,
ঐ খরস্রোতে কোথায় টেনে নিয়ে যায় তা'দের—
তা'র ইয়ত্তাই নেইকো ;
তাই, যদি বাঁচতে চাও,
মুক্তমনা হ'য়ে শ্রদ্ধাবনত অন্তঃকরণে
আপূরয়মাণ শ্রেয় বা মহতের বাণীকে
হৃদয়ঙ্গম করতে থাক
অতীতের আপূরণ-সঙ্গতিতে—
সব দিক্ দেখে-শুনে ভাল-মন্দকে বিচার ক'রে ;
যা' কল্যাণকে আবাহন করে
তা'কেই অবলম্বন কর—
অকল্যাণ যা'-কিছুকে নিরুদ্ধ ক'রে
কঠোর হস্তে ;
সত্য, শুভ ও সুন্দর উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে
তোমার অন্তরে। ২৪৬।

যে কাউকে
ক্ষমায় ক্ষেমপ্রভ ক'রে তুলতে পারে না,—
সহ্যশক্তি তা'র নেই,
হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সাই নিয়ন্তা সেখানে,
বিনীত বদান্য বুদ্ধিমত্তা তা'র
মুহ্যমান ও হতবুদ্ধি। ২৪৭।

প্রাচীনের বীজ-কঙ্কালকে পরিত্যাগ ক'রে
যা'রা শরীর গ্রহণ করতে চায়,
তা'রা ছন্নমতি ছাড়া আর কী হ'তে পারে? ২৪৮।

ইষ্টার্থপরায়ণতায় জেদী যা'রা
তা'দের ব্যক্তিত্ব অটুট থাকে। ২৪৯।

যা'রা মহিমাকে শ্রদ্ধাবনত বিনীত অভিবাদনে
মহিমময় ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে জানে না,
অমানীকে বর্দ্ধনসমীক্ষু অনুকম্পায়
সৌজন্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারে না,
মানীর সম্মান-প্রতিভাকে অবদলিত ক'রে
আনন্দ উপভোগ করে,
তা'দের ব্যক্তিত্বই হীনত্ব-ব্যঞ্জক—
ক্ষুদ্রমনা, আত্মস্তরি পঙ্কিল-পরামৃষ্ট,
অন্তঃকরণের অর্জ্জন-অভিযান
ব্যঙ্গভঙ্গীতে অবজ্ঞাই ক'রে থাকে তা'দিগকে,
স্বর্গও সেখানে অবসাদমণ্ডিত। ২৫০।

যা'রা শ্রদ্ধাস্পদদিগকে
উপযুক্ত সম্মান দেয় না,
মানুষের শ্রদ্ধা হ'তে তা'রা তো বঞ্চিত হয়ই,
তা'ছাড়া, ঐ দুর্ব্বিনীত চরিত্রই
তা'দিগকে হেয় ক'রে তোলে সবারই কাছে। ২৫১।

যে অতুষ্টিকেই আহরণ ক'রে চলে,
নিজের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
তৃপ্ত থাকতে জানে না,
অতিষ্ঠ চলনেই তা'র জীবন চ'লে থাকে। ২৫২।

তোমার অন্যের প্রতি সংপ্রীতি বা সদ্‌ভাব দেখে
যা'র বা যা'দের মনঃপীড়া উপস্থিত হয়
বা হিংসার উদ্রেক হয়,
কিংবা তোমার বিহিত তাড়ন, পীড়ন বা ভর্ৎসনে
যা'রা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,—
তা'দের তোমার প্রতি যে ভালবাসা
তা' প্রত্যাশাপীড়িত,
তোমার ব্যক্তিত্বকে তা'রা ভালবাসে না,
তাই, তোমার অনুবর্ত্তী হ'তে পারে তা'রা কমই,
আবার, সেই অনুবর্ত্তনাও ভ্রমসঙ্কুল। ২৫৩।

আমি অনেকবার বলেছি,
আবার বল্‌ছি—শোন,
তোমার যা'-কিছু কর্ম্ম, ভাবনা ও প্রয়োজন
সব-তা'র ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-পরায়ণপ্রচেষ্ট হ'তে

এতটুকু গাফিলতি ক'রো না,
সমস্ত চলনকেই
শুভানুধ্যায়ী উপচয়ী ইষ্টার্থমণ্ডিত ক'রে তোল,
আর, তোমার শ্রদ্ধা ও স্নেহভাজন যা'রা—
তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন,
তা'তে যা' সম্ভব হয়,
তেমনতরভাবেই
তা'দের তৃপ্তিজনক কিছু-না-কিছু দিওই—
বাক্যে, কর্ম্মে ও বাস্তব উপঢৌকনে ;
ঐ দেওয়াটা যেন প্রত্যাশাপীড়িত না হয়,
এর ফলে তোমার অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা
পুষ্টিপ্রসাদে একটা সুহৃদ-সংহতি সৃষ্টি ক'রে
শক্তি ও সম্বর্দ্ধনার পথে
ক্রমশঃই এগিয়ে যাবে,
তোমার অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে
উন্নতির দিকেই এগুতে থাকবে। ২৫৪।

যখনই তুমি তোমার বৈশিষ্ট্য,
কুলতাৎপর্য্য, আভিজাত্য
ও গোত্রগরিমাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
অন্য পরিচয়ে নিজেকে ধন্য করবার স্পৃহায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছ—
তা' যে-কোন বাহানায় হো'ক না কেন,—
বুঝে রেখো অন্তরে,
ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত
তুমি কোন ঈশ্বরপ্রেরিত-পুরুষোত্তম
বা তথাগতের পূজার অর্ঘ্য হ'তে পারবে না—

পরিশুদ্ধ প্রেরণার অভিদীপনায়
অনুরাগরঞ্জিত হ'য়ে ;
কারণ, যে নিজের উৎসকে অস্বীকার করে,
কৃতঘ্নতায় অভিঘাত করে,
ঘৃণ্য বাক্য ও ব্যবহারে অবজ্ঞা করে,
অনুকম্পী অনুচর্য্যাকে উপেক্ষা করে,
ঈশ্বরের পূজায় অনুপযুক্তই সে,
আত্মিক অভিদীপনা বিমলিন তা'র,
উৎস-প্রবঞ্চক সে,
গোত্রানুক্রমিক উৎসের অবজ্ঞা ঈশ্বরেরই অবজ্ঞা,
কারণ, ঈশ্বর সবারই উৎস। ২৫৫।

জাগ্রত বোধি নিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ দেখাশোনাকে
সব সময় জাগরূক রেখে চ'লো,
ঈঙ্গিত ও অনুমানকে
এমনতর সুদক্ষ ক'রে তুলো'—
যা'তে তা'
তোমার উপযুক্ত বোধ ও বিবেচনায় ধরা পড়ে
ঠিক-ঠিকভাবে,
এবং তদ্বিষয়ে করণীয় যা'
তা'ও উপযুক্তভাবেই যেন নির্ভুল হয়,
এগুলি সজাগ না-থাকলে
জীবন-চলনায়
অযথা অনেক সংঘাতের সম্মুখীন হ'তে হয়,
অভ্যাস করতে ছেড়ো না,
এস্তামাল হ'য়ে উঠবে। ২৫৬।

ইষ্টার্থ যেখানে অবজ্ঞাত বা অবদলিত—
যথাসম্ভব অদ্রোহভাবে নিরোধ ক'রো,
যে নিরোধ না করে
তা'র পরাক্রম
মলিন ও কলঙ্কিতই হ'য়ে উঠতে থাকে। ২৫৭।

সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী
তাপস-অনুচর্য্যাপরায়ণ
প্রবৃত্তি-প্ররোচনা-নিয়ন্ত্রণী
সৌন্দর্য্য ও নীতিপ্রবুদ্ধ যে চরিত্র—
তা'ই হ'চ্ছে সৎ-ত্ব, সতীত্ব, মনুষ্যত্ব
বা সভ্যতার মানদণ্ড। ২৫৮।

নিজের অনৈষ্ঠিকতা,
অমনোযোগিতা,
অননুবর্ত্তিতা,
সময়ের অপ্রতুলতার অজুহাত
ও অক্ষমতাকে যা'রা সহ্য ও সমর্থন করে,
তা'রা যোগ্যতাকে
আহরণ করতে পারে না,
অযোগ্যই থেকে যায়;
আর, যোগ্যতাকে আহরণ করবার
প্রতিবন্ধকই ঐগুলি। ২৫৯।

দুষ্টমনা যা'রা—
তা'রা মিথ্যাচারী খলপ্রবৃত্তিসম্পন্ন
সন্দেহ-সঙ্কুলই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ২৬০।

শ্রেয়ার্থসঙ্গতি যা'দের অচ্যুত হ'য়ে ওঠেনি,—
তা'র দুর্ব্বলমনা প্রায়শঃ,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, কুলতাৎপর্য্য নিয়ে
আভিজাত্য তা'দের কাছে বিদ্রূপাত্মক,
তা'দের মনকে যা'ই ধাঁধিয়ে দিতে পারে
বিমূঢ় হ'য়ে ওঠে তা'রা সেখানেই,
পরিবীক্ষণী অভিদীপনায়
সঙ্কীর্ণতা নিয়ে
সত্তাপোষণী যা' তা'কে কুড়িয়ে নিতে পারে না—
সাত্ত্বিক তাৎপর্য্যে,
অভিভব-মনা তা'রা, অব্যবস্থ তা'রা,
আভিজাত্যহারা দুর্ব্বলচিত্ত তা'রা,
সত্য ও সংহতির আলো
তা'দের হ'তে বহুদূরেই থাকে সাধারণতঃ। ২৬১।

পরিচ্ছন্ন মনোবৃত্তি যা'দের—
তা'দের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট, কৃষ্টি ও ঈশ্বরে
সহজ আনতি থাকেই কি থাকে,
জীবন-বৃদ্ধিদ অনুচর্য্যায়
সপারিপার্শ্বিক নিজের সম্বর্দ্ধনা
স্বতঃই থাকে তা'দের স্বভাবে,
সুষ্ঠু কুলোদ্ভূতের চরিত্রগত লক্ষণও ঐ। ২৬২।

যা'রা ভ্রষ্টচরিত্র,
তা'রা সৎ-অনুচর্য্যী নিয়ন্ত্রণ-কুশল তৎপরতা
ও তদনুপাতিক বাস্তব চলনকেও
অযথা ঐ ভ্রষ্টদোষের আরোপে অনুরঞ্জিত ক'রে

লোকচক্ষুকে
বিভ্রান্তিতে ব্যতিক্রান্ত ক'রে থাকে—
তা'দের ঐ ভ্রষ্টচরিত্রের সমর্থনী স্বার্থের জন্য,
এই দেখে বুঝতে হবে,
ঐ ভ্রষ্ট ধারণাকে পোষণ ক'রে বেঁচে থাকাই
তা'দের জীবনের অহিফেন-স্বরূপ। ২৬৩।

যাঁ'রা ব'লে থাকেন—
একটা প্রাজ্ঞ বা পাতলা তৎপরতা নিয়ে,
ইষ্ট, কৃষ্টি বা ধর্ম্মই হো'ক,
বা শ্রেয়জনই হউন,
কোনটার উপর তাঁ'দের কোন ঝোঁক নাই,
চলেনও তেমনি অনমুচর্য্যী চলনে—
কেন্দ্রায়িত তপশ্চরণকে বিদায় দিয়ে,
তাঁ'রা যা'ই হন, আর যেমনই হন
তাঁ'দের জীবন বিকেন্দ্রিক,
মানবতার পরিধির বাইরেই তাঁ'দের জীবন-পরিক্রমা,
কারণ, যা'রা সুকেন্দ্রিক নয়,
সত্তাপোষণী নয়কো,
জীবন ও বৃদ্ধির অনমুচর্য্যী,
বৈশিষ্ট্য ব্যাহত তা'দের,
ব্যক্তিত্বও অসঙ্গত-বোধিসম্পন্ন,
প্রবৃত্তিমোহই তা'দের পরিচালক,
আর, তা'ই তা'দের স্বার্থ। ২৬৪।

কা'রও প্রতি বিরোধ বা অসন্তোষবশতঃ
সেই বিরোধ বা অসন্তোষকে ভিত্তি ক'রেই

একলহমার জন্যও যদি তুমি উচ্চারণ কর—
'আমি ঠাকুর মানি না,
দেবতা মানি না,
বা ধর্ম্ম-কৃষ্টিকেও মানি না,
এবং একলহমায় সেগুলিকে ত্যাগ ক'রতে পারি,
বা দূরে স'রে যেতে পারি,'
তুমি কাজে কিছু কর বা না কর,
অমনতর কথাই জানিয়ে দিচ্ছে—
তোমার জৈবী সংস্থিতি
কী প্রবৃত্তি ও সম্বেগকে বহন ক'রে চলেছে ;
তুমি যদি
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি
তাঁ'র তাড়ন, পীড়ন—
আর, তোমার হিসাবে অন্যায্য ব্যবহার যা'—
সার্থক বোধি নিয়ে তা'কে সহ্য ক'রে
অচ্যুত অনুরাগে তাঁ'তে সর্ব্বতোভাবে
কায়মনোবাক্যে নিবদ্ধ থাকতে না-পারলে,
বেফাঁস, ব্যত্যয়ী আচার, ব্যবহার বা বাক্য
অসাবধান মুহূর্ত্তেও যদি বেরিয়ে আসে,
তা' কিন্তু ব'লেই দেয়, তুমি অন্তরে কী,
তুমি কখনই কায়মনোবাক্যে
তাঁ'র অনুবর্ত্তী ছিলে কিনা তা'ও সন্দেহের,
স্বার্থসন্ধিৎসু কপট কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি ক'রেই তুমি চলেছ ;
স্বপনেই হো'ক, বা জাগরণেই হো'ক,
এমন ঘৃণ্য বৃত্তির আভাস পেলেই
তা'কে সংশোধন ক'রো,
নয়তো, জাহান্নম জলুস-উপঢৌকনে

তোমাকে প্রলুব্ধ ক'রে
তা'র অঙ্কশায়ী ক'রে তুলতে কসুর ক'রবে না। ২৬৫।

সাধুসন্নিভ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের সহিত
কুৎসিত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য
ও আভিজাত্য-অভিঘাতী চলন
ব্যষ্টিগতভাবে তো খারাপই,
তা'ছাড়া, গণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষেও সাংঘাতিক;
অমনতর প্রকৃতি-সমন্বিত যা'রা
তা'রা মহৎলোকের খুঁতগুলি সংগ্রহ ক'রে
নিজ-চলনের সমর্থনে
গণজীবনকে তদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলে—
একটা বিষাক্ত সংক্রমণ-তৎপরতায়। ২৬৬।

দুষ্টবুদ্ধি যা'রা,
তা'রা মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে
কপট উদ্দীপনায়
আত্মসমর্থনোদ্দেশ্যে
সৎলোকের নিন্দা না ক'রেই পারে না,
তা'দের প্রবৃত্তিসঞ্জাত চলনের
তোষামোদ করে যা'রা,
তা'দিগকেই শ্রেয় ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকে—
যদিও ঐ তোষামোদ সর্ব্বনাশা ও সাংঘাতিক,
তা'রা সত্তাসম্বর্দ্ধনী অনুশাসনকে
হীনম্মন্য আক্রোশ-উদ্দীপনায়

ত্রুটিসঙ্কুল ঘৃণ্য ব'লেই ব্যক্ত ক'রে থাকে,
চলেও তেমনি—
গণসমাজের ক্ষয় ও ক্ষতির জীবাণুবাহী হ'য়ে। ২৬৭।

বুঝেও তা' গ্রহণ করতে
ইতস্ততঃ-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া—
তা' সত্যের বেলায়ই হো'ক,
সৎ-সন্দীপ্ত আপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী
মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা গ্রহণের বেলায়ই হো'ক
বা অন্য কিছু সুসঙ্গত
বৈশিষ্ট্য ও সত্তাপোষণী ব্যাপারেই হো'ক,
সেটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৃত্তি-অভিভূতিরই লক্ষণ,
সুসঙ্গত বাস্তব সত্যে দাঁড়িয়ে
উপচয়ী পুরশ্চরণই হ'চ্ছে
বর্দ্ধন-আকৃতি-অভিদীপনা। ২৬৮।

কামগৃধ্নু অশ্রেয় অনুরতি যা'দের,
যা'রা অপকৃষ্টের জনয়িতা,
পোষয়িতা ও বর্দ্ধয়িতা,
তা'রা রাষ্ট্র ও সমাজের বিষ-বিজৃম্ভণী,
নরকাগ্নিই অবশ্যম্ভাবী উপহার তা'দের,
এ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই। ২৬৯।

বিকেন্দ্রিক যা'রা
তা'দের অন্তঃকরণ উল্লোল অশান্ত হ'য়েই চলে—
প্রবৃত্তির প্রচণ্ড সংঘাতে,
আর, সুকেন্দ্রিকদের অন্তর

কল্লোলমুখর শান্তস্রোতা হ'য়েই চলতে থাকে—
সার্থকতার অন্বিত চলনে। ২৭০।

অন্বিত-প্রবৃত্তি, সার্থক বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ শ্রেয়ার্থ-পরায়ণতা যা'র যেমন,
বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
তথ্য আহরণ ক'রে
সুসঙ্গত সত্য-নির্দ্ধারণ-ক্ষমতাও তা'র তেমনি,
তাই, বিবেচনা ও বিচারশক্তিও
তা'র তেমনি প্রবল। ২৭১।

যা'রা শ্রেয়নিষ্ঠ নয়,
অর্থাৎ আদর্শনিষ্ঠ নয়কো—
বাস্তব কর্ম্মঠ সম্বেগ নিয়ে,
বহুদর্শী তথ্যও তা'দের বিভ্রান্ত,
বিবেচনা ও বিচারক্ষমতাও প্রবৃত্তিরঞ্জিত ;
তাই, বহুদর্শী হ'লেই যে মানুষ বিজ্ঞ হ'য়ে উঠবে
তা'র কোন মানে নেইকো। ২৭২।

অচ্যুত শ্রদ্ধাভিদীপনায়
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুধ্যায়িতা নিয়ে
তুমি ঐ সুকেন্দ্রিক আগ্রহপরায়ণ নিয়মানুবর্ত্তিতাকে
উল্লঙ্ঘন ক'রে
বা শ্লথ-পরিচর্য্যার অলস চলন নিয়ে
যদি চলতে থাক,
তোমার নিয়োজিত সহকর্ম্মী—
তা'রা ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক,

কিছুতেই নিয়মানুবর্ত্তী হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তোমার অনুশাসন তোষণ-দীপনা নিয়ে
প্রীতিকঠোর শাসনে
তা'দিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে পারবে না,
ফলে, কর্ম্মশৃঙ্খলা মানসিক ব্যতিক্রমের সহিত
বিশৃঙ্খল হ'য়েই চলবে,
কোন কাজেই উপচয়ী, উদ্বর্দ্ধনী পদক্ষেপে চলা
তোমার পক্ষে দুরূহই হ'য়ে উঠবে ;
তোমার অনুচর ও কর্ম্মচারী যা'রা
ঐ নিয়মানুবর্ত্তী অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে অনুপ্রেরিত যতই ক'রে তুলতে পারবে—
কর্ম্মঠ আগ্রহসম্বেগকে দীপ্ত ক'রে তু'লে,
তা'রাও নিষ্পন্নতার আবেগ নিয়ে
সুশৃঙ্খলার সহিত অমনতরই হ'য়ে উঠবে ;
যা-ই কর, আর তা-ই কর,
ঐ সুকেন্দ্রিক চলনে তুমি নিজে
অনুপ্রেরিত ও প্রবুদ্ধ হ'য়ে চল,—
তোমার অনুচর বা কর্ম্মচারী যা'রা,
তা'দের ভিতরও ঐ অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হ'য়ে
কর্ম্মঠ দীপন-পরিচর্য্যায়
অনুশাসনী প্রীতিকঠোর শাসন-নিয়ন্ত্রণে
সুব্যবস্থ, সুশৃঙ্খল, সহযোগী কৃতীচলন-সার্থকতায়
সগোষ্ঠী তোমাকে
কৃতার্থতায় অভিষিক্ত ক'রে তুলবে। ২৭৩।

প্রবৃত্তি-প্রভবান্বিত ভোগলিপ্সু চাহিদা ও চলনই
অসুরবুদ্ধিপ্রসূত,

আর, সত্তাকে ধারণ করে,
পোষণ করে,
বৈশিষ্ট্যপালী সম্বর্দ্ধনায় আপূরিত ক'রে তোলে,
—এমনতর স্বকেন্দ্রিক বোধিসঙ্গত চাহিদা ও চলনই
দেববুদ্ধিপ্রসূত। ২৭৪।

বিবেচনা প্রবৃত্তি-সঞ্জাত অনুদীপনা নিয়ে
অনুরঞ্জিত হ'য়ে থাকে—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রবৃত্তিগুলি
ইষ্টার্থপরায়ণ সার্থক-সত্তাপোষণী হ'য়ে অন্বিত হয় ;
তাই, বিবেচনার রং বা ঢং দেখেই
সাধারণতঃ বুঝতে পারা যায়
কী প্রবৃত্তির দ্বারা অনুরঞ্জিত কে। ২৭৫।

যা'রা ঈশ্বর, প্রেরিতপুরুষ ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে
মানুষকে প্রলুব্ধ ক'রে
সেই বাহানায়
প্রবৃত্তিস্বার্থের আপূরণ-প্রচেষ্ট হ'য়ে চলে,
তা'রা ঘোর অপরাধী, বর্ব্বর ও লোকপ্রবঞ্চক। ২৭৬।

কাপুরুষ সে-ই
যে সত্য কোথায় বা কী—
তা' বোঝে,
অথচ গ্রহণও করে না তা'
বা চলেও না তেমন। ২৭৭।

যা'রা উপচয়ী-অনুচর্য্যাবিহীন গ্রহণপটু,
দেবার ভয়ে 'নাই, পাব কোথায় ?'—
এমনতর শব্দই যোজনা ক'রে,
নিজের যা'-কিছু সম্পদ্‌কে
দেবার নৈতিক অনুশাসনকে এড়াবার জন্য
গোপন ক'রে চলে,
তা'দের অন্তরে চৌর্য্য-প্রভাবই প্রতিষ্ঠিত হয়,
চলন-চরিত্র, আচার-ব্যবহারও
তা'দের ধাপ্পা-কুশল রকমারিকে ব্যাহত ক'রে
মানুষকে সন্দিগ্ধ ক'রে তোলে ;

চৌর্য্যমনা প্রবৃত্তি
সরীসৃপী গোপন-তৎপরতা নিয়ে
তা'রই সুবিধা যেখানে পায়,
সেই সব ব্যাপারে ছোঁয়াচে সন্দিগ্ধতার সহিত
নিজেকে নিয়োজিত করে—
ধরা-পড়ার ভীতিবিহ্বল সৌজন্য নিয়ে ;
ফলে ইতরচেতা কাপট্যানুরঞ্জিত হীনতা নিয়ে
জীবন গোঁয়াতে বাধ্য হয় । ২৭৮ ।

যা'রা জীয়ন্ত মহতের দোষদর্শী,—
তা'রা কেন্দ্রায়িত হ'তে পারে না,
তাই, বিগত বা মৃতদের প্রতি
অনুরাগের বাহানা নিয়ে চলে প্রায়শঃ,
কারণ, সেখানে কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নেই ব'লে
স্বেচ্ছাচারী চলনকে বজায় রাখতে পারে সহজে ;
মরণপন্থীদের হালই এমনতর । ২৭৯ ।

তোমাকে যদি কেউ উপেক্ষাও করে,
লক্ষ্যও না রাখে তোমার প্রতি,
তা'হ'লেও যখন তুমি অস্বস্তি বোধ করবে না,
বা বীতরাগ হ'য়ে উঠবে না—
অচ্যুত ইষ্টার্থী চলনে অব্যাহত থেকে,—
তখনই বুঝবে
মনুষ্যত্ব-লাভের দাঁড়ায় দাঁড়িয়েছ তুমি। ২৮০।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পরম লক্ষণই হ'চ্ছে—
তাঁ'রা কোন অবস্থায় কখনই
ধর্ম্মকে ত্যাগ করেন না,
কুশলানুধ্যায়ী তাঁ'রা সব সময়ই,
এমন-কি, বিক্ষুব্ধির ভিতরও
কুশলানুগত্য হ'তে তাঁ'রা কখনই বিচ্ছিন্ন হন না,
তাঁ'রা সাধারণতঃই স্বল্পভাষী,
ধীরবাচী, কর্ম্মঠ-উদ্যমী,
প্রতিটি জীবন-চলনায়
সংসঙ্গতি ও সংপ্রয়াসশীল তাঁ'রা,
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের আপূরণপ্রয়াসী সর্ব্বদাই। ২৮১।

তোমার ইষ্টার্থ-অনুপোষণী করণীয় যা'
তা'তে ইষ্টানুগ কুশল-কৌশলী সুশোভন-তৎপরতায়
হৃদ্য কঠোর, সমীচীন নিয়ন্ত্রণে
সার্থক সুবিন্যাস-তৎপর হ'য়ে চ'লো,
তা' নিজের বেলায়ও যেমন,
পরিবার ও পরিস্থিতির সম্পর্কেও তেমনি—
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন তেমনি ক'রেই—

একটা বিহিত পরিবীক্ষণী সমাধান নিয়ে ;
মমত্ব-দুর্ব্বল হ'য়ো না এতটুকুও,
ঐ দুর্ব্বলতা তোমাকে দ্বিধাদীর্ণ ক'রে
অসৌষ্ঠব পরিবেষণে
পরিবেশকেও অমনতর ক'রে চলবে,
তাই, অমনতর স্থলে ঐ-জাতীয় নির্ম্মমতা
তোমার ও প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ-জীবনকে
প্রবুদ্ধ-মমত্বে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে—
কৃতিদীপ্ত সম্বেগশালী ক'রে। ২৮২।

ইষ্টার্থ-সঙ্গতিহারা অবিবাহিত মঠাধ্যক্ষ-যেখানে—
মঠে ব্যভিচার-বিলোল হ'য়ে চলার সম্ভাব্যতা
সেখানে বেশী। ২৮৩।

শ্রেয়ার্থ-পরিপোষণী অনুবেদন ও ধৃতিকে
উল্লঙ্ঘন ক'রে
লোকমত-নমনীয় যে যত,
ব্যক্তিত্বও তা'দের তেমনি শ্লথ ও অসঙ্গত। ২৮৪।

যা'রা পবিত্র আগ্রহের সহিত
নিখুঁত আবেগ নিয়ে
দৈনন্দিন ইষ্টভৃতি, শ্রেয়-ভরণ
বা পূত-অর্ঘ্য নিবেদন করে—
নিরন্তর সম্বেগে,
তা'দের মধ্যে কেউ যদি
বাহ্যতঃ খারাপও বিবেচিত হয়—
বুঝতে হবে, তা'দের সত্তে প্রচেষ্টা আবেগময়ী,

অন্তরে তা'রা সৎ-লোকই ;
আবার, যা'রা ইষ্টভৃতি করে
কিন্তু একটু অসুবিধা হ'লেই ছেড়ে দেয়,
আবার ধরে, আবার করে,
তা'রাই সাধারণতঃ অব্যবস্থ,
ব্যক্তিত্বও তা'দের দোদুল্যমান ;
কিন্তু যা'রা বুঝে' আগ্রহশীল হ'য়ে
ইষ্টভৃতি বা শ্রেয়ভরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রেও
তা' করে না,
বলে, 'না ক'রে তো ভালই আছি,
ক'রবই বা কেন ?',
তা'রা যতই জমকাল মানুষ হো'ক না কেন,
প্রবৃত্তিই তা'দের প্রভু,
অসৎ-দীপনায় অভিভূত তা'রা,
প্রবৃত্তি-নন্দনাই ভাল লাগে তা'দের,
লোক-হিসাবেই তা'রা শুভ-প্রয়াসী নয়কো,
এক-কথায় ভাল নয়কো ;
আবার, সুসিদ্ধান্ত যা'দের অটুট হ'য়ে দাঁড়ায়,
যেমনই হো'ক
ব্যতিক্রম আনতে পারে না কেউ বা কিছু,
জীবনদাঁড়া তা'দের শক্ত,
তা'দের আলম্বনও দৃঢ়,
নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও শুভ
অদূরেই তা'দের জন্য অপেক্ষা করে ;
কে দোষপ্রতুল, কে গুণপ্রতুল, কে অব্যবস্থ —
তা'র টোটকা পরখই ঐখানে । ২৮৫ ।

যা'রা আত্মপ্রশংসা-লোলুপ,
কথাবার্ত্তা, চালচলনে কেরামতি দেখিয়ে
অন্যকে অপদস্থ ক'রেও
নিজের প্রতিষ্ঠা-পরিপালনে আগ্রহশীল,
যা'রা নিজের সম্মুখে অন্যের সুখ্যাতিতে
অপমানিত বোধ করে,
তা'রা দেহাংই দৈন্যপীড়িত,
ইতর তা'রা অন্তরে,
তা'রা স্বভাবতঃই গর্ব্বেপ্সু,—পরশ্রীকাতর,
সাধারণতঃ তা'রাই অন্যের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপিয়ে
নিজেরা ভাল-মানুষ সাজতে চায় ;
বিশ্বস্ততা ও সৎসন্দীপ্ত অচ্যুত আবেগ
তমসা-গহ্বরে তা'দের। ২৮৬।

ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক আত্মপ্রসাদ
অন্তঃকরণের হীনত্বকেই সূচিত করে। ২৮৭।

অনুকম্পার সহিত
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তাৎপর্য্য নিয়ে
সমবায়ী সার্থকতায়
যা'রা বন্ধুত্ব বা বান্ধবতাকে
সমৃদ্ধ ও সক্রিয় রাখতে পারে না—
শ্রেয়সন্বেগী হ'য়ে,—
উদ্ধত হীনম্মন্যতায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে
সহজেই যা'রা বন্ধুত্বকে খারিজ করে
বা নষ্ট করে
তা'রা প্রায়ই সাঙ্কর্য্যদুষ্ট জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন—

ছন্ন, অব্যবস্থ—
বিনীত প্রেক্ষণী তাৎপর্য্য-হারা। ২৮৮।

শাসনে যা'রা সংশুদ্ধ হ'তে চায় না,
বরং ছিন্নপ্রীতি হ'য়ে ওঠে,
তোষণ-পোষণে তা'রা নষ্টই পেয়ে থাকে প্রায়শঃ;
মুখর অথচ অচ্যুত-সক্রিয় নয়—
অনুচর্য্যাবিহীন এমনতর প্রীতি
প্রবৃত্তিপ্রত্যাশারই নিষ্ফল দামামা-ধ্বনি মাত্র। ২৮৯।

মানুষ যে অলৌকিকে আগ্রহশীল,
তা'র মানেই
সে লৌকিকের ভিতর-দিয়ে
লোকোত্তর সম্ভাব্যতাকে ফুটন্ত ক'রে তুলতে চায়—
বিবর্ত্তিত হ'তে চায়। ২৯০।

যদি সুন্দর হ'তে ইচ্ছা থাকে,—
তবে বিশ্রীকেও সুন্দর ক'রে তোল,
কিন্তু বিশ্রীকে সুশ্রী ব'লে চালিয়ে দিতে
চেষ্টা ক'রো না। ২৯১।

মূঢ় ব্যক্তিরা অপকর্ম্ম ক'রেও ভাবে, 'বেশ আছি,'
তা'দের বোধিচক্ষু এতই দুর্ব্বল যে,
তা'রা জানে না—
সেই ভাল-থাকাটা
ভবিষ্যতের অঙ্কে কী সৃষ্টি করছে;

তাই বোধি-বীক্ষণ-তাৎপর্য্যে যা' ভাল,
তা'ই গ্রহণ ক'রে তন্নিয়মনে চলাই সুধী-র চিহ্ন। ২৯২।

অবিন্যস্ত প্রবৃত্তি ও মন যা'দের,
তা'দের আচার, ব্যবহার ও কর্ম্মসঙ্গতিও
অবিন্যস্ত ও অব্যবস্থ;
তাই, মানুষের কাজ-কর্ম্মের রকমই
তা'র মানসিকতাকে ইঙ্গিত করে। ২৯৩।

তা'কেই তুমি আপনার জন ব'লে
মনে করতে পার—
নিঃস্বার্থ অনুকম্পায়
তোমার স্বার্থকে যিনি
আপনার স্বার্থ ব'লে বিবেচনা করেন,
তোমার সার্থ-সংরক্ষণাকেই
যিনি স্বতঃ-অনুপ্রেরণায়
নিজের দায়িত্ব ব'লে মনে করেন—
করেনও,
আর, ক'রেও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন,
তোমার পক্ষে শ্রেয় যা'-কিছুর
সুসঙ্গত সক্রিয় সমর্থনে
বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠেন যিনি,
তোমার প্রীতি-অনুচর্য্যায় আহরণ-তৎপর হ'য়ে
যিনি তোমার পোষণ-বর্দ্ধনী উপকরণ জুগিয়ে
নিজেকে সার্থক বিবেচনা করেন,
তোমার সুখ্যাতিকে
যিনি স্বখ্যাতি ব'লে উপভোগ করেন,

তোমার শত্রুকে যিনি
নিজের শত্রু বিবেচনায়
নিরোধ-তৎপর হ'য়ে ওঠেন স্বাভাবিকভাবে ;
এমনতর পারস্পরিক প্রীতি-সহযোগিতা যেখানে—
স্বর্গ সহাস্য সেখানে। ২৯৪।

যে-ব্যাপারেই হো'ক না,
অনুশীলন-ভঙ্গী যা'র যেমনতর,
শ্রদ্ধানুস্যূত আগ্রহও তা'র তেমনতর প্রায়শঃ। ২৯৫।

যা'রা অন্যের সত্তাসম্পোষণী অর্জ্জন থেকে
নিজের সত্তা সম্পুষ্ট ক'রেই চলে—
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে,
অথচ তা'দের সম্পোষক যিনি,
তাঁ'কে পোষণপুষ্ট করার অন্তরাসী স্বার্থ
যা'দের অন্ধ,—
তা'রা কৃতঘ্ন তো বটেই,
তা'ছাড়া হিতঘ্নী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
সত্তাই তা'দের প্রবৃত্তি-অভিভূত,
তাই, প্রকৃতিও তা'দের দুষ্ট। ২৯৬।

যা'রা নিজের দোষকে চাপা দিয়ে
অহিত-প্ররোচনায়
যুক্তিজালে চুনট ক'রে
পরিচ্ছন্নভাবে
লোকচক্ষু ধাঁধিয়ে চলতে থাকে,
আত্মদোষ খ্যাপন বা আত্মানুসন্ধিৎসার

তা'র নিরাকরণ ক'রে
পরিশুদ্ধি লাভ করতে চায় না,—
তা'রা ইহকালে, পরকালে
বিদগ্ধী রৌরব-আবর্তনে
দিন কাটাতে বাধ্য হয়—
ঘৃণ্য, অপদস্থ ও উৎপীড়িত হ'য়ে। ২৯৭।

যা'রা অন্যের ত্রুটিই খুঁজে বেড়ায়,
তা'দের প্রতি কে কী করল অপরাধজনক—
তা'তেই যা'দের লক্ষ্য,
আবার, পদে-পদে যা'রা নিজেদের অপদস্থ মনে করে,
তা'রা নিজের দোষ ও ত্রুটিতে যে বেশ উদাসীন,
তা' প্রায়ই দেখা যায়,
তাই, তা'দের সংশোধনও সুদূরপরাহত ;
কিন্তু নিজের দোষ, ত্রুটি, অপরাধ ইত্যাদি নজরে প'ড়ে
যা'রা সংশোধন-তৎপর হ'য়ে ওঠে,—
তা'দের পরিশুদ্ধি সহজলভ্য,
তা'র মানেই
তা'রা সৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, শুভপ্রয়াসী। ২৯৮।

তোমার শাসন, ভর্ৎসনা বা দণ্ড যতক্ষণ
তোষণ ও আপ্যায়ন-অনুমিশ্রিত না হ'চ্ছে
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তুমি শাসকই হ'য়ে উঠতে পারনি,
তাই, ততক্ষণ তুমি শাসন করতে যেও না,
কারণ, সে-শাসনে মানুষ
উৎসারণ সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে না,

তাই, তা' নিষ্ফল দলন-তাৎপর্য্যবাহী মাত্র ;
যা'ই কর না কেন,
সব সময় নজর রেখো—
তা' যেন লোক-অভ্যুদয়ী হয়। ২৯৯।

তুমি তোমার শ্রেয়ের প্রতি
যেমন আচরণ করবে বা চলবে,—
তোমা হ'তে অপকর্ষী যা'রা
তা'রা তা' যত দেখবে, বুঝবে,
ক্রমে-ক্রমে তোমাকে অনুসরণও করবে তেমন ;
তাই মনে রেখো,
তোমার ঐ শ্রেয়-আচরণে
যেমন তোমার মঙ্গল,
তেমনি অন্যেরও,
যদি তা' না কর,
তুমিও পাবে না কিন্তু। ৩০০।

তোমার বীর্য্য যদি
শরীর, মন ও বোধি-সঙ্গতি নিয়ে
সপরিবেশ তোমাকে নিরাপত্তায়
সুদৃঢ় ক'রে তুলতে না পারে,
তা' ক্লীব। ৩০১।

অনুকম্পী, সৌজন্যপূর্ণ, হৃদ্য ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
মানুষের অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট ক'রে তোল,
যা'তে সে তোমাতে দৃঢ়ভাবে শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিতান্ত্রিকতা

যে সমস্ত সং-বনামী উপপন্থার সৃষ্টি করেছে,
বা ভ্রমাত্মক অপলাপী পথকে
বাস্তবভাবে আন্তরিকতা নিয়ে
গ্রাহ্য ব'লে গ্রহণ করেছে,—
যা'র পরিণাম ব্যাহতি ছাড়া আর কিছুই নয়কো,—
সেগুলিকে প্রতিরোধ কর,
সংশোধন কর,
নিয়ন্ত্রণ ক'রে সত্যে সুদৃঢ় ক'রে তোল—
সঙ্গেগী অভিগমনে ;
এই করতে যেমনতর বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্র নিয়ে
অনুবর্ত্তন ও অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে চলতে হয়,
তেমনি কর—
তা'কে কৃতার্থমণ্ডিত ক'রে তুলতে ;
এই হ'চ্ছে সার্থক শ্রেয়-পরিবেষণী ব্যক্তিত্ব—
যা'তে তুমি তা'কে সার্থক ক'রে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে রইবে। ৩০২।

যা'রা বিকেন্দ্রিক, অব্যবস্থ, অস্থিরমতি,
যা'দের চলন ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক,
জীবনে তা'দের সুযোগই মেলে কম,
আর, মিললেও
তা'র অপব্যবহারই হ'য়ে থাকে বেশী। ৩০৩।

যা'রা শ্রেয়ানুচর্য্যার প্রলুব্ধ বাহানা নিয়ে
শ্রেয়ের সঙ্গে বসবাস করে,
অথচ ঐ সুসন্ধিৎসু শ্রেয়মুখী
চেতনানুচলনকে উপেক্ষা ক'রে

নিজের খেয়ালের অনুচর্য্যা ক'রে চলে,
সুকেন্দ্রিক বোধিসম্বুদ্ধ চরিত্রকে অবদলিত ক'রে
নিজেরই আত্মপ্রসাদী মান-বড়াই ইত্যাদি নিয়েই
প্রবৃত্তি-অভিভূত হীনম্মন্যতার সেবানিরত হ'য়ে চলে,
কিন্তু শ্রেয়স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
নিজের স্বার্থকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না—
অনুচেতী সুসন্ধিৎসু সক্রিয় অনুচর্য্যায়,
খেয়ালের পূজাই মুখ্য হ'য়ে চলে যা'দের,—
তা'রা বঞ্চিতই হয়,
শ্রেয়-রঙ্গিল ঔদ্ধত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রে
নিজের শক্তি ও মর্য্যাদার
পূজাই ক'রে থাকে তা'রা,
'ইতোভ্রষ্ট-স্ততোনষ্টই' হয়
তা'দের প্রাকৃতিক উপঢৌকন। ৩০৪।

তোমার সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-অভিদীপ্ত
দক্ষ সৎ-অভিদীপনী ইন্দ্রিয়গুলির
সমবেত সঙ্গতিপূর্ণ তীক্ষ্ণ অভিধ্যায়ী
সতর্ক কূটকৌশলী নিরন্তর তৎপরতায়
দুরভিসন্ধিপূর্ণ অসৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন দুর্ব্বৃত্ত—
যেমন,—লম্পট, চোর, জুয়াচোর,
ধাপ্পাবাজ, প্রতারক,
ইত্যাদি যখন শ্রদ্ধানতি নিয়ে
স্তম্ভিত হ'য়ে রইবে,
তা'দের কর্ম্মপ্রচেষ্টা নিরুদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
তোমার স্বচ্ছন্দ-বিভাবিকিরণী ব্যক্তিত্বের সম্মুখে,

তখনই বুঝবে,
বোধ-প্রবুদ্ধ তীক্ষ্ণ সঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সার্থক-অন্বয়ে
তোমার স্নায়ু, মন ও বোধি সুসঙ্গতিলাভ ক'রে
অনেকখানি অন্বিত হ'য়ে উঠেছে,
খরদৃষ্টিতে কোন-কিছুর রকম
বা ভঙ্গীর ভিতর-দিয়ে
তা'র পরিণাম দেখতে
খানিকটা অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছ তুমি ;
বিশেষ ব্যবস্থা-নৈপুণ্যের সহিত
তুমি অমনতর পারছ না,
দুষ্ট লোকের অভিসন্ধি, মতলব বা ক্রিয়াকলাপ
তোমার কাছে ধরা পড়ছে না নির্ঘাতভাবে,
বা অযথা সন্দেহপ্রবণ হ'য়ে উঠেছ,
তা'র মানে, তখনও তুমি
প্রবৃত্তি-খিদমতে নিমজ্জিত,
তা'রই খেয়ালে চলছ,
তুমি সংহত হ'য়ে ওঠনি,
বোধিমর্ম্ম তোমার সর্ব্ব-সুসঙ্গতিতে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠেনি তখনও,
তাই, চতুর হওনি,
উপস্থিত-বুদ্ধিও তোমার খোলেনি ;
তুমি ইষ্টার্থ-স্বার্থী হ'য়ে
সর্ব্বেন্দ্রিয় মন ও বোধির সুসঙ্গত তালিমে
কর্ম্মপটু ক্রিয়াশীলতায় চলতে থাক,
অনতিবিলম্বেই দেখতে পাবে—
তুমি তোমাকে দেখেই অবাক হ'য়ে যাচ্ছ। ৩০৫।

যখনই দেখছ,
কেউ তোমার স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে—
জ্ঞাতসারেই হো'ক
বা অজ্ঞাতসারেই হো'ক,
মুখ্যতঃই হো'ক বা গৌণতঃই হো'ক—
কথা ব'লে যাচ্ছে,
কিংবা তা'র ভর্ৎসনা,
শাসন বা পীড়নের ভিতর-দিয়ে
তোষণপ্রভ আপ্যায়ন নাইকো,
কিংবা তোমার উদ্দেশ্য বা চাহিদায় উদাসীন হ'য়ে
নিজের রুচিমত আত্মশ্লাঘী
খামখেয়ালী বোলচাল ঝেড়ে যাচ্ছে,
অথচ তা'র নিজের উদ্ধত গর্ব্বেপ্সা
বা আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মস্বার্থের বেলায়
কোনরূপ ভুলচুক হ'চ্ছে না,
বা যথাসাধ্য তা'র জন্য চেষ্টার ত্রুটি হ'চ্ছে না,
বেশ ক'রে বুঝে নিও,
যত বড় আত্মীয়ই সে হো'ক না কেন
বা যত নিকট-বান্ধবতায় নিবদ্ধই হো'ক না কেন,
সে তোমাতে স্বার্থান্বিত নয়,
অন্তরাসী নয় সে তোমাতে,
মৌখিকতায় তা'র আত্মীয়তা বা বান্ধবতা যতখানি,
আন্তরিকতায় ততখানি নয়কো;
তুমি তখন থেকেই সাবধান হ'য়ে চ'লো,
চলা-বলায় একটু হিসেবী হ'য়ে চ'লো—
ভবিষ্যতে যা'তে অশুভের সৃষ্টি না হয়,
বেদনাক্লিষ্ট না হ'য়ে পড়। ৩০৬।

ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব তা'দেরই
যা'রা নিজেদের সত্তাপোষণী, বৈশিষ্ট্যপালী, পূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যকে
অবদলিত ক'রে
অন্য মতবাদের ক্রীতদাস হ'য়ে ওঠে—
আপূরণী অনুচর্য্যায় নয়কো,
বরং সহজাত উদ্গাতিসূত্রকে ছিন্ন ক'রে। ৩০৭।

তুমি যেমনই হও,
আর যা'ই হও,
ধনীই হও, মানীই হও, পণ্ডিতই হও,
আর মহামূর্খ ই হও,
সবৈশিষ্ট্যে তোমার ভাল কী—
যে-ভাল সবার ভালর সাথে সঙ্গতি রেখে
মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে—
যদি বুঝতে না পার তা',
বা বুঝে করতে না পার,
তা' কিন্তু ছন্ন-মস্তিষ্কেরই লক্ষণ,
আর, তা' বুঝে করতে পারাটাই পাণ্ডিত্য। ৩০৮।

যে যেমনতর ভাব বা চিন্তায়
অভিভূত বা জড়িত,
অন্তর্নিহিত ধারণার আলেহ্লাদীপ্তিতে
পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে তা'ই,
ধারণার বশীভূত হ'য়ে খোঁজেও তা'ই,
দেখতেও চায় তা'ই,
আর, সমর্থনও পায় তা'রই ;

বিশেষতঃ সে যখন কোন মহৎ সংশ্রয়ে উপস্থিত হয়,
তা'র মনোলেখা ঐ মহৎ বা শ্রেয়-শুভেচ্ছু
কাউকে কেন্দ্র ক'রেই
অমনতর ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
তা'তেই ব'লে দেয় সে কী,
তৃপ্তির সুখস্পর্শ পেয়েও
তা'দের মন সন্দেহশীল হ'য়ে ওঠে—
নিজেকে কোন-একটা অলীক ও অবাস্তব
আবেষ্টন-নিরুদ্ধ ক'রে ;
সক্রিয় তাৎপর্য্যে আপূরণী একায়নী
আত্মিক আলিঙ্গন
একটা অবসাদী আতঙ্ক-বিশেষ—
বিশেষতঃ শাতন-সম্বেগী যা'রা
তা'দের পক্ষে ;
বুঝে যেখানে যে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে এগুতে হয়,
তাই ক'রো—
হৃষ্ট, বোধসন্দীপ্ত পদক্ষেপে ;
মনে রেখো, তোমার অভিযান মাঙ্গলিক। ৩০৯।

নিজের কী করা উচিত ছিল,
কীই বা করা হয়নি,
ও এখনও হ'চ্ছে না,
তা' বিবেচনা না ক'রে
যে
অন্যে তা'র প্রতি কী করেনি
তা'দের প্রতি সেই অনুযোগ দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে

নিজের দোষকে সমর্থন ক'রে চলে,
চিন্তায় স্থান দিতে পারে না যে,
সে যদি কাউকে না ধরে
ও অনুসরণ না করে—
তা'কে কেউ ধ'রে রাখতে পারে না,
সংশোধন করতে পারে না
বা শ্রেয়ানুচর্য্যী ক'রে তুলতে পারে না,
অথচ ক্রমাগত অন্যের প্রতি দোষারোপ ক'রে
নিজেকে সমর্থন ক'রে চলে,—
উন্নয়ন বা নিষ্কৃতি সুদূরপরাহত সেখানে ;
শ্রেয়ই যদি চাও,
সৎ-অনুধ্যায়ী শ্রেয় যদি কেউ তোমার থাকেন—
এই মুহূর্ত্তে তাঁ'র অনুবর্ত্তী হ'য়ে চল,
তাঁ'র সঙ্গ ও সাহচর্য্য-নিরত হ'য়ে চল—
তদনুগ আত্ম-নিয়মনে,
তুমি তাঁ'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
ভাবে, কথায়, কার্য্যে,
নয়তো, শত সৎ-বেষ্টনীও
তোমার কাছে কিছুই নয়,
তোমার দুষ্কর্ম্মাশ্রিত নিয়তিকে
নিরুদ্ধ করতে পারবে না কেউ,
তুমি হীনত্বের অতল তলে
নিমজ্জিত হ'তেই থাকবে
শেষ-নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত । ৩১০ ।

যা'রা শ্রেয়রাগরঞ্জনায়
তদনুচর্য্যী নিয়মনে

তদৰ্থে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
ঐ শ্রেয়কেই
নিজের জীবন-স্বার্থ ক'রে তুলতে পারে না—
ভাবতঃ, কর্ম্মতঃ ও জ্ঞানতঃ সর্ব্বতোভাবে—
তা'রা কোথায় কী ন্যায়,
অন্যায়ই বা কোথায় কোন্টা
তা'রই হিসাব রাখতে জানে না
বা পারে না,
বাক্ ও কর্ম্ম হৃদ্য হ'য়েও অহিতার্থক কোথায়,
আর, অপ্রীতিকর হ'য়েও বা
কোথায় তা' হিতব্যঞ্জক—
তা'র ধারণাই তা'দের কম,
ন্যায় সাধারণতঃ লজ্জিত হ'য়ে থাকে তা'দের কাছে,
কারণ, তা'দের ন্যায়-অন্যায় ধারণা নিয়মিত হয়
তা'দের প্রবৃত্তির পরিপোষক যা'—
তা'রই মাপকাঠিতে,
তাই, কোথাও বিকৃত ঔদার্য্যে
কোথাও পঙ্গু সঙ্কীর্ণতায়
প্রবৃত্তি-পরিষেবিতা নিয়ে
দিন গুজরাতে বাধ্য হয় তা'রা,
তা'দের প্রবৃত্তি-অভিভূত-চিত্ত-বিনোদনের
সমর্থনী যা'-কিছু করা বা কওয়াকেই
তা'রা ন্যায্য বা ন্যায় ব'লে মনে করে,—
তা'তে তা'দের সত্তার সার্ব্বভৌম সম্পোষণী পরিচর্য্যার
কিছু হো'ক বা না হো'ক ;
তা'দের অন্তরস্থ বোধিমানব
হাভাতে হ'য়ে চলে চিরদিনই। ৩১১ ।

যা'দের জৈবী-ভিত্তি
বোধায়নী তাৎপর্য্য নিয়ে
শ্লথ ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
তা'দের আভিজাত্য-বোধ সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ হয় না,
বৈশিষ্ট্যশ্রদ্ধও হয় তা'রা কমই,
তা'রা যখন যেমন ব্যক্তিত্বের আওতায় পড়ে
তা'তেই ঢলঢল হ'য়ে ওঠে,
কত করে—
তা'ও যেন প্রাণস্পর্শী হ'য়ে ওঠে না,
আবার, কিছু দিন পরে
কোন আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব
যদি তা'র উল্টো হয়,
যা'র সঙ্গ ও সহবাসে সে ঢলঢলে ছিল,
ঐ সেই তা'দেরই চক্ষে নারকীয় হ'য়ে ওঠে ;
জীবনে তা'দের ব্যক্তিত্ব ও বস্তু-পরিচিতি
প্রত্যয়হীন, অন্ধ,
তাই, যা'ই যেমনই করুক না কেন,
যে-কোন ব্যক্তি বা বৃত্তির সহবাসে আসুক না কেন,
রং তা'দের তেমনই ধরবে,
তা'তেই বলবে 'বেশ আছি'—
এ বড় সাংঘাতিক দুরদৃষ্ট ;
যদি তা'রা কখনও পরাৎপর, মুক্ত
কোন মূর্ত্ত-ব্যক্তিত্বের স্পর্শ লাভ করে
হৃদয় দিয়ে—
তখন ঐ পাষাণস্তর ভেদ ক'রে
হয়তো ঐ শ্লথ সঙ্গতি
আপ্রাণ আকুতি নিয়ে

দৃঢ়তায় সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
স্বর্গস্পর্শী হ'তে পারে। ৩১২।

যা'রা সত্যের মর্য্যাদা
অনুভব করতে পারে না,
'মিথ্যাবাদী' বা তদনুকল্পী দোষারোপ
অন্যের প্রতি করতে
তা'রা কিছুমাত্র দ্বিধা মনে করে না,
আর, দেখতে পাওয়া যায়,
তা'রা যে-সব দোষের আরোপ করছে,
সে-সব দোষে তা'রা
সিদ্ধবৃত্তিই হ'য়ে আছে,
যা'রা সত্যের মর্য্যাদা জানে,—
অতটুকু দোষবাদও তা'দের অন্তরে
সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে,
ঐ সাংঘাতিক অভিঘাতের ক্ষতিপূরণী কিছু
আছে কিনা ঐ দোষারোপকারীর জীবনে
তা' সন্দেহ। ৩১৩।

শ্রদ্ধোষিত আকৃতি-অনুরঞ্জনায় নয়কো,
গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত মর্য্যাদা-প্রলোভনের জন্য
বা কোন অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ'য়ে
দৃশ্যতঃ যে-কোন পদবীতে
যে-কেউ অধিরূঢ় হো'ক না কেন,
ঐ পদবীর মর্য্যাদা-মাফিক
নিরন্তর-আগ্রহ-অনুপ্রাণনায়

চরিত্রকে উপযুক্ত করবার
স্বতঃ-দায়িত্বশীল যোগ্যতাই
তা'দের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না প্রায়শঃ,
বরং ঐ পদবীকে লাঞ্ছিত করতেই
দেখতে পাওয়া যায়,
লোকচক্ষুর সম্মুখে
ঐ মর্য্যাদাকে
একটা বিদ্ঘুটে আবছায়া নিয়েই
হাজির করে তা'রা ;
তাই, ঐ ইতর গর্ব্বেপ্সু মর্য্যাদাবুভুক্ষু যা'রা,
তা'দিগকে, ওতে দাঁড়িয়ে
বাক্য, ব্যবহার, চিন্তা, চরিত্র ও চাল-চলনে
তা'র উপযুক্ততা অর্জ্জন ক'রে
ধারাবাহিকভাবে চলতে দেখা যায় না,
ফলে, নানারকম দোষের অবতারণা ক'রে
ঐ পদ বা পদবীকে
এড়িয়ে আসতে বাধ্য হয় তা'রা,
নয়তো, একটা জ্বালাময়ী যন্ত্রণায়
অব্যবস্থ দিশেহারা হ'য়ে চলতে থাকে ;
প্রীতি-অধ্যুষিত শ্রেয়ানুপ্রাণনা
মানুষকে শ্রেয়ানুচর্য্যীই ক'রে তোলে,
সম্বিৎসু স্বতঃ-দায়িত্বের ভিতর-দিয়ে
সব দেখে-শুনে
নিজেকে সংহত ও সমাহিত
ক'রে তুলে থাকে তা'রা—
উপযুক্ত অনুচর্য্যার উদ্গতি-অনুবেদনায়,
উপযুক্ততার গর্ব্ব না থাকলেও

তা'দের ব্যক্তিত্বই
তা'দের উপযুক্ততা ঘোষণা ক'রে থাকে। ৩১৪।

যা'রা শ্রেয়নিষ্ঠ নয়—
অচ্যুত ধারাবাহিক অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে,
তা'দের ন্যায় বা ন্যায্যতার ভিত্তিই নেইকো,
কোথায় কোন্‌টা ন্যায়,
কোথায় কোন্‌টা অন্যায়,
কোথায় অন্যায়ই বা ন্যায় হয় কী ক'রে,
ন্যায়ই বা কিসে কেমন ক'রে
কোথায় অন্যায় হ'য়ে ওঠে—
দেশকালপাত্র ও অবস্থার অনুক্রমিকতায়—
সেটা নির্দ্ধারণ করা
সুদূরপরাহত তা'দের কাছে,
বিচার-বিবেচনাও প্রবৃত্তি-অভিভূত স্বার্থের
মানদণ্ডেই নিরূপিত হয় তা'দের,
ভালমন্দও অমনতরই;
তাই, অমনতর দুর্ভাগা হ'তে যেও না
শ্রেয়কেই তোমার ভজন-অভিদীপনা ক'রে তোল,
ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, অর্থ-স্বার্থ, যা'-কিছু তোমার
ঐ মানদণ্ডেই পরিমাপিত হো'ক—
তদর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
ঐ স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
সুধা তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে চলবে। ৩১৫।

যা'রা জ্ঞান, ভক্তি, আধ্যাত্মিক অনুভূতি,
ঈশ্বর বা ব্রহ্মদর্শন ইত্যাদির কথা বলে,

অলৌকিক মূঢ় তাৎপর্য্যের বাহানায়
মদ বিহ্বল জ্ঞান-সন্দর্ভের ছড়াছড়ি ক'রে বেড়ায়,
কিন্তু ইষ্টনিষ্ঠা বা শ্রেয়কেন্দ্রিকতাই যা'দের
চ্যুতি-বিহ্বল,
মত, মমতা ও প্রবৃত্তি-প্ররোচনার
বিরুদ্ধ সংঘাতেই যা'রা ছিন্নভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
সমস্ত ব্যতিক্রমকে ধাক্কা দিয়ে
সরাসরি সুনিষ্ঠ শ্রেয়-সম্বেগ
যা'দের অন্তরে আধিপত্য করে না,
আভিজাত্য বা বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্বে
শক্ত-কুশলকৌশলী তাৎপর্য্য নিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না যা'রা,
উৎসর্গীকৃত হৃদয়রাগ যা'দের
এতটুকু তীব্র দমকা-হাওয়াতেই নিষ্প্রভ হ'য়ে ওঠে,—
ঠিক জেনো,
ব্যক্তিত্বই তা'দের শ্লথ,
ভুয়ো-আড়ম্বরশীল,
ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল,
আধ্যাত্মিক অনুভূতিই বল,
ঈশ্বর বা ব্রহ্মদর্শনই বল,
যা'-কিছুই বল না—
সরাসরিভাবে সবটাই তা'দের ভূয়ো,
প্রগল্‌ভ ভাবকালীই তা'দের অন্তরে বসবাস করে,
যে-হাওয়া যখন জোরালো,
সেইদিকে গড়িয়ে থাকে তা'রা প্রায়শঃ—
তা' মমতার খাতিরেই হো'ক
স্বার্থের খাতিরেই হো'ক

বা অর্থের খাতিরেই হো'ক ;
কাপট্যই যা'র অন্তরের আবেষ্টন—
ভণ্ড যা' তা'কেই সে শ্রেয় ব'লে পূজা ক'রে থাকে,
সে যেমন ঠকতে জানে,
ঠকায়ও তেমনি
তদনুপাতিক মানুষ যা'রা তা'দিগকে—
যা'দের বোধে বাস্তবতার সঙ্গতি নেই ;
সাবধানে চ'লো,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠার প্রভাব এতই প্রবল,
শম-দম প্রহরী এতই চতুর,
এদের আওতায় যদি থাক,
তোমাকে দেখে শাতনও কেঁপে উঠবে। ৩১৬।

মানুষ তা'র আভিজাত্য ও জন্ম-বৈশিষ্ট্যকে
প্রবৃত্তি-প্রয়োজনের কাছে বিক্রয় ক'রে
যতক্ষণ তা'র ক্রীতদাস না হ'য়ে ওঠে,
ততক্ষণ তা'র সম্বর্দ্ধনী সত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে
অপকৃষ্টতায় লোপাট ক'রে দিতে পারে না,
ঐ প্রবৃত্তি-প্রয়োজনকেই
তা'র জীবনের কাম্য ক'রে নিয়ে
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে না ;
আর, যে নিজেকে
নিজের প্রবৃত্তির ক্রীতদাস ক'রে তুলতে পারে,
প্রবৃত্তির প্রসাদভোজী হ'য়ে
নিজেকে কৃতার্থ মনে করে,
নিজের সত্তা ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ পদাঘাতে বিদলিত ক'রে

বৈশিষ্ট্যকে বিমর্দ্দিত ক'রে
ইতর গর্ব্বেপ্সার ইন্ধন হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে,—
সে এতটুকুও গর্ব্বেপ্সাপূরণী প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
নিজের পিতামাতা, পরিবার, সম্প্রদায়,
সমাজ ও রাষ্ট্রকে
অনায়াসে লহমায় বিক্রয় ক'রে
অন্যের ক্রীতদাস করতে
দ্বিধাবোধ কমই ক'রে থাকে ;
তাই, অমনতর কলঙ্কিত ব্যক্তিত্বে
আস্থা ও নির্ভর করা
সর্ব্বনাশেরই সাদর সম্ভাষণ। ৩১৭।

অশ্রদ্ধ ও অননুবর্ত্তী যা'রা,
শ্রেয় বা মহৎ কেউ তা'দিগকে ধ'রে থাকলেও
তা' তা'দের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে না—
যতক্ষণ না শাতনী তাড়নে
তা'রা আর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
বরং ঐ মহতের ক্ষমা বা অনুচর্য্যায়
তা'দের অসৎ-প্রবৃত্তিই স্পর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
একটা বিজ্ঞ খোলস নিয়ে
আত্মগোপন ক'রে চলে তা'রা,
তাই, উন্নত ও উন্নতিতে আকৃষ্ট হয় না। ৩১৮।

তুমি তোমার প্রতি যা'র
মমতাদীপ্ত আচরণ, বাক্য, ব্যবহার
বা আপ্যায়নী অনুরোধে
সুখী না হ'য়ে তা'কে দোষারোপ করবে,

বিরক্ত করবে,
সন্দেহ করবে,
সে ততই
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের সংঘাতে
আড়ষ্ট হ'তে থাকবে,
বিচ্ছিন্ন হ'তে চেষ্টা করবে,
অপদস্থ হওয়ার ভয়ে
সে তোমাকে নন্দিত করতেও সাহস পেয়ে উঠবে না;
আর, তোমার অমনতর করার মানেই হ'চ্ছে
তুমি তা'র স্বার্থ হ'তে চাও না,
তা'কে তোমার স্বার্থ ক'রে তুলতে চাও,
স্তাবক ক'রে তুলতে চাও,
তাঁবেদার ক'রে তুলতে চাও—
হীনম্মন্য স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী উন্মাদনায়,
তা'র ফলে সে দূরেই স'রে যাবে;
তাই, কাউকে যদি আপনার করতে চাও
তোমার হৃদয়, বাক্য, ব্যবহারে
আগে তা'র আপন হ'য়ে ওঠ,
তা'তে স্বার্থান্বিত হও তুমি—
শুভ-সন্দীপনী অনুচর্য্যায়,
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,
আর, যত তা' হ'তে পারবে,
সে তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠবে ততই,
সুখীও হবে—
যদি বিকৃত-হৃদয় না হয় সে,
আর, তুমি যে সুখসন্দীপ্ত হবেই—
তা'র আর কথা কী? ৩১৯।

মনে ভেবো না—
তোমার দাম্ভিকতা বা ঔদ্ধত্য-চলনকে
সবাই ভয় করে,
যা'দের অন্তর মমতা-দুর্ব্বল,
বা যা'রা শক্তি ও সমৃদ্ধিতে দুর্ব্বল,
তা'রা তোমাকে আঘাত না করতে হয়
এমনতর রকমে এড়িয়ে থাকতে চায়,
কিন্তু যা'রা তেমন নয়,
তা'দের কাছে ঐ উদ্ধত আত্মম্ভরি ব্যবহার নিয়ে
দাঁড়িয়ে দেখো—
তা'রা তোমার ঐ ব্যবহারে
ভীত না হিংস্র হ'য়ে উঠছে তোমার প্রতি,
এই বুঝে
যদি ভালই চাও,
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো তেমনি,
নয়তো, অশুভ কটাক্ষের হাত এড়ান দুষ্কর কিন্তু ;
মানুষের দরদী সন্তাপোষণী হবে যেমনি—
তা'র উপাস্তও হবে তেমনি। ৩২০।

নির্দ্দোষই যদি হ'য়ে থাক তুমি,
অসৎ-প্রিয়তা যদি না থাকে তোমার,
শ্রেয়ার্থ-সম্বেগকেই যদি ভালবেসে থাক,
শ্রেয়ানুধ্যায়ী, একাগ্র
কূটচকিত বোধ-সমন্বিত হ'য়ে যদি চল—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
তোমার ভয় কিছু নেই,
ঈশ্বর জীবনস্রোতা হ'য়ে

সবারই অন্তরে বসবাস করেন,
তিনি দয়াল। ৩২১।

তুমি কতখানি দক্ষ কুশলকৌশলী বোধিসম্পন্ন—
স্বস্থ আচার, ব্যবহার ও বাক্-চতুর,—
তখনই ভাল ক'রে বোঝা যায়—
তোমার শ্রেয় ও প্রেয় ব'লে যদি কেউ থাকেন,
সপরিবেশ তাঁ'র শুশ্রূষু অনুচর্য্যায়
উপচয়ী নন্দনায়
তুমি কতখানি তৎপর হ'য়ে উঠেছ—
তা'ই দিয়ে,—
তিনি তাঁ'র পরিবেশ নিয়ে
কতখানি তৃপ্ত হ'লেন তোমাকে দিয়ে
তা'ই তা'র কষ্টিপাথর,
চরিত্রের বোধিকুশল তাৎপর্য্যে
বাক্-ব্যবহারে কতখানি অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছ,
তোমার চরিত্রগত হ'য়ে উঠেছে তা',
তিনি সহ তাঁ'র আবহাওয়ায় তুমি কেমনতর,—
তাই দিয়েই নিরূপিত হয় তা';
নতুবা, একক যেখানে যা'ই কর না কেন,
লোকে তোমাকে যা'ই বলুক না কেন,
তোমার স্বভাব বা চারিত্রিক নমুনা
সেখানে পাওয়া যাবে কমই,
তুমি হাত নেড়ে নয়তো বাজীমাৎ করতে পার,
তোমার গর্ব্বেপ্সু ক্ষুধার বিচারণা
হয়তো নানা এৎফাকে

লোককে ধাপকি দিয়ে ভোলাতে পারে,
কিন্তু তুমি কী
তা'র প্রমাণ তোমার চরিত্র, স্বভাব,
আর, তা'র বিকাশ কতখানি
তা'র পরখ হ'চ্ছে—
ঐ অচ্যুত শুশ্রূষাসম্পন্ন
শ্রেয়-অনুচর্য্যায় নিরত
ঐকান্তিক-সমঞ্জস আবেগ
ও সক্রিয় তৎস্বার্থী অনুদীপনা,
যা'র ভিতর-দিয়ে সপরিবেশ তিনি
সম্বুদ্ধ, দীপ্ত ও তৃপ্ত হ'য়ে ওঠেন—
উপচয়ী নন্দনায়। ৩২২।

গুণ ও অনুচর্য্যায় আলেয়া দেখিয়ে
কেউ যদি তোমাকে
কোন জঘন্য বৃত্তিতে বা কর্ম্মে প্রলুব্ধ করে
বা নিয়োজিত করে বা করতে চায়,—
তখনই বুঝে নিও,
ঐ গুণ বা অনুচর্য্যার অভিব্যক্তি যা'
তা' আলেয়ার ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছুই নয়কো,
মোটামুটি সে অসৎই ;
তবে মনে রেখো—
কোন সৎ-সন্দীপনী
বা অসৎ-নিরোধী কর্ম্মে নিয়োজন
জঘন্যও নয়, অসৎও নয়। ৩২৩।

শ্রেয়-অনুচর্য্যা ও শ্রেয়-চলনকে উপেক্ষা ক'রে
অপকৃষ্ট, ইতর সংশ্রয়েই যা'রা আসক্ত,
তা'দের জৈবী-সংস্থিতিই সন্দেহের
বিকৃত ব'লেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে,
দুর্ম্মদ দুর্ম্মতিগ্রস্ত তা'রাই,
শ্রেয়ানুচর্য্যাকে তা'রা
কঠোর ও ব্যক্তিত্বের অপলাপী ব'লেই মনে করে। ৩২৪।

কৃতজ্ঞতা যা'দের স্বভাবসম্বদ্ধ,
যাচিতভাবেই হো'ক,
অযাচিতভাবেই হো'ক,
কেউ যদি তা'দের এতটুকু করে,
তা' তা'রা ভুলতে পারে না,
স্বতঃ-স্বাভাবিক আকর্ষণে
তা'দের আপদ-বিপদে
চক্ষুষ্মান দৃষ্টিতে সুপ্রস্তুত হ'য়ে থাকে—
অনুচর্য্যার আকুতি নিয়ে,
আর, ঐ উপকারক যদি কোন অপরাধও করে—
কৃতজ্ঞতার অনুকম্পায়
সে-অপরাধকেও স্বভাবতঃই তা'রা
অবজ্ঞা ক'রে থাকে—
যতক্ষণ তা' শ্রেয়ার্থ-পরিপোষণে অন্তরায় সৃষ্টি না করে;
স্বভাবে যা'দের এই কৃতজ্ঞতা আছে,
তদনুচারী অনেক গুণও
তা'দের ভিতরে প্রদীপ্ত থেকেই থাকে,—
জীবন-মর্য্যাদা তা'দের এমনতরই। ৩২৫।

যা'রা প্রাচীনে শ্রদ্ধাবিহীন,
প্রাচীন-তাৎপর্য্যকে
সন্ধিৎসু অনুধ্যায়িতা নিয়ে
নবীনে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে না,
প্রাচীনের শূর-গৌরবকে অগ্রাহ্য ক'রে
পরপদলেহী হ'য়ে চ'লে কৃতার্থ মনে করে,—
তা'রা আভিজাত্যহারা, দুর্ব্বল,
বোধায়নী-ব্যক্তিত্বহীন,
আত্মঘাতী দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ৩২৬।

সুকেন্দ্রিক, তপবীর্য্যী,
সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রেয়দিগকে
যা'রা অসম্ভ্রমে অবজ্ঞা ক'রে
বিকেন্দ্রিক, অশ্রেয়, স্বার্থসন্ধিৎসু
গর্ব্বপ্সু, উদ্ধত, বৈশিষ্ট্য-সংঘাতী পরাক্রমীদের
সম্ভ্রম ও প্রশস্তিতে আপ্যায়িত ক'রে থাকে,—
প্রথমেই বুঝে নিও—
তা'দের অন্তঃকরণ
অশ্রেয়, বিক্ষুব্ধ, ব্যভিচার-তৎপর,
প্রবৃত্তি-রঙ্গিল, বিক্ষোভী, ছন্ন, ব্যতিক্রমী চলনেই
চলন্ত তা'রা ;
তাই, তা'দের কাছে
সুকেন্দ্রিক, শ্রেয়ানুগ শ্রমতপা
শুভ-সন্দীপী আত্মত্যাগী জীবন
পছন্দ হ'য়ে ওঠে না,
কুটিল, স্বার্থপ্রশ্রয়ী যুক্তি ও ন্যায়ের
অবতারণা ক'রে

ঐ শ্রেয়-চরিত্রদিগকে তা'রা অপদস্থ ক'রে
লোকবোধিকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলতে চায়—
নিজেদেরই অন্তঃকরণের অপচ্ছবি-প্রসূত উত্তেজনায়;
একটু মনোযোগ করলেই বুঝতে পারবে
ও বুঝে চলাও কঠিন হবে না। ৩২৭।

কখন কা'র কেমনতর প্রশংসা,
ভর্ৎসনা, শাসন, সৌজন্য বা অবজ্ঞায়
সে প্রশংসিত বা অপমানিত হয়
তা' যে বিবেচনা করতে পারে না,
অথচ সম্মানের আকাঙ্ক্ষায়
দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে চলে,
অবিবেকী সে,
অমর্য্যাদা বা অপমানই হয় তা'র প্রাপ্য,
বা, অপমানকে সে মান বিবেচনা করে,
কিংবা যা'তে সম্মানিত হ'য়ে ওঠে
তা'কে সে অপমান বিবেচনা করে। ৩২৮।

যা'রা একটু সংঘাত বা বাধা পেলেই
থমকে যায় বা বিরত হয়,
সুসিদ্ধান্তকেও পরিহার করে,
তা'দের বোধি দক্ষ হ'য়ে ওঠে না,
কৃতকার্য্যতাও তা'দের পক্ষে সুদূরপরাহত;
আর, যা'রা সুসিদ্ধান্তে সম্বুদ্ধ হ'য়ে
অচ্যুত চলনায় চলতে থাকে—
কুশল তাৎপর্য্যে,
সংঘাত বা বাধায় আরো উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে,

তা'রা নিজেকে সুসামঞ্জস্যে বিন্যাস ক'রে
উপযুক্ত প্রস্তুতি ও সঙ্গতি সহ
ঐ সংঘাত বা বাধাকে এড়িয়ে বা অতিক্রম ক'রে
দক্ষ তাৎপর্য্যসম্পন্ন বোধি নিয়ে
সুনিষ্পন্নতায় কৃতকার্য্য হ'য়ে ওঠে,
দক্ষ বোধি-সহ কৃতিত্বই হয়
তা'দের প্রাকৃতিক উপঢৌকন। ৩২৯।

প্রত্যাশাপীড়িত গর্ব্বেপ্সু যা'রা,
শ্রেয়তে অচ্যুত শ্রদ্ধানিবন্ধ
ও শ্রেয়ানুচর্য্যায় তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণকে
যা'রা ভ্রান্তি ব'লে মনে করে,
প্রবৃত্তির শাতনী সংঘাত যে
তা'দের জন্য অপেক্ষা করছে—
তা' অতিনিশ্চয়। ৩৩০।

যা'রা গুরু বা যন্তার পরিচালনা
গ্রহণ করতে চায় না,
অথচ তা'র সুবিধা নিয়ে চলতে চায়,
তা'রা প্রায়ই—'গুরু বা যন্তার কথা বোঝা যায় না,
তদনুপাতিক চলতে পারি না,
এত ক'রে চ'লেও কিছু হচ্ছে না'—
আত্মসমর্থনের জন্য
এমনতরভাবে দোষারোপ ক'রে থাকে ;
ঐ জাতীয় সুর দেখলেই বুঝে নিও—
তা'রা কা'রও সুবিধা নিয়ে আত্মপুষ্টি করতে চায়—
প্রবৃত্তির খোরাকি জুগিয়ে,

কিন্তু নিজে নিয়ন্ত্রিত হ'তে চায় না,
ধর্ম্মের কথা ব'লে অন্যকে ঠকাতে চায়,
কিন্তু নিজেরা ধার্ম্মিক হ'তে চায় না,
মনে থাকে না তা'দের,
বুঝতে পারে না তা'রা যে
তা'রা যতই কায়দা করুক না কেন,
বলবান্ বিধি কিছুতেই ছাড়বে না,
অকল্যাণ দস্তুরমত
তা'দের উপভোগ করবেই কি করবে ;
এমনতর যা'রা
ব্যতিক্রমী জাহান্নম
কোটর-চক্ষুতে তা'দের পেছু নিয়েই চলে। ৩৩১।

পিতৃ-সংস্কার ও যৌন-সংস্কার
যা' বংশানুক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে
তোমার বৈশিষ্ট্যে সহজভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,—
যদি তা' সঙ্গতি লাভ না করে সার্থক অন্বয়ে,
তবে সত্তার
জীবন-আগ্রহ-উদ্দীপ্ত প্রাথমিক সংস্কারগুলি
ও তৎসঞ্জাত সংক্ষুব্ধ ভাবাবেগ-অনুস্যূত সংস্কার
ও তৎসঞ্জাত বৃত্তিগুলি
সার্থক-সঙ্গতি লাভ ক'রে উঠতে পারে না,
ফলে, ব্যক্তিত্বের দাঁড়াও শ্লথ হ'য়ে থাকে ;
আর, যা'দের ঐ সঙ্গতি হয় না,
তা'দের আনতি-অনুবন্ধ অচ্যুত হ'য়ে ওঠে না,
আর, তা' না হওয়ার দরুণ
তা'রা অব্যবস্থ হয়,

সিদ্ধান্ত, সন্দীপনা ও ব্যবস্থিতি-বিনায়িনী সম্বেগও
তা'দের বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে,
তা'রা কোন কাজেই
চরম নিষ্পন্নতায় পৌঁছাতে পারে না,
তা'দের বৈশিষ্ট্য
প্রবৃত্তির হাতছানিতে
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে চলে,
এক কথায়, তা'রা পরিপক্ক মানসিকতায়
উপনীত হ'তে পারে না,
চপলমনা প্রকৃতি তা'দের ব্যক্তিত্বকে
পরিচালিত ক'রে থাকে ;
আর, ঐ জন্য শ্রেয়নিষ্ঠ থেকেও
তা'রা তা'দের জীবন ও কর্ম্মগুলিকে
সার্থক সুসঙ্গতিতে সম্মিলিত ক'রে
সুসঙ্গত বোধির স্ফুরণ-তাৎপর্য্যে
বিবর্ত্তনে নিজেকে
উৎসারণশীল ক'রে রাখতে পারে না,
বহুৎ করতে যায়,
করেও বহুৎ,
কিন্তু সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না তা'রা কিছুতেই,
বিভ্রান্ত বিঘূর্ণিতে
ঘূর্ণায়মাণ আবেগ নিয়ে
গর্ব্বেপ্সার লুব্ধ প্রতারণায়
ব্যক্তিত্বকে নানারকমে
বিশ্লিষ্ট ক'রে চলতে থাকে তা'রা,
সাধারণতঃ তা'দের জীবনের বয়স অপেক্ষা
অন্তঃজীবনের বয়স ঢের কমই হ'য়ে থাকে,

আর, ঐ সঙ্গতি যা'দের যত কম,—
জীবনে তা'রা সুখীও তত কম। ৩৩২।

মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শের ভিত্তিতে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ব্যক্তি-যোগ্যতার সুসঙ্গতি নিয়ে
প্রাচীন পরিবেদনার সংসূত্রে সংগ্রথিত
—বর্ত্তমান-পোষণী হ'য়ে
ভবিষ্যৎকে
স্বর্গসন্দীপনায় মূর্ত্ত ক'রে তোলার প্রাণন-দীপনায়
যে বা যা'রাই
আগ্রহশীল ও অনুচর্য্যা-পরায়ণ হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক ও সুসংহত,—
তা'দিগকেই আপনজন ব'লে ভেবে নিতে পার;
তা'ছাড়া, যে যেমনই হো'ক না কেন,
সে যতই বর্দ্ধনার উদাত্ত সুর
তোমার ব্যক্তিত্বের সম্মুখে গেয়ে যাক্ না কেন,
তা'র আভ্যন্তরীণ মরকোচ যদি ও' না হয়,
সে কিছু নয় তোমার—
প্রতারণার ডাইনী রূপ মাত্র। ৩৩৩।

বোধানুভাবিতা, সহজাত-সংস্কার ও ভাবাবেগের
যেমনতর বিন্যাস,
ও তৎসঞ্জাত ভাবসঙ্গতি যেমনতর,
মানুষের চারিত্রিক অভিব্যক্তিও তেমনই কিন্তু,
ঐ অভিব্যক্তি মানুষকে

তদনুপাতিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক'রে থাকে,
আভ্যন্তরীণ নিয়মনে
ধাতু বা প্রকৃতির ভিত্তিতে
বোধানুভাবিতা, সহজাত-সংস্কার
ও ভাবসম্বেগের বিন্যাসকে
যে যেমন সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে পারে—
সার্থক সুসঙ্গতিতে,—
ব্যক্তিত্বের বিকাশও তা'র
তেমনি হ'য়ে থাকে। ৩৩৪।

যখনই দেখছ
কোন জাতির অধিকাংশ লোক
বাহিরের পরাক্রমে অভিভূত হ'য়ে
নিজ আদর্শ ও কৃষ্টিকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা ক'রে
সেই পরাক্রমের স্তুতি-পরায়ণতায়
আত্মগৌরব অনুভব করছে—
নিজের আভিজাত্য ও কৃষ্টিকে
বৈশিষ্ট্যানুগ বিন্যাসবর্দ্ধনায় নিয়ন্ত্রিত না ক'রে,—
বুঝে নিও—
তা'দের নিজের,
নিজ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সত্তা
মুমূর্ষু হ'য়ে উঠছে,
আর, এমনতর যত বেশী হ'য়ে উঠবে,
নিজ মর্য্যাদার দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
গুরুগৌরবী উত্থান
তা'দের পক্ষে
সুদূরপরাহত হ'য়ে চলতে থাকবে ততই,

অন্তঃসারশূন্য পরপদলেহিতাই
তা'দের জীবন-বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠবে। ৩৩৫।

দৈন্যভরা বুক
মানের কাঙ্গাল চিরদিনই। ৩৩৬।

যে বা যা'রা
শ্রেয় বা শ্রদ্ধাস্পদদিগকে
অবজ্ঞা করে—অসম্মান করে,
কটুকথা বা ভঙ্গীতে বিদ্রূপ করে,
অমর্য্যাদাকর আচরণে
তাঁ'দিগকে পীড়িত ক'রে তোলে,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
মনোজ্ঞ বিনয়ী ব্যবহারে
তাঁ'দের মনোজ্ঞ হ'য়ে চলাকে
হীনতা ব'লেই মনে করে,
উদ্ধত গর্ব্বেবস্যু সংঘাতে
আত্মম্ভরি আত্মশ্লাঘার প্রতিষ্ঠায়
হিংস্র মনোবৃত্তি নিয়ে চলে,
ছোটদিগকে স্নেহলচর্য্যায় পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না,—
এমনতর হীন দৈন্যপীড়িত অন্তর যা'দের
তা'রা সুখী হওয়া দূরের কথা,
তা'দের নিজের জীবন কণ্টকাকীর্ণই ক'রে রাখে,
প্রতিষ্ঠা ভ্রূকুটি-ভর্ৎসনায়
বিদ্রূপ ক'রেই চ'লে থাকে তা'দিগকে,
জীবনে শ্রেয়লাভ করতে

কিছুতেই পারে না তা'রা,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
নিরোধী সতর্কতায়
তা'দিগকে ব্যবহার ক'রো। ৩৩৭।

ভোগপ্রলুব্ধ বা লোভপ্রত্যাশী যা'রা
তা'রা স্বভাবতঃ বঞ্চিতই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
কারণ, ঐ ভোগ বা লোভপরবশতায় অভিভূত হ'য়ে
তা'রা অলসকর্ম্মা ও অবৈধ-অর্জ্জী হ'য়ে ওঠে—
বিশ্বস্ততা, দায়িত্ব ও আত্মসম্ভ্রমকে বিদায় দিয়ে,
তাই বৈধী অর্জ্জন ও শুভপ্রাপ্তি
তা'দের জীবনে ঘ'টে থাকে কমই,
তা'রা বিপর্য্যয়ী, ছন্নছাড়া, ঠগী, ভদ্রবেশধারী হ'য়ে
অন্যকে বিভ্রান্তিতে আকর্ষণ ক'রে
নিজের স্বার্থ বা উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে
লোলুপজিহ্ব হ'য়ে ওঠে,
বিপাক-বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হওয়াই
বিধি-বিড়ম্বিত অবদান তা'দের। ৩৩৮।

যা'রা অসৎকে প্রশ্রয় দেয়—
নিরোধ করে না,
ভগবানের বিরুদ্ধে
শয়তানেরই হৃদ্য আড়কাঠি তা'রা। ৩৩৯।

সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-অনুদীপনার সহিত
শুদ্ধ ও বিশ্বস্ত অনুরাগ নিয়ে
আত্মসম্ভ্রমের সহিত

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তির
উপচর্য্যা সার্থক সুসঙ্গতি না হ'য়ে উঠছে—
সক্রিয় বিন্যস্ত সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
তোমার চরিত্র
সাম্যেই স্থিতিলাভ করতে পারবে না,
তুমি গণ-সমাজে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পার,
কিন্তু সাম্য-প্রস্বস্তি তোমার
জীবন-সম্পদ্ হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী হ'য়ে
আত্মসম্ভ্রমী বিবেক-বিচ্ছুরণায়
ইষ্টানুরঞ্জিত হ'য়ে উঠবে যতই,—
স্বভাবও শ্রেয়নির্ঘোষী তাৎপর্য্যে
সক্রিয় দীপনরাগে
প্রস্বস্তিতে সংস্থিতি লাভ ক'রে
চলতে থাকবে তেমনি। ৩৪০।

যদি প্রণত হ'তে না জান—
অন্তরের সহিত,
তবে মানুষের প্রণম্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা
তোমাকে একদিন ধিক্কার-ধুক্ষিত ক'রে তুলবে। ৩৪১।

আত্মমত্তানুদ্যোতনার অভাব
ও অলস ইষ্টানতি যেখানে,
সেখানে সার্থক সঙ্গতিশীল ব্যক্তিত্বের বিকাশ
স্বপ্ন-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়,
যেখানে ধর্ম্মেই হো'ক

বা কোন বাদেই হো'ক,
এই-জাতীয় অসঙ্গতির আমদানী যত বেশী,—
সেখানে ভ্রান্তির প্রতারণা ছাড়া
আর বিশেষ কিছু পাওয়াই কঠিন। ৩৪২।

শ্রেষ্ঠস্বার্থী না হ'য়ে
যা'রা প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ হ'য়ে চলতে থাকে—
আত্মম্ভরি আত্মপ্রতিষ্ঠাপর লোলুপতা নিয়ে,
তা'দের অন্তঃকরণ
দৈন্যদীর্ণ হ'য়েই থাকে স্বভাবতঃ,
অসহায়, অব্যবস্থ হৃদয় নিয়ে বসবাস করে তা'রা। ৩৪৩।

কৌটিল্যে দক্ষ হ'য়ে ওঠ—
যা'তে মানুষের কল্যাণ হয়, এমনতর ক'রে,—
কৌটিল্য মানে কূটনীতি,
কূটনীতি হ'লো ব্যবহারিক যুযুৎসু। ৩৪৪।

যা'রা কৃতজ্ঞ নয়,
সানুকম্পী সক্রিয় অনুচর্য্যী নয়—
স্বতঃ-উৎসারিত দাক্ষিণ্যে—
সমীচীন সদনুশ্রয়িতা নিয়ে,
তা'দের ব্যক্তিত্ব সন্দেহেরই কিন্তু। ৩৪৫।

যা'রা শুভ-সন্দীপী মীমাংসাকে অবজ্ঞা করে,
ঐক্যবিধায়ক নয় যা'রা,
অসৎ-নিরোধী শান্তিপ্রচেষ্ট নয়কো,—
তা'রা গণদ্রোহী;

আবার, যা'রা মীমাংসক,
ঐক্যবিধায়ক ও শান্তিপ্রচেষ্টদের প্রতি
অযথা সংঘাত সৃষ্টি করে,—
তা'রা শাতনেরই অনুচর,
বিচ্ছেদ, বিক্ষোভ, পতন ও অপলাপেরই অগ্রদূত,
এমনতর অসৎ-প্রবুদ্ধদের
শাসন-সংযত ক'রতে পারে না যে-সমাজ,
তা'রা জাহান্নমেরই পথযাত্রী। ৩৪৬।

ত্রিকাল-তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
গণ বা সমাজ-সংস্কারক যিনি,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠাতা যিনি,
যিনি লোক-আদর্শ,
এমনতর সংস্কারকের আসন
সবারই উচ্চে,
সবারই পূজনীয় তিনি,
বিধানের অর্ঘ্য সার্থকতা লাভ করে সেখানেই ;
ব্যষ্টিই হো'ক, সমষ্টিই হো'ক,
বর্ণানুগ সম্প্রদায়ই হো'ক,
আর, সমগ্র সমাজই হো'ক,
নায়কই হো'ক,
আর খণ্ড-সংস্কারকই হো'ক,
বিধানই হো'ক আর আধানই হো'ক,
যে বা যা'ই হো'ক না কেন,
তাঁ'র প্রতি কোনপ্রকার অবজ্ঞা, অসূয়া, অসৌজন্য
যা'রা সহ্য করে,

তা'তে যা'রা নীরব থাকে,
নিথর থাকে,
তা'রা জীবন ও বর্দ্ধনের পরম শত্রু,
অসৎ-সন্দীপী তা'রা,
ধিক্কার, দণ্ড ও সংরুদ্ধ স্বতন্ত্রীকরণই
তা'দের পক্ষে শ্রেয় অবদান,
যা'র ফলে সমাজ
দুষ্ট-সংক্রমণ ও বিষ-বিধ্বস্তিকে
এড়িয়ে চলতে পারে। ৩৪৭।

যা'রা নিজেদের উপজীবিকার খাতিরেও
সৎ ও শুভের অনুচর্য্যা ক'রে থাকে,
অর্থাৎ, সত্য ও শুভের পরিচর্য্যা-পরায়ণ,—
তা'দের অন্তর্নিহিত সাংস্কারিক গঠনই হ'য়ে ওঠে
ঐ সৎ ও শুভের অর্চ্চনা,
ঐ অনুচারী সন্দীপনাই—
ইচ্ছায়ই হো'ক
আর অনিচ্ছায়ই হো'ক—
তা'দের অন্তঃকরণে বসবাস ক'রে থাকে,
তা'দের জীবনই হ'চ্ছে
সম্ভ্রমাত্মক অর্চ্চনীয়। ৩৪৮।

যা'রা লোকের কথায় চলে,
বাস্তবতার পরিচিতি নেই যা'দের,
তা'রা মিথ্যাকে বিদীর্ণ ক'রে
সত্য ও শুভকে
স্বতঃ-স্রোতা ক'রে তুলতে পারে না। ৩৪৯।

তোমার কোন মতবাদ বা ধারণায় অভিভূত হ'য়ে
জিদ-বশতঃ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠো না—
যদি তা' সর্ব্বতো-শুভ সঙ্গত না হ'য়ে থাকে,
প্রবৃত্তি-উপজাত ধারণার সংঘাতে
তোমার ভিতরে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে,—
তা' কিন্তু ইষ্টানন্য অহংয়েরই অভিব্যক্তি,
আর, সর্ব্বতো-শুভ সঙ্গতি নিয়ে
যে অনুপ্রেরণা
আগ্রহ-উৎকণ্ঠ হ'য়ে জাগ্রত হ'য়ে চলে,
তা' সত্তারই অনুবেদনা ;
তুমি ঈশ্বরেই সার্থক হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টীতপা জীবন-অনুচলন নিয়ে,
তিনিই ধন্য । ৩৫০ ।

যা'রা মিথ্যাবাদ, মন্দ বা নিন্দাকথায়
অনুগতি-প্রয়াসী বা আস্থাশীল,
অহেতুক জটলা ও দুষ্টকটাক্ষপাতপ্রবণ,
ঠিক বুঝে নিও—
তা'রা অন্তরে ঠিক তা'ই-ই ;
আবার, যা'রা সৎ বা শুভবাদ,
প্রশংসা, শ্রী বা সুখ্যাতিতে
আদর ও অনুকম্পিতা নিয়ে
অচ্যুত সন্দীপনায়
সক্রিয় তৎ-সমর্থনী-আনুগত্যের সহিত
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী—
স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক প্রবণতায়,—

তা'রা যেই হো'ক বা যেমনই হো'ক,
অন্তরে তা'দের শুভমনুষ্যত্ব বসবাস করে,
আলাপ-আলোচনায় আলোকপাতও তা'দের
তেমনিই হ'য়ে থাকে ;
লোকের এতটুকু প্রবণতাকে
সন্ধিৎসু নজর দিয়ে দেখলে
কোথায় কেমন ক'রে চলবে,
তা' অনেকখানিই এঁচে নিতে পার। ৩৫১।

মিথ্যার প্রাচীর ভেদ ক'রে
সত্যকে যিনি
পাত্রানুগ সহজ বাস্তব সঙ্গতিতে
উন্মোচিত ক'রে তুলতে পারেন,—
তিনিই কুশল-কৌশলী,
তিনিই ধীমান ;
আর, সত্যকে যে
মিথ্যার কলঙ্কাবৃত ক'রে
দৃষ্টিপরিক্রমার বহির্ভূত রাখতে
সক্রিয় তৎপর,—
শাতন-সন্দীপী তমসার
দ্যুতিমান যাজী সেই-ই,
অসূয়া-পরবশ অসুরবুদ্ধি সেইখানে। ৩৫২।

গৌরব-অনুবদ্ধ গর্ব্বেপ্সা নিয়ে
স্বার্থ-সংশ্রয়ী সন্ধিৎসায়
আক্রোশ, হিংসা বা নিজের ঔদ্ধত্য-পরিক্রমাকে
প্রতিষ্ঠা করতে

যা'রা আত্মীয়তা, বান্ধবতা বা মিত্রতাকে
অবজ্ঞা করে বা পরিহার করে—
সহজ-সন্দীপনী সক্রিয় উপচর্য্যী অনুচর্য্যাহারা হ'য়ে,
কিংবা যা'রা সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে
বান্ধব-অনুচর্য্যা করতে জানে না,—
মনে রেখো, ইতর ব্যক্তিত্ব নিয়েই
তা'রা বসবাস করে,
স্বাঢ্য, সম্ভ্রান্ত, আত্মবীর্য্যী নয় তা'রা;
আবার, কা'রও খোসমেজাজী চাটু-পরিচর্য্যার
ইন্ধন না হ'য়ে
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষায়
সহজভাবে তা'দের তোষণ, পোষণ বা ভর্ৎসনা করলেও
যা'রা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
অন্যায়, অত্যাচার, অপমান,
দুর্ব্যবহার বা নিন্দাত্মক মিথ্যা-অভিযান
ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে প্রতিশোধ নিতে
বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে,—
তা'রাও দুষ্ট-ইতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন,
বান্ধববিহীন পরিবেশে
শাস্তির ক্রূর কটাক্ষই
তা'দের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে;
যেখানেই অমনতর গন্ধ পাও,
নিজের সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে
আরোতর ব্যবধানে নিয়োজিত ক'রো,
নির্ভর করতে যেও না তা'দের উপর,
সাবধানতা ও সতর্কতা নিয়ে
সুব্যবস্থ হ'য়ে

যতটুকু তা'দিগকে ব্যবহার করতে পার,
তা'ই ক'রো,
নয়তো, আপদের দুর্ভোগ হ'তে
রেহাই পাবে কমই। ৩৫৩।

দশ জনে কাউকে মন্দ ব'ললেই
বাস্তবে সে যে মন্দই হ'য়ে গেল—
তা' কিন্তু মোটেই নয়কো,
দেখতে হবে তা'র অবস্থা, স্থান-কাল-পাত্র,
আর, তদনুগ তাৎপর্য্যে সে লোকহিতী কিনা,
মানুষের সত্তারক্ষণী, সত্তাপোষণী প্রবৃত্তি নিয়ে
সে চলে কিনা,
মানুষ সাধারণতঃ
তা'র প্রবৃত্তি-প্রসাধনায় সংঘাত বা বাধা পেলেই
কাউকে মন্দ ব'লে থাকে,
আক্রুদ্ধ হ'য়ে থাকে তা'র প্রতি;
তাই, অমনতর যা'রা,
তা'দের মতবাদের উপর দাঁড়িয়ে
কাউকে ভাল বা মন্দ ব'লে ধ'রে নিতে যেও না,
যদি দেখ—
মানুষের সত্তাসংরক্ষণী, সত্তাসম্পোষণী
প্রদীপনা নিয়ে
সে চলে—সক্রিয় হ'য়ে,
তা'কে ভাল ব'লেই ধ'রে নিও,
নয়তো ঠকবে,
মানুষের সত্তা-অনুচর্য্যী যে
তা'কেই হারাবে। ৩৫৪।

ম'রে জীবন্ত থাকা যায় না সত্য,
কিন্তু বেঁচে থাকতেও
যা'রা জীবনকে উপভোগ করতে দেয় না,
তা'রা মৃত্যুর চেয়েও অভিঘাতী বেশী। ৩৫৫।

যা'রা অলীক ধারণা-অভিভূতি নিয়ে,
দেখে বা চলে,
আর, অসঙ্গত অবাস্তব সন্দেহ নিয়ে
আত্মপ্রবঞ্চনা তো করেই—
তা' ছাড়া অন্যকেও কষ্ট দেয়,
তা'দের বোধায়নী ভিত্তিই হ'চ্ছে মূঢ়,
অসঙ্গত বাহবার আত্মপ্রসাদই
তা'রা উপভোগ ক'রে থাকে। ৩৫৬।

যেখানেই যাও না কেন,
বা যে-ব্যাপারেই পরিবৃত থাক না কেন,
ঐ ব্যাপার-উপলক্ষে
পরিবেশের প্রত্যেক গণ ও গুচ্ছ হ'তে
যা'-যা' জানা উচিত
তীক্ষ্ণ ও তড়িৎ-সন্দীপনায়
সেগুলিকে সংগ্রহ করবেই কি করবে—
কু-এর প্রতিবিধান ক'রে
সু-এর সদনুচর্য্যায়;
তা' ছাড়া, তোমার বিধৃত কোন ব্যাপার
যদি না থাকে,
তা'ও ঐ পরিবেশের অবস্থা, চলন
ও জীবনগতি-সম্বন্ধে

যা'-যা' জানা উচিত
বা সংগ্রহ করা উচিত,
তা' করতে এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না—
ঐ অমনতরই কু-এর নিরোধপ্রেরণা নিয়ে,
সু-এর সদনুচর্য্যী সদনুপ্রেরণা-সম্বুদ্ধ হ'য়ে ;
এতে তোমার জীবনচলনার প্রবোধনা ও প্রস্তুতি
অনেকখানি সুগম হ'য়ে উঠবে—
সহস্র বাধা-বিঘ্নের ভিতরেও। ৩৫৭।

বেকুবরাই অভিমান-সর্ব্বস্ব হ'য়ে থাকে,
আর, এই অভিমানই নরকের ভিত্তি। ৩৫৮।

তোমার আভ্যন্তরীণ বোধায়নী সংগঠন যেমন—
তোমার শারীরিক সংস্থিতিও
সন্দীপ্ত হয় তেমনতরই,
আবার, ঐ বোধায়নী সংগঠন যেমনতর,
তোমার চিন্তাপ্রণালীও তেমনতরই,
তাই, তোমার ব্যক্তিত্ব
কেমনতর সঙ্গতি লাভ করেছে—
অন্তরে ও বাহিরে,—
তোমার বোধ, চিন্তা ও চারিত্রিক অভিব্যক্তিই
তা'র পরিচায়ক। ৩৫৯।

অসৎ-প্রকৃতি, ধর্ম্মধ্বজী, লোকদূষক,
লোকের বিভ্রান্তি উৎপাদন ক'রে
জীবিকা আহরণ করা যা'দের ব্যবসায়,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির

বিকৃত, ব্যভিচার-বিজ্ঞাপনী অর্থে
মানুষকে ভ্রান্ত ক'রে
যা'রা শাতন-অনুচর্য্যা-উন্মাদনায়
ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহানদের প্রতি
যা'রা স্বতঃই বিদ্বিষ্ট, বীতশ্রদ্ধ ও নিন্দাপরায়ণ—
প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক আর পরোক্ষভাবেই হো'ক
তাঁ'দের অঙ্গাঙ্গী সংশ্রয়ী হ'য়ে উঠতে পারে না যা'রা,
তাঁ'দিগেতে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
একসূত্র-সঙ্গতি লাভ ক'রে
তাঁ'দের আপদে, বিপদে ও উদ্দেশ্য-উদ্‌যাপনে
যা'রা বুক দিয়ে দাঁড়াতে তো জানেই না,
বরং তাঁ'দের দুর্দ্দশা, দুর্ভোগ ও ব্যাহতিতে
উল্লাস বোধ করে,—
তা'রা যতই মোলায়েম বা ক্রূর চাল নিয়ে
চলুক না কেন,
তা'রা মহান তো নয়ই,
সৎও নয়,
সাধুও নয়,
বরং দুশমণ-প্রকৃতির,
তাই, লোক-কল্যাণার্থে প্রয়োজনমত
তা'দের স্বরূপ বর্ণন করতে হ'তে পারে,
আবার, ঐ স্বরূপ বর্ণন করতে গিয়ে
তোমার আক্রোশও উদ্দীপ্ত হ'তে পারে,
কিন্তু তাই ব'লে ঘৃণা করতে যেও না,
বরং খল-স্বভাবকে পরিজ্ঞাত হও,
আর, খলকে যদি পার

সংস্থার্থী ক'রে তোল,
তা' যত পারবে,
লোকহিতীও হ'য়ে উঠবে তুমি তত ;
অবশ্য সব সময় প্রস্তুত থেকো—
যা'তে তা'রা আক্রুষ্ট হ'য়ে
তোমার কোন ক্ষতি করতে না পারে । ৩৬০ ।

যে
কাউকে তোমাতে
প্রীতি-অনুচর্য্যা-প্রবুদ্ধ না ক'রে
প্রলুব্ধ ক'রে
অন্যকে তোমার শোষক ক'রে তোলবার প্রকৃতিসম্পন্ন,—
নিজের এতটুকু সুবিধার জন্য
তোমার প্রভূত ক্ষতি করতেও
কুণ্ঠা বোধ করে না,—
অন্যের স্বার্থ-অনুকম্পী যৌক্তিকতা নিয়ে
নিজের মান, মর্য্যাদা, প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
অন্যেরও তৎপ্রবৃত্তিকে উস্‌কানি দিয়ে চলে,—
তোমার স্বার্থ-সংরক্ষণ
ও সত্তাপোষণ বা আপূরণে
মৌখিক অনুকম্পা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে
বা যেমন ক'রেই হো'ক
নিজে নেওয়ায় লোলজিহ্ব হ'য়েও
অন্যকেও তোমার রক্তশোষক ক'রে তুলতে
উদার-উচ্ছল যৌক্তিক কর্ম্মপ্রেরণা নিয়ে চলে,—
সে যে-ই হো'ক না কেন—
সে তোমার আত্মীয়ও নয়,

বান্ধবও নয়,
সন্ততি-স্থলীয়ও নয়,
মৌখিক বান্ধবতার ছদ্মবেশে
গুপ্ত শোষক ও শত্রু,
তা'র বাহ্যিক প্রীতি-প্রদীপ্ত আচরণেই হো'ক,
বা লোক-দেখান অন্তরাসী ব্যবহারেই হো'ক,
আস্থা স্থাপন ক'রো না,
বরং বিনায়িত ব্যবহার নিয়ে
যথাসম্ভব দূরে থাকতেই চেষ্টা ক'রো,
কারণ, প্রীতি যেখানে প্রকৃত
সেখানে সে প্রিয়ের স্বার্থকে
নিজের স্বার্থের মতই দেখে থাকে,
তা'র বিপরীত যেখানে—
সেখানে প্রীতির অস্তিত্ব-কল্পনা ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা
সত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হ'তে পারে। ৩৬১।

তোমার শ্রেয়নিষ্ঠা,
বাক্-প্রদীপনা,
আচরণ, ব্যবহার,
কর্ম্মানুশ্রয়িতা, ভাবভঙ্গী
যতই শ্রেয়ানুগ সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
মানুষের অন্তরকে
প্রীতি-উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করতঃ
শ্রদ্ধাসম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,—
যা'র ফলে, অনুশ্রয়ী তৎপরতায়
তোমার ঐ আচরণগুলি অনুসরণ ক'রে

এবং তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে
প্রত্যেকে নিজেকে সার্থক ব'লে মনে করবে,
এমন-কি, ঐ সার্থকতার প্রলোভন এড়িয়ে চলাই
তা'দের পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠবে,
তা'রা তা'তে অন্তঃকরণে অস্বস্তি বোধ করবে,—
তোমার ঐ চরিত্র-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব
স্বতঃই লোক-শিক্ষক হ'য়ে
আত্মপ্রকাশ ক'রে চলবে ততই ;
শ্রেয়-দীক্ষায় তোমার যা'-কিছু সব চরিত্রকে
সার্থক ক'রে তোল,
শ্রেয়ার্থ
পরিবেশে চারিয়ে
তা'দিগকে শ্রেয়-প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক,
তোমার জীবনের কোহিনূর-মুকুট ঐ-ই। ৩৬২।

কুষ্ঠরোগীদের যেমন একটা প্রবৃত্তিই হয়—
সুস্থদের সংস্রবে থাকা
ও মেলামেশা করা,
যা'র ফলে, সুস্থরা সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে সত্বরই,
তেমনি প্রতিলোম-সংশ্রয়ী যা'রা
বা তৎ-সংস্রব-সঞ্জাত যা'রা
তা'দের একটা স্বতঃ-প্রণোদনাই হ'য়ে ওঠে
স্বস্থ-বৈশিষ্ট্যশীল যা'রা
তা'দের বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে
আপ্তীকৃত করা ;
কিন্তু যা'দের ভিতর এমনতর
বিরুদ্ধ অন্তঃক্ষেপের সৃষ্টি হয়নি,

নিজেদেরই বৈশিষ্ট্যমতন
তা'দের স্বতঃ-প্রবণতাই থাকে—
স্বস্থ-বৈশিষ্ট্যশীল যা'রা
তা'দের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করা ;
আর, ঐ অমনতর অভিশপ্ত যা'রা—
তা'রা কুক্রিয়, কুৎসিত,
হীনম্মন্য রোষ-কষায়িত অভিসম্পাতে
দুর্দ্দমনীয় ব্যভিচার-প্রণোদনায়
সৌম্য, স্বস্থ ও সুশ্রীদিগকে
ঐ কুৎসিতেই পর্য্যবসিত করতে চায়,
এটা পাতিত্যেরই প্রাকৃতিক আক্রোশ। ৩৬৩।

সুব্যবস্থ সুসঙ্গত যা'রা নয়—
বিহিত আত্মনিয়ন্ত্রণে,
নিয়মানুবর্ত্তী অনুচলনে,—
তা'রা তা'দের নিজের তো বটেই,
আরো অন্যেরও অগ্রগতির অন্তরায় ;
নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মেরে
'হা হতোঽস্মি' ব'লে চীৎকার ক'রলে কী হবে ?
নিজের রোগ নিরাকরণ কর,
অন্যকেও সুস্থ ক'রে তোল—
শ্রেয়নিরত থেকে—
তদনুগ নিয়মনে,
প্রসাদ-প্রদীপনায় তৃপ্ত ও দীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার ভিতরেও
শৃঙ্খলার শুভ-গায়ত্রী। ৩৬৪।

সহযোগিতায় যে সংঘাত হানে,
সে তা' হারায়—
তা' সব দিক্ দিয়ে। ৩৬৫।

অন্তরে যখন দুর্ভাগ্যের আগমসঙ্গীত
আরম্ভ হয়,
তখনই প্রথমেই আসে—
গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা,
ও তাঁদের কাছ-থেকে তোয়াজলাভের অভিলাষ,
নিজের ধারণার পরিপোষণী সন্ধিৎসা
ও তৎপ্রাপ্তির প্রয়াস—
তা' যতই ভ্রান্ত হো'ক না কেন,
দাম্ভিক অনুরাগ,
আত্মপ্রশংসা ও খ্যাতির ঔদ্ধত্য-অভিনিবেশ,
অন্যের সুখ্যাতিতে আক্রোশ ও ক্ষোভ
এবং তা' মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা,
আত্মসমর্থনী ইতর অনুযোগ,
অন্যকে সহ্য করার প্রবৃত্তিহীনতা,
বা অন্যকে খুশী করার অনুচর্য্যায়
নিজেকে সঙ্কীর্ণ মনে করা,
না ক'রে, না দিয়ে
অনুরক্ত লোকদের প্রতি দাবী,
অর্থক্ষয় ক'রেও পরতোষণার ভিতর-দিয়ে
নিকট যা'রা, তা'দের জব্দ করার অভিপ্রায়,
অহঙ্কার-বিমূঢ়-চিত্ততা,
পর-অনুচর্য্যাকে বিদায় দিয়ে
আত্মানুচর্য্যার দাবী,

ও তা'র এতটুকু অভাবেই ক্ষোভ,
যা'র কাছেই আত্মসমর্থনী কিছু না পাওয়া যায়—
তা'র প্রতিই বীতরাগ বা শত্রুভাবাপন্নতা,
তা'কে অপদস্থ করার প্রচেষ্টা,
অন্যের অসাক্ষাতেই হো'ক—
বা সাক্ষাতেই হো'ক—
পর-কুৎসা,
অকৃতজ্ঞতা,
অভিসম্পাত,
গর্ব্বদৃপ্ত আত্মম্ভরিতা,
নিষ্ঠাবিহীন, সেবাবিহীন, কর্ম্মবিহীন হ'য়েও
শ্রেয় যা', উচ্চ যা',
তা'ই ব'লে দাবী,
আর, দাবীর অপূরণে তৎ-নিন্দা,—
ইত্যাদি রকমই হ'চ্ছে
দুর্ভাগ্যের গর্দ্দভ-হুঙ্কার ;
তাই, ওগুলি হ'তে
যা'তে বিরত থাকতে পার,
তাই ক'রো,
এবং নিজের দুর্ব্বলতা বুঝতে পারলে
তৎক্ষণাৎই সংশোধন ক'রো—
শ্রেয়ার্থ-অনুরঞ্জনায়,—
সার্থক হবে। ৩৬৬।

যে আত্মনিয়মন-বিমুখ,
ইষ্টার্থ-উপচয়ী তপঃ-তৎপরতাহারা,
তা'র ব্যক্তিত্বও বিশ্লিষ্ট,

আবার, তেমনি অন্যকেও সে
বিনায়িত করতে পারে না,
পরিবার ও পরিবেশও
তা'তে বিনায়িত হ'য়ে
তদুপচয়ী হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'র নিজের ঐ বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বই
তা'র বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়,
তাই, তা'তে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
কেউ তা'র উপচয়ীও হ'য়ে উঠতে পারে না;
ঈশ্বরই আধিপত্য,
ঈশ্বরই উপচয়ী এষণা,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনের ধাতা,
যা'-কিছু প্রত্যেকেরই
সুকেন্দ্রিক সুমেরু তিনিই। ৩৬৭।

ইষ্টার্থ-অনুদীপনা যা'র যেমন স্খলিত,
খাঁকতিসম্পন্ন বা সঙ্গতিহারা,
সে তেমনি ত্রুটিসঙ্কুল হ'য়ে থাকে—
ব্যতিক্রমী-বিভ্রান্ত অনুবেদনায়;
আবার, যে যেমন ত্রুটিসঙ্কুল,
ইষ্টার্থে বিনায়িত নয়—
সক্রিয় সন্দীপ্ত অনুবেদনা নিয়ে,
সে অন্যের ত্রুটিকেও বিনায়িত ক'রে
খাঁকতির অপনোদন ক'রে
স্খলনকে যোগসমৃদ্ধ ক'রে
এক-কথায়, বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিকে জোড়া লাগিয়ে
ইষ্টার্থে অনুদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে তত কমই—

ক্রমান্বয়ী তৎপর ক'রে ;

বেশ নজর রেখো,

ইষ্টার্থে ত্রুটিসঙ্কুল হ'য়ো না,

ক্রমান্বয়ী তৎপরতা নিয়ে চলতে থাক —

ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে,

তাঁ'তে অর্থান্বিত ক'রে যা'-কিছু তোমার,

তাঁ'কে উপচয়ী স্বার্থ ক'রে,—

উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা তোমাতে সেবানিরত থেকে

অর্থান্বিত হ'য়ে

ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ করবে ;

শ্রী

ঈশিত্বেরই সেবানুদীপ্ত বিকিরণা,

প্রীতিই আকর্ষণী অনুবেদনা,

আর, আধিপত্যেই ঐশী উদ্বোধনা। ৩৬৮।

তুমি নিজে ইষ্টার্থপরায়ণ হবে না,

ইষ্টার্থে বিন্যাস ক'রে তুলবে না নিজেকে,

তোমার জীবনকে বিচ্ছিন্ন প্রেরণার ভিতর

সুকেন্দ্রিক ক'রে রাখবে না—

আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, চাল-চলনে,

কুশল-কৌশলী বোধায়নী তৎপরতা নিয়ে,

এক-কথায়, পরিশুদ্ধ হবে না তুমি,

অথচ হরদম 'পরিবেশের প্রত্যেকে পরিশুদ্ধ হো'ক' ব'লে

চীৎকার ক'রে বেড়াবে,

নিন্দা করবে তাদের,

কিন্তু সুকেন্দ্রিক আদর্শপরায়ণ ক'রে তোলার,

ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলার

সার্থক বিন্যাস-বিনায়নী কোন কর্ম্মই করবে না—
প্রীতি-পরিচর্য্যা নিয়ে,
তা' কি হয় ?
যতদিন তা' না হ'য়ে অমনতর চলছ,
তুমি বিচ্ছিন্ন বাতুল-কর্ম্মা,
কেন্দ্রহারা, পথহারা উল্কার মতন তুমি ;
যদি বোঝ—
এখনই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শানতি নিয়ে
নিজেকে সার্থক বিন্যাসে
বাক্য, ব্যবহার, আচার ইত্যাদির
অনুশীলনায় চলতে থাক,
প্রীতিদীপনায় অনুরঞ্জিত ক'রে তোল
পরিবেশের প্রত্যেককেই সক্রিয়ভাবে,—
এই হ'চ্ছে পরিশুদ্ধির আগমনী তোমার জীবনে ;
সৃষ্টি যতই বিচ্ছিন্ন হো'ক না কেন,
তা' সুসংহত,
আর, এই সংহতি
আকর্ষণ-অনুবন্ধের ভিতর-দিয়ে
বিকর্ষণকে এড়িয়ে
অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলেছে,
তাই, সব-কিছু নিয়েই সে সুকেন্দ্রিক,
ঈশ্বর সবারই কেন্দ্রস্বরূপ—
আত্মিক সম্বেগ। ৩৬৯।

জৈবী-সংস্থিতির সমাবেশ যা'র যেমন নিকৃষ্ট,—
প্রকৃতিও তা'র তেমনি হ'য়ে থাকে,
আবার, প্রকৃতি-পরিধৃত প্রবৃত্তিগুলিও

তেমনতর ক'রেই চলৎশীল তা'র,
তা'র শ্রেয়শ্রদ্ধা শ্লথই হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ,
শ্রেয়-আনতি দুঃখদ ব'লেই মনে করে সে স্বভাবতঃ,
আত্মস্বার্থের পরিপ্রেক্ষায়
তা'র আচার, ব্যবহার, বাক্য-বিনায়না
নিয়ন্ত্রিতও হ'য়ে থাকে তেমনি,
পরার্থ-বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে আত্ম-সংরক্ষণা
বা বিভব-পরিভৃত হওয়া
তা'র ধারণায়ই ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে পারে না,
স্বার্থসঙ্কুল ঔদ্ধত্যপ্রবণ গর্ব্বের ভিতর-দিয়েই
স্বীয় ব্যক্তিত্বের গৌরব অনুভব ক'রে থাকে সে,
অন্যের কাছে সে যা' সাহায্য পায়—
তা' যেমনতরই হো'ক—
তা' হ'তে নিয়ে আত্মপরিপোষণায় প্রকৃতিসিদ্ধ
দেখতে পাওয়া যায় তা'কে সাধারণতঃ,
যে বা যা'রা তা'কে দেয়,
তা' নিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে
অন্যের পরিচর্য্যী বা পরিপোষণী
ক্ষমতা বা যোগ্যতা
আহরণ করতে সে নারাজই হ'য়ে থাকে,
এবং সে-কথা বললেও
দুঃখ, অপমান, অভিমান বা অবসাদ বোধ করে,—
কা'রও কাছে পেলে
তা'কে পুষ্ট করবার অতিশায়নী আগ্রহ
উদ্দীপ্তই হ'য়ে উঠতে চায় না তা'র অন্তরে,
বরং তা'কে আরো-আরো শোষণ করবার প্রবৃত্তিই

উদগ্র হ'য়ে ওঠে,
তাই, সে ধনী হ'লেও ইতরমনাই হ'য়ে থাকে,
দরিদ্র হ'লেও নোংরাই হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ,
শ্রেয়তপা সদাচারসম্পন্ন হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে
পরপোষণী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না সে,
নষ্ট বা ভ্রষ্ট পথই
সহজ ব'লে মনে হয় তা'র কাছে,
তাই, সে যেই হো'ক আর যেমনই হো'ক,
অভাবক্ষুব্ধই থেকে থাকে
দেখতে পাওয়া যায় ;
নিয়ামক বা নিরাময়ক তা'র একমাত্র—
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায় ইষ্টতপা হ'য়ে
তৎস্বার্থে নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে
তৎপরিচর্য্যায় নিরত হওয়া,
আর, পারিপার্শ্বিকের মধ্যে
বিক্রুত, বিধ্বস্ত যে বা যা'রা—
দায়িত্ব নিয়ে
পরপ্রীতি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে আহরণ ক'রে
তা'দের সেবা-সন্দীপনায় নিজেকে সন্দীপ্ত ক'রে তোলা ;
নয়তো, তিমির তুর্য্য-নিনাদে
তা'দিগকে ধিক্কার-দণ্ডিত করতে
কিছুতেই ছাড়বে না,
ঈশ্বর মঙ্গলময়,
ঈশ্বরে সুসন্দীপ্ত পবিত্র অনুরাগ-অনুচর্য্যাই
মানুষের জীবন-বিভব। ৩৭০ ।

তোমার এমনতর বন্ধু যদি কেউ থাকে,
যে তোমার শত্রুকে
তোমাতে আনত ও উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে,
তা'র বান্ধবতাই কিন্তু তোমার
শ্রেয় গৌরবের বস্তু ;
আবার, কেউ যদি তোমাতে
সংঘাত-উদ্যত হ'য়ে থাকে,
এবং তোমার হ'য়ে কেউ যদি
তা'কে ব্যর্থ ও নিবৃত্ত ক'রে
অনুতপ্ত, আনত
ও বান্ধব-নিবদ্ধতায় সুদৃঢ় ক'রে তুলতে পারে তোমাতে—
তা' যে রকমেই হো'ক,
সেও কিন্তু তোমার পরম বান্ধব,
তোমার প্রতি তাঁ'র মৈত্রী-আলিঙ্গন স্বতঃ-সম্বেগী ;
যেখানে মৈত্রী,
সংহতি যেখানে,—
ঈশ-আশিস্‌ও পরাক্রম-প্রদীপ্ত সেখানেই। ৩৭১।

সুনিষ্ঠ একমুখিনতা যেখানে নাই,—
ব্যক্তিত্বও সেখানে বিক্ষিপ্ত,
বোধি, মন ও মগজের ধারণাশক্তিও
সঙ্গতিহারা, উচ্ছৃঙ্খল সেখানে
বিশৃঙ্খলার বিপর্য্যয়ী বিকারে। ৩৭২।

বোধ যেখানে বিশৃঙ্খল,
বিচ্ছিন্ন,
সঙ্গতিহারা,

সার্থক-অন্বয়ে সুসম্বদ্ধ নয়—
সুসংশ্রদ্ধ বিন্যাস নিয়ে,—
ছন্নতার বসবাস সেখানেই। ৩৭৩।

শাতন-তান্ত্রিকতাকে পরাভূত ক'রে
বা অতিক্রম ক'রে
দক্ষ-বিনায়নী তৎপরতায়
কে কতখানি সত্তা-তান্ত্রিকতার
প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও প্রবর্ত্তন করতে পারল—
কুশল-কৌশলী বোধিবীক্ষণায়
তৎপর-বিনায়নী তাৎপর্য্যে,—
তাই কিন্তু দেখার জিনিস—
সুবীক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে,
তাই কিন্তু জ্ঞাতব্য,
অধিগম্যও তাই;
আর, ঐ সত্তা-তান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্দ্ধন
যে যতখানি করতে পারে,—
উচ্চ-মানবতায় সে ততখানি অধিষ্ঠিত,
অর্য্যনীয়ও সে তেমনি.
ঐ অধ্যয়নী অধিপতি
মানুষের অমৃত-আশিস্;
ঈশ্বরই অমৃত,
ঈশ্বরই অধিগমন,
ঈশ্বরই অধ্যয়নী সার্থকতা—
সত্তার সার্থক সত্ত্ব। ৩৭৪।

আদর্শ যা'দের বহুধাবিচ্ছিন্ন,
সংহতি শ্লথ যা'দের,

যোগ্যতা খিন্ন যেখানে,
প্রস্তুতি যা'দের অব্যবস্থ, অপ্রচুর,
বর্দ্ধনা যা'দের বিকৃত বা বিধ্বস্ত,—
দুর্ব্বল তা'রা স্বভাবতঃই,
বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্তও তা'রা তেমনি ;
আদর্শহীন যা'রা,
অযোগ্য যা'রা,
অসংহত যা'রা,
জীবনেও তা'রা বিড়ম্বিত ;
প্রকৃতি উপযুক্তেরই জয়গান করে,
যা'রা যেমন যোগ্য—
তা'দের জন্য তেমনতর মর্য্যাদার
আসন বা অবস্থান নির্ণয় ক'রে দেয়,
বাঁচবার, বাড়বার দাবীকেও তা'দের
ঐ প্রকৃতিই আপূরিত ক'রে থাকে ;
ঈশ্বর সুকেন্দ্রিক ইষ্টীতপা অভিধ্যায়িতায়
ধৃতি-সম্বেগ,
সংহতিতে তিনি শক্তিস্বরূপ,
যোগ্যতায় তিনি পরাক্রম—
আপোষণ-তৎপর,
কৃতিত্বে তিনি আধিপত্য,
বোধিদীপনী কুশল-তৎপরতায়
তিনি সার্থক-বিন্যাস,
তিনি সবারই আপূরণী কেন্দ্র। ৩৭৫।

কোন্ অনুদীপনায়
তুমি কেমনতর বোধ কর,

আর, সেই বোধ
কী ধারণাই বা সৃষ্টি করে তোমাতে,
আবার, ঐ ধারণা কোন্ প্রবৃত্তিকে বা
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলে
তোমাকে কোথায় কোন্ কর্ম্মে নিয়োজিত করে,—
সেইটুকু হিসাব ক'রো ;
এইটুকুর পর্য্যবেক্ষণে তুমি বুঝতে পারবে—
তোমার ব্যক্তিত্ব কেমনতর,
কেমনতর কোন্ কেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে
কী বোধিসঙ্গতি নিয়ে
কোন্ সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে উঠেছে
তোমাতে তা,'
আর, তা' কতখানি শ্লথ, শক্ত, বা বিচ্ছিন্ন,
তা'র বাস্তবতার সাথে সংস্রবই বা কতখানি ;
ঈশ্বরই সত্তার সত্ত্ব,
যা'-কিছুরই বিনায়নী সম্বেগ,
তিনিই ধৃতি,
তিনিই সার্থক সুসঙ্গতি। ৩৭৬।

সৎ যা',
সত্তাপোষণ-বর্দ্ধনী সৎ-অনুপ্রাণতা যেখানে,
তা'কে যা'রা সমর্থন করতে পারে না,
অনুচর্য্যা করতে পারে না,
তা'তে অনুকম্পাবিহীন তো বটেই—
তা' ছাড়া বিরোধ বা নিরোধই সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
যা'দের সৎ-প্রীতি নেই,
অসৎ-সন্ধিৎসুই যা'রা প্রায়শঃ,

যা'রা ভালকেও অসৎ-রঙ্গিল ক'রে দেখতে চায়,—
মনে রেখো—
তা'রা যত বড় লোকই হো'ক না কেন,
ভাল লোক তো নয়ই,
বরং অসৎ-সংক্রমণী শাতন-দূত,
সাবধান!
ঈশ্বরই সৎ,
সত্তার সত্ত্বই তিনি,
সৎ-অনুপ্রাণতাই ঈশী-তপ। ৩৭৭।

তুমি যত যেমন সংস্রবে
তোমার জীবন অতিবাহিত করবে
যতদিন ধ'রে—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুচর্য্যায় বিরত হ'য়ে—
তোমার জীবনও ক্রমশঃই
তদ্‌গুণান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকবে—
প্রকৃতির অযৌন জনন-প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে;
তোমার ব্যক্তিত্ব যদি পরিস্থিতিকে
বিনায়িত করতে না পারে,
পরিস্থিতি তোমার ব্যক্তিত্বকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
তাই, ঐ শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুচর্য্যায় নিরেট হ'য়ে
যা' করবার তা' ক'রো;
তোমার উন্নতি বা অবনতির
একটা প্রধান সংশ্রয়ই হ'চ্ছে—
সঙ্গ বা সংস্রব,
তাই, নিজেকে যেমনভাবে পরিপোষণা দিয়ে

যেমন হ'তে চাও,
তুমি তেমনি সঙ্গ বা সংশ্রবে
নিজেকে ন্যস্ত ক'রো,
চ'লোও তদনুগ চলনে ;
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
তাঁ'র অনুপ্রেরিত পুরুষোত্তম
মানুষের প্রিয়পরম,
তিনিই ঈশ্বরের ব্যক্ত মূর্ত্তি,
আর, তিনিই যুগ-প্রভু। ৩৭৮

মানুষের প্রয়োজন ও করণীয় সম্পর্কে
সুসঙ্গত বিহিত বোধ ও তদনুগ বিনায়ন—
তাই হ'চ্ছে বোধিমর্ম্ম বা ব্যক্তিত্বের বাস্তব প্রকাশ,
যেখানে প্রয়োজন আছে—
করণীয় নাই,
দাবী আছে—
দেওয়া নাই,
বিহিত চলন নাই—
অথচ মর্য্যাদা-প্রলোভন আছে,—
তা' কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ অহংএরই
অট্ট-আকৃতি ছাড়া কিছুই নয়কো ;
মানব-ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
ইষ্টার্থপরায়ণ অনুবেদনী অন্বিত
তৎ-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে—
আত্মবিনায়নী পরিবীক্ষণায়,—
সুসঙ্গত বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে
বাক্যের ভিতর-দিয়ে

ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে,
সৌজন্য-আপ্যায়নার ভিতর-দিয়ে ;
যেখানে এগুলি সব অসমঞ্জস,
সেখানে মানবীয় অধিকারের দাবীদাওয়া
অনভ্যস্ত অকর্ম্মক অহং-লালসা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
এমনতর চাহিদার পাওয়াও
প্রাপ্তিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারে না,
কারণ, তা' যোগ্যতার মর্য্যাদাকে বহন করে না ;
আকূতি-সম্বুদ্ধ অনুবেদনী অনুশীলনার
কেন্দ্রার্থপরায়ণ সুচেতা-পটুত্বই
বহুদর্শিতাকে আহরণ ক'রে
বোধি ও প্রীতিকে সজাগ-সম্বুদ্ধ ক'রে
যোগ্যতাকে জীয়ন্ত ক'রে তোলে,
অর্জ্জন সেখানে উর্জ্জী-তৎপর হ'য়ে
আত্মনিবেদন-অভিসারে
বিভব-মুখর হ'য়ে ওঠে,
তাই, সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
ইষ্টীতপা অনুবেদনায়
অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতাকে আহরণ কর—
সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই সার্থক-সন্দীপনা,
ঈশ্বরই নন্দনার স্পন্দন-সম্বেগ,
ঈশ্বরই কর্ম্মের প্রেমসন্দীপনী সক্রিয় অনুপ্রেরণা,
ঈশ্বরই প্রেমস্বরূপ। ৩৭৯।

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তমকে স্বীকার ক'রে,
গ্রহণ ক'রে,
বা তাঁ'তে আত্মোৎসর্গ ক'রে
তদনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায় তৎ-তপা হ'য়ে
সুসঙ্গত তৎপরতার সহিত
নিজদিগকে বিনায়িত না ক'রে
বা উদ্ধত অবজ্ঞায়
প্রবৃত্তির পাশব খেয়ালে
নিজেদের বিহ্বল ক'রে
তৎ-তপা অনুচর্য্যায় বিরত হয়,
বিশ্বস্ত অনুবেদনাকে ব্যাহত ক'রে
ব্যতিক্রম-আচারী হ'য়ে ওঠে,—
হতভাগ্য তা'রা ;—

হতভাগ্য তো বটেই,
তা' ছাড়া অস্তি-বৃদ্ধির দূষক হ'য়ে
তা'রা গণ-সংহতিকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আচার, আয়ু ও উদ্বর্দ্ধনাতে
যুগপৎ সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
শাতন-দীপনায়
সংহারকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
তা'রা যেমন আত্মবঞ্চক,
পরবঞ্চকও তেমনি,
প্রতারণা-পরামৃষ্ট হৃদয় তা'দের
সংঘাত-উপঢৌকনকেই আমন্ত্রণ করে,
যদিও তা'রা তা' চায় না ;
এইভাবে মানুষের ক্ষমালাভে ব্যাহত হ'য়ে

তা'রা মানুষকেই দোষ দিয়ে চলে,
এবং ঈশ্বর কবে তা'দের এই যন্ত্রণা হ'তে
মুক্ত ক'রে তুলবেন—
অধীর হ'য়ে তা'রই প্রতীক্ষা করে,
এই আগ্রহ যদি কখনও তা'দিগকে
ইষ্টানুধ্যায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে,
তখনই তা'রা মুক্তির পথ পায়;
ঈশ্বর করুণাময়—
চির-ক্ষমাশীল,
যোগনিরত অন্তরের ভর্গদেবতা তিনি,
তিনিই ধারণ-পালনের স্থিতি-সম্বেগ,
আধিপত্যের উদাত্ত আহ্বান,
পরাৎপর তিনিই,
পরমেশ্বর তিনিই। ৩৮০।

যা'রা আপ্যায়না জানে না,
অথচ সৌজন্যের বড়াই করে,
তা'দের ব্যক্তিত্ব ভদ্র-বিনায়িত নয়কো। ৩৮১।

ইষ্টার্থে যা'রা
সরাসরি অন্তরাসী হ'য়ে ওঠেনি,
ঐ ইষ্টার্থই মুখ্য-স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি যা'দের,
তা'রা যে শুধু নিজেদের প্রবঞ্চিত ক'রে তুলবে—
আসক্তির শীত কুঞ্চনে,—
তা' নয়,
ব্যর্থতার বিদ্রূপ-কটাক্ষ
তা'দের জীবনে শোচনীয় গ্লানির সৃষ্টি করবে—
তা' কিন্তু প্রায়শঃই। ৩৮২।

তোমার ব্যক্তিত্ব যদি
স্বকেন্দ্রিক সুসংশ্রয়ী না হ'য়ে ওঠে--
সুসঙ্গত আত্মবিনায়নায়,
প্রবৃত্তিগুলিকে সার্থক-অন্বয়ী ক'রে,
অনুশীলনী তৎপরতায়,—
তুমি যে বিষয়, ব্যাপার বা কর্ম্মে অভ্যস্ত
তা'-ছাড়া নূতন কিছুর সম্মুখীন হ'তে হ'লে
তা'কে নিষ্পন্ন করা
তোমার পক্ষে দুরূহই হ'য়ে উঠবে,
লোকায়ত্তী সাত্ত্বিক-অভিদীপনা
তোমার ব্যক্তিত্বে
দক্ষ, কুশল-কৌশলী বোধি-তৎপরতা নিয়ে
বাক্য ও চরিত্রে উদ্ভাসিতই হ'য়ে উঠবে না ;
লোকে অন্তরের গভীরতম আকূতি নিয়ে
তোমার সত্তাকে
তা'দের সত্তা-সংশ্রয়ী ক'রে
সুনিবদ্ধই থাকতে পারবে না ;
নিজে গভীর না হ'লে
আত্মবিন্যাসী তৎপর-অনুবেদনা নিয়ে
লোকের অন্তরের মর্ম্মস্থলকে
মর্ম্মদীপনায় উদ্দীপিতই ক'রে তুলতে পারবে না,
যা'ই-কিছু কর না কেন,
যেমনতর আবেগ নিয়েই তা' ধর না কেন,
মানুষের অন্তরে ভাসা-ভাসাই হ'য়ে থাকবে,
তোমার কর্ম্মনিবন্ধের কৃতিত্বও হবে
ভাসা-ভাসা ;
তোমার কর্ম্ম নিয়ে

আনুষঙ্গিকতায়
অনুচর্য্যা-পরায়ণ যা'রাই হ'তে যাবে,
সুসঙ্গতিতে তা'দের নিয়ে
তুমি তা'তে নিমজ্জিত হ'তে পারবে না,
তোমার ব্যতিক্রমী বিভ্রান্ত অহং
সুকেন্দ্রিক সংশ্রয়ী অনুবেদনা-সহ
লোক-সংশ্রয়ী হ'য়ে
কা'রও অন্তরে নিবিষ্ট নিমজ্জনায়
আত্মবিস্তার ক'রে তুলতে পারবে না ;
ফলকথা, কা'রও সহানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
ফুটন্ত প্রভান্বিত ক'রে
তা'দের ব্যক্তিত্বকে
তোমার ব্যক্তিত্বে সম্বর্দ্ধিত ক'রে
বিভা-বিকিরণে
উদাত্ত আলিঙ্গনে আপন করা
তোমার পক্ষে অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে—
ঐ ব্যক্তিত্বে চারিত্র্য-অভিদীপনা
অসংন্যস্ত থাকায়
সুকেন্দ্রিক না থাকায়
সুসংস্থ না থাকার দরুণ—
ইষ্টানুগ শ্রেয়ানুদীপনা নিয়ে,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী প্রযত্নে ;
তাই, তোমার উদ্দেশ্যানুযায়ী বল, কর,
তোমার ঐ বলা-করার সঙ্গতি
আচার-ব্যবহারে তোমার চরিত্রকে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক—

বিন্যাস-বিভূতির বিভা-বিকিরণ ক'রে,
অমনতর বলা-করা যেন
একটা সাময়িক চালবাজি না হ'য়ে ওঠে,
যা' ধ'রেছ,
তা' যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন করতে না পার
ততক্ষণই যেন দক্ষ বোধিকুশলতা নিয়ে
লেগে থেকে
সক্রিয় তৎপরতায়
তা'কে নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার—
বাস্তবিক অভিব্যক্তিতে ;
যা' করবে,
তা' যতটুকুই হো'ক না কেন,
সবখানিই যেন
সুসমাধান-সম্পন্ন নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
ঐ নিষ্পন্নতাই তোমাকে
বৃহত্তর পূর্ণতামুখী ক'রে নিয়ে চলবে ;
ঈশ্বর পূর্ণ,
তিনি যা'তে তাঁ'র অনুপ্রেরণী অনুদীপনায়
অনুশায়িত হ'য়ে
সংস্থিত হন,—
তা'ও পূর্ণ,
আবার, ঐ পূর্ণ ক'রেই
পূর্ণ হ'য়েই
তিনি পূর্ণতরভাবেই অবশিষ্ট থাকেন। ৩৮৩।

তুমি বোধিসত্ত্ব-সংশ্রয়ী হ'য়ে
আত্মবিন্যাস-তৎপরতায়

সুসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যে অন্বিত হ'য়ে
প্রজ্ঞাবান স্থবির হও,
কিন্তু ঐ প্রজ্ঞা-পরিস্রুত জীবন-সম্বেগ
তারুণ্য-তরুতরে হ'য়ে
উচ্ছল হ'য়ে চলুক—
দক্ষ, কুশল, কূটপরিবেদনার
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
অস্তি-বৃদ্ধির নিরাপত্তাকে
অটুট-বিনায়নায় সুসংরক্ষিত ক'রে ;
জীবন ও জীবন-বিভবকে
এমনি ক'রে উপভোগ কর,
আর, ঐ উপভোগ
পারিজাত-স্ফুরণায়
ঈশ্বরে অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে উঠুক,
নিজেকে উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল তাঁ'তে ;
ঈশ্বরই পরম প্রজ্ঞা,—
বোধিকুশল সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের
পরিস্রুত ছান্দিক অভিগমন,
ঈশ্বরই কূটসমীক্ষ অসৎ-নিরোধী তৎপরতা। ৩৮৪।

মানুষের প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
যা' তা'র নয়,
বা যা' তা'র নাই,
সেইদিকে হাত বাড়িয়ে
তা'কে আয়ত্তীকরণ-প্রচেষ্টা
বা আপ্তীকরণ-প্রচেষ্টা,
বিশেষতঃ সঙ্কীর্ণমনা যা'রা,

সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপ্রয়াসী যা'রা,
তা'দের আবার এমনতরই প্রবৃত্তি—
যা'কে তা'রা বোঝে বা জানে
তা'দের নিতান্তই আপনার,
যা'কে না চাইলেও তা'রা পাবেই,
তা'কে পোষণ-পালনী প্রবর্দ্ধনায়
পুষ্ট না ক'রে,
অনুচর্য্যা না ক'রে
উপেক্ষা করে,
অবজ্ঞা করে,
তদনুগ আত্মনিয়মনী পরিচর্য্যায়
নিজেদের বিন্যাস ক'রে,
তা'র প্রীতিপোষণ-প্রদীপনাকে প্রবুদ্ধ করার
ধার ধারতে চায় না তা'রা,—
মূর্খ, মূঢ় আবেগের লক্ষণই অমনতর,
কিন্তু যা'কে তা'রা বোঝে—
যে, সে তা'দের যে-কোন মুহূর্ত্তে
ত্যাগ করতে পারে,
বা যা' হ'তে দুর্দ্দশা-নিষ্পেষিত হ'তে পারে,
কিংবা যা'র বিরাগ-আঘাতে
তা'দের হৃদয় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠতে পারে,
তা'র প্রতি আগ্রহ-আতুর হ'য়ে ওঠে তা'রা ;
তা'রা অনুগতকে সহ্য করতে পারে না,
তাই, তা'কে শোষণে প্রবঞ্চিত করতে
একটু দ্বিধাও বোধ করে না,
ফলে, প্রবঞ্চনা অবজ্ঞা-বিধুর
রোষকশায়িত লোচনে

তা'কে প্রবঞ্চিত করতে ত্রুটি করে কম,
তা'দের প্রীতি সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তদর্থে অন্বিত হ'য়ে
ঐ অনুক্রমণায়
বিস্তারই লাভ করতে পারে না,
ভূমায় ভৌম হ'য়ে উঠতে পারে না,
সম্বর্দ্ধনী চলনও তা'দের
দুর্দ্দশাধুক্ষিত হ'য়ে চলে ;
মূর্খ, স্বার্থান্ধ, সঙ্কীর্ণ-অন্তঃকরণসম্পন্ন
বোধি-প্রকৃতির অভিব্যক্তি অমনতর—
কোথাও-কোথাও,
আবার, এর উল্টোও দেখতে পাওয়া যায়,
তা'রা হয়তো যা'কে আপন ব'লে মনে ক'রে,
কেবলমাত্র তা'তেই মগ্ন ও মুগ্ধ হ'য়ে
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে থাকে,
তা'দের ঐ প্রীতি বিস্তার-লাভ করে না ;
যদি হৃদয়কে ভরপুর রাখতে চাও,
শ্রেয়ার্থ-পোষণী হ'য়ে
ভরণ-সম্বেগী হ'য়ে ওঠ তাঁ'রই,
অভাবের যত ভ্যাংচানিই আসুক না কেন,
ভরণ-প্রদীপ্ত স্বভাব
তা'তে দৃক্‌পাতই ক'রবে কম ;
ঈশ্বর প্রীতিদীপ্ত বর্দ্ধনার
সুকেন্দ্রিক সাম-সঙ্গীত,
আবেগ-বর্দ্ধনী আলিঙ্গন,
আত্মনিয়মনী বোধিসত্ত্ব। ৩৮৫ ।

ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'রা,
তা'রা আপোষণী শ্রেয়কে অগ্রাহ্য করে,—
বিপরীত-সমর্থন-প্রবণতা তা'দের বেশী ;
কা'রও অবস্থার সমীচীনতাকে অবহেলা ক'রে
অন্যায্য ব্যাখ্যায়
ন্যায়কে তা'রা
নিজেদের হীনম্মন্য মতলববাজি খেয়ালের সমর্থনে
নিয়োগ ক'রে থাকে—
ঐ তা'কে হেয় প্রতিপন্ন করতে ;
বিশ্বস্ততা প্রায়ই সেখানে কাণা। ৩৮৬।

সন্ধিৎসু সমীক্ষা,
বিনীত আপ্যায়না,
ত্বরিত তৎপরতা,
কুশল-কৌশলী বাক্ ও কর্ম্ম-বিনায়ন,—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টীতপা অনুবেদনায়
হৃদ্য-অনুকম্পী অভিব্যক্তি নিয়ে
যতই স্বভাবসিদ্ধ,—
মানুষের ব্যক্তিত্বও সেখানে তেমনতর
সার্থক-অন্বয়ে ফুটন্ত। ৩৮৭।

উৎস-সংস্রব-শীলনা
যতই শিথিল,
ভজন-সম্বেগও ততই বিকৃত,
ভাগ্যও ধিক্কার-ধুক্ষিত তেমনি। ৩৮৮।

প্রিয়ের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
যে বা যা'রা নিজেকে মুক্ত রাখতে চায়—

তা'র বা তা'দের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসন্ধিৎক্ষু
প্রীতির বাহানায়,—
প্রিয়-পোষণী বালাই বহন করা
বেকুবি ছাড়া কিছুই নয়—
এমনতর চিন্তায় অভ্যস্ত যা'রা,—
তা'রা প্রণয়হীন,
শোষণ-তৎপর,
আত্মস্বার্থ-সংক্ষুব্ধ। ৩৮৯।

যা'রা প্রত্যাশার আপোষণী উপকরণ
যতক্ষণ পায়,
ততক্ষণ খুশি থাকে,
যে-মুহূর্ত্তে কোনক্রমে
ঐ পাওয়া ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,
তখনই দুঃখিত হয়,
বা বৈরী-ভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠে,
প্রীতি-উদ্যমও নষ্ট হ'য়ে যায় যা'দের,
কিংবা যা'দের প্রীতি অবদান-উৎসারণা-বিহীন,—
তা'রা লুব্ধ মানব,
প্রত্যাশা-প্রণয়ী তা'রা,
তা'দের বান্ধবতা মর্ম্মবিহীন;
সাবধান থেকো তা'দের থেকে—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
নইলে, বন্ধুত্ব কর্কশ হ'য়ে
আপদের সৃষ্টি করতে পারে। ৩৯০।

তোমার চালচলনকে
ত্রুটিশূন্য করতে চেষ্টা কর—

ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনী তৎপরতা নিয়ে,
প্রতিটি পদক্ষেপ
সতর্ক ও সন্ধিৎসাপূর্ণ যা'তে হয়,
এমনতর সজাগ থেকে চলতে অভ্যস্ত হও,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত থেকে
দক্ষ ও তড়িৎ-স্বভাব হ'য়ে ওঠ,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা
তোমার প্রতিটি কর্ম্মের সাথেই যেন
বাস্তব বিনায়নায় বিনায়িত হ'য়ে চলে ;
এই তিনটি ব্যাপারের এতটুকু ত্রুটিও
কিন্তু এমন সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে,
যা'তে তোমার জীবন ও দীপনবিভা
বিধ্বস্ত হ'য়ে
তুমি ব্যাহত ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠতে পার,
এমন-কি, ঐ অসাবধানতা
তোমার জীবনদীপনাকেও নিভিয়ে দিতে পারে ;
তাই বলি, তোমার প্রত্যেকটি মনন, অভ্যাস
ও চলনা যেন
ঐগুলিতে সজাগ থেকেই চলন্ত হ'য়ে চলে ;
অনেক দুর্ভোগ এড়িয়ে
জীবনকে বিবর্ত্তন-যাত্রী ক'রে তুলে
চলতে পারবে,
সাবধানীরা নিহত হয় কমই,
ঈশ্বর অবধানেরই আধার। ৩৯১ ।

যা'রা না-জেনেও
জানার ঔদ্ধত্য-অহঙ্কার নিয়ে

সবজান্তা হ'য়ে ব'সে আছে,
দায়িত্ব নিয়ে সুবিধা দিয়ে
সুবিধা পাওয়ার সৌজন্য যা'দের নাই,
যা'দের হীনম্মন্যতা এতই স্পর্শসহিষ্ণু যে,
নিজের সুবিধার একটু ব্যতিক্রম হ'লেই,
আত্মম্ভরিতার গর্ব্বেপ্সু সংঘাতে
কাউকে জর্জ্জরিত করতে ছাড়ে না,
যা'রা কথায়-কথায় অপমানিত হয়,
অপদস্থ হয়,
মানুষকে জব্দ করার দম্ভ নিয়েই
যা'রা চ'লে থাকে,
যা'দের আত্মবীক্ষণার দিকে দৃষ্টি নাই,
কিন্তু পরের দোষ-ধরাকেই
যা'রা বাহাদুরি ব'লে মনে করে,
অন্যের অসুবিধা অনুমান না ক'রেই
যা'রা নিজেদের
অনুযোগ-অভিযোগের দাবী নিয়েই ব্যস্ত থাকে,
এতটুকু অমনঃপূত কিছু হ'লেই
অশিষ্ট কৈফিয়ৎ তলব করতে
এতটুকুও সমীহ করে না যা'রা,
যা'রা ঈশ্বরকে নিজের ভোগ-ইন্ধন ক'রে
ব্যবহার করতে চায়,
ঈশ্বরের বিশেষত্বই বিবেচনা করে তা'ই,
প্রত্যাশা-রাগরঞ্জিত চলনই যা'দের
ইষ্ট বা ঈশ্বর-আরাধনা,
এমনতর চরিত্রহীন গর্ব্বেপ্সু অনুরাগদীপনায়
যা'রা অন্যের কাছে শ্রেয় হবার

ভাঁওতা নিয়ে চলৎশীল,
ঈশ্বরের প্রতি আত্ম-নিবেদনী অবদান যাঁ'দের
নিয়োজিত হয়—
প্রাপ্তি-লোভী আকাঙ্ক্ষায়,—
এমনতর বঞ্চিত বেকুব যা'রা,
তা'রা নিজেকে তো বঞ্চিত করেই,
অন্যকেও বঞ্চিত করার
আহাম্মকী অভিযান নিয়ে চ'লে থাকে—
সংক্রমণী ক্রম-তৎপরতায় ;
শ্রদ্ধোৎসারিণী রাগদীপনা
যতক্ষণ না তা'দের
শ্রেয়ার্থী ক'রে তুলছে,
ঐ ব্যভিচার-রৌরবেই তা'দের সংস্থিতি ততক্ষণ ;
যেখানে আত্মনিবেদন,
যেখানে আত্মোৎসর্গ,
যেখানে ইষ্টানুধ্যায়ী রাগ-রঞ্জিত
উপচয়ী অনুচর্য্যা,
ভক্তির গুঞ্জন-উল্লাস-সমন্বিত
ক্লেশসুখপ্রিয়তা,
আত্মনন্দনার সার্থক বিবর্ত্তনী সংক্রমণ,
ধারণ ও পালনী প্রতিভা যেখানে স্বতঃ,—
ঈশিত্বও সেখানে তেমনতর ;
ঈশ্বর সর্ব্বাপূরক। ৩৯২।

বাস্তব অবস্থা বিবেচনা ক'রে
নীতি-নির্দ্ধারণ যা'রা না করে,
তা'রা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। ৩৯৩।

যা'দের ব্যক্তিত্ব আভিজাত্য-আলম্বিত নয়,
আত্মসম্ভ্রম যা'দের নেই,
সম্ভ্রম-ছদ্মবেশী দুষ্ট গর্ব্বেপ্সা যেখানে
আত্মসম্ভ্রমের স্থান অধিকার ক'রে ব'সে আছে,
সুনিষ্ঠ ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
ব্যক্তিত্ব যা'দের সুসংহত হ'য়ে
অন্বিত সঙ্গতিতে
অর্থ-নিবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি,
অবাঞ্ছিত অন্তঃক্ষেপক্লিষ্ট জীবন যা'দের,
আত্ম-বিনায়নী অন্তর্দৃষ্টি তা'দের
প্রায়শঃই ঝাপ্‌সা বা অন্ধ ;
অযুক্ত তা'রা,
যুক্তিও ব্যভিচারদুষ্ট তা'দের,
তা'রা যখন যেমনতর লোকের
সংস্রব-সংশ্লিষ্ট হ'য়ে চলে,
তা'দের বোধ ও যুক্তিও তেমনতরই হ'য়ে যায়,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগও তাদের হ'য়ে ওঠে—
ব্যভিচার-বিভ্রান্ত,
পশুর ব্যক্তিত্ব-নিবন্ধন যেমনতর বিচ্ছিন্ন,
তা'র চাইতেও ন্যক্কারজনক বহুনৈষ্ঠিকতায়
বিভ্রান্ত তা'রা—
মানুষ-মূর্ত্তি নিয়েও ;
তা'দের ব্যক্তিত্বের মূলে আছে
শিশ্নোদর-সঞ্জাত উপভোগ-আবেগ,
ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ আত্মোন্মাদনার
গুরুগৌরব নিয়ে
জীবনে চলন্ত ক'রে রাখা ছাড়া

তা'দের উপায়ই নাই,
দাসসুলভ মনোবৃত্তি তা'দের
শাসনদৃপ্ত আক্রুষ্ট অনুশাসনের কাছেই
কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকতে জানে—
যতক্ষণ ঐ শাসন দৃঢ়কঠোর হ'য়ে
আধিপত্য করে তা'দের উপর,
বা প্রবৃত্তির ভোগলোলুপ আকর্ষণ যতক্ষণ
অবাধ্য শাসনে তা'দিগকে শাসিত ক'রে চলে ;
এমনতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত বোধ ও ব্যক্তিত্বহারা যা'রা—
তা'দের জীবনের জন্য
ঈশ্বরের করুণা-ভিক্ষা কর,
আর, তা'দের ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বকে
যা'রা দুষ্ট অভিপ্রায়ে
দুর্দ্দশাধৃক্ষিত ক'রে তোলে,
পার তো নিরোধ কর তা'দিগকে ;
ঈশ্বরই স্বস্তি-অনুবেদনা,
ঈশ্বরই শান্তির শুভ নন্দনা,
অস্তি-বৃদ্ধির প্রেরণা-প্রদীপ্ত জীবনস্রোত । ৩৯৪ ।

তুমি কী খেতে চাও,
কী খেতে ভালবাস,
তাই দেখে বলা যায়—
তুমি কেমন,
তোমার কী পছন্দ,
তোমার কী চলন-চরিত্র,
তাই দেখে বোঝা যায়—
ব্যক্তিত্বে তুমি কী,

তুমি কোন্ সঙ্গ পছন্দ কর,
কেমন সঙ্গে থাক,
তাই দেখে ধরা যায়—
অন্তঃকরণে তুমি কী,
আবার, তোমার অভিধায়না
স্বকেন্দ্রিক না ছন্ন—
তাই দিয়েই পরিমাপ করা যায়—
তোমার ব্যক্তিত্ব-বিনায়িত বোধি কেমনতর,
তুমি বিশ্বস্ত না দুষ্কৃত,
তুমি প্রীতিপ্রবণ না প্রত্যাশান্ধ-মৎসর,
তুমি বিনায়িত না বিচ্ছিন্ন,
তুমি প্রশস্ত না সঙ্কীর্ণ । ৩৯৫ ।

ক্ষমতাশীল যাঁরা—
তাঁরা ক্ষমাশীল—ধৈর্য্যশীল,
ক্ষমতায় নিরহঙ্কার। । ৩৯৬ ।

আত্মপ্রাধান্য যেখানে অন্তর-অনুস্যূত,
শ্রেয়-ধারিণী ও ধায়িনী অনুবর্ত্তনা সেখানে
বাগাড়ম্বরেই পর্য্যবসিত,
ঐ অনুবর্ত্তনা-অনুপ্রেরণী নিদেশ ও উপদেশ তা'র
ভ্রান্তি-সন্দীপী ভাঁওতা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো । ৩৯৭ ।

শ্রেয়-সংশ্রয়, শ্রেয়-সঙ্গতি
ও শ্রেয়ানুদীপনী অবদান-অনুচর্য্যা

যেখানে মূক ও বধির,
আরতি-অনুপ্রাণ অনুকম্পিতা সেখানে
একদমই মৌখিক,
নিষ্ঠাই তা'র হতচ্ছাড়া,
তাই, সে কাউকে শ্রেয়নিষ্ঠায়
অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে পারে না ।৩৯৮।

যা'র শ্রেয়ানুবর্ত্তনা সুনিষ্ঠ নয়,
সক্রিয় অনুচর্য্যী ও অবদানপ্রসূ নয়,
সে নিজেই আত্ম-বিনায়িত নয়,
সে বিনীতও নয় কিছুতেই,
তাই, সে অন্যকেও সুনিষ্ঠ ক'রে তুলতে পারে না,
বিনায়িতও ক'রে তুলতে পারে না,
বিক্ষোভ-বিদগ্ধ হ'য়ে ওঠে সে—
প্রবৃত্তি-নিয়মনে চ'লে,
ধী তা'র অনন্বিত—পাতলা,
অগভীর—সঙ্গতিহারা ।৩৯৯।

যেখানে যেমন আন্দোলনই কর না কেন,
কর্ম্মীগুলিকে যে-বিনায়নক্রমেই
সজ্জিত কর না কেন,
ঐ আন্দোলন-অনুধ্যায়ী
যে যতটুকুই হ'য়ে উঠুক না কেন,
যদি তা'তে সুনিষ্ঠ, অনুচর্য্যী
অবদানী-আত্মপ্রসাদ-আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপ্ত
সক্রিয় উন্নয়ন-বিনায়িত হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকে ইষ্টার্থপরায়ণ না হয়,

বা আদর্শপরায়ণ না হয়,
বা শ্রেয়নিবদ্ধ না হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু অতীব অল্পায়ু,
বিক্ষেপপ্রবণ ও বিকৃতির ব্যতিক্রম-দুষ্ট হয়ে
তা' খণ্ড-বিখণ্ডতায়
বিচ্ছিন্ন, বিক্ষুব্ধ, ব্যভিচারী উল্লম্ফনে
নিকেশ হ'য়ে যাবেই কি যাবে,
তা' আজই হো'ক,
আর কালই হো'ক ;

যা'ই কর আর তা'ই কর,
চাই—ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতা,
শ্রেয়ার্থ-অনুধ্যায়িতা,
বা ঐ ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেয়-সুকেন্দ্রিক
আত্মবিনায়ন-প্রসাদী,
অনুশ্রয়ী, সক্রিয় তৎপর-তৃপণার
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
উচ্ছলশীলতায় চলন্ত হ'য়ে চলা—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
অস্তি-বৃদ্ধির উৎসর্গ-অন্বিত
দক্ষ পোষণ ও পূরণ-প্রবৃত্তি-প্রণোদনা-সম্পন্ন
ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন যিনি—
তাঁ'তেই অনুরক্ত হয়ে ;

নয়তো, যে-পাত্রে
যা'র অনুধ্যায়িতা যেমনতর—
প্রবণতা, পরিণাম ও পরিণতিও
তা'র তেমনতরই,
তাই, তা'র চলনচরিত্রও

তেমনই হ'য়ে থাকে ;
ঈশ্বর প্রতি বিশেষে
আত্মিক ধৃতি হ'য়েও
সমষ্টিতে একতান-অভিনন্দিত—
নির্ব্বিশেষ,
তিনি আত্মিকতার অধ্যাত্ম-নিঃস্রোতা
যোগাবেগ,
তিনিই বিবর্ত্তনের বিনায়নী-সম্বেগ,
তিনিই শ্রদ্ধার ঋকু-দীপনা,
ধারণ ও পালনে ধী । ৪০০ ।

যা'রা তোমার সাহায্য ও সরবরাহ পেতে
আগ্রহান্বিত,—
মৌখিক অনুকম্পা ও সৌজন্যে শতমুখ হ'য়েও
কাগজ-কলমে তা' স্বীকার করতে নারাজ ;—
এটুকু দেখেই বুঝে নিও—
তা'রা অসৎ-অভিপ্রায়ে
ভবিষ্যৎ বিনায়ন ক'রে চলেছে,
কৃতঘ্ন তা'দের অন্তঃকরণ,
তা'দের সৎ-অনুকম্পাও নেই,
সাহসও নেই,
কৃতজ্ঞতাও নেই,
বিশ্বস্তি বিলোল তা'দের ;—
সাবধানে চ'লো । ৪০১ ।

তুমি সরল হও,
কিন্তু বেকুব হ'তে যেও না ;

ইষ্ট বা শ্রেয়ানুধ্যায়ী রাগদীপনা নিয়ে
চলতে থাক,
আঁকাবাঁকা যতরকম অবস্থায়ই পড় না কেন,
তৎসঙ্গতিশীল বিনায়নে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
দক্ষ কুশল তৎপরতায়
তদনুগ চলনে চলতে থাক—
একেই বলে 'সারল্য',
একেই বলে 'ঋজুতা'
আর, 'ঋজু' কথার মানেই হ'চ্ছে—
শ্রেয়গতিসম্পন্ন হ'য়ে
আত্মসংস্থিতিশীল
অর্জ্জন-অনুক্রমণায় চলা ;
এই চলায় আছে 'সারল্য',
আছে 'ঋজুতা',
মূঢ়ত্ব বা অজ্ঞতার স্থান নেই এখানে,
তাই, সরলতার বনামে
বেকুব হ'তে যেয়ো না,
চতুর হও । ৪০২ ।

অবাস্তব যা',
তা'তে যথার্থের রঙ ফলিয়ে
উদ্দেশ্য বা ধারণানুপাতিক
যুক্তিজালের অবতারণায়
বাস্তবতার আচ্ছাদনে
অন্যকে প্রতারিত ক'রে
আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্ব্বিনীত প্রয়াসকেই

দম্ভ ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে ;
আর, যা'রা ঐ করে
তা'রাই দাম্ভিক । ৪০৩ ।

যা'রা কথা শুনেই আস্থা স্থাপন করে
এবং তদনুযায়ী তুষ্ট বা রুষ্ট হয়,
অথচ কাজে-কর্ম্মে খতিয়ে দেখে না—
কথা-কাজের ভিতর সৌহার্দ্দ্য আছে কিনা,
মিলন আছে কিনা,—
তা'রা সরল আহাম্মক,
বিড়ম্বিত হয় তা'রা প্রায়শঃ । ৪০৪ ।

যিনি বা যাঁ'রা মানুষের শুভপ্রদ,
শুভানুধ্যায়ী,
শ্রেয়-অনুচর্য্যী,
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়ন-তৎপর,
মানুষের অস্তি-বৃদ্ধির অনুপোষক শুভকামী যা'রা,
এক-কথায়, সৎ-অনুধ্যায়ী যাঁরা,—
সবাই তাঁ'দিগকে শ্রদ্ধা ক'রেই থাকে—
বিশেষতঃ যা'দের একটু-আধটু সদনুদীপনা আছে ;
জেনে-বুঝেও তাঁদিগেতে শ্রদ্ধাশীল যা'রা নয়,
বিনীত অনুচর্য্যী নয়—
দাম্ভিক ধুরন্ধর,—
তা'রাই অসৎ-লোক,
যত জাঁকজমকপূর্ণ অভিব্যক্তি নিয়েই
তা'রা চলুক না কেন,
অসৎ কিন্তু তা'রা সরাসরিভাবেই,

তা'দের প্রতি যা'রা আস্থাশীল,
তাদের বৈশিষ্ট্য অসৎ-রাগ-ধুক্ষিত ;
বুঝে চ'লো । ৪০৫ ।

অসৎ-দুষ্ট হৃদয়
প্রীতি-পরিচর্য্যায়
সৎ-সন্দীপ্ত হ'লেও,
ভয়-কাতর হ'লেই
স্বীয়-প্রকৃতিরই তাগিদে
অসতেরই আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকে সাধারণতঃ—
তা'কেই প্রবলতর বিবেচনা ক'রে,—
যতক্ষণ না সাহস-পরিভৃত হ'য়ে
আত্মরক্ষণায় নিঃসন্দেহ হয় । ৪০৬ ।

তোমার বীর্য্যবত্তা
অসৎ-নিরোধী বিক্রমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
আত্মসম্ভ্রম
ও আভিজাত্যিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক অনুসেবনায় উৎকীর্ণ হ'য়ে
সংহতি-বিনায়নায়
ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
যখন হ'তে বিন্যাস লাভ করবে,—
তোমার ব্যক্তিত্ব পরাক্রমপ্রদীপ্ত হ'য়ে
শ্রদ্ধোষিত উর্জ্জী-অনুনয়নায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে তখন থেকেই ;—
সার্থক হবে তুমি,

সার্থক হবে তোমার পরিবার,
সার্থক হবে তোমার সম্প্রদায়, সমাজ,
আর, সেই সার্থকতা
সার্থক-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে
তোমার রাষ্ট্রে ।৪০৭।

যা'রা সুনিষ্ঠ প্রীতিবিনায়িত নয়কো,
অবিন্যস্ত-প্রবৃত্তি পরায়ণ,
আত্মবীক্ষণ-বিহীন,
তা'রাই অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়,
ঈশ্বরকে দোষারোপ করে ।৪০৮।

যা'রা পেয়েও প্রদীপ্ত হয় না,
যোগ্য হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'রা যোগ্যতার উপাসক নয়—
বরং পাওয়াই তা'দের আদর্শ,
পেতেই চায়,
করতে চায় না ।৪০৯।

যা'র সাথেই তোমার আলোচনা হো'ক না কেন,
যে-ভঙ্গীতেই
বা যে-স্বভাব বা ধাতুগত রকমের ভিতর-দিয়েই
তা'র স্বীয় ভাষা-বিন্যাস হো'ক না কেন—
তা' মূর্খের মতনই হো'ক
আর পণ্ডিতের মতনই হো'ক,
এক-কথায়, সে তা'র নিজস্ব বোধভাবকে
তোমার কাছে যেমনতরই অভিব্যক্তি দিক না কেন,

তুমি তা' হ'তে
সন্ধিৎসু সমীক্ষায়
তোমার সাত্ত্বিক
বা অস্তি-বৃদ্ধির অনুদীপনী অনুবেদনার
সঙ্গতিশীল ক'রে
কেমনতর কতখানি কী সংগ্রহ করতে পারছ,—
তাই দেখে বোঝা যায়,—
তোমার অন্তঃকরণের বোধিমর্ম্মে
ঐ সাত্ত্বিক স্বাধ্যায়িতা
কেমনতর কতখানি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
বা এই অধ্যবসায়ী অনুধায়নী অধ্যয়না
সন্ধিৎসু বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে সংগ্রহশীল ক'রে তুলেছে কেমনতর—
বিরক্তি ও বিড়ম্বনাকে এড়িয়ে ;
বিরক্তিহীন উৎকর্ণ-অপেক্ষা
যেখানে না থাকে,
বোধ-সন্ধিৎসা সেখানে শ্লথই ;
ঈশ্বর অনুধায়নার পরম কেন্দ্র,
অনুবেদনার পরম মর্ম্ম,
ধৃতির পরম ধী। ৪১০।

তুমি যদি উন্নতমনা, উন্নত জৈবীসঙ্গতি-সম্পন্ন
না হও,
মহতের সহজ জীবনের ভিতর-থেকে
তাঁর মহত্ত্বকে অনুভবই করতে পারবে না,
তাঁ'র ব্যক্তিত্বকে

ও জীবনের বিশেষ পদবিক্ষেপগুলিকে
অন্বিত সঙ্গতি-শালিত্যে
বিন্যাস-বিনায়নায়
মহৎ-দীপনায়
বিবৃতই করতে পারবে না ;
তোমার ভ্রান্তি-বিভোর হীনম্মন্যতা
স্বার্থপর দোষ-সন্ধিৎসু দৃষ্টিতে
ঐ মহৎকে একটা অকিঞ্চিৎকর মানব ব'লে
ধারণা ক'রে রাখবে ;
আর ঠিক জেনো—
তোমার ঐ দোষদৃষ্টি-সম্পন্ন ধারণা
নিরয়ী বিভবের বিভূতি-স্বরূপ,—
জাহান্নম কুটপ্রণয়ী কটাক্ষের বিদ্রূপ ভঙ্গীতে
তোমাকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে যাচ্ছে ;
ঈশ্বর পরম মহৎ,
শ্রদ্ধোষিত উন্মত্ত হৃদয়-উৎসারিত যোগাবেগের
বিনায়নী উৎকীর্ণ আকর্ষণে
ঐ ঐশী-বিভূতি অন্তঃকরণে
বিভান্বিত হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বর পরম-বিভু । ৪১১ ।

যা'রা স্বল্প লোভেই
মহৎ-সংশ্রয়কে ত্যাগ করে,
তা'দের ঐ লোভলুব্ধতা
তা'দিগকে মহৎ লাভ হ'তে
বঞ্চিতই ক'রে থাকে ;
মহৎ-সংশ্রয়ী অনুসেবন,

মহৎ-অনুদীপনী অনুপ্রেরণা
তা'দের ব্যক্তিত্বকে সম্বেগশালী ক'রে তোলে না,
যা'র ফলে ঐশ্বর্য্য যা' স্বতঃ-সন্দীপনায়
তা'দিগকে সেবা ক'রে চলত,
ক্ষোভ-খিন্ন দুর্ব্বলতায়
তা'রা তা' হ'তে বঞ্চিতই হ'য়ে থাকে,
তাই, ঐ লোভ-অভিশাপই
তা'দের পাপ-পরামৃষ্ট ক'রে থাকে,
তা'দের ব্যক্তিত্ব পাতিত্যেরই আবাসস্থল,
সঙ্কীর্ণতাই তা'দের সম্পদ্। ৪১২।

যা'রা একদেশদর্শী শোনা কথাকেই
সমীচীন সিদ্ধান্তে সুসিদ্ধ ভেবে নিয়ে
দুষ্ট ধারণারঞ্জিল মতবাদ সৃষ্টি ক'রে
তা'রই পাণ্ডিত্য জারি ক'রে থাকে,
বা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে তেমনি ক'রে—
পক্ষ-বিপক্ষ হ'তে
সমীচীন সুসঙ্গত অন্বয়ী বাস্তবতাকে
নির্ণয় না ক'রে,—
তা'রা শ্লথ-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন,
বঞ্চনার বিদগ্ধ ভ্রান্ত মূর্ত্তি,
লোকদূষক তা'রা—
ভ্রান্ত আচার-সম্পন্ন
নিরয়ের তামসচ্ছটা ;
সাবধান থেকো,
অমন যদি হও,
নিজেকে পরিশুদ্ধ কর। ৪১৩।

তোমার অন্তঃকরণ-বিন্যাসিত ব্যক্তিত্বের
প্রয়োজন যা'দের কাছে যত,
তা'দের কাছে তোমার ওজনও তেমনি,
অর্থাৎ মানও তেমনি ;
আবার, এই অন্তঃকরণ-বিন্যাসিত ব্যক্তিত্বের
স্বকেন্দ্রিক সক্রিয় প্রীতি
যেখানে যেমন বিস্তারশীল হ'য়ে চলেছে
যতটুকু,—
সেখানে তোমার যশও তেমনি, ততটা। ৪১৪।

যা'দের অস্মিতা
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধতায় অভিভূত হ'য়ে
তৎ-সন্ধিৎসায়
নিজের দৃষ্টিকে রঙ্গিল ক'রে চ'লে থাকে,
তা'দের পর্য্যালোচনা বা ধারণা
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়েই থাকে,
ওতেই বিব্রত হ'য়ে
তা'র ইন্ধন-সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকে তা'রা ;
তা'দের দর্শন, আলোচন ও বিবরণ
প্রায়ই ব্যতিক্রমদুষ্ট,—ভ্রান্তিবিলোল,
রাগবিরাগের দ্বন্দ্ব
তা'দিগকে বঞ্চনার ধান্ধায়
পরিচালিত ক'রে থাকে প্রায়শঃ। ৪১৫।

প্রিয়কে উপচয়ী করবার ধান্ধাই যা'র নেই,
আহরণ-তৎপর সে কমই হ'য়ে থাকে,
অনাসক্ত হ'য়েও সঞ্চয়শীল হ'তে পারে সে কম। ৪১৬।

যে বা যা'রা
আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বার্থগৃধ্নু প্রতিষ্ঠা-কামনায়
প্রলুব্ধ হ'য়ে
তোমাতে সম্বন্ধান্বিত বা সংশ্রবান্বিত হ'য়ে চলেছে,
তা'রা তোমার ব্যক্তিত্বের সাথে
নিজেদের খাপ খাইয়ে
কিছুতেই চলতে পারে না,
ফলে, তা'দের ঐ ব্যর্থকামনা
তোমার প্রতি বিরাগ সৃষ্টি ক'রে
আকৃষ্ট হ'য়েই চলতে থাকে ;
আর, তা'রা ফাঁক খুঁজে বেড়াতে থাকে
যা'তে তোমাকে বিপর্য্যয়বিধ্বস্ত ক'রে
তা'দের ঐ স্বার্থসিদ্ধির লোলুপতাকে
পরিতৃপ্ত করতে পারে ;—
ঐ ফাঁক দেখে চলাই হ'লো তা'দের
কুটচক্ষুর কুটিল সন্ধিৎসা,
বান্ধবতার ভাণে তোমাকে নিষ্পেষিত ক'রে
নিজেদের প্রত্যাশার পরিতোষ-সংবিধানই
কামনার বিষয় হ'য়ে থাকে তা'দের ;
—তা'রা কিন্তু তোমার বান্ধব নয়,
বান্ধব-মুখোস-পরা শোষক বা শত্রু তোমার ;
স্বার্থ-সন্ধিক্ষু কুৎসিত সমালোচনাই
প্রত্যাশা-পূরণী ইন্ধন তা'দের ;
তোমাকে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করার
প্রবৃত্তি তা'দের নেই,
নিয়ে, অসন্তোষ প্রকাশ করার
মনোভাবই প্রবল তা'দের ;

এমন স্থলে তুমি সাবধানই থেকো—
বিহিত প্রস্তুতি নিয়ে ;
এমন সংশ্রব
তোমার হৃদয়ে
সংঘাত তো হানবেই,
তা'ছাড়া,
তোমাকে বিধ্বস্তির অনলে নিক্ষেপ করবে তা'রা—
শোষণ-সুখ-পরিসেবার
প্রলোভন-প্রলুব্ধ হ'য়ে ;
শুধু পুরুষের চাইতে
নারী-পুরুষের পরস্পরের ভিতর
এই-জাতীয় জুগুপ্সা বা অপচিকীর্ষা
বেশীই সংঘটিত হ'য়ে থাকে ;—
বুঝে চ'লো—
যা'তে বেদনা না পাও,
আর, তোমার অন্তরের কমনীয়তা
বিক্ষুব্ধ ও বিধ্বস্ত না হ'য়ে ওঠে ;
যতই তেমনি ক'রে চলতে পার—
ততই ভাল। ৪১৭।

তুমি ইষ্টার্থ-অনুদীপনায় অচ্যুত থেকে,
বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে, সোহাগে, আদরে,
আপ্যায়নী সৌজন্যে,
অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
শুভ-অভিব্যক্তি দিতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না—
যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনি ক'রেই ;

তেমনতর অভিব্যক্তি যদি না দাও,
এবং বাস্তবে তেমনভাবে না চল—
শুভ অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—
তোমার অন্তরের গ্রন্থিগুলি পরিস্ফুরিত হ'য়ে
শুভ সঙ্গতিতে সুবিন্যস্ত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
বরং তা' দমিত হ'য়ে বিশুষ্কই হ'য়ে উঠবে ;
অন্তরের সুভাব ও সদ্‌ভাব যা'-কিছু
তা'রও যদি বিহিত অভিব্যক্তি না দাও—
আত্মনিয়মনী তৎপরতায়,
তবে ঐ দমিত ধুক্ষা,
অন্তরের ঐ প্রবণতাকে
সঙ্গতশালিন্যে বিনায়িতই হ'তে দেবে না,
বা তা' কর্ম্মনিরত হ'য়ে
অন্বিত-তৎপরতায়
সার্থক অভিব্যক্তিতে
অন্তরে পরিস্ফুটিত হ'য়ে
তোমার হৃদয়-আবেগকে ফুটন্তই হ'তে দেবে না ;
ফলে, ভাবানুদীপনা সার্থক-সম্বেগে
ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠবে না—
উচ্ছল বিকিরণায়
নিজেকে প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে ;
আর, তোমার সান্নিধ্য ও সংশ্রব-দীপনায়
তোমার জীবন-বিকিরণাও
তোমার প্রিয়র প্রাণন-সম্বেগকে
উচ্ছল অনুবেদনায় আগ্রহদীপ্ত ক'রে
জীবনীয় ক'রে তুলবে না—
যা'র ফলে, তিনি কুশলকর্ম্মা হ'য়ে উঠতে পারেন—

সংশ্রয়ী উজ্জীবন-প্রক্রিয়ার অনুরণনে ;
তাই, তদনুগ অভিব্যক্তিতে
নিজে ফুল্ল হ'য়ে
প্রিয়কেও ফুল্ল ক'রে তোল ;
তোমার স্ফুরিত হৃদয়
স্ফুরণার অভিনন্দনে
উৎকীর্ণ ক'রে তুলবে সবাইকে—
ঐ ইষ্টার্থে অন্বিত হ'য়ে
পরম সার্থকতায় ;
ঈশ্বর সবারই আত্মিক অনুদীপনা,
চারিত্রিক অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
তাঁ'র আশিস্-দ্যুতি । ৪১৮ ।

কামুক হ'তে যেও না,
মানুষের কাম্য হ'য়ে ওঠ । ৪১৯ ।

মানুষের স্বতঃ-অনুরাগ
তীব্র বা শ্লথস্রোতা কিনা
অর্থাৎ, নিরবচ্ছিন্ন বা চ্যুতিশীল কিনা,
আর তা'র পরিচালক-প্রবৃত্তি কী,
অর্থাৎ, সব-কাজের ভিতর-দিয়ে
কিসের সুবিধা খোঁজে সে,
সে-খোঁজটা আবার কী প্রবৃত্তি-সঞ্জাত,—
এই দেখে ঠিক ক'রো—
মোকুথাভাবে,—
সে কেমন মানুষ,
তা'কে দিয়ে কীই বা হ'তে পারে । ৪২০ ।

অশ্রেয় যা'র বরেণ্য,
আভিজাত্য তা'র অশিষ্ট,
দৈবী-সংস্থিতিও নিকৃষ্ট তা'র,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগ ইতর-ধর্ষিত,
শ্রেয়-শ্রদ্ধা অসম্ভব তা'র পক্ষে,
তাই, ভজন-দীপনা তা'র
পরিধ্বংসেরই অভিযাত্রী,
অন্তর-বিনায়না ও ভাগ্যও তাই কুৎসিত। ৪২১।

যা' বা যা'কেই চাও না কেন,
নিজেকে বিনায়িত কর,
যা'তে তা'কে পেতে পার ;
তেমনতরই হও,—
অনুরাগী অনুবেদনায়,
বাক্যে, ব্যবহারে,
চারিত্রিক দ্যুতি-বিকিরণায়,—
এই হ'চ্ছে পাওয়ার তুক,
এমনতর না হ'লে
পাওয়ার তৃষ্ণা
তোমাকে ক্ষোভ-আচ্ছন্নতায় বিচ্ছিন্ন ক'রে
ছিন্নতায় ছন্ন ক'রে তুলবে ;
তোমার হৃদয় স্বস্তি-হারা, শান্তি-হারা
ঊষর-ভূমি হ'য়ে
মরীচিকা-বিলোল, তৃষ্ণা-বিকল,
ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার হওয়াও হবে না,

পাওয়াও হবে না,
স্বস্তি-শান্তিও হারাবে ;
ঈশ্বরই ভূ, ভুবঃ ও স্বঃ-এর
গায়ত্রী ছন্দ,
তিনিই ভর্গদেব। ৪২২।

তুমি শ্রেয়ার্থপরায়ণ, সুকেন্দ্রিক
শ্রদ্ধাতৎপর
অনুচর্য্যা-পরায়ণ
আত্মবিনায়িত যেমনতর হ'য়ে উঠবে,
মানুষের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধাও
তোমাকে তেমনতরভাবে
অভিবাদন ক'রে চলবে—
প্রীতি-উৎসারিত অবদান-অর্ঘ্যে। ৪২৩।

মুক্ত-চলন যা'র যেমন,
চরিত্রও তা'র তেমন। ৪২৪।

তা'রাই দক্ষ-দুরাচার,
যা'রা, নিজেদের বাহ্যিক অভিব্যক্তি
সক্রিয়সুন্দর হ'লেও,
সেগুলিকে কুৎসিত উদ্দেশ্যের অনুপোষক ক'রে
ব্যবহার করে। ৪২৫।

নীতি-নিষ্ঠ কর্ত্তব্যশীল যা'রা,
তা'দের চাইতে
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-প্রিয়পরম

বা ইষ্ট-নিষ্ঠ যা'রা,
তা'রাই কিন্তু শ্রেয়,
মহৎ কিন্তু তা'রাই,
আর, ধর্ম্ম-ধী তা'দেরই সূক্ষ্ম—
দক্ষকুশল। ৪২৬।

যা'রা পেয়ে খুশি,
ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে না,
তা'দের কিন্তু শ্রেয়পন্থা সঙ্কীর্ণ। ৪২৭।

যখনই দেখছ
বিবেক আত্মবিচার করতে পারছে না,
আত্মবীক্ষণ-দৃষ্টিই ক্রমশঃ
ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠছে,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা
শ্রেয়ানুগ সার্থকতায়
নিজেকে ব্যবস্থ বা বিনায়িত করতে পারছে না,
দোষদৃষ্টি ক্রমশঃ
আত্মম্ভরি ঔদ্ধত্য নিয়ে
তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠছে,
প্রীতি-বিনায়িত তৎপরতায়
শোভন বাক্য ও ব্যবহার
দুরূহই হ'য়ে উঠছে,
আত্ম-সমর্থনী প্রবৃত্তি
তা' ভালতেই হো'ক আর মন্দতেই হো'ক
ক্রমশঃই ক্রূর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে,
অন্যে যদি অমনঃপূত কিছু করে—

বিরাগ যেন পেয়েই ব'সে থাকে,
নিজের ভাল-মন্দ যা'-কিছুকে
যদি কেউ সমর্থন করে—
তখনই খুশি,
হুকুমদারী প্রবৃত্তি
প্রীতিহারা শাসন-প্রবৃত্তি
তীব্র হ'য়ে উঠছে,
কিন্তু কা'রো হুকুম তামিল করতে
অপমান ও অপারগতা,
সেখানে বুঝবে—
ছন্নতা ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে,
অতিসত্বরই হয়তো প্রবৃত্তি-আবিষ্টতা
উন্মত্ততায় মত্ত হ'য়ে উঠবে,
এই লক্ষণ দেখলেই
বুঝতে পারলেই সাবধান হ'য়ে চ'লো,
আর, সাবধান ক'রে চ'লো,
নয়তো, বিকৃতি-বিলোল হ'য়ে
অব্যবস্থিতিতেই আত্মসমর্থন করতে হবে। ৪২৮।

তোমার শৌর্য্য-বীর্য্য যদি
সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা-সন্দীপ্ত না হয়,
অচ্যুত রাগ-দীপ্ত না হয়,
চাতুর্য্য-বিনায়িত না হয়,
দক্ষকুশল না হয়,
তা' পরাক্রম-প্রবল হ'লেও
ঔদ্ধত্যের অবোধ লাঞ্ছনায়
পর্য্যুদস্ত হ'য়েই চলবে। ৪২৯।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ বা ইষ্ট-পুরুষোত্তমে
যাঁ'দের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
লৌহনিগড়-নিবদ্ধ নয়,
সক্রিয় সম্বেগশালী সুশৃঙ্খল
সঙ্গতি-বিনায়িত নয়কো,
তাঁ'দের ব্যক্তিত্বও তেমনতর দৃঢ় নয়কো,
তাই, সে-ব্যক্তিত্বের প্রভাবও
মানুষের যোগ্যতাকে সন্দীপ্ত ক'রে
হওয়ায় উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না ;
প্রবৃত্তি-আন্দোলিত পারিবেশিক হাওয়া যেমনতর—
ভাবালু বিক্রম নিয়ে
তখন সে তেমনতরই হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু ভাবকে বিনায়িত ক'রে
অস্তি-বৃদ্ধির পরিপোষণী সার্থক-সঙ্গতিতে
উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে না ;
আদর্শানুরাগ যা'র দৈন্যগ্রস্ত,
পরিচারণাও তা'র তেমনি ছন্ন। ৪৩০।

ইষ্টার্থ-অনুদীপনী তৎপরতা নিয়ে
অস্তি-বৃদ্ধির সেবানিরত যা'রা,
জীবপ্রেমী যা'রা,
ঈশ্বরসেবা তা'দেরই সার্থক,
সুকেন্দ্রিক সঙ্গতি নিয়ে
ঐশী-সম্বেগ মলয়লাস্যে
স্ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে তা'দের হৃদয়ে,
ভক্তিই তা'দের অন্তরের শুক্তিবীজ। ৪৩১।

ডাকাতই বল,
চোরই বল,
লম্পটই বল,
যে যেমন দুরাচারই হো'ক না কেন,
কেউ যদি শ্রেয়নিষ্ঠা-তৎপর অনুধ্যায়িতা নিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণশীল অনুচর্য্যায়
ঈশ্বর-ভজনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলে,
সে প্রীতি-নন্দনার পরম-ঐশ্বর্য্যে
ভক্তির-বিভূতি বিধায়নী বিধৃতি নিয়ে
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠতে পারে ;
কিন্তু যা'রা কৃতঘ্ন,
বিশ্বাসঘাতক যা'রা—
সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থ-প্রলুব্ধ সংক্ষুধায়,
তা'দের নিস্তার সুদুষ্কর,
বজ্রকঠোর পাপ-বিভূতি
নারকীয় বিভব বিস্তার ক'রে
তা'দিগকে দস্তুর শাতনী আঘাতে
অনন্ত বিধ্বস্তিতে
নিষ্পেষিত ক'রেই চলতে থাকে—
একটা ঔদ্ধত্য-প্রগল্‌ভতার
বিষাক্ত সূচিকা-ভরণে
তা'দিগকে ক্ষোভধুক্ষিত ক'রে,
তা'রা চির-ঘৃণ্য,
নিরোধ ও বিপাক-ধর্ষণই তা'দের স্বস্তি-নিদান ;
ঈশ্বর পরম-কারুণিক,
তিনিই পরম শান্তি-আকর। ৪৩২।

যে যুক্ত নয়,
তা'র যুক্তি জঞ্জালেই যোজিত হ'য়ে থাকে
প্রায়শঃ ! ৪৩৩ ।

ধী-দৃষ্টি-সম্পন্ন গোঁড়া হওয়া বরং ভাল,
কিন্তু অজ্ঞ, গ্রন্থি-নিবদ্ধ হ'য়ে
টেকী হওয়া ভাল নয়কো। ৪৩৪ ।

যে যত অল্প খরচে
উপচয়ী কর্ম্ম করতে পারে—
সব দিক সুবিনায়িত ক'রে,—
সে সুনিষ্ঠও তেমনতর,
দক্ষকুশল-ধীসম্পন্নও তেমনি,
সুব্যবস্থ কর্ম্মকুশলও তদ্রূপই ;
আবার, যে যত বেশী খরচায়
অল্প উপচয়ী কর্ম্ম ক'রে চলে,
তা'র ব্যক্তিত্বও তেমনি শ্লথ,
নিষ্ঠাও তেমনি শিথিল,
ধীও তেমনি দুর্ব্বল,
দক্ষকুশল সক্রিয়তার অভাবও সেখানে তেমনি,
তাই, সে জীবনে সার্থক-সমৃদ্ধ হ'য়ে
উঠতে পারে কমই,
কারণ, তা'র ব্যবস্থ-বিনায়নী চলন
মন্থর ও অব্যবস্থ ;
এই লক্ষণ দেখেই বুঝে নিও—
কৃতিদীপনা কা'র কেমনতর ;
ইষ্টার্থ-উপচয়ী যে হ'তে পারে না,

নিজেকেও সে উপচয়ে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে কম। ৪৩৫।

যা'দের ব্যক্তিত্বের ওজন কম,
তা'রা অল্প-কিছুতেই
অপমানিত বোধ ক'রে থাকে,
এমন-কি, তা'দের সাক্ষাতে
অন্য কা'রও সুখ্যাতি করতে গেলেও
তা'রা অপমানিত হ'য়ে ওঠে;
ব্যক্তিত্বের ওজন বেশী যেখানে
সেখানে ওসব বালাই-ই কম—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'দের প্রীতি
সংঘাত-বিক্ষুব্ধ না হয়ে ওঠে—
কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদিতে;
ঐ অমনতর মানের কাঙাল যা'রা
বুঝে নিও—
তা'দের ব্যক্তিত্বই অকিঞ্চিৎকর;
প্রীতি যা'দের সুকেন্দ্রিক
সক্রিয় উপচয়ী-অনুচর্য্যা-পরায়ণ,
তা'দের ব্যক্তিত্ব সাধারণতঃ
বিন্যস্তই হ'য়ে থাকে,
ঐ সুকেন্দ্রিক বিন্যাস-বিভূতিশালী চরিত্র যা'দের
তা'দের বক্তিত্বের ওজন
বেশীই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ;
লোকশ্রদ্ধা ঐ ব্যক্তিত্বশালীদের কাছে
নিজেকে অর্ঘ্য দিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠে—

তর্পিত নন্দনায়,
আর, তাঁ'দেরই অনুচর্য্যায়
জনগণ যোগ্যতায় পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর সবারই পরম তর্পণা
সবারই সার্থক কেন্দ্র। ৪৩৬।

যা'র শ্রেয়ানুগ কৃতী-পোষণায়
যা'রা কৃতার্থ,
তা'দের কর্ত্তব্য সেখানে,
তা'কে বাদ দিয়ে যে কর্ত্তব্য—
যা' তা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে না,
তা' যতই ভাল হো'ক না কেন,
তা' বিকৃতই ;
যা'র মান বা ওজন
বাস্তব-অন্বিত সঙ্গতিতে
ব্যক্তিত্বে সঙ্গত হ'য়ে উঠেছে,
সেই মান বা ওজন প্রকৃত,
বিশেষত্বও তা'র সেখানে ;
আবার, সেই মান বা ওজন নিয়ে
যা'রা যেমনভাবে পরিমাপিত বা সম্বন্ধান্বিত—
আপূরণী পরিচর্য্যা-অন্বিত হ'য়ে,
তা'রা তেমনি তা'র স-মান বা তৎ-সদৃশ ;
পরিপূরক ও পরিপালক যিনি,
তাঁ'র সঙ্গে সম্বন্ধ-সঙ্গতি যা'দের যেমনতর
তা'দের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধও তেমনতর ;
যা'কে দিয়ে আপোষিত, আপূরিত তুমি,

তা'র সহিত সম্বন্ধ
যেই চ্যুতিলাভ করল,
বাঁধনহারা হ'লো,
তোমার মূল্যও হ'লো তখন থেকে
অপলাপ-অনুশায়ী,
তুমি হ'লে অকৃতজ্ঞ,
বিকৃতি-বিভোর ;
যা'র মানে তুমি পরিমিত, পরিণত,
তা'কে বাদ দিয়ে তোমার ব্যক্তিত্বের ওজন
অপকৃষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয় ;
তাই, যে তোমার আপূরক, আপোষক,
পালক, সংরক্ষক,
সেই সম্বন্ধে অন্বিত হ'য়ে
পরম্পরানুগ পদবিক্ষেপে চলতে থাক—
ইষ্টানুগ সঙ্গতি নিয়ে,
বিকৃত ঔদার্য দিয়ে
উদ্ধত ব্যক্তিত্বের স্পর্দ্ধা নিয়ে
হামবড়াইয়ের প্রতিষ্ঠা করতে যেও না,
তা' যদি হয়,
তোমার মান বা ওজনও
অমনতরই হ'য়ে উঠবে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব নিয়োজিত হো'ক ঈশ্বরে,
আপূরণী অনুক্রমিকতায়
তা' বিস্তার লাভ করুক,
তোমার ব্যক্তিত্ব ঐ সম্বন্ধান্বিত মর্য্যাদায়
বিভূতি-প্রসন্ন হ'য়ে
ঈশ্বরেই সার্থক হ'য়ে উঠুক। ৪৩৭।

যাঁ'রা মনীষী ব'লে খ্যাতি লাভ করেছেন,
প্রাজ্ঞ ব'লে খ্যাতি লাভ করেছেন,
তাঁ'রাও যদি
স্বকেন্দ্রিক নিষ্ঠা-নিয়ন্ত্রিত সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিতে
বিনায়িত না হন,
শ্রদ্ধোষিত বিনয়-বিভূষিত না হন,
বিন্যাস-বিভূতিতে
নিজের বহুদর্শিতাকে
চরিত্রে বাস্তব ক'রে না তুলে থাকেন,
তাহ'লে যত বড়ই হো'ন না কেন তাঁ'রা,
তাঁ'দের সে বহুদর্শিতা ছন্নছাড়া, সঙ্গতিহীন,
তা' সার্থক সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে বিশেষ ক'রে তোলেনি ;
তা'দের প্রবচন শ্রোতব্য তখনই
যখনই তা' সত্তা-সম্পোষণী সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে
বিনায়নযোগ্য,
তা' না হ'লে
তা' শ্রোতব্যও নয়,
অনুসরণীয়ও নয়কো ;
অনুসৃত হ'লে
তা' বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করবে,
জাহান্নমেরই সঙ্কীর্ণ ধুঙ্কার
আহুতি সৃষ্টি ক'রে
সত্তা-সঙ্গতিকে
ক্রুর আঘাতে
নিষ্পোষিতই ক'রে চলবে,

তা' হবে ভ্রান্তিরই দিগ্‌দারী মাত্র ;
যা'রা নীত হয়নি,
তা'রা বিনীতও হ'তে জানে না,
ব্যক্তিত্বও তা'দের সুবিন্যাসিত নয়,
বহুদর্শিতাও সঙ্গতিলাভ করেনি সেখানে,
তাই, তা'রা
বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব উপলব্ধি করতে জানে না,
প্রজ্ঞা তা'দের কুয়াশাচ্ছন্ন—
ধূমায়িত ;
সাবধান !
বুঝে চ'লো। ৪৩৮।

অস্মিতা বা অহঙ্কার মানেই হ'চ্ছে—
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট সঙ্গতিহারা অহং
যা' ব্যক্তিত্বে বিনায়িত হ'য়ে ওঠেনি—
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে,
যা' সুকেন্দ্রিক নয়,
—বিনীত হ'য়ে ওঠেনি,
—দক্ষ-দম্ভী আত্মম্ভরি প্রবৃত্তি-বিমৃষ্ট
ছন্ন-সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বের
সংক্ষোভ-অভিদীপনায়
অভিব্যক্তি লাভ করেছে ;
বিনয় যেখানে প্রকৃত,
শ্রদ্ধাও সেখানে সলীল,
শ্রদ্ধা যেখানে সৎ-শ্রদ্ধ, একনিষ্ঠ,—
সেখানেই অন্বিত-সঙ্গতি-সম্পন্ন ধী,
আর, ধী যেখানে যতই

সার্থক হ'য়ে উঠেছে,—
ধৃতিও সেখানে দেদীপ্যমান ততই,
ধৃতি যেখানে
সুসঙ্গত অন্বয়ে
নিয়ন্ত্রণী সার্থকতায়
অর্থান্বিত হ'য়ে উঠেছে,—
ধর্ম্মও সেখানে
ব্যক্তিত্বকে বিভান্বিত ক'রে তুলেছে,
আর, ধর্ম্মের ভূমিই হ'চ্ছে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগ চলন,
কৃতি-অভিদীপ্ত নিষ্পন্নতার
তড়িৎ-পরাক্রম,
তাই, ভক্তিও সেখানে সহজ ও সলীল,
আর, ভক্তিই ঈশ্বরের স্থিত সিংহাসন—
লীলায়িত রঙ্গভূমি। ৪৩৯।

তুমি শ্রেয়শ্রদ্ধ নও,
তুমি ভক্ত নও,
তুমি সদ্‌গুণ-গ্রাহী নও,—
এমনতর ব'লে নিজেকে পরিচয় দিতে যাওয়া
মানেই হ'চ্ছে
তোমার কৌলিক মর্য্যাদাকে
দাম্ভিকতার পায়ে
অবদলিত ক'রে
দাম্ভিকতায় আত্মপ্রসাদ লাভ করছ ;
তোমার ব্যক্তিত্ব
কেমনতর কী মর্য্যাদায় বিনায়িত,—

ঐ অমনতর আত্মপ্রসাদ থেকেই
যা'রা ধী-মান
তা'দের বুঝে নিতে বা অনুমান করতে
একটু কম কষ্টই হবে ;
তুমি ব'লে দিচ্ছ—
তুমি কতখানি আত্মপ্রতারক,
তোমার নিজ আভিজাত্যকে
তুমি কতখানি অবদলিত ক'রে
একটা কিম্ভূতকিমাকার মর্য্যাদায়
প্রলুব্ধ হ'য়ে
তা'তেই আত্মবিক্রয় ক'রে চলছ,
তা'রই পরিচর্য্যা ক'রে চলছ,
অর্থাৎ তুমি পর-পণ্যে আত্মবিক্রয় করেছ—
তা' জ্ঞাতসারেই হো'ক
বা অজ্ঞাতসারেই হো'ক ;
তুমি বুঝতে পার না—
যা'র শ্রদ্ধা নাই,
তা'র বোধ নাই,
সে শ্রেয়তে যুক্ত হ'তে পারে না,
এমন-কি, এই যুক্ত হওয়ার অভিপ্রায় বা কল্পনাতেও
অনেকের মাথা কাটা যায়,
তাই, তা'দের বোধ, চিন্তা অন্বিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে না,
ওখান থেকেই বুঝতে পার—
তা'দের হওয়াটা কেমনতর ;
যে একভক্তির শরণাপন্ন হ'য়ে
আত্ম-বিনায়নে

নিজের ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তোলেনি,
ভাব যা'র অন্বিত-সঙ্গতিতে
সার্থক হ'য়ে ওঠেনি,—
তা'র ভাবনার মর্য্যাদা কোথায় ?
ঐ ছিন্ন ও ছন্ন জীবন নিয়ে
সঙ্গতিহারা অসার্থক জীবন নিয়ে
শ্রেয়-বঞ্চিত জীবন নিয়ে
সে শান্তির অধিকারীই বা হবে কেমন ক'রে ?
তা'র জীবন স্বস্তিহারা,
যা'র স্বস্তি নাই
তা'র সুখেরই বা অর্থ কী ?
মত্ত উন্মাদনী উত্তেজনাকেই
সে হয়তো সুখ ব'লে উপভোগ ক'রে থাকে ;
তাই বলি, শ্রেয়শ্রদ্ধ হও,
বিনীত হও,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্য যিনি
তাঁ'তে অচ্যুত একভক্তি-পরায়ণ হও,
ঐ ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
নিজের ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তোল,
শ্রান্তিহারা শান্তির শুভ অঙ্কে
লালিত-পালিত হও,
সুখী হও,
মানুষকে সুখী ক'রে তোল—
ঐ অমনতর ক'রে। ৪৪০।

ঘৃণ্য তা'রা—
যা'রা আভিজাত্যকে অবদলিত করে,

আভিজাত্যের উপাসনা-বিরত হ'য়ে
দাসসুলভ চিত্তবৃত্তি নিয়ে
অন্যের প্রসাদ-ভোজী হ'য়ে
জীবন ধারণ করে,
যা'রা নিজের সত্তাপোষণী বংশ বা কৃষ্টি-মর্য্যাদাকে
দাসসুলভ অবদলনে অস্বীকার ক'রে
অন্যের অভিজাত-কৃষ্টিতে আত্মবিক্রয় করে,
যা'রা বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট-চলনকে ব্যাহত ক'রে,
নিজের ব্যক্তিত্বকে অবদলিত ক'রে,
নিজ বংশ ও কুলমর্য্যাদাকে অপমানিত ক'রে
অন্য কুল বা বংশের তকমায় নিজেদের চালায় ;
অমনি ক'রেই তা'রা
কুলপাবী বৈশিষ্ট্যকে শীর্ণ ক'রে তোলে,
যা'র ফলে, অভিজাত সন্তান-সন্ততি
কুলপাবিতার গৌরব-অনুধায়িতা হ'তে
চ্যুতিই লাভ ক'রে থাকে ক্রমশঃ—
স্ফুরণ-দীপনাকে ব্যাহত ও বিশীর্ণ ক'রে ;
অভিশপ্ত তা'রা—
নিজের কুলবিসৃষ্ট ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে
ইষ্টার্থে উৎসর্গ ক'রে,
বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণায়
তা'কে আরোতে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলার ধাক্কাই
বহন করতে পারে না যা'রা ;
ঈশ্বর নির্ব্বিশেষের বিশেষ ভূমি,
প্রতিটি বিশেষই বৈশিষ্ট্য-ভূমিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তাই, প্রতিটি বিশেষই

নির্ব্বিশেষের বিশেষ বিসৃষ্টি,
ঈশ্বর প্রতিটি বিশেষেরই পরমস্রবা,
বিশেষ অস্তিত্বের
বিধি-বিনায়িত স্রোতোচ্ছল অস্তি,
স্বস্তির স্মিত সত্তা। ৪৪১।

আগে দেখে নিও—
মানুষের যোগাবেগ কেমন,
অর্থাৎ তা'র শ্রদ্ধা চ্যুতিহীন
স্বতঃ-উৎসারিণী কিনা,
অথবা তা' প্রত্যাশাপীড়িত অর্থাৎ
স্বার্থসংক্ষুধ কিনা,
প্রত্যাশাপীড়িত হ'লে বুঝে নিও—
ঐ শ্রদ্ধা ব্যক্তিত্বে নয়,
পাওনায়,
আরো দেখো—
তা' শ্রেয়শ্রদ্ধ না নিকৃষ্টরত ;—
প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জনী বিক্ষেপে
সে কতখানি টেঁকে বা টেঁকে না,
কেমনতর বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,—
দ্বিতীয়তঃ, তা'র সহজ বুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান কেমন,
তারপর তা'র নিষ্পাদন-বুদ্ধি কেমন,
কোনও জিনিস ঠিকভাবে করে, কি করে না,
কি অসম্পূর্ণভাবে করে,
আর, নিখুঁত নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে কিনা ;

তারপর দেখে নিও—
সে উদ্দেশ্যে অমোঘগতি কতখানি,
আদর্শের জন্য কতখানি ত্যাগস্বীকার করতে পারে,
প্রবৃত্তি-প্রলোভন তা'র উপর
আধিপত্য করতে পারে কতখানি
বা কতখানি পারে না,
তারপর, কতটুকু কষ্ট
তা'র সহ্যের সীমা অতিক্রম করে,
অর্থাৎ, কতখানি কষ্ট সে সহ্য করতে পারে ;
অকৃতি-হীনম্মন্যতার দ্বারা
সে কতখানি অভিভূত হ'য়ে থাকে,
তা'র মানে হ'লো—
সে ক'রে সার্থক হওয়াতেই খুশি,
না, না-ক'রে পাওয়ার
অভিমানক্ষুব্ধ-দাবী নিয়ে চলতেই অভ্যস্ত,—
যোগাবেগ যেখানে সুস্থ,
সেখানে প্রিয়ের জন্য ক'রে
ও প্রিয়কে দিয়ে
খুশি হবার প্রবণতাই প্রবল,
দুনিয়ার আসল কথাই হ'লো—
সুস্থ সলীলস্রোতা যোগাবেগ ;
এই হ'চ্ছে মোক্ষা মাপকাঠি—
মানুষের ব্যক্তিত্বকে মাপবার। ৪৪২।

যা'রা শ্রেয়কে বন্দনা করতে জানে না,
তাঁ'তে সম্বন্ধান্বিত হ'তে জানে না,
শ্রেয়চর্য্যায়

অন্তঃকরণ স্মিত হ'য়ে ওঠে না যা'দের,
অনুসরণে প্রসাদমণ্ডিত হয় না যা'রা,
অশ্রেয় আধিপত্য হ'তে
তা'রা রেহাই পাবে কি ক'রে ?
শ্রেয়-সংশ্রয়ী, তৎসুখনন্দনাই হ'ল
মানুষের শ্রেয়নন্দনার পরম পথ ;
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
মূর্ত্ত শ্রেয় যিনি,
ঈশ্বরের শ্রেয়-অনুবেদনা মূর্ত্ত সেখানে,
শ্রেয়-চলনই ঈশ্বরের পরম-বর্ত্ম । ৪৪৩ ।

ভাগ্যবান তাঁ'রাই
যাঁ'রা আদর্শপুরুষকেই অনুসরণ করেন,
এবং তাঁ'দের চরিত্রকে
তদর্থ-অন্বিত ক'রেই
নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকেন ;
দুর্ভাগা যা'রা
তা'রা প্রবৃত্তি ও তা'র অনুশাসনগুলিকে
আদর্শ ভেবে আঁকড়ে ধ'রে
তদনুগ নিয়মনেই চলতে থাকে । ৪৪৪ ।

যা'রা নিজের পরিচয়কে ভাঁড়িয়ে
অন্য পরিচয়ে পরিচিত হ'তে চায়
বা হ'য়ে থাকে,
ঠিক বুঝে নিও—
তা'দের অন্তরে
একটা কুৎসিত-সংক্রমণী-প্রবৃত্তি

অধিষ্ঠিত আছে ;
তা'রা চায়—
নিজের কুৎসিতত্বে অন্যকে আকর্ষণ ক'রে
অন্যকেও তদ্রূপ করতে ;
আর, সবচেয়ে বড় দোষ এই—
নিজের আভিজাত্যকেও
তা'রা ঘৃণা ক'রে থাকে,
আর, অসুবিধা যেখানে পায়,
ঐ বুদ্ধির প্রণোদনায়
নিজের বিবেচনা-মতন
অন্যকেও দুষ্ট ক'রে তুলতে চায়,
তাই, তা' অপরাধ যেমন,
পাপও তেমনি,
সাবধান !
বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণী সন্ধিৎসু বুঝ নিয়ে চ'লো। ৪৪৫ ।

তুমি কাউকে মান না,
তোমার প্রীতি কাউতে নিবদ্ধ নয়কো,
শ্রেয়-নন্দিত সুকেন্দ্রিক নওকো তুমি,
সক্রিয় অনুসরণ-তৎপর নও,
তা'র মানে—তুমি শক্তিহীন, ছন্ন,
তোমার বোধ, বিবেচনা, বিদ্যা,
কোনটাই অন্বিত অর্থবাহী নয়কো,
সত্তাপোষণী নয়কো ;
যে সক্ষম, তা'র ধারণশক্তি আছে,
ধৈর্য্য আছে,
ধৈর্য্য যেখানে,

স্থৈর্য্য সেখানে আছেই,
স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য যেখানে—
সে স্বকেন্দ্রিক সার্থক-অন্বিত সঙ্গতির
বিনায়িত পদক্ষেপেই চ'লে থাকে ;
তাই, যে স্বকেন্দ্রিক নয়,
শ্রেয়ার্থ-পরায়ণ নয় যে,
পাণ্ডিত্যের গজ্‌রানিই হো'ক,
আর যে-রকম গজ্‌রানিই হো'ক,
যা'ই করুক সে,
তা' একটা বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট, ব্যভিচারী বিকার ছাড়া
কিছুই নয়,
তা'কে দিয়ে অন্যের সুবিধা হ'তে পারে,
অন্যে তা'কে কাজে লাগিয়ে
স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
কিন্তু তা'র নিজের পক্ষে সে কী ?—
ব্যক্তিত্বহারা ঔদ্ধত্য-অবশ
আহাম্মক অহঙ্কারী মাত্র। ৪৪৬।

যে বা যা'রা
তোমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত, প্রীতিপ্রবণ,
অনুরক্ত বা ভক্ত,
তা'দের লক্ষণই হ'চ্ছে—
আন্তরিক আবেগ নিয়ে
তোমার স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনাকে
তা'রা নিজেদের স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনা ব'লে
জ্ঞান করে বা বোধ করে ;

তোমার প্রতিষ্ঠায়,
তোমাকে দিয়ে
তোমার প্রীতি-অবদান পেয়ে
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে,
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;—
তোমার সত্তা ও স্বার্থকে
একটা অনুধায়িনী আবেগ নিয়ে
নিজের জীবন্-চলনার সাথে খাপ খাইয়ে
বাস্তব বিনায়নে
তা'দের বোধ ও সাধ্যে যা' জোটে,
তোমার উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার জন্য
তদনুপাতিক প্রয়াসশীল হ'তে
একটুও পশ্চাৎপদ নয়,
বরং স্বতঃস্ফূর্ত্ত অগ্রগতিসম্পন্ন—
এমন-কি, অন্যের সাহায্য নিয়েও ;—
সে তোমার নিকট-সম্বন্ধযুক্তই হো'ক,
আর, দূর-সংস্রবেরই হো'ক,
আত্মীয়তা কিন্তু সেখানে ;
এ ছাড়া যেখানে
আত্মীয়তার দাবী আছে,
কিন্তু করণীয় নাই,
শোষণ আছে,
তোষণ নাই,
পুষ্টি নেওয়া আছে,
পুষ্টি দেওয়া নাই,
অথচ ঐ আত্মীয়তার দাবীর
ধাপ্পাবাজি চাল নিয়ে

বা দৌত্য নিয়ে
ঐ তকমায় দাঁড়িয়ে
নিজের সুবিধা করা ছাড়া,
তোমার সুবিধা যা'তে হয়,
স্বতঃস্বেচ্ছ উন্মাদনায়
তা' করবার কসরত করতে
নারাজ বা অপারগ,
প্রাধান্য পেতে,
বা তোমাকে শাসন করতে
বা নিজেদের মতমতো চালাতে
খুব তৎপরতা নিয়ে চলতে জানে—
হাতে যতটুকু ক্ষমতা থাকে,
আর, তোমার এতটুকু ত্রুটিতেই
অপমানিত হ'য়ে ওঠে,—
আত্মীয়তা তো সেখানে নাই-ই,
আছে দাম্ভিক শোষকতা,
—বুঝে চ'লো । ৪৪৭ ।

অবস্থাও দেখবে না,
অনুকম্পাও নেই,
দরদী-বেদনাও নেই,
এক-কথায়, কা'রও সম্বন্ধে
নিজের স্বার্থ-সমীক্ষ বিবেচনা ছাড়া
কা'রও কোন বালাই-ই বহন করবে না,
সার্থক সমর্থন ও সমীচীন দর্শন,
উপচয়ী অনুবেদনী বোধ,
দায়িত্বশীল উপচয়ী অনুচর্য্যা

কিছুরই ধার ধারবে না,
অপারগতা ও দৈন্যের আপসোসে দিন কাটাবে,
সুবিধা-মাফিক আত্মীয়তার বড়াই করতেও
ত্রুটি করবে না—
এমনতর মেকদারওয়ালা কোন বান্ধব
যদি তোমার থাকে,
হৃদয় সেখানে তোমার
কতখানি প্রসারণশীল হ'য়ে ওঠে—
তা' সহজেই বিবেচনা করতে পার ;
তাই, বান্ধবই যদি হও,
আত্মীয়ই যদি হও,
তোমার সাধ্য বা ক্ষমতার হস্ত-প্রসারণ ক'রে
তা'কে আগলে ধ'রে
উপচয়ী উপকারী তা'র যতটুকু হ'তে পার,
তা' হও,
নয়তো, তোমার বৃথা ও ব্যর্থ অনুবেদনা
অন্যায্য আপসোসে
হতভম্ব হ'য়ে চলবে,
অমনতর হৃদয়হীন আত্মীয়-আলিঙ্গন
অনিবার্য্যভাবে
বিহিত ফল প্রসব করবে,
সাধু বনামী অসাধু চলনের প্রতিক্রিয়া
তোমাকে রেহাই দেবে কিন্তু কমই ;
বৈধী-বিনায়নী হৃদ্য অনুকম্পা
যেখানে যতখানি—
ঈশ্বর-আশিস্
উন্মুক্তও সেখানে তেমনি। ৪৪৮।

যা'রা শ্রেয়, মহৎ বা প্রাজ্ঞদের প্রতি
শ্রদ্ধাবিরত হ'য়ে
সম্ভ্রম ও সম্মানে
নিজেকে গৌরব-গর্ব্বিত করতে চায়—
উপযুক্ত সেবানিরত প্রীতি-অনুচর্য্যাকে
বিদায় দিয়ে,—
অজ্ঞ বর্ব্বর তা'রা ;
নিজের-স্বল্প-দৃষ্টি নিয়েই
ঐ প্রাজ্ঞদিগকে
তৃণবৎ চিন্তা ক'রে থাকে তা'রা,
শ্রদ্ধাশীল-মমতা-বিহীন ঐ মূঢ়—
ফলে, অশ্রেয়েরই অধিকারী হ'য়ে ওঠে,
লোকচক্ষুতে অধীতও হ'য়ে থাকে তা'রা তেমনি। ৪৪৯।

যা'রা নিজের কৃতিপ্রসাদকে
অন্যের শুভ-সন্দীপনী উন্নতির
মূলধন ক'রে দিতে কৃপণ,
একটা হ্যাংলা আত্মম্ভরি
উদ্ধত নিষ্ঠীবনী প্রসাদ নিয়ে
চলতে থাকে যা'রা,
ঠিক জেনো—
তা'দের কৃতিত্ব স্বীয় অনুশীলনায়
উপার্জ্জিত নয়কো,
অন্যেরই দাক্ষিণ্যে হয়তো তা' অর্জ্জিত হ'য়েছে,
কিন্তু অন্যে তা'র উন্নতির প্রসাদে
সম্প্রসাদিত হ'য়ে ওঠে,

তা'তে সে মোটেই প্রসাদনন্দিত নয়কো ;
যোগ্যতাদীপ্ত শ্রেয়নিষ্ঠ অন্বিত-সার্থকতা হ'চ্ছে—
কৃতী তপস্যার ফল,
কৃতিত্বে আছে—
শ্রেয়-বিনায়নী ক্লেশসুখপ্রিয়তার নন্দন লাস্য ;—
তা' তা'দের নাই,
তাই, অন্যের সুখে
তা'রা সুখী হ'তে জানে না,
অন্যের হৃদয়কেও তা'রা
স্পর্শ করতে পারে না ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই কৃতিত্বের নবীন উৎসাহ,
ঈশ্বরই ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার
আশীর্ব্বাদ-উৎসর্গী প্রেরণা। ৪৫০ ।

ইতর বা অপকৃষ্ট যা'রা,
তা'রা করার অনুশীলনে উপযুক্ত হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে জানে না—
শ্রেয়ানুধ্যায়ী অনুশীলনী অনুক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্বকে ভূয়োদর্শিতার অন্বিত-সঙ্গতিতে
বিনায়িত ক'রে ;
তা'রা দাবীর তোড়ে
বা কলহ ক'রে
বড়ত্বের তকমা নিতে চায়,
অযোগ্য হ'য়ে
যোগ্য ব'লে আখ্যায়িত হ'তে চায়,
আর, তা'রই অসমর্থক যা'রা

তাঁদের প্রতি স্বভাবতঃই
ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে ওঠে ;—
আর, এটা অলস ইতর হীনম্মন্যতারই লক্ষণ। ৪৫১।

ঈশ্বর,
তদনুপ্রেরিত পুরুষোত্তম—
যিনি লোক-আদর্শ,
সত্তাবিধায়নী ধর্ম্ম,
তদনুগ কৃষ্টি,—
এদের পারস্পরিক অন্বিত সঙ্গতি
যা'দের বোধিদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়নি,
এতদনুচর্য্যী তপোনিরত যা'রা নয়কো,
বা তদনুচর্য্যী স্বীকার্য্যও যা'দের নাই,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পূর্ব্বতনদিগকে
যা'রা মানে না,
তাঁ'দের বিধায়িত অনুশাসনকেও
যা'রা অস্বীকার করে,
তাঁ'দের সঙ্গতিসূত্রে আস্থাবান নয় যা'রা,—
এমনতর যা'রা থাকে,
তা'রা তোমার ঐতিহ্য-অনুসারিণী নয়,
তা'দের সাথে তোমাদের
বান্ধবতা থাকে ভালই,
কিন্তু তা'রা কিছুতেই নির্ভরযোগ্য নয়কো,
যতদিন পর্য্যন্ত তা'রা
ঐ স্বীকৃতি-অনুচলনে
নিজদিগকে পরিশুদ্ধ না-ক'রে তোলে ;
ঈশ্বরই পরম বিধায়না,

ঈশ্বরই সাত্ত্বিক অনুদীপনা,
ঈশ্বরই কুলস্রবা তপোদীপী বিবর্ত্তনের
অনুবর্ত্ম-উৎস,
ঈশ্বরই প্রাচীন ও নবীনের পরম সঙ্গতি,
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই পরম তীর্থকেন্দ্র। ৪৫২।

বড়র সহজাত আনন্দই হ'চ্ছে—
ছোটকে বড় ক'রে,
সমানকে বান্ধবান্বিত ক'রে,
শ্রেয়কে শ্রদ্ধা ক'রে,
বিনীত-অনুচর্য্যী হ'য়ে তাঁ'র;
যেখানে তা'র অপলাপ,
ছোটকে বড় ক'রে তুলতে যে দুঃখিত হয়,
সম-দের সাথে যা'র
প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘটিত হ'য়ে ওঠে,
শ্রেয়কে অপদস্থ করার
লোলুপতা যা'র উদগ্র,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের বদলে
যেখানে অসৎ-সমর্থনী সম্বেগ,
লাথবার জেনে রেখো—
বাস্তবে সে বড় নয়ই,
লোকে তা'কে বড় বললেও
বড়র ছদ্মবেশী সে মাত্র,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়শ্রদ্ধ সে নয়ই,
জ্ঞান, বিবেচনা ও বোধিদীপনী অনুপ্রেরণা
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠেনি তা'তে;
বিবেচনায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে

যেখানে যেমন চলতে হয়,
তেমনিই চ'লো। ৪৫৩।

শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
শ্রেয় মানে শ্রেষ্ঠ যিনি,
শুভদ যিনি—
এক-কথায়, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রবোধনা
যাঁ'তে অন্বিত-সঙ্গতি লাভ করেছে ;
তাই, শ্রেয়ার্থপরায়ণ হও,
তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে
শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুবেদনা নিয়ে
তাঁ'রই উপচয়ী, উদ্বর্দ্ধনী ক'রে তোল—
সার্থক সঙ্গতি-শালিত্যে ;
এমনি ক'রে তোমার প্রকৃতিকে
পরিমার্জ্জিত ক'রে তোল,
প্রকৃতি এমনতরভাবে পরিমার্জ্জিত হ'লেই
তোমার বৈশিষ্ট্যও পরিমার্জ্জিত হ'য়ে উঠবে,
বর্দ্ধনপ্রসাদী হ'য়ে উঠবে ;
প্রকৃতি বদলান না গেলেও
তা' পরিমার্জ্জিত ক'রে
ব্যবহার-ব্যবস্থিত করা যায়,
প্রবৃত্তির সার্থক সঙ্গতিশীল নিয়মনে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তুলতে পারা যায় ;
ব্যক্তিত্ব যদি সুবিনায়িত হয়,
তাহ'লে তোমার স্বভাবও
অমনতরই মার্জ্জিত হ'য়ে উঠবে—
উপচয়ী সার্থক সঙ্গতি-শালিত্যে ;

পরিবেশেও ঐ প্রতিফলন
এমনতর প্রেরণা জাগিয়ে তুলবে,
যা'র ফলে, তা'রা তোমাকে
তা'দের সত্তার পরিতৃপ্তির
সম্বর্দ্ধন-অনুপ্রেরণা ব'লে
ধৃতি ও কৃষ্টির অনুদীপক ব'লে বোধ ক'রে
তোমাতে প্রপন্ন হ'য়ে উঠবে,
তা'দের চরিত্রেও
তোমার চরিত্রের উৎকিরণী অনুবেদনা
শ্রেয়প্রতিষ্ঠা ক'রে
তা'দিগকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলবে,
এমনি অনুদীপনী প্রবণতা নিয়ে চলতে থাক,
স্বস্তির মাঙ্গলিক পুরশ্চরণ ঐ পথেই ;
ঈশ্বরই স্বস্তি-স্বরূপ,
তিনিই আধারভূত,
তিনিই প্রতিটি জীবনে অধিযজ্ঞ। ৪৫৪।

যা'রা ঔদ্ধত্য-পরামৃষ্ট, আত্মম্ভরি
রাগদীপনা নিয়ে
তা'রই সার্থকতায়
তথাকথিত প্রীতি-অনুবেদনা নিয়ে চলতে থাকে,
যা'রা প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ হ'য়ে
তা'রই পুরশ্চরণী অভিনিবেশ-অনুষ্ঠান-নিরত হ'য়ে
তা'রই ক্রীড়নক হিসাবে
কা'রও সহিত প্রীতি-নিবদ্ধ হয়,
কাউকে মানদর্পিতার দৈন্যগ্রস্ত
বরেণ্য-অভিমানী

অনুচারণী অনুপোষণার কেন্দ্র ক'রে
তা'তে সম্বদ্ধান্বিত হ'য়ে চলতে চায়,
তা'দের তথাকথিত আত্মনিবেদনী
অনুচর্য্যা-নিরত অনুগতি
এতই ঠুনকো,
যে, এতটুকু সংঘাতে তা' ছিন্ন হ'য়ে ওঠে ;
অমনতর কা'রো প্রতি
নির্ভর ক'রে যদি চলতে চাও,
হতাশায় হ'টে যেতে হবে তোমাকে ;
তোমার আপদ-বিপদ
বা কোন প্রয়োজনের
গভীর উদ্বেগের সময়ও,
তা'রা তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
অন্য পন্থা অবলম্বন করতে
এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করবে না ;
তা'রা অন্যের প্রতি কুৎসিত ব্যবহার করবে,
কিন্তু তা'র এক-কণিকাও যদি
অন্যে তা'দের প্রতি করে,
তা'রা তখনই অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, তুমি যদি তা'র দুর্ব্যবহারের সমর্থনে
ঐ প্রতিক্রিয়ার নিরোধ-ইন্ধন হ'য়ে না-ওঠ,
তুমিও রেহাই পাবে না তা'দের আক্রোশ হ'তে,
এমনতরই অভ্যস্ত তা'রা,
তাই, তুমি ব্যর্থ হবে সে সংসর্গ ক'রে ;
ফলকথা, তা'রা তোমার
জীবনীয় উপকরণ হ'তে চায় না,
তোমার স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনায় রত হ'য়ে

আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায় না,
তোমাকে তা'দের প্রবৃত্তির
উচ্ছল ইন্ধন ক'রে রাখতে চায় ;
বুঝে চল,
যখন যেখানে যেমন করণীয়,
তাই-ই ক'রে চলো—
ব্যাঘাত-বিঘ্ন কমই হবে। ৪৫৫।

যা'র আত্মীয়ের মতন অনুচলন,
অথচ যা'র প্রতি অমনতর ভাব পোষণ করে—
তথাকথিত সৌজন্য নিয়ে,
তা'র এতটুকু বেচাল দেখলে
যা'র অভিমানী অহং
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তা' যে সইতেও পারে না,
আবার, স'য়ে যে তা'কে বইবে—
তা'ও পারে না,
অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যা
যা'র সহজেই বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
স্বল্প কারণে
শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুবেদনা বা আত্মীয়তা যা'র
ব্যাহত হ'য়ে
আক্রুষ্ট দিকদারিতে
ধুক্কা-গর্জ্জনে
রুষ্ট-গম্ভীর অনুচলনে
শ্রদ্ধাস্পদ বা আত্মীয়কে
সংঘাত হানতেও কসুর করে না,

নিজের দোষ বা গুণ
মানুষ যেমন ক'রে আবৃত বা প্রকাশ ক'রে থাকে—
প্রতিষ্ঠ পরিচর্য্যায়,
আত্মীয়তার বন্ধন যা'র সাথে আছে,
তা'র বেলায় তেমনতর যে পেরেই ওঠে না,
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
তা'কে যে বিনায়িত ও তর্পণ-দীপ্ত
ক'রে তুলতেও পারে না,
যা'র চাহিদা সব সময়ই
সম্মান-সন্ধিৎসু হ'য়ে বেড়ায়,
অথচ হৃদ্য অনুচলনে
লোক-হৃদয় আকৃষ্ট ক'রে
যে ঐ সম্মান-প্রাপ্তিকে
স্বতঃ ক'রে তুলতে পারে না,
বুঝে নিও—
আত্মীয়তা সেখানে মূক,
ও-সৌজন্য তা'র চরিত্রে নাই,
তা'র ব্যক্তিত্বও ওতে অভ্যস্ত নয় ;
যেখানে এমনতর দেখবে,
উপযুক্ত ব্যবধান বজায় রেখেই চ'লো,
তাই ব'লে কোন বিষয়ে
আধিক্য কিন্তু ভাল নয়,
তা' অনেক সময় দলনকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
বুঝে সুসমীক্ষ চলনে চ'লো,—

দিগ্দারী নাজেহাল হ'তে
অনেকখানিই রেহাই পাবে। ৪৫৬।

যা'রা সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণশীল বিনয়ী,
তা'রা বিনীত হ'য়েও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন,
তা'দের ব্যক্তিত্ব আদর্শ-নিবদ্ধ,
এমনতর লোক বিনয়ী হ'লেও ধামাধরা হয় না;
তা' ছাড়া, অনেক দুর্ব্বলমনাকেও
বিনয়ী হ'তে দেখা যায়,
তা'দের ব্যক্তিত্ব মেরুদণ্ডহীন,
তা'দের বিনয়
যেখানে যেমন তেমনতরই রূপ ধরে,
অসৎ-নিরোধী উদাত্ত অনুবেদনা তা'দের
ক্ষীণ ও কৃশ,
যা'রা সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণশীল বিনয়ী নয়,
ন্যায়ও তা'দের মূক ও বধির,
কারণ, নয়ন-কেন্দ্র-হারা তা'রা,
তাই, প্রশস্তির অধিকারী হয় তা'রা কমই;
যা'রা দর্পী,
তথাকথিত শৌর্য্যবান ব'লে পরিচিত,
তা'দের সৌজন্য ও আপ্যায়নাও
দর্প-অভিনিবেশী,
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট তা'দের অস্মিতা,
তা'দের প্রবৃত্তির তালিমে
তাল মিলিয়ে যা'রা চলে,
তা'দিগকেই তা'রা পছন্দ করে;
আবার, দৃপ্ত-বিনয়ী যা'রা—

তা'রা অচ্যুত সুকেন্দ্রিক আনতিনিষ্ঠ,
তা'রা সাধারণতঃ দায়িত্বশীল অভিভাবক-স্থানীয়
হ'য়ে থাকতে চায়,
অন্যের শুভ
তা'দিগকে হর্ষমণ্ডিত ক'রে তোলে,
আবার, ব্যতিক্রমেও তা'রা
তিরস্কার বা পীড়ন করতে কসুর করে না,
আবার, ঐ তিরস্কার বা পীড়নেও
তা'দের হৃদয় ব্যথিত হ'য়ে ওঠে,
তাই, আগলে ধ'রে সন্দীপিত করার প্রবণতাও
তা'দের সজাগ,
সুকেন্দ্রিক উপচয়-তৎপর হবার দরুন
তা'রা লোককেও উপচয়ী ক'রে তুলতে
যোগ্য ক'রে তুলতে
যত্নবানই হ'য়ে থাকে,
মানুষকে অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোলাতেই
তা'দের স্বাভাবিক আত্মপ্রসাদ,
তা' করতে গিয়ে
মানুষকে কখনও তিরস্কার,
কখনও বা পীড়নও করে,
সে তিরস্কার বা পীড়নের ভিতর থাকে—
হৃদ্য অনুবেদনী আপ্যায়না,
সন্দীপনী অনুপ্রেরণা ;
তাই, সুকেন্দ্রিক বিনয়ী হও,
তোমার ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে উঠুক,
মিষ্টি চলনেই চল,
বা দৃপ্ত-বিনয়ী হ'য়েই চল,

আঘাত-ব্যাঘাত, বাধা-বিপত্তি যতই আসুক না,
সবকে বিনায়িত ক'রেই
তুমি আত্মপ্রসাদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে ;
ঈশ্বরই অন্তরের দীপন-শৌর্য্য,
ঈশ্বরই পরাক্রম-বীর্য্য,
ঈশ্বরই বিনীত তর্পণায় বিধিস্রোতা সৃজনছন্দ,
অর্জ্জনার অন্বিত সঙ্গীত,
জীবনের সামছন্দ। ৪৫৭।

দেশ, কাল ও পাত্রানুপাতিক
যতটুকু সময়ের মধ্যে
যে-কাজ নিষ্পাদন করতে
স্বভাবতঃ যে খরচের প্রয়োজন,
তুমি ঐ সময়ে
বা তা'র চাইতে ত্বরিত
তা'র চাইতে কম খরচে
যতই তা'কে
উপচয়ীভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবে—
বাস্তব শুভ-সুন্দরে,
কোনপ্রকার অবান্তর দায়িকগ্রস্ত না হ'য়ে,
স্বস্তি-সম্বেদনাকে অটুট রেখে,—
সেই হ'চ্ছে পরিমাপনী সংশ্রয়,
যা' দিয়ে বোঝা যায়—
তোমার বোধিদক্ষতা
কত কুশল হস্ত-সঙ্কর্ষণী হ'য়ে উঠেছে,
যে বোধি-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়

তুমি অমনতর নিষ্পাদনে
পারদর্শী হ'য়ে উঠেছ,—
ব্যাপার বা বিষয়ের ধারণ-পালনী ক্ষমতা—
আধিপত্য কতখানি স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছে তোমাতে,
নৈপুণ্যের অধিকারী তুমি কতখানি হ'য়েছ,
সাশ্রয়ী তুমি কতখানি ;
ঈশ্বরই নিষ্পাদনী বিশেষত্বের
অর্থান্বিত সম্বেগ,
ঈশ্বরই সুকেন্দ্রিক কৃতি-দীপনা। ৪৫৮।

তুমি যে বৈশিষ্ট্য বা বর্ণের
অন্তর্গতই হও না কেন,
তুমি কি মেকদারের মানুষ,
তোমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য না অপকৃষ্ট,
অন্তঃকরণ কী বিনায়নায় সংগঠিত—
তা' গায়ে লেখা না থাকলেও,
স্বভাবে লেখা থাকেই কিছু,
তোমার বাক্য, ব্যবহার
ও আচরণের প্রতিটি পদক্ষেপ
বিকশিত ক'রে দেয় তা'—
উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট মর্য্যাদার
মহিমা কীর্ত্তন ক'রে। ৪৫৯।

সুকেন্দ্রিক অনুনয়নী আবেগ-আগ্রহের সহিত
যদি অনুচর্য্যী অনুক্রমণায়
মানুষের হৃদ্য হ'য়ে না উঠতে পার,
তোমাকে পেয়ে,

তোমার সান্নিধ্য উপভোগ ক'রে
মানুষ যদি প্রসাদমণ্ডিত না হ'য়ে ওঠে,
তুমি বুঝে নিও—
তোমার অন্তঃকরণের নিভৃত কোণে
ছদ্মবেশী স্বার্থ-প্রত্যাশা
স্বার্থানুকম্পী হ'য়ে
তোমাকে পরিচালিত ক'রছে তখন ;
তুমি বাস্তবে উপচয়ী ইষ্টার্থপরায়ণ তো নও,
লোকচর্য্যার ভাঁওতায়
মানুষের কাছে
স্বার্থার্থকে ফলাও ক'রে,
তা'রই পোষণ-সংক্ষুধ হ'য়ে
বাক্য, ব্যবহার ইত্যাদিকে
যেখানে যেমন সুবিধা পাও,
তেমনি ক'রে নিয়োজিত ক'রে চলছ,
তোমার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি
লোকপ্রাণতার ছদ্মবেশে
স্বার্থ-সংক্ষুধ বিচারণায়
চরিত্রে চলন্ত হ'য়ে আছে ;
পরার্থ ও পরতৃপ্তিকে উপেক্ষা ক'রে
স্বার্থ-সম্পোষণী চলনে যতই চলবে,
বর্দ্ধনা তোমাকে কুটিল ভঙ্গীতে
ব্যঙ্গ করতে থাকবে ততই ;
পরার্থের ভিতর-দিয়ে
যে স্বার্থ-সম্পোষণা
সুকেন্দ্রিক উপচয়ী তৎপরতা নিয়ে চলতে থাকে,
তাই-ই কিন্তু পরমার্থের পরমাগতি ;

ঈশ্বরই পরাৎপর,
তিনিই পরমপুরুষ,
তিনিই পরম পরমার্থ। ৪৬০।

সুকেন্দ্রিক, সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিশীল
ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব
স্বতঃই সর্ব্বতোমুখীন সুতৎপর হ'য়ে থাকে,
অমনতর ব্যক্তিত্বেই
সব্যসাচিত্ব সার্থক। ৪৬১।

অন্তঃকরণে যে যত অপরাধপ্রবণ হ'য়ে থাকে,
আর, ঐ প্রবণতা ক্রূর ও কুটিল হ'য়ে ওঠে যতই,
তা'র অন্তর্নিহিত সত্তাপ্রীতি
ঐ প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী অনুবেদনার প্রতি
স্বতঃই তা'কে অসহানুভূতি-সম্পন্ন
ক'রে তোলে তেমনি;
সে যখন ঐ-জাতীয় অপরাধীর সম্মুখীন হয়,
তখন ঐ অসহানুভূতি-সম্পন্ন
অনুবেদনী ক্রূরতা নিয়ে
তা'কে বিচার ও বিবেচনা করতে থাকে,
তা'র অন্তর্নিহিত অসহানুভূতির প্রতিবিম্বই
ঐ অভিযুক্তের প্রতি নিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে,
ফলে, তা'র বিবেচনা
ঐ অমনতরই অনুধাবনী অনুযোগ নিয়ে
ক্রূর যুক্তিজালের সমাবেশ ক'রে
তা'র প্রতি ঐ অমনতর ক্রূর ভঙ্গীতেই
আত্মপ্রকাশ করে,
সেইজন্যই সে তেমনতর

শাস্তিপ্রবণ হ'য়ে ওঠে ;
সে বীরই হো'ক,
বিচারকই হো'ক,
প্রধানই হো'ক,
নায়কই হো'ক,
রাজপুরুষই হো'ক,
তা'র রকমই অমনতর হ'য়ে ওঠে,
সে অভিযুক্তদের
অমনতরভাবে
যত শাস্তি দিয়ে থাকে
বা ক্ষতি ক'রে থাকে,
তা' কিন্তু আত্মধিক্কারেরই ধুক্ষিত প্রতিফলন ;
সে অভিযুক্তের শাস্তাই হ'য়ে থাকে,
স্বস্তি-বিধায়ক বা শোধক হ'তে পারে না কিছুতেই,
আর, অমনতর রকমের ভিতর-দিয়ে
সে খানিকটা আত্মতৃপ্তিরও সন্ধান ক'রে থাকে ;
এমনতর রকম দেখলেই বুঝে নিতে পারবে—
এই প্রবণতা কেমন ক'রে
কা'র অন্তঃকরণে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে আছে,
তখন ধ'রে নিও—
সে নিয়ামক নয়,
শোধক বা স্বস্তি-বিধায়ক নয়,
স্বস্তি ও মিলনের উপাসক নয় সে কোনমতেই ;
যাঁ'রা সৌম্য,
তাঁরা স্বভাবতঃ স্বস্তি-বিধায়ক—
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,

পরিশুদ্ধি-পরাক্রমে ;
ঈশ্বর স্বস্তি-স্বরূপ,
তিনি ঐক্যের এককেন্দ্র,
তিনি প্রাণন-প্রদীপনা,
তিনি পরম পরিশোধক । ৪৬২ ।

তোমার বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও চরিত্রের
সমবায়ী সঙ্গতিই হ'চ্ছে—
তোমার মান বা ব্যক্তিত্বের ওজন ;
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুচর্য্যী অন্বিত সঙ্গতিতে
তোমার ব্যক্তিত্ব যতই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
মান-অভিমানের খতিয়ানী লেহাজ না রেখে,
আর, তা' যত প্রবুদ্ধ-প্রেরণায়
তোমার পরিবেশের সত্তাপূরণী হ'য়ে উঠবে,
লোক-হৃদয়ের শ্রদ্ধাও তত
ঐ মান বা মর্য্যাদায়
তোমাকে আদৃত ক'রে তুলবে,
আর, ঐ মানই হ'চ্ছে
তোমার ব্যক্তিত্বের মান বা ওজন ;
দাবীর তোড়ে যতই
তোমার মান বা মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করতে যাবে,
তুমি অপদস্থই হ'য়ে উঠবে তত ;
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত সক্রিয় অনুচর্য্যা নিয়ে
শ্রেয়ানুগ পরিচর্য্যায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তোল,
ঐ শ্রেয়-নিষ্যন্দী কৃতি-দীপনা

নিষ্পন্নতার নিবিড় আহ্বানে
তোমাকে মর্য্যাদার আসনে
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে—
সঙ্গতিশীল চারিত্রিক বিকিরণায় ;
ঈশ্বর-অনুবেদনাই হ'চ্ছে
ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা,
ঈশ্বরই বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও চরিত্রের
সমবায়ী সার্থক সন্দীপনা,
ঈশ্বরই কৃতিত্বের কৃতী-সম্বেগ। ৪৬৩।

শ্রেয়ার্থ-অনুনয়নে
নিজেকে যদি অনুশাসিত ক'রে থাক—
তখন তোমার
অন্যকে শাসন করার ক্ষমতা
স্বতঃই সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার সত্তাপোষণী বিধি-বিনায়িত অনুশাসন
মেনে চলার প্রত্যাশায়
মানুষ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইবে,
ঐ শাসনে তখন তা'রা
কৃতার্থ মনে ক'রবে নিজেকে ;
যে নিজে শাসিত নয়,
তা'র শাসন মানুষকে ক্ষুব্ধিতই ক'রে তোলে। ৪৬৪।

যে সহানুভূতির সঙ্গে বোধ করতে পারে না,
তেমনতর হৃদয়হীন
হীনম্মন্য গর্ব্বেলিপ্সু মানুষের কাছে
যদি অযাচিতভাবে সমীচীন অনুরোধও করা যায়,

তা'তেও তা'র অন্তরবৃত্তি নিরুদ্ধই হ'য়ে থাকে,
বিকৃত অনুনয়নে
বিকারলুব্ধ গরিমায়
সে তা'কে তাচ্ছিল্যই ক'রে থাকে প্রায়শঃ ;
কিন্তু অমনতর অনুরোধে
প্রীতি-প্রসিক্ত শ্রদ্ধোষিত হৃদয়
সক্রিয় সহানুভূতি নিয়ে
অনুরুদ্ধ বিষয়ের সুবিবেচনা ও সুসমাধানে
তৎপরই হ'য়ে ওঠে ;
তাই, প্রীতি-প্রসিক্ত যে নয়,
শ্রদ্ধা-সন্দীপ্ত যে নয়,
বোধ-বিধৃতি যা'র নাই যে-বিষয়ে
বা যা'র বিষয়ে,
অনুরোধ সেখানে গরিমা-বিভোর
বিরোধেরই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাই, মানুষকে প্রীতি-প্রসিক্ত ক'রে তোল,
উদ্যোগী উচ্ছল ক'রে তোল,
তাহ'লে তা'র হৃদয়াবেগ
লাখ নিরোধকে ব্যাহত ক'রে
স্বতঃই সহানুভূতি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠবে তোমার প্রতি,
সেখানে সফল হবে তুমি। ৪৬৫।

দরদহারা কর্ত্তব্য,
বোধহীন পাণ্ডিত্য,
সহানুভূতিবিহীন সৌজন্য—
এগুলি সবই বাবুয়ানি চালমাত্র,
এতে ব্যক্তিত্ব বিনায়িত ও বর্দ্ধিষ্ণু হয় না—

সার্থক বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে,
তা' নিজেরও যেমন,
অপরেরও তেমনি। ৪৬৬।

পরিবেশের হাতে ক্রীড়নক হ'তে যেও না,
অসঙ্গত অন্বয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বটাকে
টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলো না;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়কেন্দ্রিক হও—
শ্রদ্ধোচ্ছল রাগদীপনায়,
তদুপচর্য্যী অনুচর্য্যী অনুশীলনায়
যোগ্যতায় যুত হ'য়ে ওঠ,
ধীকে সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিতে
ধৃতিশীল ক'রে তোল;
এমনতরই রাগদীপ্ত সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণে নিজের ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত ক'রে ফেল;
ঐ ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরণায়
উৎসব-অনুক্রিয় প্রাণন-অনুদীপনায়
সব্যষ্টি পরিবেশকে
সঙ্গতির শুভ-আলিঙ্গনে
পারস্পরিকভাবে
বৈশিষ্ট্যানুগ বর্দ্ধনায় প্রদীপ্ত ক'রে তোল;
এই দীপালী প্রদীপনাই
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিবর্দ্ধনে বিভাসিত ক'রে তুলবে,
সপরিবেশ তোমার সার্থকতাই ওখানে;

নয়তো, বিভ্রান্তির বিকৃত চলনে
সপরিবেশ তোমাকে বিক্ষুব্ধই হ'তে হবে। ৪৬৭।

তোমার ভাব-বিভূতি
যে পথেই পরিচালিত হবে,
যে উপজীবিকা নিয়ে চলবে,
তোমার বোধিও তেমনতরই প্রবণতা নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
তদর্থেই অন্বিত ক'রে তুলবে প্রায়শঃ,
ফলকথা, ভাবানুকম্পা-বিধায়িত উপজীবিকা যেমন,
এবং তা'র উদ্‌যাপন যেমনতর—
তোমার ব্যক্তিত্বও সেই ধাঁজে
নিজেকে গ'ড়ে তুলবে তেমনি ক'রে;
প্রবৃত্তি-প্ররোচনা, আলস্য, বিশৃঙ্খলা
বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি
তোমার নিষ্পাদনী চলনে
বিপর্য্যয় সৃষ্টি করবে যেমন,
ব্যক্তিত্বও বিপর্য্যয়ী হ'য়ে উঠবে তেমনি;
আবার, তোমার ভাবানুকম্পা-সংশ্রয়ী উপজীবিকা
তোমাকে
শ্রেয়ার্থ-সার্থকতায়
নিষ্পাদনী সৌকর্য্যে
প্রসারণ-সন্দীপনায়
বিনায়িত করবে যেমন—
তোমার ব্যক্তিত্বও
উন্নত ও প্রসারিত হবে তেমনতর। ৪৬৮।

যা'রা অল্প খরচে
বেশী কাজ করতে পারে—
যথাসময়ে,
ধীমান্ কৃতী তা'রা,
কিন্তু যা'রা বেশী খরচে অল্প কাজ করে—
সময়ে সঙ্গতি না রেখে,
ধী-দুর্ব্বল কর্ম্মী তা'রা। ৪৬৯।

তোমার অনুজ্ঞা
বিনা শাসন বা তিরস্কারেও
পরিপালিত হ'য়ে উঠতে পারে ততই,
তা' তোমার কর্ম্মিবৃন্দের অন্তঃকরণকে
হৃদ্য অনুপ্রেরণা-নিবদ্ধ বন্ধুতায়
সম্বেগ-সমৃদ্ধ উদ্দাম ক'রে তুলতে পারবে যতই—
এমনতর ক'রে—
যা'তে তোমার অনুজ্ঞা পরিপালন করাই
তা'দের হৃদয়ের পরম-তৃপণা হ'য়ে ওঠে,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার পরম-নর্ত্তনে
আন্দোলিত হ'য়ে
আরব্ধ কর্ম্ম-নিষ্পন্নতায়
ঐ কৃতিত্বের উপঢৌকনে
তোমাকে উৎফুল্ল ক'রে তোলাই
তা'দের জীবনের পরম স্বস্তি-তীর্থ হ'য়ে ওঠে;
যতই এমনতর উদ্দীপনা নিয়ে
একনিষ্ঠ রাগানুদীপনী তর্পণার অভিসারে
তা'দিগকে তোমার অন্তরের আলিঙ্গনে নিবদ্ধ ক'রে,
তা'দের সত্তা-সম্বর্দ্ধনার

জীবনভূমি হ'য়ে উঠতে পারবে তুমি—
পারম্পরিক সঙ্গতির
সুঠাম সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে—
একতান্ত্রিকতা তা'দের হৃদয়ে
মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করতে-করতে
সাহস ও পরাক্রম-প্রদীপনায়
তোমার অনুজ্ঞার দায়িত্ব গ্রহণ ও উদ্‌যাপনে
তা'দিগকে প্রয়াসী ক'রে তুলবে ততই—
সুদক্ষ ধী-বিনায়িত অনুচর্য্যী
অনুশীলন-তৎপরতায় ;
যেমন ক'রে এমনতর হৃদ্য প্লাবনের
সৃষ্টি করা যেতে পারে,
আদর্শ-অনুধ্যায়ী উপচয়ী কৃতী চলন নিয়ে,
দক্ষ, কুশল, তৎপর, সুবীক্ষণী সন্ধিৎসায়,
বিহিতভাবে বিহিত স্থানে
তেমনি ক'রেই তা' ঘটিয়ে তোল,
আর, তেমনি যোগ্যতা লাভ কর,
তোমার প্রীতি-অনুবেদনা কৃতার্থ হ'য়ে উঠুক। ৪৭০।

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তমকে
প্রাচীনের নবীন আবির্ভাব ব'লে
গ্রহণ করতে পারে না,
—আরতি-অন্বিত সঙ্গতিশীল
অনুধ্যায়ী দর্শনের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র জীয়ন্ত মূর্ত্তনাতে
প্রাচীনের আপূরণী জীয়ন্ত সঙ্গতি-সূত্রকে

দর্শন করতে জানে না,
—জীবন-ধর্ম্মের আপূরণী ব'লে
ঐ পূরণ প্রেরণাকে আশ্রয় ক'রে
সব্যষ্টি পরিবেশকে
ছান্দোগ্য-উদ্দীপনায়
বিভান্বিত ক'রে তুলতে পারে না—
সুসঙ্কিৎসু বিনায়নী সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে,
সার্থক সম্বর্দ্ধনায়,
—ধর্ম্মকে প্রাচীনের অঙ্ক হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে,
প্রেরিতপুরুষ-পরম্পরাকে ছিন্ন ক'রে,
এমন-কি, পরমকারুণিক
পরাৎপর পরমেশ্বরকেও
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের
বিভিন্ন রূপে রূপায়িত ক'রে,
অজ্ঞ-বোধশীল যা'রা
তা'দিগকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলে
গণ্ডিবদ্ধ সম্প্রদায়ে
ভেদ সৃষ্টি ক'রে থাকে,
সাধু ও মহৎদেরও
ঐ তকমায় বিজ্ঞাপিত ক'রে থাকে,
তা'দের বেদবাণীগুলিকেও
ভেদচিহ্নিত ক'রে
পরিবেষণ ক'রে থাকে—
সত্তার অন্বিত সঙ্গতিশীল সম্বর্দ্ধনাকে
ব্যাহত ক'রে,
ঈশ্বরের আশিস্-বিভূতির
কদর্থী পরিবেষণে

লোকজীবনকে প্রবঞ্চিত ক'রে চলে,
—এমনতর যা'রা
তা'রা শাতনেরই তন্ত্র-দূত ;

মনে রেখো—
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তম
প্রাচীনেরই পূরণ-আবির্ভাব,
তাঁ'রা প্রত্যেকেই
সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই জীয়ন্ত প্রেরণা,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী যাগদীপনার মূর্ত্ত যজ্ঞেশ্বর,
লোক-অন্তরের পরম দেবতা,
প্রীতির জীয়ন্ত মূর্ত্তি,
প্রাচীনের আপূরণী নব-কলেবর ;

আর, এ যেখানে
মানুষের বিকৃত পরিবেষণে
ব্যর্থ ও ব্যত্যয়ী ধারায় প্রবাহিত হয়েছে,
তা' শাতনতন্ত্র ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
সাবধান থেকো—
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে। ৪৭১।

নিন্দা-স্তুতির সুবিনায়নী
শালীন সৌকর্য্যে
যে-ব্যক্তিত্ব অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছে—
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
সক্রিয় হ'য়ে,

বোধবেদনার নিয়ন্ত্রণী সমঞ্জসা
সাত্ত্বিক অনুচলনে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তৃপণ-মর্য্যাদায়,
ধারণ-পালনী সম্বেগে,
অসৎ-নিরোধী নিয়মনায়,—
ঐশী-বিভব তাঁ'তেই স্ফুটতর। ৪৭২।

তুমি সব বোঝ—
এমনতর মদগর্ব্বিতা নিয়ে
বসবাস করতে যেও না,
আবার, কিছুই বুঝতে পার না—
এমনতর দৈন্যেরও প্রশ্রয় দিও না;
অচ্যুত ইষ্টার্থ-অনুবেদনী
অন্তরাস-অনুদীপ্ত হৃদ্য-সন্ধিৎসা নিয়ে
দেখ,
ভাব,
বোঝ—বাস্তব সক্রিয়তায়,
এই দেখা, ভাবা, বোঝার অন্বিত সঙ্গতি-সার্থকতায়
তোমার বুঝগুলিকে
বিনায়িত করতে চেষ্টা কর,
যেমন ক'রে যেটাকে
সুযুক্ত অনুনয়নে নিয়ন্ত্রণ করলে
তোমার অন্তরের বোধি-দীপনাকে
সার্থক বিন্যাস-বিভবে
সৌষ্ঠব-মণ্ডিত ক'রে তুলতে পার,
তাই কর—

সত্তাপোষণী প্রণোদনা নিয়ে ;
সর্ব্বসঙ্গতির অন্বয়ী সার্থকতায়
সমাহিত যে বুঝ,
সত্তার আপোষণী হ'য়ে
প্রাচীনের আপূরণী যা'
তা' হ'তে ন'ড়ো না ;
এতে বোঝা বা না-বোঝার,
জানা বা না-জানার
দৈন্য বা দম্ভ হ'তে রেহাই পাবে,
অথচ জানাগুলি
মূর্ত্ত বিভব নিয়ে
তোমাতে অধিষ্ঠিত থাকবে,
ঐ বোধিতেই তোমার ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
চলন্ত হ'য়ে চলবে—
আরোতর সার্থকতার সন্দীপনী প্রেরণায় ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
—অন্বিত সঙ্গতির পারম্পরিক মূর্চ্ছনা,
তিনিই পরাৎপর,
—যোগদীপনার পরম লীলাভূমি। ৪৭৩।

যা'রা নিজের সুবিধা-অসুবিধার খসড়া
বা প্রয়োজন-প্রবর্ত্তনাকে
বিস্তার ক'রে
তা'কেই কায়েম রাখতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে
তা'র আপূরণ-প্রত্যাশায়
কা'রও অনুজ্ঞা বা সম্মতি আদায় ক'রে নেয়,

তা'র মানেই হ'চ্ছে—
নিজের সুবিধা, অসুবিধা বা চাহিদাতেই
সে সংশ্রয়ী,
নাছোড়বান্দা হ'য়ে যা'র কাছে
অনুজ্ঞা যাচ্ঞা করছে,—
ঐ তা'র অনুগ্রহ-ভিক্ষু হ'তে পারে সে,
কিন্তু তা'তে অর্থাৎ তা'র ব্যক্তিত্বে
সে সংশ্লিষ্ট নয় মোটেই,
কারণ, ঐ চাহিদায় বা ভিক্ষায়
তা'কে নন্দিত ক'রে তুলবার
বা তা'র সত্তাপোষণী অনুচর্য্যার
কিছুই নাই,
আছে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-পরায়ণতা,
আছে প্রীতি-আরতিবিহীন কামনা। ৪৭৪।

যা'দের ধীচক্ষু যত ঝাপসা,
তা'দের অন্তর্দৃষ্টিও তত কুয়াসাচ্ছন্ন,
কিসের কী পরিণতি হয়,
তা' ধারণায় বোধিবীক্ষণায় এনে
নির্দ্ধারিত করা
তা'দের পক্ষে মরীচিকাবৎই
হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৪৭৫।

যা'রা সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ,
হৃদয়বান প্রীতি-পরিচর্যাশীল,
তা'রা যদি দরিদ্রও হয়,
ব্যক্তিত্বে তা'রাই রাজা;

অমনতর হৃদিবান
প্রিয়পরম-প্রেমিক যা'রা,
তা'দের জীবনচলনার প্রতিটি ছন্দে
বিশ্ববেদনা ছান্দিক নর্ত্তনে ঘুরে-ঘুরে
প্রতিটি প্রাণে
ঐ স্পর্শানুপ্রেরণা-সঞ্চারণে
প্রিয়পরমের অর্ঘ্য-নন্দনায় ধন্য হয়। ৪৭৬।

কাউকে শ্রেয় জেনেও,
কৃতীকর্ম্মা দেখেও,
নিয়ন্ত্রণ-তৎপর বুঝেও,
তুমি তাঁ'র অনুগতিসম্পন্ন না হ'য়ে
তোমার বুঝমাফিক
তাঁ'কে বিনায়িত করতে যা'চ্ছ—
অনুধায়িনী অবগতিকে উপেক্ষা ক'রে,
—তা'র মানেই হ'চ্ছে,
তাঁ'র মাধ্যমে
তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহাদুরি নিয়ে চলতে চাও ;
বুঝে-সুঝে ধী-চক্ষুকে বিস্তার ক'রে
মন্ত্রণ-প্রেরণায় তাঁ'কে সম্বুদ্ধ ক'রে
আরোতর অনুপ্রেরণায়
তাঁ'র উদ্গাতির অভিনিবেশ
তোমার নাই ;
এর মানেই হ'চ্ছে—
তাঁ'র আলম্বনী-অনুগতিহারা তুমি,
তোমার বর্দ্ধনার বিনায়নী তৎপরতাকে বাদ দিয়ে
তোমার ত্রুটিকেই ভাস্বর-দীপ্ত ক'রে,

প্রাধান্য-অনুসন্ধানে
অশুদ্ধিকেই আমন্ত্রণ ক'রতে চলেছ,
ফলে, শুভ-বিনায়নকে উপেক্ষা ক'রে
ভূতুড়ে সজ্জায় নিজেকে সাজিয়ে
কর্ম্মভুমিতে নিজেকে সং সাজিয়ে চলতে চাচ্ছ ;
ভাল চাও তো
শ্রেয়-অনুগতিসম্পন্ন হও,
তাঁ'র অর্থনায়
তোমার কৃতিদীপনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
ধী-চক্ষুকে সন্ধিৎসু অনুপ্রেরণায়
সার্থক-সন্ধিক্ষু ক'রে তোল,
প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন তদর্থে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
বাস্তব বিনায়নায়
ঐ সার্থক নিষ্পন্নতাতেই
তুমি কৃতী হ'য়ে ওঠ,
যেমনতর স্বার্থত্যাগে তা' সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে—
তা'র একটুও ত্রুটি ক'রো না,
ঐ ত্যাগদীপ্ত কর্ম্মবিভূতি
তোমাতে বিভব হ'য়ে ফিরে আসবে,
তুমি যোগ্য হ'য়ে উঠবে—
আগ্রহ-অভিদীপ্ত অনুশীলনী-তৎপরতায়,
কৃতী হবে,
সার্থক হবে,
সুখীও হ'য়ে উঠবে অমনি ক'রে । ৪৭৭ ।

যা'দের অন্তঃকরণে
ইষ্টার্থ বা শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী আকাঙ্ক্ষা

স্বকেন্দ্রিক তৎপরতায়
দুর্ব্বার হ'য়ে ওঠেনি,
যা'রা অজ্ঞ,
বোধবীক্ষণী দূরদৃষ্টি যা'দের নাই,
নিজের অবস্থা ও লোকচরিত্রের
সমঞ্জসা পর্য্যবেক্ষণায়
কোথায় কী করণীয়
তা' নির্দ্ধারণ করতে পারে না,
লুব্ধ অনুনয়নী আত্মপ্রশংসায়
যা'রা ইষ্টার্থকেও বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে,
কিন্তু দেওয়া বা নেওয়াকে
উপচয়ে উদ্ভিন্ন ক'রে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,
অন্যের অভাব বা বেদনায়
দরদীর মত বুক দিয়ে পড়ে না,
অথচ চাটুকারের প্রশংসায়
তা'র প্রতি ঝুঁকে পড়ে,
বাহবার লোভে তা'র চাহিদাপূরণে
ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে—
নিজেকে বিপন্ন ক'রেও,
বিশ্বাসের ভাঁওতায়
নিজেকে অযথা ঠকিয়ে
মূর্খতার পরিচয় দেয়,
—এমনতর যা'রা
তা'রা বিপন্নই হ'য়ে থাকে ;
তা'রা আজকে দরদী হ'য়ে উঠবে,
দুদিন পরেই হয়তো

তা'র প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
এমন-কি, তা'র সত্তায়
সংঘাত হানতেও কসুর করবে না ;
কাউকে অমনতর দেখলেই বুঝে নিও—
হীনম্মন্য লুব্ধ চলনে
সে মূঢ়ত্বে উপনীত হ'য়ে উঠেছে ;
তাই, মনে যেন থাকে—
এমনতর ধার্ম্মিক হওয়া ভাল না,
এমনতর দানবীর হওয়া ভাল না,
এমনতর দরদী হওয়া ভাল না,
যে-ধর্ম্ম, যে-দান বা যে-দরদ
সাত্ত্বিক অনুচলনে সংঘাত এনে দেয় ;
তাই, তা' হ'তে সাবধান !
নিজের পারগতাকে
বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে
তোমার পক্ষে যা' সম্ভব তাই ক'রো,
সে-করায় তুমিও কৃতার্থ হবে,
অন্যেও প্রবোধনার দিকে এগিয়ে যাবে। ৪৭৮।

উপযুক্ত যে
তা'র স্বাভাবিক চরিত্রই হ'লো
অনুপযুক্তকে উপযুক্ত ক'রে তোলা,
নয়তো, সে নিজেকে
প্রসাদশূন্য ব'লে বোধ করে ;
তা'র ব্যত্যয় যেখানে
সেখানে তা' উপযুক্ততার বিকৃত মূর্ত্তি। ৪৭৯।

যা'রা আদর্শহীন,
শ্রেয়নিষ্ঠাহীন,
আদর্শ বা শ্রেয়-আনতি
যা'দিগকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলেনি,
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর ক'রে তোলেনি,
তা'রা যেই হো'ক
আর যেমনই হো'ক,
দৃপ্ত প্রতিভাশালীই হো'ক,
আর, বিরাট বিভবেরই অধিকারী হো'ক না কেন,
প্রবৃত্তির আকর্ষণ-উন্মাদনার হাত হ'তে
তা'রা এড়াতে পারে কমই,
ফলে, অপরাধপ্রবণ হ'য়ে ওঠে তা'রা প্রায়শঃ,
পরন্তু, ঐ প্রতিভা মানুষকে মুগ্ধ ক'রে
তা'দিগকে অপরাধপ্রবণ উন্মাদনায়
উসকে তোলে,
বিভবীই হো'ক,
আর দৈন্যদীর্ণই হো'ক,
বিকারগ্রস্তই হ'য়ে উঠতে দেখা যায়
তা'দিগকে সাধারণতঃ;
ফল কথা, ঐ প্রতিভা
তা'দের চরিত্রকে বিনায়িত ক'রে তোলে না,
জীবন ও বর্দ্ধনার অনুশ্রয়ী অনুগতি হ'তে
তা'রা বিচ্ছিন্নই হ'য়ে থাকে,
অমনি ক'রেই ক্ষোভান্বিত জীবনের
অধিকারী হ'য়ে ওঠে তা'রা—
নিজের নিয়তি, অদৃষ্ট ও দুর্বিবপাক সৃষ্টি ক'রে;

যাই কর, আর তাই কর,
সম্মুখে চলো। ৪৮০।

যা'রা অপরাধপ্রবণ
অর্থাৎ আরাধনাপ্রবণ নয়কো—
সুকেন্দ্রিক সংশ্রয়ী হ'য়ে,—
—তা'রা শ্রেয়নিষ্ঠ হ'তে পারে না,
আবার যা'রা অপরাধপ্রবণ হ'য়েও
ধর্ম্মভাবালুতাসম্পন্ন,
তা'রাও কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয়-আচার্য্যে অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারে না,
তাঁ'কে ধ'রে চলতে
ঐ অপরাধপ্রবণ প্রবৃত্তিতে সংঘাত আসলেই
তাঁ'কে ত্যাগ ক'রে
অনভিজ্ঞ তথাকথিত সংনামধেয়
অশ্রেয়কে অবলম্বন করে—
যা'র কাছে তা'দের ঐ প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়;
ঐভাবে তা'রা নিজেকে তো বঞ্চিত করেই,
অন্যকেও বঞ্চিত করতে ছাড়ে না,
তা'র কারণ,
ভিতরে প্রবৃত্তির উত্তেজনা এমন থাকে,—
যা'র দরুণ শ্রেয়-সঙ্গতিহারা হ'য়ে পড়ে,
ঐ প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
আধ্যাত্মিক পরিচর্য্যার ভিতরও
তা'দের বঞ্চন-প্রবণতা ছাড়ে না;
ওর একমাত্র প্রতিকার হ'লো—
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক তদনুচর্য্যী আত্মনিয়মনা। ৪৮১।

তুমি সাধুর খোঁজে চল,
বল—সুকেন্দ্রিক তৎপরতাই
তোমার জীবনের অধ্যাস,
কিন্তু যেখানে যা'কে দেখ,—
তা'রই দোষ কুড়িয়ে-কুড়িয়ে
তোমার মগজ-ভাণ্ডারকে
বোঝাই ক'রে তুলেই চলেছ,
এর পরিণাম হ'চ্ছে এই যে
তুমি তো এখনও অসাধুমনা,
শীঘ্রই তুমি যদি অসৎকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ,
তা'তে বিচিত্র কিছুই নেই ;
তাই, সাবধান হও,
বোধিবীক্ষণী অনুচর্য্যায়
মানুষের অবস্থাকে অবলোকন ক'রে
যেমন ক'রে যে যা' করে,
বুঝে-সুঝে
ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে
যদি পার—
সন্দিনায়নী অনুচর্য্যায়
তা'কে সুশীল-অনুশীলনী ক'রে তোল,
যোগ্যতায় সুসংযুক্ত ক'রে তোল,
আর, নিজেকেও অমনি ক'রেই
বিনায়িত ক'রে চলতে থাক—
সুকেন্দ্রিক হৃদ্য চালচলন ও অনুচর্য্যায়,
পূত মানবতার বিভব নিয়ে ;
সুখী হবে তুমিও,
সুখী হবে তা'রাও। ৪৮২।

বাস্তব-সঙ্গতিহারা
ধারণা-ধুক্ষিত যা'রা,
ঐ ধারণার রুচিকর যা'—
লোকের অমনতর কথাই
তা'দের প্রিয় হ'য়ে ওঠে,
আস্থাসম্পন্ন হয় তা'তেই—
তা' ঐ ধুক্ষার পরিপোষক হ'লেও। ৪৮৩।

অভ্যাস যতই তোমাতে
সিদ্ধিলাভ ক'রে স্বতঃ হ'য়ে উঠবে,
হ'য়েও উঠবে তুমি তেমনি,
আর, মানুষ যে-বিষয়ে যতই হ'য়ে ওঠে—
আত্মীকৃত ক'রে তা'কে,—
সে তা'তে সচেতনও থাকে তত কম,
চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে তা',
এই হ'লো প্রকৃত হ'য়ে ওঠার স্বাভাবিক লক্ষণ,
কারণ, তুমি যেমন হ'য়েছ বা হও,—
তোমার সত্তাও তা'তে তেমনি
স্বচ্ছন্দ হ'য়ে ওঠে;
যতক্ষণ তা' বিকৃত না হয়,
ঐ সাম্য চেতনা সংক্ষুব্ধ হয় না ততক্ষণ,
তাই, স্বাভাবিকভাবে
স্বতঃ-দীপনায়ই তা' সক্রিয় হ'য়ে চলে—
তোমার অস্তিত্বের সহানুবর্ত্তিতায়,
তাই, তুমি অভ্যস্ত যেমন,
সহজভাবে বোঝ, কর, চল তেমনতরই—
তা'তে বিশেষভাবে সচেতন না থেকেও। ৪৮৪।

বিকেন্দ্রিক,
বিকৃত-চলন-অভ্যস্ত
অপরাধপ্রবণ যা'রা,
তা'রা সশ্রদ্ধ, সুনিষ্ঠ
আরাধী অনুচর্য্যীদিগকে
সাধারণতঃ অবজ্ঞা ক'রেই চলে,
আবার, ক্রূর কটাক্ষে
সমালোচনা করতেও কসুর করে না,
সুকেন্দ্রিক সশ্রদ্ধ চলন-দীপনা
যা'দের চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে,—
তাঁ'দিগকে সহ্য করাই
কঠিন হ'য়ে ওঠে তা'দের পক্ষে,
ঐ সশ্রদ্ধ সুনিষ্ঠ চারিত্রিক বিকিরণা
তা'দের হীনম্মন্য প্রবৃত্তি-অভিভূতি-আবৃত অহংকে
বিক্ষুব্ধই ক'রে তোলে,
কারণ, ঐ নিষ্ঠা-সন্দীপ্ত চারিত্রিক বিকিরণায়
তা'দের বোধচক্ষুতে
নিজেদের বিকৃত চারিত্রিক রূপ ভেসে ওঠে,
ঐ অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াকে
এড়িয়ে চলার অভিপ্রায়ে
তা'রা ঐ তাঁ'দের প্রতি
ভয়, ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ ক'রেই
চলতে থাকে—
অন্ততঃ বাহ্য অভিব্যক্তিতে,
—যতক্ষণ পর্য্যন্ত অনুতাপ-অনুদীপনায়
ঐ শ্রেয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ হ'য়ে না ওঠে—
তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রী অনুচর্য্যায় ;

নতুবা, ঐ আসুরিক প্রবৃত্তি-অভিভূতি
নানান খেয়ালের ভিতর-দিয়ে
তা'দের জাহান্নমের পথই
প্রশস্ত ক'রে তোলে। ৪৮৫।

যা'রা অনুভবে অজ্ঞ,
বোধও তা'দের শ্লথ,
আবার, ঐ বোধ শ্লথ ব'লেই
ধী-ও তা'দের অর্থ-অন্বিত নয়কো,
তাই, ব্যক্তিত্বও তা'দের
জাগ্রত যোগদীপনা নিয়ে চলতে থাকে না,
দোদুল ধুন্ধা নিয়ে
বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতারই
সেবা করতে বাধ্য হ'য়ে থাকে তা'রা সাধারণতঃ। ৪৮৬।

আশ্রয়ের সেবাধৃতি নিয়ে
সুনিষ্ঠ, সার্থক জাগ্রত চলনে যা'রা চলে,
তা'রাই শ্রদ্ধার অধিকারী হয়—
অর্থাৎ, শ্রদ্ধা তা'দের ভেতর স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত ;
যা'দের শ্রদ্ধা নাই
তা'রা স্নেহকেও উপভোগ করতে পারে না,
জীবন তা'দের তৃপ্তিহারা,
দাম্ভিক দৃপ্তাকে আশ্রয় ক'রে
তদনুগ চলন-তৎপর থাকতেই
বাধ্য হয় তা'রা,
তাই, তা'দের মিলন-অনুচর্য্যা
সংক্ষুব্ধ বা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে

বিমর্ষ ব্যর্থতায়
লাজুক বিক্ষোভে বিমুখই হ'য়ে থাকে। ৪৮৭।

যা'রা বিকেন্দ্রিক বোধ-দৃপ্তী
আত্মপ্রতারক,
অর্থাৎ, সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়ক নয়কো,
সক্রিয় তৎপরতায়,
বাস্তবে,
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতি-শালিত্যে,
তা'রা সাধারণতঃ
দৃপ্তী-প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
স্বার্থসন্ধিক্ষু কামতপাই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
আবার, অপরাধপ্রবণতাও
তা'দের ভিতরই
একটা বেকুব, বিশৃঙ্খল,
উন্মদৃপ্ত বা অবসাদ-জর্জ্জরিত
অথবা পর্য্যায়ক্রমিক উদ্দীপ্ত ও অবসন্ন
দাম্ভিক রূপ ধারণ করে—
দেখা যায়। ৪৮৮।

হৃদ্য, বিনীত, গম্ভীর হও—
স্মিত আত্মবিনায়নী তৎপরতায় জাগ্রত থেকে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে বজায় রেখে;
এগিয়েও সেইদিকে নজর রেখে,
পিছিয়েও তা'রই রক্ষণায়—
প্রীতি-উচ্ছল স্নেহল চর্য্যা নিয়ে;
তোমার পক্ষে উপযুক্ত করণীয় যা'

তা' করতে একটুও ত্রুটি ক'রো না—
তা' যা'ই হো'ক না কেন,
হৃদ্য সম্ভারে
ললিত ক'রে তা'কে;
আর, তোমার প্রত্যেকটি চলনা
প্রত্যেকটি বলনা
প্রত্যেকটি করনা
যেন বিহিত চারিত্রিক বিকিরণায়
তোমার প্রিয়পরম যিনি
তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তাঁ'রই স্বার্থে,
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠায়
প্রতিটি অন্তরকে
উৎফুল্ল-আনতিপ্রবণ-শ্রদ্ধাবিকচিত ক'রে। ৪৮৯।

উদার হওয়া ভাল,
কিন্তু আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সঙ্গতিশীল অনুক্রিয় অন্বিত-বন্ধন
ত্যাগ করা ভাল নয়। ৪৯০।

বিকেন্দ্রিক, প্রীতিহীন
বা অলস প্রীতি-সম্পন্ন যা'রা
বা স্বার্থসঙ্কীর্ণ যা'রা
সন্ধিৎসু দূরদৃষ্টিহারা তা'রা,
তাই, প্রায়শঃ অসতর্ক চলনে চ'লে থাকে,
অসতর্ক চলন
সত্তার প্রতি অবিবেকী কৃতঘ্ন অপরাধ;

অমনতর চলন যা'দের
অজ্ঞতায়ই অধিষ্ঠিত তা'রা—
বিশেষতঃ সত্তার পোষণ-বর্দ্ধন-ব্যাপারে। ৪৯১।

যা'রা অপরাধপ্রবণ,
তা'রা প্রায়শঃই
বিকেন্দ্রিক অনুগতি-সম্পন্ন হ'য়ে থাকে,
ক্রূর কঠোর তা'দের অন্তঃকরণ,
সহানুভূতি-স্নায়ু তা'দের
অবশভাবাপন্ন হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
আর, যা'দের ব্যক্তিত্ব
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
স্ফুরণ-দীপনায় উদ্‌গতিশীল হ'য়ে চলেছে—
তা'রা প্রায়শঃ সুকেন্দ্রিক,
তা'দের বোধানুদীপনা সাম্যভাবাপন্ন,
ব্যক্তিত্ব তা'দের সুবিনায়িত,
জমাট অকম্পিত অনুগতিসম্পন্ন,
সাত্ত্বিকতা-সমৃদ্ধ,
শুভকর্ম্মা,
সহানুভূতিপ্রবণ,
কারণ, তা'দের সাড়াপ্রবণ স্নায়ুগুচ্ছ
নিয়ন্ত্রণশীল ধী
স্বাভাবিক অনুচলনে
ধৃতি-বিনায়নীই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
সুকেন্দ্রিক দক্ষ-কুশলকর্ম্মা যা'রা,
তা'রাই লোকের জীবন-সম্পদ্‌। ৪৯২।

বিকেন্দ্রিক শ্লথ-সন্ধিৎসু বা শ্লথ-সক্রিয়
আবেগ-উদ্যমহারা
কল্পনাবিলাসী যা'রা,
তা'রাই প্রায়শঃ
অজ্ঞ-অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে,
এই অজ্ঞতার অনুশাসনই হ'চ্ছে
অসতর্ক অনিয়ন্ত্রিত এষণা,
এরাই আবার সাধারণতঃ
আকস্মিকতাবাদী হ'য়ে থাকে,
আর, তা' ঐ অজ্ঞতারই অনুশাসন-অবদান,
যা'র ফলে মানুষ
ক্রিয়াশিথিল তাত্ত্বিকতা নিয়েই চলতে থাকে,
দুনিয়ার প্রত্যেকটি ব্যষ্টির অন্তরে
উপ্তও ক'রে থাকে তা'ই,
তীক্ষ্ণ, খরতৃপ্ত ধী নিয়ে চলা
তা'দের পক্ষে একটা বিড়ম্বনা—
এমনতর ধারণায়
কার্য্যকারণ-সম্পর্কে
তা'রা এড়িয়ে চলতে চায়,
কার্য্যকারণের সূত্র-সঙ্গতির অভিনিবেশী অনুধ্যায়িতা
তা'দের কাছে কষ্টকর লাগে ব'লেই
তা'রা অমনতরই হ'য়ে থাকে;
তাই, তা'রা অজ্ঞচলনেই
অবশায়িত হ'য়ে চলে,
তা'দের বোধিদৃষ্টি
কার্য্যকারণ-সূত্রকে অবলোকন ক'রে
চলতে পারে না,

অজ্ঞতায় অবশ হ'য়ে থাকার প্রেরণা
তা'দিগকে মুহ্যমান ক'রে রাখে ব'লে
সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও
তা'রা স্বীকার করতে চায় না,
যদিও সত্তার আত্মরক্ষী আবেগের সাথে-সাথে
ঐ অভিনিবেশ কিছু-না-কিছু
প্রতিটি জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে চ'লেই থাকে ;
এই সতর্ক চলনের বুদ্ধি
অস্তিবৃদ্ধির আকূতি-আবেগের
স্বতঃ-উৎসারণায়
বেঁচে থাকা ও বেড়ে-চলার আকাঙ্ক্ষা
যা'র-যা'র মতন
কা'রও কম নয়কো,
কিন্তু বিকৃতবাদের পাল্লায় প'ড়ে
মানুষের ঐ সত্তা-সম্বর্দ্ধনী প্রবৃত্তি
অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ওঠে,
তাই, তখন অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে
চলতে বাধ্য হ'য়ে থাকে তা'রা ;
মানুষের ভুল হ'তে পারে,
ত্রুটি হ'তে পারে,
কিন্তু আত্মবিনায়নী প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে
আকস্মিকতাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করাই
তা'র মস্ত অপরাধ,
ফল কথা, মানুষের ধী-দৃষ্টি
যতই খরতর হ'য়ে উঠবে—
বাস্তব প্রস্তুতি নিয়ে,
নিয়তিও পেছিয়ে যেতে থাকবে ততই ;

তাই বলি—সুকেন্দ্রিক হও,
সুক্রিয় হ'য়ে চল—
ত্বরিত-নিষ্পাদনী আবেগ নিয়ে,
সতর্ক-সন্দীপনী সন্ধিৎসায়,
নিজে বাঁচ,
সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ যোগ্যতার আসনে
আসীন হ'য়ে
সবাইকে অস্তি-বৃদ্ধির তুকে
সজাগ ক'রে রাখ,
তা'রাও যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
বেঁচে
বর্দ্ধনার বিজয়-লাস্যে
সচ্চিদানন্দকে উপভোগ করুক ;
ঈশ্বরই সচ্চিদানন্দ,
ঈশ্বরই পরম বশী,
ঈশ্বরই অন্তরের জাগ্রত যাগ-অনুদীপনা। ৪৯৩।

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় সম্বেগশালী যে যত কম,
সময়নিষ্ঠাও তা'র তত শিথিল। ৪৯৪।

শিষ্যত্ব যা'র যত স্বতঃ ও সম্বেগশালী,
সক্রিয় অনুচর্য্যাপরায়ণ,
নিয়ন্ত্রিত ও অনুশাসিতও
সে তেমনতর স্বতঃই,
বিশ্বস্তও হয় সে তেমনতর—
বোধিদীপনা নিয়ে। ৪৯৫।

সুনিষ্ঠ, কৃতী,
নিষ্পাদনপ্রাণ সাধু—
যা'রা যেমন,
বোধিও তা'দের তেমনতর সহজ,
প্রীতিও তেমনি অনুকম্পাপ্রবণ স্বতঃই। ৪৯৬।

অন্তঃকরণ যা'র স্বার্থসন্ধিৎক্ষু,
প্রত্যাশা-আবিল,
ইষ্টার্থী অনুচর্য্যা তা'র
শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে না,
তাই, তা'তে কৃতার্থও
হ'য়ে উঠতে পারে না সে,
আর, ইষ্টার্থ-অনুসেবনী সম্বেগ
উদগ্র যা'র যেমন—
সক্রিয় তৎপরতায়,
তা'র প্রকৃতি
কৃতিসম্বেগের আত্মপ্রসাদে
কৃতিত্বেরও অধিকারী হ'য়ে ওঠে তেমনই। ৪৯৭।

সুকেন্দ্রিক আদর্শ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
সক্রিয় তৎপরতায়,
তদনুশীলনী আবেগ-উচ্ছল অনুচলনে
নিজেকে তৎপর ক'রে তুলতে পারবে যতই—
তদ্-আপূরণী ক্লেশসুখপ্রিয়তার
আত্মপ্রসাদ নিয়ে,
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে,—
ঐ বাস্তব চলনাই

তোমার চরিত্রকে
তদ্-দীপনায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে ততই—
বোধি ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ী সার্থকতায় ;
এই হ'লো চরিত্রচর্য্যার তুক। ৪৯৮।

যা'রা বাস্তবতাকে পরিহার ক'রে
অব্যক্ত-অন্বেষী হ'য়ে থাকে,
আবার, যা'দের বাস্তবতা
অব্যক্তে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি,
যা'দের আত্মিক শক্তি
বাস্তবে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করেনি,
আবার, যা'দের মূর্ত্তি
আত্মিক বিনায়নে
জীবনে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি,
নির্ব্বিশেষ সবিশেষে সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠেনি যা'দের,
আবার, বিশেষও যা'দের
বৈশিষ্ট্য-বিনায়নে
নির্ব্বিশেষে অর্থ-সঙ্গতি নিয়ে
নিরন্তর হ'য়ে ওঠেনি,
তা'রা না ভক্ত, না জ্ঞানী, না বিজ্ঞানী। ৪৯৯।

সম্বেগ যা'দের শ্লথ,
অথচ যা'রা স্বকেন্দ্রিকতার বাহানা নিয়ে চলে—
কল্পনাবিলাসী তৎপরতায়,
কৃতিদীপনা যা'দের দোদুল্যমান,
অথচ কৃতার্থতার অভিশাপ-জর্জ্জরিত হ'য়ে
মূঢ় দম্ভের এৎফাঁক নিয়ে চলতে থাকে,

নিবিষ্টতাহারা নিবেশ-আবেশও তাঁদের
মূঢ়তাশ্রয়ী হ'য়ে
লম্পট-কাপট্যে
তাঁদিগকে ব্যভিচার-ধুক্ষিতই ক'রে থাকে,
ফলে, ব্যর্থই হ'য়ে থাকে তা'রা। ৫০০।

আগে নিজে ইষ্টার্থ-অনুবেদনী অনুচলনে
আত্মবিনায়ন কর—
অচ্যুত, অক্লান্ত ক্রমাগতি নিয়ে,
সার্থক সঙ্গতি-শালিত্যে,
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
কর্ম্মদীপনী অনুচলনে,
সমীচীন সুব্যবস্থ অনুনয়নী তৎপরতায়,
সার্থক সন্দীপনী স্ফুরণ-দীপনায়;
আর, এই হ'চ্ছে আসল মরকোচ
যা'র ভিতর-দিয়ে
তোমার নিজের পরিবার-পরিবেশকে
সুশৃঙ্খল তৎপরতায়
সার্থক অনুবেদনা নিয়ে
আপ্যায়নী উৎসারণায়
পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্য-সম্বন্ধে
স্বতঃই সম্বন্ধান্বিত ক'রে তুলতে পারবে;
তুমি নিজে বিশৃঙ্খল,
আর-সবাইকে সুশৃঙ্খল হবার দাবী করছ,
তা'ও কি হয়?
তুমি যা' চা'চ্ছ,
তোমার চরিত্রই তা' ভেঙ্গে দিচ্ছে,

ঐ বিশৃঙ্খলাই সংক্রামিত হ'য়ে উঠছে সবাতে,
তাই, অমনতর চলনে চললে
ব্যর্থমনোরথই হ'তে হবে তোমাকে ;
তুমি তোমার পরিবার-পরিবেশের কাছে
যেমন চাও,
তোমার মন-মতন তা'রা
যতটুকু হো'ক বা না হো'ক আপাততঃ,
তুমি স্বতঃ-শীলন তৎপরতায়
তেমনতর হ'য়ে ওঠ তা'দের প্রতি ;
ধৃতিমুখর কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
অনুশীলন-তৎপরতায়
যখন হ'য়ে উঠবে অমনতর বাস্তবে—
সুকেন্দ্রিক সম্বেগ নিয়ে,—
পাওয়াও এগিয়ে আসবে তেমনতর
তোমার দিকে—
ক্রম-অগ্রগতিতে,
নয়তো, হয়রানি ছাড়া
আর কিছুই হবে না,
এই হ'চ্ছে আসল কথা ;
বোঝ, ভাব,
যেমন চাও, তাই কর। ৫০১।

যেখানে দেখবে—
কেউ আপূরণী শ্রেয়কে সমর্থন না ক'রে,
তা'র উপচয় বা অপচয় বিবেচনা না ক'রে,
তৎ-পরিপন্থী কাউকে সমর্থন করছে,
বা সে যা'তে উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,

বাক্যে, ব্যবহারে
তেমনতর প্রচেষ্টাপরায়ণ হ'য়েই চলছে—
যা'র ফলে, ঐ শ্রেয়ার্থই বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে,
তখনই বুঝে নিও যে,
সে অন্তরে শ্রেয়ার্থ-প্রয়াসী নয়কো,
প্রত্যাশা-বিলোল অসরল লুব্ধ আবেগের
বশবর্ত্তী হ'য়েই
অবাঞ্ছিতভাবে ঐ অমনতর
ব্যবহার ও প্রচেষ্টা নিয়ে চলছে,
অমনতর দেখলেই
নিজেকে সামাল ক'রে রেখো। ৫০২।

যা'রা বিকেন্দ্রিক,
যা'দের ব্যক্তিত্ব ক্লীব ধী নিয়ে বসবাস করে,
তা'দের জানা যা'-কিছু—
বিপরীত শোনায় বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'দের শোনাও
বাস্তব দেখাকে
বিক্ষুব্ধ ও বিরঞ্জিত ক'রে তোলে—
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হোক;
শোনা, জানা ও দেখার মধ্যে
পারস্পরিক সঙ্গতি-স্থাপন
এবং তা'র ভিতর-দিয়ে বাস্তবের পরিচিতি-লাভ
তা'দের পক্ষে সুদুষ্কর;
অর্থাৎ শোনা, জানা বা দেখায়
বাস্তবতা থেকে

কোথায় কতটুকু খাঁকতি বা বাড়তি আছে,
তা' নিরূপণ করা
তা'দের পক্ষে সুকঠিন,
তাই, স্থিতধী হওয়াও সদূরপরাহত তা'দের ;
এমনতর ক্লীব ধী-সম্পন্ন বিদ্বদ্-ব্যক্তিও
দুর্ভাগ্যে দোদুল্যমান হ'য়েই চলতে থাকে। ৫০৩।

আরতি-সম্বেগ-সন্দীপী
সক্রিয় আচার্য্য-অনুজ্ঞা-সমাচর্য্যী নিষ্পন্নতা—
যথাসম্ভব বাহুল্যকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সুব্যবস্থ উপচর্য্যী-তৎপরতায়,
—এই হ'চ্ছে যোগ্যতার
অনুশীলনী চেতন চরিত্র,
তা'কে অবহেলা ক'রো না কিছুতেই,
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে
তোমার জীবন। ৫০৪।

যে-সবলতা
অসৎ-নিরোধে অক্ষম,
তা' কিন্তু দুর্ব্বলতারই সবল অভিব্যক্তি। ৫০৫।

দুঃশীল চরিত্র দুঃখই আহরণ ক'রে থাকে—
তা' আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
উদ্দেশ্যের উদ্‌ভ্রান্ত অনুনয়নে,
দুঃশীল-তপা অনুবেদনা নিয়ে,
বিকেন্দ্রিক বিপর্য্যয়ী বিপাকী মোহমত্ততায়,
নেশাখোরের মত। ৫০৬।

মানুষকে সুখ্যাতি ক'রে
তা' উপভোগ করার বরাত যাঁ'দের নেই,
দুঃখ ও দুর্দ্দশাই তা'দের মজুত মূলধন। ৫০৭।

শ্রেয়ানুবর্ত্তী হওয়ার সম্ভাব্যতা
তা'দেরই কাছে তত অভাবনীয়,—
যা'দের ব্যক্তিত্বের দাঁড়া
আবিল চিত্তবৃত্তির দ্বারা
বিক্ষুব্ধ, বিচ্ছিন্ন বা অপরিশুদ্ধ যতখানি। ৫০৮।

ব্যক্তিত্ব যা'দের সাত্ত্বিক সঙ্গতি নিয়ে
কোন-কিছুতেই অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি,
সার্থক সুকেন্দ্রিকতা
তা'দের সঙ্কল্পে
সংসন্দীপনায় কলস্রোতা নয়কো,
তাই, সন্দেহ-সঙ্কুল তা'রা,
আনতিও দোদুল্যমান তা'দের। ৫০৯।

যা'দের জীবনের ভূমি
বা ব্যক্তিত্বের দাঁড়া
শিথিল বা শ্লথ,
তা'দের ব্যক্তিত্বও তেমনি
দোদুল্যমান,
অসংলগ্ন,
পরিবর্ত্তনশীল।৫১০।

অপাত্রে ঈশ্বর-অনুগ্রহ
অপলাপেই খরচ হ'য়ে থাকে। ৫১১।

ঈশ্বর-অনুগ্রহ সবাতেই সমান বিকীর্ণ,
যা'র যেমন ধাত,
প্রবণতা যা'র যেমন,
সে তেমনি ক'রেই
তা'কে ব্যবহার ক'রে থাকে । ৫১২ ।

সক্রিয় সুকেন্দ্রিক
অনুবেদনা-প্রদীপ্ততার সহিত
জননী যেমন
সুসঙ্গত তৎপরতায়
যে চরিত্র নিয়ে
শিশুচর্য্যায় নিরত হ'য়ে চলে,
শিশুর জীবনও তেমনিভাবে
সংগঠিত হ'য়ে উঠতে থাকে,
এর বিকৃতি যেখানে যেমনতর—
শিশুর ব্যক্তিত্বও
তেমনি বিকৃতির অধিকারী হ'য়ে
বেড়ে উঠতে থাকে । ৫১৩ ।

অপরাধীদের প্রবণতাই এমনতর যে,
তা'রা তা'দের অপরাধগুলিকে
তান্ত্রিক তন্ত্রে ফেলে
দার্শনিক তত্ত্ব-অবতারণায়
প্রচেষ্টাপরায়ণ হ'য়ে চলে—
যদিও তা' কা'রও পক্ষে জীবনবর্দ্ধনী নয়,
তা'রা অমনতর ক'রে—
সমর্থনী ভ্রান্তি-আবরণ সৃষ্টি করার জন্য । ৫১৪ ।

ভীতিপ্রদ তা'রাই—
যা'রা যথাবিধি সাহায্য পেয়েও
সম্ভাপোষণী যোগ্যতা অর্জ্জনে নারাজ। ৫১৫।

যা'রা প্রাপ্তি বা প্রত্যাশার আনুগত্য নিয়ে—
তা' কামিনীই হো'ক,
আর কাঞ্চনই হো'ক,
তোমার অনুসরণ ক'রে থাকে,
ঠিক বুঝো—
সেখানে অনুরতিও নেই,
আত্মনিয়ন্ত্রণও নেই,
আছে সাধ্যমতন প্রাপ্তির ঝুলবাজী চলন ;
এমনতর সহচর বা অনুচর দিয়ে
কোন উন্নতিকর কর্ম্মে নিয়োজিত হ'য়ে
তা'কে সব দিক্ দিয়ে
বিহিতভাবে নিষ্পন্ন করা কিন্তু
মুসকিলই হ'য়ে উঠবে,
ব্যর্থকাম হওয়ার সম্ভাবনাই
তা'তে বেশী ;
তাই, বেশ ক'রে দেখে-বুঝে
অনুচর-কর্ম্মী নির্ণয় ও নিয়োগ ক'রো—
যদি কৃতকার্য্য হ'তে চাও। ৫১৬।

তুমি স্থবির হও,
নিবিড় জ্ঞানবৃদ্ধ হও—
সার্থক অর্থনা নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক সমাহারী তৎপরতায় ;

কিন্তু অলস হ'তে যেও না,
নিনড় হ'তে যেও না,
প্রাজ্ঞ চেতনাই জীবনের দ্যোতন-দীপনা। ৫১৭।

তুমি যদি সর্ব্বতঃসঙ্গতি নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরমে
অনুরক্ত হ'য়ে
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিতে
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়েও চল,
তাহ'লেও তোমাকে যা'রা ভালবাসে—
অল্পই হো'ক, বিস্তরই হো'ক
প্রত্যাশাকাতর হ'য়েই হো'ক,
আর প্রণোদনা-প্রলোভনেই হো'ক,
এক কথায়, তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত যা'রা,
তা'রা যে প্রত্যেকেই
অনুগতি-আগ্রহ নিয়ে
অনুশীলন-তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তুলবে,
বা তা'দের বদভ্যাসগুলিকে
এক লহমায় পরিবর্ত্তিত ক'রে
তোমার আদর্শানুগ অভ্যাসে
নিজেকে তৎপর ক'রে তুলবে,
তা' কিন্তু ভাবতে যেও না;
মানুষের ঝোঁক বা প্রবণতা যেমনতর
অভ্যাসে অভ্যস্তও হ'য়ে থাকে সে তেমনতর;
তবে প্রকৃত শ্রেয়শ্রদ্ধা
মানুষের অন্তঃকরণকে

আপূরিত অনুপ্রেরণায়
স্ফীত-সম্বেগী ক'রে তোলে—
উদ্যম-উচ্ছল ক'রে ;
তোমার প্রতি যা'র শ্রদ্ধা যেমন,
তোমার স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে
অভ্যাসের অনুশীলনে
এগুতেও থাকবে সে তেমনি ;
মনে রেখো—
মন্দ নিভে যায় মরণে,
যদি জন্মান্তর স্বীকার করা হয়,
এবং কা'রও যদি জন্ম হয় অজ্ঞস্মৃতি নিয়ে,
তথাপি তা'র ঐ কর্ম্মফল
যা' সত্তায় বিন্যাসিত হ'য়ে থাকে,
তা'ই-ই তা'র অনুবর্ত্তন ক'রে চলে—
তা' সে ঠাওর পাক্ বা নাই পাক ;
আর শুভ যা',
সৎ যা',
তা' কিন্তু অমৃতপন্থী,
ঐ অমরণ-আমন্ত্রণের প্রলোভন
তা'দিগকে উচ্ছল ক'রে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে—
বেঁচে বাড়ার আবেগে,
তা'দের ব্যক্তিত্ব
শুভসম্বেগী অনুধাবনা নিয়ে
প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যমাফিক
শ্রদ্ধায় আলম্বিত হ'য়ে
ক্রমান্বয়ী তৎপরতায়
এগুতে থাকবে তেমনি ;

তাই চাই—
তোমার সঙ্গ ও সাহচর্য্য,
সহানুভূতিপ্রবণ সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যা,
যা'র ভিতর-দিয়ে
তা'রা ঐ ধৃতির আবেগ-অনুবন্ধনায়
প্রসাদ-সন্দীপ্ত অন্তঃকরণে
ক্রমপদক্ষেপে উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলবে—
বোধিতে,
ব্যক্তিত্বে,
চারিত্রিক অনুদীপনায়—
আর, এই সুসংহত
সর্ব্বার্থপূরণী সুকেন্দ্রিক অনুচলনই হ'চ্ছে
তা'দের পরাগতির পরম বান্ধব,
আর, ঈশ্বরই হ'চ্ছেন
সব যা'-কিছুরই
পরম পরাগতির
প্রসাদরঞ্জিত প্রবর্ত্তনা। ৫১৮।

ধৃতি যা'দের বিকেন্দ্রিক,
ব্যতিক্রমদুষ্ট,
বিপর্য্যস্ত,
বোধিও তা'দের অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে না,
চরিত্রও অব্যবস্থ হ'য়ে থাকে,
নির্দ্ধারণী শক্তিও
আবোল-তাবোল হ'য়েই চলতে থাকে। ৫১৯।

যা'রা বহুত কথা বলে,
অথচ নির্ণয়ী অভিজ্ঞান নাই,
করণীয় কী—
তা' নির্দ্ধারণ করা
তা'দের পক্ষে শক্তই হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ,
দিশেহারা অব্যবস্থ চলন
তা'দিগকে
অক্টোপাসের মতন আঁকড়ে ধ'রে
বিধ্বস্ত ও সঙ্কুচিত ক'রে তোলে। ৫২০।

গতানুগতিক চলন হ'তে
তা'দের অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর—
যা'দের অন্তরে সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নাই,
আর, বাইরেও কেন্দ্রায়িত হওয়ার
কোন মূর্ত্ত অভিব্যক্তি নেই ;
তা'রা যা'ই হো'ক
আর যেমনই হো'ক,
বিশৃঙ্খল জগতে
গতানুগতিক চলনে চলতে বাধ্য হয়,
তা'দের ধী সুশৃঙ্খল-সার্থক হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ও বিবদ্ধ ক'রে তোলে না,
দম্ভোৎসারিণী ছিন্ন জৃম্ভী চলন নিয়ে
নিজেকে সংরক্ষিত ক'রে চলার
অনর্থক বেকুব চলনে চ'লতেই তা'রা অভ্যস্ত ;
হয়, তা'রা জীবনে অর্থশূন্য তৃপণা
বা পাগল তৃপণা নিয়ে চলে,

অথবা ধুক্ষিত অন্তর নিয়ে
অসার্থক অবান্তর চলনে চ'লে থাকে। ৫২১।

বোধি-বিনায়িত ব্যক্তিত্বের
রণন-রঞ্জিত চরিত্র যা'র যেমন,
লোকও সে সেই স্তরের। ৫২২।

সৎ হও,
সাধু হও,
স্বস্থ হও,
কিন্তু কুশল-কৌশলী হও.
এই কুশল-কুশলতাকে
যদি পরিহার কর,
তোমার সৎ-ত্ব
ধুক্ষিতই হ'য়ে উঠবে কিন্তু। ৫২৩।

যা'রা মানুষের নিন্দা করে,
অথচ বাস্তবে মন্দ করে কম,
তা'রা বরং ভাল,
কারণ, তা'রা হয়তো
দুঃখ বা ক্ষোভের অভিব্যক্তি দেয় ঐভাবে,
কিন্তু যা'রা নিন্দা করে না,
চটে না,
অথচ মন্দ করে বাস্তবে,
তা'রা স্বার্থনিষ্ঠ পরশোষক কৃতঘ্ন ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৫২৪।

অন্তরে সাম্যলাভ করেছ কতখানি,
অহিংস হ'য়েছ কতখানি,—
তা' বুঝতে পারবে—
অন্যের হিংসা-প্রবৃত্তি
তোমাকে অশুভ-অনুধ্যায়িনী ক'রে তুলতে
পারেনি কতখানি—
তা' দেখেই । ৫২৫ ।

যে বা যা'রা
তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি
রাগ-বিভবহারা,
তোমার ভাব বুঝতে পারে না,
প্রত্যাশাক্ষুব্ধ অন্তর নিয়েই
তোমার সাহচর্য্য কামনা করে,
তুমি যা'দের জীবনে
মুখ্য হ'য়ে উঠতে পারনি,
তা'রা তোমার প্রতি
মৌখিক দরদী হ'তে পারে—
লৌকিকতার বাধ্যবাধকতায়,
কিন্তু কিছুতেই তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি
বা জীবনের প্রতি
দরদী হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'দের অন্তর্নিহিত প্রত্যাশার ক্ষুব্ধ চাহিদাতেই
সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
সেই ধাক্কাতেই
তা'রা তোমার সান্নিধ্য কামনা করে—
যদি আপূরিত হয় তা' তোমা হ'তে,

তাই, তা'রা তোমার ভাব, কথাবার্ত্তা,
আদেশ-নিদেশ,
অনুরোধ বা শুভ ইচ্ছাকে
আঁকড়ে ধ'রে
অর্থাৎ, তা'কেই মুখ্য ক'রে নিয়ে
তদনুরঞ্জনী আত্মপ্রসাদে প্রলুব্ধ হ'য়ে
চলতেই পারবেই না কিছুতেই,
ঐ প্রত্যাশাক্ষুব্ধ ধারণায় বিভোর হ'য়ে
তুমি যা' বল
তা'কে তা'দের ঐ প্রত্যাশা-অনুযায়ী
অর্থান্বিত ক'রেই
সেই বুঝ নিয়ে চলতে থাকবে;
এমনতর তা'দের চলন যতদিন চলবে,
তুমি ততদিন তা'দের কাছ থেকে
কিছুতেই প্রত্যাশা ক'রতে পার না
বা তা'দের উপর আদৌ নির্ভর
ক'রতে পার না,
তুমি লাখ বল—
তা'রাও তোমার উপদেশ-অনুক্রমিক
বা চাহিদা-অনুক্রমিক চ'লে
আত্মপ্রসাদ-উদ্দীপনা নিয়ে
তোমাকে অনুসরণ করতে পারবে না;
আবার, থোকেও যদি কিছু দাও,
তা'রও দরদহারা ব্যবহার করতে
কসুর করবে না এতটুকু;
তোমার প্রতি তা'দের অমনতর অনুরাগ
তা'দের অন্তঃকরণকে

কখনই তৃপ্তিমণ্ডিত ক'রে
শুভ-সম্বর্দ্ধনার উপযোগী
ক'রে তুলতে পারবে না,
বর্দ্ধনযজ্ঞের হোমদীপিকাও
তা'দের কাছে
তমোম্লানই হ'য়ে চলবে ;
তাই, তুমিও বুঝে চল,
তা'রাও বুঝে চলুক—
যদি সুখী হ'তে কেউ চায়,
সম্বর্দ্ধিত হ'তে চায় কেউ । ৫২৬ ।

যা'দের দেখবে—
পর-অনুবেদনা নাই,
আত্মস্বার্থ মুখ্য যা'দের,
অন্যকে যা'রা বুঝতে চায় না
বা বুঝতে পারেও না,
ব্যবহার ও অনুচর্য্যা বিপর্য্যয়ী যা'দের,
প্রায়ই দেখতে পাবে সেখানে—
চরিত্রের কোথাও
কামান্ধতা ক্রিয়া-বৈকল্য নিয়ে অবস্থান করছে ;
নিরাকরণের উপায়ই হ'চ্ছে—
মুখ্য আগ্রহ নিয়ে
শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
সৎক্রিয়া-সম্পন্ন হওয়া—
সেবানিরত অনুচর্য্যায়,
নয়তো, তা'দের বোধই
অমনতর জগাখিচুড়ি হ'য়ে চলতে থাকবে । ৫২৭ ।

যখনই দেখবে কেউ
তা' পুরুষই হো'ক আর মেয়েই হো'ক—
যা'ই কিছু বলা যাক্ না কেন তা'কে,
সেই বলাকে ধারণায় এনে
তা'র বিহিত বুঝ মাথায় না নিয়ে
নিজের ধারণানুপাতিক একটা বুঝ সৃষ্টি ক'রে
তেমনি বলে
বা তেমনি করতে চায়,
ও কথায়-কথায় অভিমানী অভিব্যক্তি নিয়ে
আত্ম-সমর্থন করতে চায়,
আনতিহীন দাম্ভিক গৌরব সৃষ্টি ক'রে
আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হ'য়ে চলে,
এবং তা'র অন্তর-অনুস্যূত নিষ্পাদনী জেল্লা
সক্রিয় আগ্রহ-নিরতি নিয়ে চলতে অক্ষম,
আবার, এর সাথে যদি দেখতে পাও—
পুরুষ হ'লে মেয়ে-ঘেঁষা
আর, মেয়ে হ'লে পুরুষ-ঘেঁষা চলন যা'র স্বতঃ,
তখনই এঁচে নিও—
দুষ্ট-চারিত্রিক কামগ্রন্থির
লোলুপ উপভোগ-স্পৃহা
অন্তরে লুক্কায়িত থেকে
তা'কে অমনতর হীনম্মন্য বাক্য, ভঙ্গী ও অনুচলনে
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলছে,
অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাবে—
কামদুষ্ট অন্ধ-বোধই তাদের নিয়ন্তা ;
যেমন দেখবে,
বিহিত নিয়মনে

নিজেকে সংযত রেখে
শুভপ্রসূ চলনে চলতে
কসুর করো না। ৫২৮।

দোষ ও ত্রুটি-স্বীকার
ও তদনুগ পরিণামকে
বিনীতভাবে সহ্য করার ক্ষমতা
আন্তরিক সরল সাহসিকতারই লক্ষণ—
বিশেষতঃ সেইগুলি—
যা' স্বীকারে
অন্যে কলঙ্কিত হ'য়ে না ওঠে ;
অন্যকে কলঙ্কিত ক'রে
নিজের দোষ-আবরণ করার প্রবৃত্তি
মানেই হচ্ছে—
দুর্ব্বল দোষপরায়ণ আন্তরিক সম্বেগের
পরিপালনী প্রবণতা,
আর, তা কাপুরুষতারই লক্ষণ ;
দোষ-স্বীকার
এবং দূষণীয় কর্ম্মের বিরতি যেখানে,
অন্তরের সারল্য অনুদীপনা
সুক্রিয়া-তৎপর সেখানে ;
বুঝে, বিহিতভাবে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন তা যদি কর,
সার্থক হবে। ৫২৯।

ইষ্টার্থ যা'র মুখ্য-সম্বেগী হ'য়ে ওঠেনি,
ব্যক্তিত্ব তা'র
কাপুরুষতায় জীর্ণ হ'য়ে উঠেছে। ৫৩০।

ইষ্টার্থ যা'দের যত মুখ্য—
তা'রা অসৎ-নিরোধে
তৎপর হ'য়ে ওঠে ততই,
আবার, ইষ্টার্থ-আপূরণী সম্বেগ
যাদের যত বেশী,
সুক্রিয়ও হ'য়ে ওঠে তা'রা তেমনি । ৫৩১ ।

সার্থক শ্রেয়ানুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়
ব্যাপৃত যে নয়,
সে লাখ ধনী, মানী, বিদ্যা-বিভূষিত হো'ক না কেন,
তা'র চাইতে গরিমাহীন গুণান্বিত যে—
সুকেন্দ্রিক নিরত-সম্বেগ নিয়ে
সার্থক তৎপরতায়,
বোধি ও ব্যক্তিত্ব যা'র বিনায়িত,
হৃদ্য শীলন-তৎপর,
তা'র ওজন ঢের বেশী,
সব্যষ্টি দুনিয়া
তা'কে অর্ঘ্য দিয়ে কৃতার্থ হয়,
কিন্তু কেন্দ্রানুগ ব্যাপৃতি যা'দের নেই,
হৃদ্য প্রচেষ্টাও তা'দের ব্যর্থ হ'য়ে
বঞ্চনার ভ্রূকুটি সহ্য করতে বাধ্য হয় । ৫৩২ ।

না-চাওয়ার ভণিতা নিয়ে
চাহিদার অবতারণা,
প্রীতির উচ্ছ্বাস নিয়ে
প্রত্যাশার উপস্থাপনা—
কাপট্যেরই কুটিল ভ্রূকুটি । ৫৩৩ ।

বলবীর্য্য থেকেও
যারা বিবেকহীন, বিকেন্দ্রিক,
বর্ব্বরতাই তা'দের বিজ্ঞতা। ৫৩৪।

নত হও,
নিদেশপালী হ'য়ে নিষ্পন্ন কর—
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহার নিয়ে,—
মান-মর্য্যাদায় বিভূষিত হবে আপনিই। ৫৩৫।

অননুরাগ, অনবধায়িতা,
আগ্রহহীন, অশাসিত তপশ্চর্য্যা
যা' মানুষকে অকৃতী ক'রে তোলে,
অপারগতায় অবসাদগ্রস্ত ক'রে তোলে,
তা'র নিরাকরণ না ক'রে—
অনুরাগ-অবধায়িতা
ও আগ্রহ-সন্দীপ্ত তপানুশাসনের
অন্বিত সঙ্গতিসম্পন্ন চলনে
নিজেকে বিনায়িত না ক'রে—
যে কৃতিত্বের দাবী নিয়ে চলে,
আর, তা'র নিজের অকৃতিত্বের জন্য
অন্যের প্রতি দোষারোপ ক'রে থাকে,
তা'র অন্তরে তপোবিমুখতা
অনুধ্যায়িনী আবেগ নিয়ে
বসবাস ক'রে থাকে ;
ফলে, অপচেষ্ট কীর্ত্তিমোহ
তা'র ব্যক্তিত্বকে

সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ হীনম্মন্যতায়
আবিষ্ট ক'রে রাখে,
নিজের অপারগতার মূলে যে-অপরাধ
তা' সে লোকসমক্ষে ঢেকে রেখে
অন্যকে তা'র কারণ-স্বরূপ নির্ণয় ক'রে
অবস্থানুপাতিক পছন্দমতন
তা'র প্রতি যা' ইচ্ছা তাই করতে পারে,
কারণ, অকৃতজ্ঞতা বা কৃতঘ্নতা
তা'র পরিচালক হ'য়ে থাকে ;
তাই, যা'ই কর না কেন,
যদি কৃতীই হ'তে চাও,
অনুরাগ-অবধায়িনী নিরতি
ও তপশ্চর্য্যার
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
সুসন্ধিৎসু-তৎপর কর্ম্ম-বিনায়নায়
অধিগতির পথে চলতে থাক ;
লোকের কাছে ভাল থাকার জন্য
অকৃতজ্ঞ দোষারোপে
তোমার প্রতি কাউকে
বীতশ্রদ্ধ ক'রে তুলো না,
যদি কর,—
তুমি ডুবতেই থাকবে,
উত্থান অসম্ভব হ'য়ে উঠবে
তোমার জীবনে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক সুতৎপর হ'য়ে
অনুরাগ-অবধায়িনী তপশ্চর্য্যা নিয়ে
কর্ম্মানুচর্য্যা কর, পারবে। ৫৩৩।

সুন্দর চারিত্রিক ছাউনি দেখেই
দিশেহারা না হ'য়ে দেখ—
তা'র অভ্যন্তরে
অসৎ কিছু উঁকি মারে কিনা,
আর, উঁকি মারলেও
তা' শুভপন্থী বা অসৎ-প্রলুব্ধ কিনা ;
শুভপন্থী হ'লেও দেখো—
তা' শুধু নিজের পক্ষে
না অন্যের পক্ষেও শুভ,
সপরিবেশ শুভকর যদি হয়,
এবং কাজে, কথায় ও চলনে
সার্থক অন্বিত-সঙ্গতি যদি দেখ,
বুঝবে লোক ভাল ;
আবার, কুৎসিত চরিত্রের ছাউনির ভিতর লক্ষ্য ক'রে
যদি সৎ-প্রবৃত্তিকে উঁকি মারতে দেখ,
তা'কেও অমনি ক'রে বিচার ক'রে
কেমনতর সে—
তা' ঠাওর ক'রে দেখ,
আর, বিহিত চলনায় চল ;
এই হ'চ্ছে—
মোটামুটি মানুষটা কেমন
তা বুঝবার এতটুকু একটা তুক । ৫০৭ ।

সুকেন্দ্রিক অনুশ্রয়িতা,
দৃঢ় সঙ্কল্প,
উদ্যম, অধ্যবসায়ী অনুচলন,
সদাচার, শুভানুচর্য্যী বাক্ ও ব্যবহার,

অসৎ-নিরোধী পরাক্রম—
এইগুলি চরিত্রগত আর্য্য-লক্ষণ,
তাই, এই আর্য্য-লক্ষণে অধিষ্ঠিত থাক—
অধ্যবসায়ী অধিগতি নিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবিনায়নী তৎপরতায়,
বিস্তার বৈশিষ্ট্যসহ
সার্থক সুসঙ্গতিতে
সুকেন্দ্রিক সুব্যবস্থ ধীমান হ'য়ে ওঠ। ৫৩৮।

তোমার পরিবারেরই কেউ হো'ক,
আত্মীয়-স্বজনই হো'ক,
আর, কর্ম্মচারী কিংবা চাকর-বাকরই হো'ক,
যখনই দেখবে—
তা'রা সমীচীন মূল্যে
বা অল্প মূল্যে
সুন্দর জিনিস ক্রয় করতে তো পারেই না,
বরং বেশী মূল্যে
সাধারণ অপেক্ষাও হীনতর মাল
ক্রয় ক'রে থাকে,
খরচ-বরাদ্দেও তা'ই,
সেখানে সন্দেহ করতে পার—
যে-কোন রূপেই হো'ক,
চৌর্য্যবৃত্তি তা'দের অন্তঃকরণকে
উপচয়ী সম্বেগহারা ক'রে
প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ ক'রে
বোধ ও বিবেচনাকে
ওতেই আনতি-সম্পন্ন ক'রে

অমনতর ব্যাপারে নিয়োগ করেছে,
—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এমনতর দেখতে পাবে ;
এমনতর যে করে—
সে কখনও উপচয়ী হ'তে পারে না,
কারণ, সে তা'র আশ্রয়কে
উপচয়ী ক'রে ধরতে পারে না,
যেমনতর করে—
পায়ও সে তেমনতরই,
অকুলান তা'র লেগেই থাকে । ৫৩৯ ।

তুমি যদি কা'রও কোন উপকার কর,
মাথার ঘাম পায় ফেলে
তা'কে সাহায্য কর,
আর, সে-সাহায্য যদি তা'কে
প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত না ক'রে তোলে—
অন্যকে অমনতর সাহায্য করতে,
এবং শ্রদ্ধানুগ কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ
বা স্বতঃস্বেচ্ছ অনুকম্পী আনতি-উৎসারণায়
তোমার আপদে-বিপদে
দুঃখে-কষ্টে
সে যদি তোমাকে কোনপ্রকার
সাহায্য না করে—
সহানুভূতি ও সমর্থনসূচক সম্বেগ নিয়ে,—
বুঝে নিও—
যখনই সে না পাবে তোমা হ'তে
তা'র প্রত্যাশা-অনুপাতিক,
পাওয়ার রূঢ় প্রত্যাশার আবেগে

তোমার প্রতি শত্রুতা করতে ছাড়বে না সে,
তখন সে চেষ্টা ক'রে দেখবে—
তোমার ক্ষতি ক'রে কিছু পাওয়া যায় কিনা ;
শুধু তাই নয়,
সে নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য
প্রয়োজন-পীড়িত অন্য লোককেও
কুড়িয়ে এনে
হাজির করবে তোমার কাছে—
তোমাকে বিপন্ন করতে,
আর, ওর ভিতর-দিয়ে
তোমাকে প্রতিষ্ঠিত না ক'রে
ব্যর্থ করতেই সচেষ্ট থাকবে সে—
আত্মপ্রতিষ্ঠার রাহাজানি প্রলোভন নিয়ে,
ত'ছাড়া, তোমার কাছ থেকে একবার পেলে
নিজে আর চেষ্টা করবে না কিছুতেই,
প্রয়োজন হ'লেই
সে তোমার ঘাড়ে এসে চাপবে ;
আবার, তা'র প্রয়োজনমত
তা'কে দেওয়া সত্ত্বেও
সে যদি দেখে যে
তা'র চাইতে বেশী কেউ
সাহায্য পাচ্ছে তোমার কাছ থেকে,
তাহ'লেও অন্তর্নিহিত ঈর্ষ্যা-বশতঃ
সে অকারণ রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে তোমার প্রতি,
এবং নিজের প্রয়োজনের বহর বাড়িয়ে
প্রতিনিয়তই তোমার কাছে
পেশ করতে থাকবে ;

তাই, তোমার অনুকম্পী শুভ-সন্দীপনা
যদি তোমাকে কাউকে
সাহায্য করতে বা দিতে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
তা' করাই ভাল—
মিত পরিবেষণে,
যথাসম্ভব নিজেকে সাবধান ক'রে ;
তথাপি তা'রাও যা'তে
অন্যের দুঃখ-দুর্দ্দশায়
দয়াপরবশ হ'য়ে
নিজের অর্জ্জন হ'তে বা সংগ্রহ হ'তে
তা'দিগকে সাহায্য করে,
তা'তে প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রেরিত ক'রে তুলো,
তা'রাও বাঁচবে,
তুমিও বাঁচবে । ৫৪০ ।

প্রীতি-অনুচর্য্যা-অবদান-হারা
প্রাপ্তিসম্বেগ নিয়ে চলে যে,
তথাকথিত প্রিয়ের
অপচর্য্যা বা বিরুদ্ধ কিছুতে
তা'র অন্তঃকরণ আবেগ-উদ্যমে
গর্জ্জেই উঠতে পারে না—
সুক্রিয় নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে ;
তোমার প্রতি কাউকে
এমনতর দেখলে বুঝবে—
সে তোমাতে বাস্তবে প্রীতিহারা,
কিন্তু প্রাপ্তিতেই ক্ষুধার্ত্ত ;

উভয়েই বুঝে চ'লো,
অমিত চলনে চ'লে
জাহান্নমের পথ পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলো না,
স্বর্গীয় স্বর্ণ-পারিজাত
তোমাদের অর্ঘ্যনীয় হ'য়ে উঠুক । ৫৪১ ।

ধারণা যা'দের মলিন,
প্রত্যয় যা'দের ক্লীব,
সুযুক্ত দৃঢ়-উক্তিও তা'দের অবশ,
এক-কথায়, তা'রা কখনও
কোন-কিছু সম্বন্ধে
দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে পারে না,
তা' যে-বিষয়েই হো'ক না কেন । ৫৪২ ।

যে তোমার অনুকূলে নয়—
বাস্তব শুভ-সার্থক সক্রিয় সমর্থন ও সঙ্গতি নিয়ে—
সে তোমার বিপক্ষে ;
আবার, যে তোমার অনুকূলেও নয়
প্রতিকূলেও নয়,
তোমার শুভ-অশুভের সার্থক সঙ্গতির
কোন তোয়াক্কাও রাখে না,
সে তোমার অশুভেরই
স্ফুরণ-তপা বীজাধান ;
আবার, শ্রেয়-সংশ্রয়ী সক্রিয় সংহতি নিয়ে
যা'রা তদনুচর্য্যী তপোনিরতিতে
সমবেত না হ'য়ে ওঠে,
তা'রা বাত্যাবাহিত তৃণের মত

দুনিয়ার বুকে বিচ্ছিন্নই হ'য়ে থাকে,
বুঝে-সুঝে নিরাকরণী সন্ধিৎসা নিয়ে চ'লো—
হৃদ্য শুভ-সার্থক আচরণে। ৫৪৩।

আদর্শ ও উদ্দেশ্যের
অন্বিত সঙ্গতি যেখানে নেই—
অনুক্রিয় অনুবেদ্য অর্থনা নিয়ে
বা উদ্দেশ্যের সমর্থনহারা
তথাকথিত নিরপেক্ষতার ভাঁওতাপূর্ণ চলন যেখানে,
নিজেকে বাঁচিয়ে
অন্যের সহযোগিতায় বিরত হ'য়ে
বিশেষ প্রণোদনায় যা'রা চ'লে থাকে,
তা'দের জীবনে
মিলন-সম্বেদনা শ্লথই হ'য়ে থাকে—
তেল ও জলের সম্বন্ধের মত ;
মর্য্যাদা ও আত্মানুপোষণী অনুবেদনা নিয়ে
বাহ্যতঃ যা'র সঙ্গে মিল আছে ব'লে দেখায়,
তা'র স্বার্থকে অবদলিত ক'রে
নিজস্বার্থ-পোষণ-প্রয়াসশীল হ'য়ে
অন্য কা'রও উপচয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়
দিশেহারা দুর্ব্বুদ্ধিতে
অমনতর চলনে চলতে বাধ্য হয় তা'রা ;
এমনতর যা'রা,
তা'রা, তোমার পক্ষে শুভপ্রসূ না হ'য়ে
শোষণ সংক্ষোভী হওয়াই স্বাভাবিক ;
সমঝে চল। ৫৪৪।

ব্যক্তিত্ব যা'র শ্রেয়কেন্দ্রিক
সুবিনায়িত নয়—
সুক্রিয়, জীবনীয়, সার্থক সঙ্গতি-শালিত্বে,
বিশ্বস্তিও সেখানে শুভ
ও স্বস্তিপ্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে উঠে থাকে না। ৫৪৫।

তোমার বন্ধুবান্ধব,
শ্রদ্ধাশীল অনুচর্য্যানিরত যা'রা,
তোমার সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তৎপর
অনুবেদনী বোধানুভাবিতা
বা ভাবানুকম্পিতায়
প্রভাবান্বিত হ'য়ে
তোমার আদর্শানুগ কর্ম্ম-তৎপরতায়
নিজদিগকে নিয়োজিত ক'রে
তা'র নিষ্পন্নতায়
আত্মপ্রসাদ-লাভে
তা'রা যদি
নিজেদের ধন্য মনে না করলো,
অমনতর বন্ধুবান্ধব বা সাহচর্য্য-নিরত যা'রা,
তা'রা তখনও তোমাকে
উপভোগ করতে আসে মাত্র,
তা'দের শ্রমানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে উপচয়ী করার ধান্ধা
তখনও তা'দের গজিয়ে ওঠেনি ;
যা'দের গজিয়ে ওঠেনি,
তা'রা তখনও
শ্রেয়-নিষ্যন্দী হ'য়ে ওঠেনি ;

আবার, যা'রা সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে
উপকারের প্রত্যাশায়
তোমার কাছে এসেছে—
তোমার অনুধ্যায়িনী অনুকম্পী অনুরোধে
তা'রা যদি
তা'দের সাধ্যমত সাহায্য করতে অগ্রসর না হয়,
তোমার প্রতিভা সেখানে
ম্লানই মনে ক'রো,
তোমার ঐ প্রতিভা
তোমার অমনতর বন্ধুবান্ধবদিগকে
প্রভান্বিত ক'রে তোলেনি ;
তুমি তা'দের কাছে তখনও
একটা কৃপাভিক্ষু অনুচরের মতনই হ'য়ে আছ,
বাস্তবে দক্ষতা-উৎসারণী হ'য়ে ওঠেনি
তা'দের কাছে,
তোমার ভিতর সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ সৎসন্দীপনা
জীয়ন্ত আপ্যায়নায়
প্রতিষ্ঠালাভ করেনি —
আবিল অষ্টপাশ-জড়িমা-জর্জ্জরিত হ'য়ে ;
তাই, তোমার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠায়
এমনভাবে সংনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেনি তা'রা,
যা'তে তোমার আরব্ধ কর্ম্মের
সমীচীন নিষ্পন্নতায়
তা'রা নিজেদিগকে ধন্য মনে করতে পারে ;
তোমার অন্তর-অনুরণন-মূর্চ্ছনায়
তা'দের অন্তর যখন
অমনতরই তৎপর হ'য়ে উঠবে,

বুঝবে

বন্ধুত্বও নিবিড় হ'য়ে উঠছে সেখানে ;

বন্ধু-বান্ধবদের উপর

যেখানে তুমি

সৎ-সন্দীপী প্রভাব খাটাতে সাহস পাচ্ছ না,

ঐ সাহস না পাওয়াটাই ব'লে দিচ্ছে—

তুমি কী,

তোমার মেকদার কতখানি । ৫৪৬ ।

মানুষকে সৎ-সন্দীপী ভরসায় প্রদীপ্ত ক'রে

যোগ্যতার অনুশীলনী অনুপ্রেরণায়

উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো,—

যেন কেউ সম্বর্দ্ধনী আশায়

নিরাশ না হ'য়ে ওঠে,

তোমার দরদী অনুকম্পার

সান্নিধ্য লাভ ক'রেও

কেউ যেন মুহ্যমান হ'য়ে না থাকে

ক্ষুব্ধ আবিল অন্তর নিয়ে ;

আর, তোমার ব্যক্তিত্ব

এমনি ক'রেই প্রভান্বিত হ'য়ে চলুক । ৫৪৭ ।

সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী ইষ্টার্থ-অনুক্রিয় অনুরাগ,

আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতিশালী

সার্থক শুভসন্দীপনী লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য,

দায়িত্বকুশল লৌহধৃতি,

বজ্রকঠোর আগ্রহ-উন্মাদনা,

তেজস্ক্রিয় ইচ্ছা,

হৃদ্য দীপন-চরিত্র,
অকাট্য যৌক্তিক অর্থনা-বিনায়িত
বাক্‌চালনী দক্ষতা,
অবিশ্রান্ত কর্ম্মনিরতি ও উদ্যম,
শ্রমস্থুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদী
অনুচলন-তৎপরতা,
অন্তরে এগুলি
অল্পবিস্তর কিছু-না-কিছু যদি থাকে,
তা' ব্যক্তিত্বকে সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
উন্নীত, বিনায়িত ও বেগদীপ্ত ক'রে তোলে –
ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের
অম্বিত বৈভবে । ৫৪৮ ।

হৃদ্য অনুবেদনাকে ভুলে,
অন্তঃকরণকে
আভিঘাতিক-আনতিসম্পন্ন ক'রে তোলে যা'রা—
চিন্তায়
ও ক্রূর সমালোচনী তৎপরতায়,
তা'দের ব্যক্তিত্বের দাঁড়া
যেমনই হো'ক না কেন,
মূলতঃ তা' শিথিল ;
তা'রা, তোমার অবস্থার কৈফিয়ৎ দিয়ে
তোমাকে সমর্থন ক'রে
আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে পারে না,
এমন-কি, তা'দের জানা যা'
তা'রও বিনায়িত পরিবেষণে
সুযুক্ত নিয়মনায়

দৃঢ় প্রত্যয়ে
বাস্তবতায় সুস্থিত থাকতে তো পারেই না,
বরং বিকৃত পরিবেষণে
বাস্তবতারই সমাধি-রচনায় উদ্যত হয় ;
এমনতর চারিত্রিক মর্য্যাদা যেখানে,
ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদাও সেখানে তেমনি,
বুঝে—যেমন ক'রে চলতে হয়,
চ'লো । ৫৪৯ ।

ভাল মানুষ মানেই হ'চ্ছে—
শুভসন্দীপী, সক্রিয়,
দায়িত্বশীল একমনা
ও এক-অনুরতিসম্পন্ন মানুষ,
যা'রা আত্মম্ভরি আবদার বা অভিমানের
তোয়াক্কাই কম রাখে,
স্বার্থসঙ্গত প্রত্যাশাপরায়ণতা
তা'দিগকে সংক্ষুব্ধ বা মন্থর
ক'রে তুলতে পারে না,
গৌরবমুখর উপচয়ী অনুক্রিয়-তৎপরতা নিয়ে
তা'রা চ'লে থাকে,
আর, তা'তেই তা'দের আত্মপ্রসাদ ;
স্বভাবতঃই হৃদ্য আবেগশীল
হ'য়ে থাকে তা'রা—
অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠতায় অধিষ্ঠিত থেকে,
আর, এমনতর হয় ব'লেই
তা'দের উপস্থিত-বুদ্ধিও প্রখর হ'য়ে থাকে,
তা'দের বোধিসত্তা ক্ষুব্ধ-ছমতায়

ব্যতিক্রমতুষ্ট হ'য়ে ওঠে কমই,
তাই, তা'রা সাহসী হ'লেও
অপচয়ী বেকুব সাহসিকতাকে পছন্দ করে না,
আবার, তা'দের শুভ-প্রত্যয়
বিরুদ্ধ পরিবেশের সংস্রবে
দুর্ব্বল ও দাঁড়াহারা হয় না কিছুতেই,
আত্মনিয়মনী অভিসন্ধি-তৎপর অনুবেদনা নিয়ে
ঈপ্সিত অভিসারেই চ'লে থাকে তা'রা,
চারিত্রিক আবেগে
যা'দের অন্ততঃ এতটুকুও
স্বতঃ-সঙ্গতিশীল হ'য়ে
ধৃতিবান তাৎপর্য্যে অধিষ্ঠিত,
ভাল লোক তা'রাই । ৫৫০ ।

ইষ্টার্থ-নিরতিহারা
অলস প্রসাদভোজী যা'রা,
তা'রা জীবনের প্রসাদ ও বর্দ্ধন হ'তে
নিজেদের বঞ্চিত ক'রে থাকে । ৫৫১ ।

যা'রা স্বার্থপর,
আত্মাভিমানী, আত্মম্ভরি,
সন্ধিৎসাহারা, অসতর্ক,
উপস্থিতবুদ্ধি-বিহীন,
বৈরীভাবদুষ্ট,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী-তৎপরতাহারা,
সম্ভ্রমাত্মক আপ্যায়নী অনুরঞ্জনাসম্পন্ন নয়,
তা'রা

শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
আচার্য্য ও মহামানব যিনি
তাঁ'র সেবানুচর্য্যার উপযোগী হ'য়ে উঠতে পারে না ;
তা'দের অনুচর্য্যা
বিপৎপাতেরই স্রষ্টা হয়—
নিরাকরণ-তাৎপর্য্যবিহীন হ'য়ে,
কারণ, পরস্পরের ভিতর
আপ্যায়নী অনুবেদনায়
সুসঙ্গত হ'য়ে
একসূত্র-অভিধায়িনী তাৎপর্য্যে
শ্রেয়রাগ-অন্বিত হ'য়ে চলা
সুকঠিনই তা'দের পক্ষে । ৫৫২ ।

যা'রা মানুষকে আপন ক'রে নিতে জানে না
বা পারে না—
বিশ্বস্ত আপন-জনোচিত অনুচলনে,
শ্রেয়সন্দীপী সুনিষ্ঠ ইষ্টানুগতি নিয়ে,
বিহিত আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়,
বিনীত আত্ম-বিনায়নে,
অথচ আধিপত্যের দাম্ভিক শাসনে
আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায় ;—
ঐ হীনম্মন্য আধিপত্যের প্রয়াস
তা'দের রৌরব-নির্য্যাতনেরই পথ
পরিষ্কার ক'রে তোলে ;
আধিপত্যই যদি চাও—
হৃদ্য অনুচর্য্যায়
মানুষকে শ্রেয়নিষ্ঠ ক'রে তোল—

ধারণ-পালনী আবেগ নিয়ে,
যা'তে তা'রা তোমার আপন হ'য়ে ওঠে,
না চাইলেও
আধিপত্য স্বতঃ হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে । ৫৫৩ ।

ওয়াদাকে যা'রা
ওয়াজিব ক'রে তুলতে পারে না,
অর্থাৎ ঠিক রাখতে পারে না,
তা'দের চরিত্র বহু ছিদ্র-বিশিষ্ট,
সময় ও সীমাকে
ব্যাহত ক'রেই চ'লে থাকে তা'রা । ৫৫৪ ।

যে
যে-দোষের
নিরোধ না ক'রে
বা নিয়মন না ক'রে,
বরং সমর্থন করে
তা'তেও ঐ দোষপ্রবণতা নিহিতই থাকে ;
বিশ্বাসঘাতকতা বা কৃতঘ্নতাকে
যা'রা সমর্থন বা সাহায্য করে—
সক্রিয়তায়,
ধ'রে নিও,
তা'দের ভিতরে ঐ বাঁক বিদ্যমান । ৫৫৫ ।

চলন যা'দের দুষ্ট-কুটিল,
শ্রেয়-ঈপ্সায় ব্যর্থ-অনুগতি-সম্পন্ন,

সমীচীনতাকে ব্যঙ্গ ক'রে চলে –
এমনতর যা'রা
তা'রা বদনামের ভাগী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃই,
মিথ্যা অপবাদও
তা'দের ভাগ্যকে
ভ্রূকুটি-আলিঙ্গনে
বিদ্রূপ করতে কসুর করে না,
—যদিও চলনজ্ঞানহারা যা'রা,
তা'রা অনেক সময়
এমনতর ভাগ্যের অধিকারী হ'য়ে থাকে । ৫৫৬ ।

মানুষের জন্মগত তাৎপর্য্য কী,
জৈবী-সংস্থিতিই বা কেমন,
জন্মই বা কা'র কোন্ বৈশিষ্ট্যে,
তা' সে ব'লে দেয়—
সে যখন চটে
তা'র ভাব ও ভাষার ভিতর-দিয়ে । ৫৫৭ ।

আশ্রিতরক্ষণ মহৎ-গুণ—
তা' নিশ্চয়,
তা' হ'তে যদি কোন অকল্যাণ আসে,—
তা'কে নিরোধ করবার
ক্ষমতা ও প্রস্তুতি যদি
তোমাতে বিদ্যমান থাকে,
কিংবা অকল্যাণকে
কল্যাণে বিনায়িত ক'রে যদি চলতে পার—
সুসঙ্গত সার্থক দূরদৃষ্টি নিয়ে,

আশ্রিতরক্ষণ সেখানে
দীপ্ত-দীপনায়
লোকরক্ষণী হ'য়ে ওঠে—
পরিবেশে সঞ্চারিত হ'য়ে ;
নইলে, অবিবেকী দুর্ব্বল আশ্রিতরক্ষণ
অনেক সময়
সত্তা-বিধ্বংসী হ'য়ে ওঠে,
স্বস্তি-বিধ্বংসী হ'য়ে ওঠে,
কল্যাণ-বিধ্বংসী হ'য়ে ওঠে। ৫৫৮।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ই হো'ক,
পারিবারিক বিপর্য্যয়ই হো'ক,
বা অবস্থার বিপর্য্যয়ই হো'ক,
যে-কোন দুর্ব্বিপাকই আসুক না,
বোধদৃষ্টির সুবীক্ষণী তৎপরতায়
সুক্রিয় পরাক্রমের সহিত
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী প্রস্তুতি নিয়ে
তা'র নিরাকরণে বদ্ধপরিকর হও,
আর, ঐ দুর্বিবপাকের কারণকে
ব্যর্থ ক'রেই হো'ক,
নিরাকরণ ক'রেই হো'ক,
জীবনকে ঈশগতি-সম্পন্ন ক'রে তোল—
সমস্ত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
সমস্ত চিন্তার ভিতর-দিয়ে
সমস্ত প্রবৃত্তির ভিতর-দিয়ে
সুবিনায়িত ক'রে নিজেকে
সম্যক্ তৎপরতা নিয়ে ;

যে-সংঘাতই পাও না কেন,
তা'র নিরাকরণচেষ্ট যদি না হও,
দক্ষ-কুশল হ'য়ে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ও বিনায়িত ক'রে
তা'র অবসান যদি ক'রে তুলতে না পার—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী শক্তি
ও সম্বেগ নিয়ে,
সন্ধিৎসু চক্ষুর বিভা বিস্তার ক'রে,
কারণকে, বোধ ও অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
পরিস্থিতির বিনায়নী অনুচর্য্যায়
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে,—
তাহ'লে পরিবেশও
বান্ধব-অনুক্রমণা নিয়ে
সুক্রিয় তৎপরতায়
তোমাকে ঐ সংঘাতের হাত হ'তে
নিস্তারে সাহায্য করবে না;
আর এই নিয়মনে চ'লে
সতর্ক বীক্ষণায়
যতই কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠবে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমও তোমার
তেমনি উৎসারণা নিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
উৎসারণী অনুকম্পায়
হৃদ্য নিয়মন-দক্ষ হ'য়ে;
ছোট্টই হো'ক
বা বড়ই হো'ক
প্রতিটি দুর্ব্বিপাককে

তৎক্ষণাৎই

অমনি ক'রে

ব্যর্থ বা নিরাকৃত ক'রে তুলতে পারবে—

সুযুক্ত সার্থক সঙ্গতি-শালিত্বে,

শুভ-সন্দীপনী ক'রে,

ব্যতিক্রম-নিরাকরণী

সুদক্ষ অভিনিবেশী কর্ম্ম-তৎপরতায় ;

— দেখবে

ক্রমেই তুমি

শক্ত হ'য়ে উঠছ ;

তোমার ঐ সুক্রিয় সম্বেগকে

ঈশ্বর আশিস্‌সিক্ত ক'রে তুলবেন,

প্রসাদ-নন্দিত হ'যে উঠবে তুমি । ৫৫৯ ।

যেমনতর দোস আঁকড়ে ধ'রে আছে তোমাকে

সক্রিয়ভাবে

তোমার চরিত্রকে দুষ্টবঙ্কিল ক'রে,

তোমার পার্শ্বেই যদি

অমনতর দোষদুষ্ট কা'কেও দেখ,

তা'কে যেমন তুমি পছন্দ কর না,

বুঝে নিও—

সেও তোমাকে তেমনি পছন্দ করে না ;

শুভ-সন্দীপনী যে বা যা'

তা'কে মানুষ যেমন

হৃদ্য অর্ঘ্যে নন্দিত ক'রে থাকে

তোমার চরিত্র-বঙ্কিল সক্রিয় শুভ'র বেলায়ও

কিন্তু তাই ;

অন্যের দুষ্ট দীপনাকে
যদি মন্দীভূত করতে চাও,
পরিশোধনী চর্য্যাকে
সুস্থ সম্বেদন নিয়ে
তোমার জীবনে সহজ ক'রে তোল—
পরিবেশে সঞ্চারিত ক'রে তা',
দেখবে—
অনেক সংঘাতের হাত হ'তে
অনেক ঘৃণার হাত হ'তে
অনেক আক্রোশের হাত হ'তে
তুমি রেহাই পাবে ;
ঈশ্বর করুণা-নিধান,
তোমার যা'-কিছু কর্ম্ম ও চিন্তাকে
তদনুগ বিনায়নায় বিনায়িত ক'রে তোল,
—প্রাকৃতিক আশীর্ব্বাদের অধিকারী হবে। ৫৬০।

যা'রা ঈশ্বর বা ইষ্টকে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
আপন কর্ম্মপ্রসূত অর্জ্জন দ্বারা
অর্ঘ্যান্বিত না করে,
অনুচর্য্যা না করে
ইষ্টে অর্থান্বিত ক'রে—
লোকবর্দ্ধনার সমীচীন সেবা না করে,
অথচ ঈশ্বর বা ইষ্টদেবতাকে ভাঙ্গিয়ে
জীবনের মুখ্য সম্বর্দ্ধনী কেন্দ্র যিনি,
তাঁকে ফাঁকি দিয়ে,
— সার্থক অনুদীপনায়

অন্বিত সঙ্গতিতে
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠায় প্রেরণাপ্রবুদ্ধ না হ'য়ে
নিজের স্বার্থ-সংরক্ষণে ব্যাপৃত হয়,
ইষ্ট-অনুচর্য্যার ধোঁকাবাজি নিয়ে
আত্মস্বার্থপুষ্টিতেই প্রয়াসশীল হ'য়ে চলে,
তা'রা বঞ্চিত হয়,
বিপর্য্যস্ত হয়,
আর, তা'দের ঐ ভণ্ড-প্রেরণা
এমনি ক'রেই
জাহান্নমের পথ পরিষ্কার ক'রে তোলে । ৫৬১ ।

যা'রা স্বকল্পিত ধারণায় মুহ্যমান—
একটা উদ্ভট-প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
বাস্তবতার সঙ্গে
তা'দের সংস্রব কমই দেখা যায়,
আর, বাস্তব যা'-কিছু তা'কেও তা'রা
অব্যবস্থ, অসঙ্গত, অনর্থক অর্থযুক্ত ক'রে
নিজেদের ঐ কল্পিত ধারণারই
পরিপোষণ-প্রয়াসী হ'য়ে চলে,
—এমনতর যা'রা
তা'দের কোনপ্রকার বিবৃতি—
তা' দর্শনই হো'ক,
সাহিত্যই হো'ক,
কাব্যরসই হো'ক,
শিল্পকলাই হো'ক,
বা যা'ই-কিছু হো'ক না কেন,—
সে সবই কিন্তু

ধৃতি-ব্যত্যয়ী, স্থৈর্য্যহারা ;
বুঝে, বিবেচনা ক'রে চ'লো। ৫৬২।

অযথা দায়িত্ব এড়িয়ে চলবার 'ঝোঁক'
যা'দের যত বেশী,
আত্মপ্রতারণী পরদোষ-সন্ধিৎসাও
তা'দের তেমনতর,
তা'দের বোধি-বিনায়িত ব্যক্তিত্বও
তেমনতরই ফাটলধরা,
অন্যকে দুষ্ট করবার পণ্ডাগিরিও
তা'দের তুখোড় তেমনি,
সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে প্রবঞ্চিত করতেও
দিগ্‌গজ কম নয়,
তাই, চিরদিনই তা'রা অব্যবস্থ, সঙ্গতিহারা। ৫৬৩।

শ্রেয়নিষ্যন্দী একায়নী অনুদীপনা নিয়ে
নিজেকে মজিয়ে তোল—
আচারে, ব্যবহারে,
অনুচর্য্যী অনুপোষণায়,
ঐ মজানো ব্যক্তিত্ব
সুসন্ধিৎসু আত্মবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
এমনতর চরিত্র বিকিরণ করতে থাকবে—
তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগের
সুসন্দীপী যোগাবেগ নিয়ে,—
যা'র ফলে তা'
তোমার পরিবেশের
অনেকের প্রাণই স্পর্শ ক'রে

ঐ অনুবেদনী অনুচর্য্যায়
বিকিরণা সৃষ্টি ক'রে
তা'দের হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম হবে,
আর, নিয়মনী বোধিদীপনাও
তেমনি জাগ্রত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, যদি মজাতে চাও
তুমি নিজে মজ,
আর, তা' নইলে মজাও পাবে না। ৫৬৪।

কে কত সত্বর
কত নিখুঁতভাবে
কী কাজ কেমন নিষ্পন্ন করতে পারে—
মিতব্যয়ী পরিচর্য্যায়,
সুকেন্দ্রিক চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে
বিশ্বস্তির স্বস্তি-অনুদীপনায়,
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থিতির সুক্রিয় তাৎপর্য্যে,
—তাই হ'চ্ছে তা'র
যোগ্যতার নমুনা,
আর, সে উপচয়ীও হ'য়ে থাকে তেমনি। ৫৬৫।

সঙ্কীর্ণমনা যা'রা,
তা'রাই অন্যের সংস্রবে এসে
কা'র কতখানি দোষ আছে
তা'ই কুড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়,
ঐ অভ্যাসে গুণ দেখার চক্ষুও
তা'দের ঝাপসা হ'য়ে ওঠে ;

কিন্তু, মহৎ-মনাদের লক্ষণই হ'চ্ছে—
কা'র কতখানি গুণ আছে,
কোন্ দিকে কে কত উন্নত,
সেইগুলি কুড়িয়ে নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করা—
স্বস্থ অভিনিবেশে ;
তাই, তুমি দোষ কুড়িয়ে নিয়ে
নিজেকে কৃতার্থ ভেবো না,
বরং গুণের যা' পাও
তাই কুড়িয়ে নাও,
আর, নিজেকে গুণান্বিত ক'রে তোল—
অসৎ যা'-কিছুকে
নিরোধ ক'রে
পরিহার ক'রে—
স্বস্থ নিয়মনায়। ৫৬৬।

যা'রা যে-কোন কারণেই হো'ক,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা হারিয়ে
আচার্য্য বা শ্রেয়-সংশ্রয় ত্যাগ ক'রে,
অন্য কোন বিষয় অবলম্বন ক'রে
চলতে বাধ্য হয়—
প্রত্যাশার প্রলুব্ধ আকর্ষণে,
—তা'রা বাত্যাবাহিত ছিন্ন-তৃণের মতন
ইতস্ততঃ নিজেকে বিক্ষুব্ধই ক'রে থাকে—
ভাগ্যের ভজনদীপনাকে মসীলিপ্ত ক'রে,
রৌরবের রুক্ষক্ষোভ-শায়িত হ'য়ে ;
—কারণ, তা'দের জীবন
কেন্দ্রায়িত অনুবেদনায় অর্থান্বিত না হ'য়ে

সঙ্গতিহারা বিক্ষিপ্ত অন্বয়ে
ছন্নতাকেই অর্চ্চনা করে। ৫৬৭।

দরদী না হ'য়ে
দাবীর দুন্দুভি বাজিয়ে
ভীতত্রস্ত ক'রে
যা'রা মানুষের নিকট হ'তে নিতে চায়,
তা'দের ঐ ব্যবহার
মানুষকে ক্রমশঃই
শ্লথ-আগ্রহ-সম্পন্ন ক'রে তোলে,
এবং তা'দের বোধিকেও বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
ফলে, তা'দের দেবার প্রবৃত্তি বা প্রবণতা
ধিক্কার-বিদগ্ধ হ'য়ে
ক্রমশঃই শ্লথ হ'য়ে উঠতে থাকে ;
নিজেকে বঞ্চিত করে মানুষ অমনতর ক'রেই—
মানুষকে দরদহারা ক'রে,
অনুকম্পাকে অবশ ক'রে তুলে ;
তাই যদি চাও,
দরদী দীপন-অনুচর্য্যায়
এমনতর হৃদ্য ব্যবহারে
নন্দিত ক'রে তোল মানুষকে,
যা'তে সে দেবার আগ্রহে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
বিচক্ষণ বোধি নিয়ে ;
এই হ'চ্ছে পাবার শ্রেয় পন্থা। ৫৬৮।

উদ্ধত হ'তে যেও না,
বরং উৎ-ধৃত হও—
শ্রেয়-চর্য্যায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখে ;
—শ্রেয়লাভ করবে। ৫৬৯।

গুণ ও কর্ম্মে অভ্যস্ত না হ'য়ে
তা'দের অনুশীলন না ক'রে
অবজ্ঞা ক'রে
যা'রা বিশেষ ব্যক্তিত্বে বিশেষিত হ'তে চায়,
তা'রা ঠকে,
ফলে, বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত মর্য্যাদাকে
ক্ষুণ্ণ ক'রে তো তোলেই,
ব্যক্তিত্বকেও
সঙ্কীর্ণ দাম্ভিক ক'রে
নিজেকে বিদ্রূপ ক'রে থাকে। ৫৭০।

যে-মমতাশীল অনুকম্পা নিষ্ক্রিয়,
অন্যের দোষারোপ করে,
কিন্তু নিজে কিছু করে না,
তা' কিন্তু ভণ্ড ভালমানষেমি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৫৭১।

অত্যন্ত চাপে কয়লা যেমন হীরে হ'য়ে যায়,
সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধাশীল অনুচর্য্যা,
দায়িত্বশীল আগ্রহ,
উপচয়ী নিষ্পন্নতার

কৌতূহলী বোধিদীপ্ত সুব্যবস্থ অনুচলনও তেমনি
ব্যক্তিচরিত্রে হীরকদ্যুতি সৃষ্টি ক'রে থাকে। ৫৭২।

যা'রা
সুধী নিয়মানুবর্ত্তিতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
উপচয়িতাকে অবদলিত ক'রে
দর্পের সহিত
নিজের স্বার্থসিদ্ধির
সুযোগ আহরণ করতে চায়,
কিংবা নিন্দা, কুৎসা বা দোষারোপ ক'রে
বিনয়ী আবেদনকে অগ্রাহ্য ক'রে
স্বার্থান্ধপ্রকৃতি নিয়ে চ'লে থাকে,
তা'দের অন্তঃকরণে
শাঠ্যবুদ্ধি নানাপ্রকার সাজগোজ নিয়ে বসবাস করে,
তা'-ছাড়া, আসলে কিন্তু তা'রা
কৃতঘ্ন প্রবৃত্তিরই উপাসক ;
তুমি কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর-দিয়ে
যা'তে উপচয়ী হ'তে পার,—
তা'ই ক'রে চল,
আর, যে
পালন-পোষণী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
তোমার পরিচর্য্যা করেছে,—
স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনায়
তা'র প্রতি কৃতঘ্ন হ'তে যেও না,
বা নিয়মানুবর্ত্তিতাকে ভেঙ্গে
ষড়যন্ত্রের ভিতর-দিয়েই হো'ক,

বা যেমন ক'রেই হো'ক,
তা'র অপচয়ী হ'তে যেও না। ৫৭৩।

যা'রা মহাজন-সংসর্গ পেয়েও
তাঁ'দের অনুগতি ও অনুচর্য্যা-সম্পন্ন না হ'য়ে
অর্থ, মান, যশ, প্রতিপত্তি
বা বাহবায় প্রলুব্ধ হ'য়ে
ঐ প্রত্যাশাতেই নিজেকে নিয়োজিত ক'রে চলে,
তা'দের আর যা' হো'ক বা না হো'ক,
শ্রেয়লাভ দুষ্কর,
কারণ, সন্ধিৎসু আগ্রহ নিয়ে
অনুগতি ও অনুচর্য্যা-পরায়ণ
আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুবেদনা না-থাকার দরুণ,
তা'দের ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে উঠতে পারে না,
পরন্তু ঐ প্রত্যাশাপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
তা'দের ব্যক্তিত্বের প্রবৃত্তি-রঙ্গিল চলনগুলি
আরো ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে থাকে। ৫৭৪।

বিনয়ী বাক্ ও ব্যবহার
মানুষকে সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে সাহায্য করে। ৫৭৫।

তুমি জীবনীয় সদাচারকে অবজ্ঞা ক'রে
অশিষ্ট বিকেন্দ্রিক চলনে চলবে,
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ সত্তাপোষণ-বিরোধী আচরণে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে রাখবে,
এক-কথায়, অসৎ আচরণে চলবে,
তুমি নিজে হৃদ্য অনুচর্য্যায়

তৃপ্তিলাভ করলেও
হৃদয়হীন আচরণে
অন্যকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে—
সঙ্কীর্ণ আত্মম্ভরিতা নিয়ে,
এতেও কি তোমার শ্রেয়লাভ হবে ?
সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃতি-অনুচলনই
প্রকৃতির পরম সোহাগ ;
যদি সোহাগ-সম্বর্দ্ধনাই চাও,
সুকেন্দ্রিক কৃতি-অনুচলনে চল,
আর, এই-ই শ্রেয়লাভের পন্থা। ৫৭৬।

যখনই দেখছ,
কেউ ইষ্ট বা মহৎকে ভাঙ্গিয়ে
নিজের সেবা-উপকরণ সংগ্রহ করছে—
অযথা বা অন্যায্যভাবে
তাঁ'রই চাহিদার দোহাই দিয়ে,
বা দীক্ষা বা উপদেশ দিয়ে
ঐ মহৎ বা ইষ্টের প্রণামী আত্মসাৎ করছে,
নিজের বাক্, ব্যবহার বা অনুচর্য্যায়
মানুষকে প্রবুদ্ধ ও উৎসাহমণ্ডিত না ক'রে
নিজের চাহিদার বাহানা নিয়ে
নানান কায়দায়
মানুষকে ভাঁড়িয়ে
যেখানে যেমন পারে
তা' সংগ্রহ ক'রে
আত্মপরিচর্য্যার উপকরণ সংগ্রহ করছে,—
বুঝে নিও—

এমনতর দুর্ব্বুদ্ধি নিয়ে যা'রা চলাফেরা করছে,
তা'রা প্রবঞ্চক,
ধাপ্পাবাজিই তা'দের ব্যবসায়,
এক-কথায়, মহতের নামে
জুয়াড়ী-বুদ্ধি নিয়ে
মানুষ-ঠকানই তা'দের প্রবণতা;
এমনতর স্থলে
বুঝে বিবেচনা ক'রে চ'লো,
যেখানে যেমন বিহিত তা'ই ক'রো,
যদি দিতে চাও, দিও,
ঠ'কে দিও না বেকুবের মত। ৫৭৭।

বড়লোক বা ধনীলোকের
আন্তরিকতাপূর্ণ বদান্যতা ও আপ্যায়নায়
যা'রা নিজেদের অপমানিত বোধ করে,
তা'রা আদতে ধন-হিংসক—
পরশ্রীকাতর,
তা'দের ভিতরে থাকে কৃতঘ্নতা। ৫৭৮।

যখনই দেখছ,
মানুষের সদ্‌গুণ বা সদ্ব্যবহার
বা সদনুচর্য্যা,
যা' মানুষের মানবতাকে
দ্যুতিমণ্ডিত ক'রে তোলে,
কা'রও ব্যক্তিত্বে তা'কে অনুভব ক'রেও—
উচ্ছল অনুবেদনায়
ফুল্ল অনুকম্পায়

তা' অন্য কা'রও কাছে বলার প্রবৃত্তি নেই,
ব'লে উপভোগ ক'রবার প্রলোভন নেই,
এমন-কি, শিখিয়ে দিলেও
তা' ফুটন্ত হৃদয় নিয়ে
প্রকাশ করতে পারে না—
একমাত্র অন্যকে খাটো করবার বুদ্ধিতে ছাড়া,
অথচ খারাপ কিছু কা'রও দেখলে
তা' রকমারি ক'রে, নানান ভঙ্গীতে
কত লোকের কাছে ব'লে বেড়ায়,
যেন একটা উপভোগ-লালসার আগ্রহ নিয়ে,—
বুঝে রেখো—
ঐ তা'র ভিতর
মানবতার বোধিসত্ত্ব যা'
তা' অবসাদগ্রস্ত ও পঙ্কিল,
আর, যেখানে তা'র উল্টো,
অর্থাৎ দশজনের কাছে ব'লে
অন্যের ভালটা
উপভোগ করবার প্রবৃত্তি যেখানে
উৎকণ্ঠ আগ্রহ নিয়ে
ব্যক্তিত্বে বসবাস করে—
সক্রিয়তা নিয়ে,
অসৎ যা'-কিছুর শুভ-বিনায়নে,
সে যেমনই হো'ক না,
বুঝে নিও,
বোধবিদীপ্ত মানবতা
তা'র ভিতরে জাগ্রত। ৫৭৯।

যা'রা কেবল হুকুমদারই হ'তে চায়—
তামিলী অনুচলনকে উপেক্ষা ক'রে,
তা'দের হুকুম
মানুষের অন্তরে
অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করতে পারে কম,
তাই, মানুষকে অনুক্রিয়ও ক'রে তুলতে পারে কমই,
প্রায়শঃ ব্যর্থই হ'য়ে থাকে। ৫৮০।

সুনিষ্ঠ ইষ্টানুগ লোকপালী
হৃদ্য অনুচলন,
অধ্যবসায়ী তৎপরতা,
কথা ও কাজের শুভ-সন্দীপী বিশ্বস্ত মিলন—
মানুষের স্বর্গীয় সম্পদ্। ৫৮১।

যা'রা ঈশ্বর বা আচার্য্যকে উপলক্ষ্য ক'রে
তাঁ'র ভজন-আরাধনার বাহানায়
নিজের স্বার্থ, সুযোগ ও সুবিধার প্রত্যাশা নিয়ে
তা'রই আপূরণী তৎপরতায় চলতে থাকে—
নিজ স্বার্থেরই ভজনানন্দ-আগ্রহে,—
তা'রা ঠকে,
কিন্তু ঈশ্বর বা আচার্য্যের
ভজন-অনুদীপনা নিয়ে
যে বা যা'রা নিজের যা'-কিছুকে
তৎপ্রীতি-কামনায়
সুক্রিয় তৎপরতায়
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিতে
তাঁ'রই প্রীণন-প্রত্যাশায়

অর্ঘ্যাঞ্জলির আরতি-উৎসর্জ্জনে ব্যবহার করে,
তা'রা অকিঞ্চন হ'লেও
সমীচীন যা'-কিছু ঐশ্বর্য্যেরই
অধিকারী হ'য়ে থাকে—
যদিও তা'রা তা' চায় না। ৫৮২।

কা'রও কেউ পেটও ভরাতে পারে না,
মন বা অন্তঃকরণও ভরাতে পারে না,
যতক্ষণ সে শ্রেয় কাউকে
আপনার ক'রে নিতে না পারছে—
সর্ব্বার্থসঙ্গতি নিয়ে,
দিয়ে, থুয়ে, ক'রে,
হৃদ্য অনুক্রিয় অনুচর্য্যায়,
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে ;
যতক্ষণ সে অমনটি না হ'চ্ছে,
যা'ই কর না কেন,
দোষদর্শিতা ও অতৃপ্তি
লেগেই থাকবে তা'র ;
সুকেন্দ্রিকতাই নিয়ে আসে
আত্মিক সাম্য,
যা' দিয়ে সে ভালমন্দকে
স্বতঃ-বিনায়নায়
সার্থক সামঞ্জস্যে
অন্বিত ক'রে তুলতে পারে,
এই আত্মিক সাম্যই হ'চ্ছে
সুক্রিয় বোধিবিনায়নার
ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি,

যা' চরিত্রে দ্যুতি প্রেরণ ক'রে
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে
একটা আত্মিক সুক্রিয় প্রেরণা নিয়ে ;
ভ'রে ওঠে পেট,
ভ'রে ওঠে অন্তর—
যোগ্যতার জীয়ন্ত চলনে;
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
সুসঙ্গত স্ফুরণ-দীপনী অনুচর্য্যা নিয়ে,
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে
নিজেরই বিশেষ অভিব্যক্তি দেখে,
তৃপ্তিভরা উদ্যম
অবিরল চলনায় চলতে থাকে তা'র । ৫৮৩ ।

শ্রেয়কেন্দ্রিক একায়নী অনুচলন,
আয়ত্তিপ্রদ দায়িত্বশীল তপানুশীলন,
হৃদয়গ্রাহী বাক্য ও ব্যবহার,
সুবিবেচী অনুচর্য্যা,
বাক্ ও কর্ম্মের শুভসন্দীপী সম্মিলন,
শুভপ্রসূ আত্মনিয়মনী তৎপরতা,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যের সহিত
দক্ষ আত্ম-সংরক্ষী সজাগ সন্দীপনা,—
যা'ই কর না কেন,
অন্ততঃ এই কয়টি
তোমার স্বভাব-সংহত ক'রে
ব্যক্তিত্বে ফুটন্ত ক'রে তোল—
লোকতর্পণী অনুবেদনা নিয়ে ;
আত্মপ্রসাদ হ'তে বঞ্চিত হবে কমই । ৫৮৪ ।

সক্রিয় শ্রেয়কেন্দ্রিক পুণ্য-মানবতার অভাব,
অথচ পদে বড়,
জ্ঞান আদর্শহীন
অথচ পরিকল্পনা বৃহৎ,
আর, শক্তি কম,
কিন্তু বোঝায় ভারি—
যেখানে-যেখানে এমনতর,
তা' কিন্তু প্রায়শঃই
বিফলতারই হোম-আহুতি ;
আবার, পুণ্য-মানবতা যেখানে
জ্ঞানে, গুণে, কর্ম্মে ও ব্যক্তিত্বে দেদীপ্যমান,
তা'রা নিজের প্রতিষ্ঠাকে
অন্যের প্রতিষ্ঠাতেই
সার্থক ক'রে তোলে,
তাই, তা'রা স্বতঃই
সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকে
সবারই অন্তরে। ৫৮৫ ।

অস্মুষ্ঠু বা অসম্ভ্রমাত্মক
অভ্যস্ত বা আসক্ত চালচলন
যখন তুমি দৃঢ়তার সহিত সমর্থন কর,
তা'র সংরক্ষণে চেষ্টাশীল হ'য়ে চল—
উদার নীতির বাহানা ক'রে,—
তখনই বুঝো—
তুমি তা'তে আসক্ত,
আর, ঐ আসক্তির জন্যই
ওকে পরিহার করতে তোমার কষ্ট হয়,

ঐ দৃঢ়তা
কুঞ্চিত ভ্রূকুটিতেই ব'লে দিচ্ছে কিন্তু
তোমার ভবিষ্যৎ ঐ জাহান্নমে। ৫৮৬।

শ্রেয়নিষ্ঠাবিহীন অনিয়ন্ত্রিত ঔদার্য্য
শয়তানেরই ছলদুষ্ট
নারকীয় হাতছানি। ৫৮৭।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৪৫। শোভন গাম্ভীর্য্য।
৪৬। শিবসুন্দর চরিত্র।
৪৭। মানুষের চালচলন তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-নির্দ্দেশী।
৪৮। না জেনে জানার দাবী থাকলে।
৪৯। মিত্রবেশী শত্রু হ'তে সাবধান।
৫০। পর-প্রশংসা শুনে দুঃখিত হয় যে।
৫১। বীর্য্যবত্তার সাথে প্রবৃত্তি-প্ররোচনা যারা এড়াতে পারে না।
৫২। মানুষ চিনতে হ'লে।
৫৩। প্রবৃত্তি-অভিভূত হীনম্মন্য, দৈন্য-ব্যাধিগ্রস্ত, অকৃতজ্ঞ যারা।
৫৪। যারা সতের নামে অসৎকে প্রশ্রয় দেয়।
৫৫। উপযুক্ততার মানদণ্ড।
৫৬। জৈবী সংস্থিতি ভ্রষ্ট যাদের।
৫৭। আচরণহীন সৎ কথা-শ্রবণ।
৫৮। গুণাবলী শ্রেষ্ঠস্বার্থে সার্থক না হ'লে।
৫৯। শীলবান্ যারা।
৬০। পারগতার প্রথম সোপান।
৬১। চতুররা আদর্শের সক্রিয়গ্রহণ ও অনুসরণে সিদ্ধিকে আয়ত্ত করেই।
৬২। অভ্রান্ত আন্দাজের সামর্থ্য।
৬৩। ধরণ যেমন, ধারণাও তেমন।
৬৪। বোধিপ্রাণ আগ্রহ ও প্রগতি।
৬৫। প্রবৃত্তি আয়ত্তে কম কা'দের।
৬৬। উদ্দেশ্য ও ব্যবহার।
৬৭। কৃপণ ও কলুষপন্থী কা'রা?
৬৮। যারা অন্যকে আপন করতে পারে না।
৬৯। চরিত্র-সংগঠনে জৈবী সংস্থিতি।
৭০। যারা বেকুব চালাক।
৭১। ইষ্টানুকূলে নিয়ন্ত্রিত না হ'লে।
৭২। ইষ্টার্থপূরণী সৎ সঙ্কল্পকে ব্যাহত করে যারা।
৭৩। মানুষ যখনই কোন অপকর্ম্ম করে।
৭৪। উপচয়ী না হ'য়ে অপব্যয়।
৭৫। মনোনয়ন বিকৃত কাদের?
৭৬। "তুমি কেমন" তার প্রমাণ।
৭৭। বোধি-ব্যক্তিত্ব যাদের নেই।
৭৮। অন্যকে আপন ক'রে নিতে পারে না বা জানে না যারা তাদের প্রকৃতি।
৭৯। প্রিয়-পরিবার ও পরিবেশকে যারা ভালবাসে না তারা তাকেও ভালবাসে না।
৮০। হীনম্মন্যতা যেখানে যত শক্ত ও সংকীর্ণ।
৮১। বিভ্রান্তি ও ব্যতিক্রমই দুর্ভোগের আমন্ত্রক।
৮২। অলস তাত্ত্বিকতায় শুধু প্রাপ্তির প্রলোভন নিয়ে যারা চলে, ধিক্কারই তাদের সম্বল।
৮৩। ইষ্টানুগ চলনে সবার শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে ওঠ, ঐ শ্রদ্ধাসূত্র-সাহায্যেই বিপথ-গামীকে সুপথে আনতে পারবে।
৮৪। ধাপ্পাবাজির পোষাক প'রে স্বার্থ-সিদ্ধির পথযাত্রী যারা।
৮৫। বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও চারিত্রিক অভিব্যক্তি যেমন, অন্তরের রূপও তেমন।
৮৬। ভরণ না ক'রে যে শুধু ভৃতই হ'তে চায়।
৮৭। বেকুব স্বার্থপরতা।
৮৮। নিরপেক্ষ পরিবেক্ষণ কথার কথা কাদের কাছে?
৮৯। চলার পথে বিভ্রান্ত পথিক কারা?
৯০। যোগ্যতা ও আচারবিহীন দাবী।
৯১। হীনম্মন্য অহং-এর লীলা।
৯২। সক্রিয় সুকেন্দ্রিক নয় যারা, তাদের উন্নতি সুদূরপরাহত।
৯৩। হীনম্মন্য আত্মম্ভরিতা থাকলে।
৯৪। ভোঁতা ধৃতিবৃত্তি ও বিলম্বিত বোধ যাদের।
৯৫। মানুষের দুর্ব্ব্যবহারেও তাকে সহ্য করতে না পারা মানসিক দেহের দুর্ব্বলতার লক্ষণ।
৯৬। ঈশ্বর বা তাঁর যে-কোন প্রেরিতের অর্চ্চনা-স্থানকে যারা অবমাননা করে, তারা ঈশ্বর ও ধর্ম্মেরই বিরুদ্ধতা

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

করে থাকে।

৯৭। যারা কপোল-কল্পিত ধারণায় অভিভূত হ'য়ে চলে।

৯৮। বিশ্বাসঘাতকের চেয়েও অপঘাতী কৃতঘ্ন কা'রা?

৯৯। মানুষের সম্পদ্।

১০০। যা'তে তুমি অন্তরাসী নও তার জন্যে করা তোমার পক্ষে সুকঠিন।

১০১। যোগাবেগের বিকেন্দ্রিকতায় পরিধ্বংস।

১০২। অশ্রদ্ধ বাক্ ও ব্যবহারে তোমার অনুচর্য্যা-প্রয়াসী যারা, সন্দেহ ক'রো তাদের।

১০৩। প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ স্বার্থগৃধ্নু যারা।

১০৪। সেবার সার্থক মূর্ত্তনা।

১০৫। ভাব যেমন, বাক্য ও ব্যবহারও তেমন।

১০৬। স্বার্থগৃধ্নুতার উদাত্ত সুর।

১০৭। শোষক স্বার্থগৃধ্নুতা।

১০৮। পরার্থে অন্ধ যারা।

১০৯। হীনম্মন্যদের সম্মুখে অপরের প্রশংসা অপমানজনক তাদের কাছে।

১১০। শ্রেয়চর্য্যা-নিরত নয় যারা, লাঞ্ছনা ও বিপর্য্যয়ই তাদের সাথীরা।

১১১। যারা নিজের বুঝকেই নির্ভুল বা প্রবল মনে করে।

১১২। ক্লীব-কর্ম্মী।

১১৩। মানুষ যা' নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে, তাতেই সে আগ্রহান্বিত হ'য়ে ওঠে।

১১৪। ইষ্টানুরাগ-অনুপ্রেরণাই প্রবৃত্তি-অভিভূতির পরম পরিশোধক।

১১৫। ব্যক্তিত্বের সার্থক রূপায়ণ।

১১৬। প্রতিভাস্ফীত ব্যক্তি সহজ প্রাজ্ঞদিগেতে আগ্রহশীল হ'তে চান না কেন?

১১৭। হীনম্মন্যদের প্রকৃতি।

১১৮। শ্রেয়ানুচলন ত্যাগ ক'রে উদ্ধত ঔদার্য্যের শরণ নেয় যারা, তারা ভ্রান্ত।

১১৯। বিশ্বস্ততাকে ফাঁকি দিয়ে অন্যায্য আহরণ তৎপর হ'লে।

১২০। জ্ঞানী বোঝে না যে জ্ঞানী, সে হয় সহজ মানুষ।

১২১। দ্বিধাসঙ্কুল মন ও তার দূরীকরণের উপায়।

১২২। শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার ক'রো না, বরং শ্রেয়সন্দীপী হও।

১২৩। ভালর স্বার্থ-ব্যাঘাতী যা' তাকে নিরোধ না করতে পারা দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।

১২৪। মোসাহেব, দুরিতমনা ও দরদী কা'রা?

১২৫। রূপায়িত চরিত্রই বাণীর বার্ত্তিক।

১২৬। ব্যক্তিত্ব যেমন সুকেন্দ্রিক, আচরণও তেমন শ্রেয়-বিকিরণী।

১২৭। হীনম্মন্যতাকে আমল না দিয়ে ইষ্টার্থী হও, রুটির কাঙাল হ'তে হবে না।

১২৮। ইষ্টার্থপরায়ণতা যেমন ব্যক্তিত্বও তেমন।

১২৯। আত্মপ্রসাদী উৎপাদনে অভিনন্দিত কা'রা?

১৩০। দুষ্ট-প্রবৃত্তি-অভিভূত না হ'য়ে তোমার প্রিয় যেমন ব্যবহার, তা'ই অন্যের প্রতি ক'রো।

১৩১। দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ব যাদের।

১৩২। অন্তরে ইষ্টার্থপরায়ণ না হ'য়ে শুধু বাক্ বা সঙ্গীত-চাতুর্য্যে ইষ্টকথায় মানুষকে উদ্দীপ্ত ক'রে ভাঁওতা দিলে ফাঁকিই পেতে হবে।

১৩৩। বাস্তবে পরিপালন না ক'রে শুধু শাস্ত্রালাপ বা প্রীতি-কথায় বিবর্দ্ধনের পথে চলতে পারবে না কিছুতেই।

১৩৪। খুঁতখুঁতে তৃপ্তি

১৩৫। আত্মনিয়ন্ত্রণহীন হ'য়ে ঠাকুরদেবতার দোহাই।

১৩৬। বিকেন্দ্রিক কৃষ্টিহারাদের পরিণতি।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩০৫। সর্ব্বেন্দ্রিয় ও বোধির সঙ্গতিতে তুমি ব্যক্তিত্ববান্ হ'য়ে উঠেছ—তার একটি লক্ষণ।
৩০৬। আত্মীয়তার একটি পরখ।
৩০৭। ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব কা'দের?
৩০৮। ভাল বুঝে তা' করতে পারাটাই পাণ্ডিত্য।
৩০৯। ভাবাভিভূত যে যেমন, মহৎ সংশ্রয়েও সে তেমনই।
৩১০। নিজের কর্ত্তব্যে লক্ষ্য না রেখে পরের কর্ত্তব্যের খুঁত ধরে যারা।
৩১১। শ্রেয়ানুচর্য্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণে না করলে প্রকৃত ন্যায়-অন্যায়ের বোধ জাগ্রতই হয় না।
৩১২। জৈবী-ভিত্তি শ্লথ-ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে যাদের।
৩১৩। সত্যের মর্য্যাদা অনুভব করতে পারে না যারা।
৩১৪। গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত মর্য্যাদা-প্রলোভনে বা অসদুদ্দেশ্যে যারা কোন পদবীতে অধিষ্ঠিত হয়।
৩১৫। ন্যায় অন্যায়ের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না কা'দের?
৩১৬। মুখে জ্ঞানাভিজ্ঞের কথা ব'লেও ইষ্ট-নিষ্ঠায় চ্যুতি-বিহ্বল যারা।
৩১৭। যারা আভিজাত্য ও জন্মবৈশিষ্ট্যকে প্রবৃত্তি-প্রয়োজনের কাছে বিক্রয় করে।
৩১৮। অশ্রদ্ধ ও অননুবর্ত্তী যারা তারা মহতের দ্বারা ধৃত হ'য়েও উন্নীত হ'তে পারে না।
৩১৯। কা'রও প্রীতি-পরিচর্য্যায় সুখী না হ'য়ে তাকে বিরক্ত বা সন্দেহ করা মানে।
৩২০। তোমার দাম্ভিকতা বা ঔদ্ধত্য চলনকে সবাই ভয় করে না কিন্তু, তাই সাবধানে চ'লো।
৩২১। তোমার ভয়ের কিছু থাকে না কখন?

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩২২। তুমি কী ও তোমার চরিত্রের বিকাশ কতখানি—তার পরখ।
৩২৩। জঘন্য কাজের অনুপ্রেরক যে, সে অসৎই।
৩২৪। শ্রেয়-চলনকে উপেক্ষা করে ইতর সংশ্রয়েই আসক্ত যারা।
৩২৫। যারা স্বভাবতঃই কৃতজ্ঞ।
৩২৬। প্রাচীনকে অবজ্ঞা ক'রে পরপদলেহী হওয়াকে কৃতার্থতা মনে করে যারা।
৩২৭। শ্রেয়দিগকে অবজ্ঞা ক'রে অশ্রেয়-দিগকে আপ্যায়িত ক'রে থাকে যারা।
৩২৮। নিজে প্রশংসিত কি অপমানিত এই বিচার নেই।
৩২৯। বাধায় বিরত হওয়া অদক্ষ বোধিরই লক্ষণ।
৩৩০। শ্রেয়ানুচর্য্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণকে যারা ভ্রান্তি মনে করে।
৩৩১। শ্রেয়নিয়ন্ত্রণবিমুখ যারা।
৩৩২। পিতৃসংস্কার ও যৌনসংস্কারে সার্থক-অন্বিত সঙ্গতি যার যেমন, বিবর্ত্তন-শীল ব্যক্তিত্বও তার তেমন দৃঢ়।
৩৩৩। আপনজন কা'রা?
৩৩৪ ব্যক্তিত্বের বিকাশ।
৩৩৫ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সত্তাকে মরণপন্থী ক'রে তোলে কা'রা?
৩৩৬ মানের কাঙাল।
৩৩৭। জীবনে শ্রেয়লাভ সুদূরপরাহত কা'দের?
৩৩৮। ভোগপ্রলুব্ধ বা লোভপ্রত্যাশী যারা।
৩৩৯। নিরোধ না ক'রে অসৎকে প্রশ্রয় দেয় যারা।
৩৪০। তোমার চরিত্র সাম্যে স্থিতিলাভ করবে কখন?
৩৪১। প্রণত হ'তে না জানলে প্রণম্যও হওয়া যায় না।
৩৪২। অলস ইষ্টনীতি ও আত্মমতানু-দ্যোতনার অভাব যেখানে।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৫৬৭। কোনও কারণে আচার্য্য-সংশ্রয়চ্যুত হ'তে বাধ্য হয় যারা, তারা বাত্যা-বাহিত তৃণের মতনই হ'য়ে থাকে।
৫৬৮। দরদী না হ'য়ে পাওয়ার দাবী ব্যর্থই হ'য়ে থাকে।
৫৬৯। ঔদ্ধত্য শ্রেয়লাভের অন্তরায়।
৫৭০। গুণ ও কর্ম্মকে অবজ্ঞা ক'রে ব্যক্তিত্বে বিশেষিত হ'তে চায় যারা।
৫৭১। ভণ্ড ভালমানষেমি।
৫৭২। চরিত্র হিরকদ্যুতিমণ্ডিত হয় কখন?
৫৭৩। নিয়মানুবর্ত্তিতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে স্বার্থসিদ্ধির সুযোগে ঘোরে যারা।
৫৭৪। যারা মহাজন-সংসর্গ পেয়েও অর্থ, মান, যশ, প্রতিপত্তির বাহানায় প্রলুব্ধ হ'য়ে চলে।
৫৭৫। বিনয়ী বাক্ ও ব্যবহারের ক্রিয়া।
৫৭৬ সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কৃতি-অনুচলনই প্রকৃতির পরম সোহাগ।
৫৭৭। ইষ্টের নামে সংগ্রহ ক'রে যারা আত্মসাৎ করে।
৫৭৮। ধনীর আন্তরিকতাপূর্ণ আপ্যায়নায় যারা অপমানিত বোধ করে তারা ধন-হিংসক।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৫৭৯। জাগ্রত এবং অবসাদগ্রস্ত মানবতার অধিকারী কা'রা?
৫৮০। হুকুম তামিল করার আবেগ না থাকলে হুকুমদারী নিষ্ফলই হ'য়ে থাকে।
৫৮১। মানুষের স্বর্গীয় সম্পদ্ কী?
৫৮২। যারা ইষ্টকে উপলক্ষ ক'রে আত্ম-স্বার্থান্বেষী তারা ঠকে, আর যারা তাঁরই প্রীণন প্রত্যাশী তারা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'য়ে ওঠে
৫৮৩। নিজে না হ'লে কেউ কারো পেট বা মন ভরাতে পারে না।
৫৮৪। চরিত্র-গঠনে সপ্তশীল।
৫৮৫। শ্রেয়কেন্দ্রিক পূণ্য-মানবতা থাকলে ও না থাকলে।
৫৮৬। অসুষ্ঠু বা অসম্ভ্রমাত্মক চলনের সমর্থন ব'লে দেয় যে তুমি তাতে আসক্ত।
৫৮৭। শ্রেয়নিষ্ঠাবিহীন অনিয়ন্ত্রিত ঔদার্য্য শয়তানেরই হাতছানি।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

প্রথম পঙ্ক্তি — বাণী-সংখ্যা

প্রথম পঙ্‌ক্তি — বাণী-সংখ্যা

প্রথম পঙ্‌ক্তি	বাণী-সংখ্যা

প্রথম পঙ্‌ক্তি — বাণী-সংখ্যা

শব্দার্থ সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অট্ট-আকূতি—৩৭৯=হীন নাছোড়বান্দা রকমের আকুলতা।
২। অট্ট-বিদ্রূপ ২৪৫=ভয়ঙ্করভাবে বিদ্রূপ।
৩। অতিচারী—২৪৫=প্রবল হ'য়ে চলে যে।
৪। অতিশায়নী—৩৭০=ঝোঁকসম্পন্ন।
৫। অধিগতি—৫৩৬=আয়ত্ত করা।
৬। অধিযজ্ঞ—৪৫৪=যজ্ঞ অর্থাৎ সঙ্গতিকরণকে যিনি ধারণ ক'রে আছেন।
৭। অধ্যয়না—৪১০=আয়ত্তীকরণ।
৮। অধ্যাস—৪৮২=আসন।
৯। অননুচর্য্যী—২৬৪=অনুচর্য্যাবিহীন।
১০। অননুবর্ত্তী—৩১৮=যে-অনুসরণ ক'রে চলে না।
১১। অনবধায়িতা—৫৩৬=অবধারণ না ক'রে চলা।
১২। অনুকল্পনা—২৪০=মানসিক চিন্তন, মনন।
১৩। অনুক্রমণ—৫৪ } =অনুসরণপূর্ব্বক চলন।
১৪। অনুক্রমণা—৩৮৫ }
১৫। অনুক্রিয় অনুবেদ্য অর্থনা—৫৪৪=একসঙ্গে কর্ম্ম ক'রে মিলিতভাবে থাকার ও উদ্দেশ্য অধিগত করার যোগ্য চলন।
১৬। অনুক্রিয়া—৪৫১=অনুসরণপূর্ব্বক ক'রে চলা।
১৭ অনুচারণী—৪৫৫=অনুসরণ ক'রে চলা আছে যা'র মধ্যে
১৮ অনুচারী—৩৪৮=অনুসরণী চলনযুক্ত।
১৯ অনুচেতী ৩০৪=কাউকে অনুসরণ ক'রে যে-বোধের উদয় হয়, তদ্‌যুক্ত।
২০। অনুদীপক—৪৫৪=তদনুযায়ী দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।
২১। অনুদীপনা—৩৭৬=উত্তেজনা, উস্‌কানি।
২২। অনুধাবনা—৫১৮=অনুসরণ।
২৩। অনুধয়না—৪১০=অনুধাবন ক'রে চলা।
২৪। অনুধায়িতা—৪৪১=অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে ধারণ-পোষণ করা।
২৫। অনুধ্যায়িতা—৪০০=অনুচিন্তনযুক্ত চলন।
২৬। অনুধ্যায়িনী—৫৪৬=অনুচিন্তনকারী।
২৭। অনুধ্যায়ী—২২৮=অনুধ্যানযুক্ত।
২৮। অনুনয়নী ৪৬০=কোন বিশেষ ভাব অনুযায়ী চালিত করে যা'
২৯। অনুপূরণতা—৯=যথাযোগ্য রকমে পূরণ করা।
৩০। অনুবন্ধ—১৭৩=সংযুক্ত।
৩১। অনুবন্ধতা—২২৪=লেগে-থাকা।
৩২। অনুবর্ত্তক—২৩৮=অনুসরণকারী।
৩৩। অনুবর্ত্ম-উৎস—৪৫২=যে-পথ অনুসরণ ক'রে উৎস-অভিমুখে যাওয়া যায়।
৩৪। অনুবীক্ষী—১৮৯ } =সম্যক দর্শন-সমন্বিত।
৩৫। অনুবেক্ষণী—১৬৩ }

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৩৬। অনুবেদন -২৮৪
৩৭। অনুবেদনা—৪৬২ } =অনুসরণপূর্ব্বক লব্ধ জ্ঞান।
৩৮। অনুরত—৩৬৬=অনুরক্ত।
৩৯। অনুশায়ী—৪৩৭=তন্মুখী ঝোঁকসম্পন্ন।
৪০। অনুশ্রয়িতা—৫৩৮=আশ্রয়পূর্ব্বক চলন।
৪১। অনুশ্রেয়ী—৩৬২=আশ্রয় ক'রে চলেছে যা'।
৪২। অনুসৃতি—৯৬=অনুচলন।
৪৩। অনুসেবন -৪১২
৪৪। অনুসেবনা—৪০৭ } =সাথে থেকে সেবা, পরিপালন ও পরিপোষণ।
৪৫। অন্তঃক্ষেপ—৩৬৩=Interpolation.
৪৬। অন্তঃক্ষেপিত—২২২=গুপ্ত ব্যতিক্রম-দুষ্ট।
৪৭। অন্তরাস—২২৮=Interest, আগ্রহ।
৪৮। অন্তরাসী—৮৯=Interested, আগ্রহশীল।
৪৯। অন্তরীপ্সা—১০২—অন্তরের ইচ্ছা।
৫০। অপঘাতনী—১০২=অপঘাতকারী।
৫১। অপলাপক—২০৮—অপলাপ (ক্ষয়)-সৃষ্টিকারী।
৫২। অবশারিত—৪৯৩=ঝুঁকে থাকা।
৫৩। অভিদীপিত—১১৪=কল্যাণ-অভিমুখী চলনে সমুজ্জ্বল।
৫৪। অভিধায়না—৩৯৫=কোন-কিছু অভিমুখী চলন।
৫৫। অভিধ্যায়িতা ৩৭৫=তদভিমুখী স্মরণ-মনন।
৫৬। অভিধ্যায়ী—৩০৫=এক অভিমুখী নিরন্তর চিন্তাযুক্ত।
৫৭। অভিষ্যন্দী—২২৩=ক্ষরিত করে যা'।
৫৮। অযৌন জনন-প্রক্রিয়া—৩৭৮=মাতৃগর্ভে জাত নয়, কিন্তু কারো প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিয়ে চলতে থাকার ফলে সংঘটিত আমূল চারিত্রিক পরিবর্ত্তন।
৫৯। অর্জ্জীভাব—২৪৩=অর্জ্জনকারী স্বভাব।
৬০। অর্থনা—৫৭৭=অর্থসমন্বিত চলন: Meaningful go.
৬১। অস্মিতা—২৩৭=অহঙ্কার।

৬২। আক্রুষ্ট—৯৭=আক্রোশযুক্ত।
৬৩। আড়কাঠি—৩৩৯=ব্যবধান-সৃষ্টিকারী।
৬৪। আঁতহারা—৯৪=আঁত (অন্ত্র)=নাড়ী. আঁতহারা=নাড়ী নাই যাহাতে, অর্থাৎ যোগসূত্র নাই।
৬৫। আত্মশ্লাঘী—৩০৬=আত্মপ্রশংসাযুক্ত।
৬৬। আপ্তীকরণ—৯৯=আপন ক'রে তোলার।
৬৭। আভিঘাতিক—৫৪৯=অভিঘাত বা সংঘাত-যুক্ত।
৬৮। আরতি-অনুপ্রাণ অনুকম্পিতা—৩৯৮=সম্যক অনুরাগযুক্ত ভাবময়তা।
৬৯। আরাধী—৪৮৫=সুষ্ঠু নিষ্পাদনা-সমন্বিত।
৭০। আলম্বনী—৪৭৭—অবলম্বন ক'রে চলছে যা'।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৭১। উজ্জ্বল—১৩৩=উন্নতি-অভিমুখে চলৎশীল।
৭২। উচ্ছলশীলতা—৪০০=বৃদ্ধিমুখর অনুশীলন।
৭৩। উৎস-সংস্রব-শীলনা—৩৮৮=উৎসের (ইষ্টের) সাথে যুক্ত থেকে চলার অভ্যাস।
৭৪। উৎসারণা—২১৫=উন্নতিশীল চলন।
৭৫। উদ্গময়ক—২২০=উদ্গত ক'রে তোলে যা'।
৭৬। উপচয়িতা—৫৭৩=উপচয়-কর্ত্রী।
৭৭। উপপন্থা—৩০২=সংকীর্ণ বা নিকৃষ্ট পথ।
৭৮। উপাদান-সামান্য—১৯৮=যে-উপাদান সর্ব্বত্র সমানভাবে অবস্থিত; Common factor.

৭৯ ঊর্জ্জী—৭১=শক্তিশালী, প্রাণবন্ত।

৮০। ঋক্-দীপনা—৪০০=দীপ্ত মন্ত্র।

৮১। একায়নী—৩০৯=একচলন-যুক্ত।
৮২। এৎফাক—১৯৮=কায়দা, কৌশল।
৮৩। এষণা—৩৬৭=পুনঃপুনঃ করণ-ইচ্ছা।
৮৪। এস্তামাল—২৫৬=অভ্যস্ত।

৮৫। ওজ-ঋদ্ধি—৪৫=তেজের সমৃদ্ধি।

৮৬। ঔচিত্যধাজী—৫৮=ঔচিত্যের ধাজ (প্রকার) আছে যা'র মধ্যে।

৮৭। কুলপ'বী—৪৪১=কুল অর্থাৎ বংশকে পবিত্র করে তোলে যা'।
৮৮। কুলস্রবা—৪৫২=কুল যা'র থেকে ক্ষরিত হয়েছে।
৮৯। কেন্দ্রিকতা—৪২=কেন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে চলা।

৯০। গড়খাই—৮৪=চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা।
৯১। গণক্ষোভী—১৪৪=জনগণকে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে যা'।
৯২। গণহিতী—৭২=জনগণের হিত যা'তে হয়।

৯৩। চুনট—২৯৭=কারুকার্য্য করা।
৯৪। চুম্বক-উদ্ভাসী—১২৬=চুম্বকের মত আকর্ষণশক্তিকে প্রকাশ করে যা'।

৯৫। ছান্দিক—৩৮৪=ছন্দ (তাল) আছে যা'তে।
৯৬। ছান্দিক নর্ত্তন—৪৭৬=তালসমন্বিত চলন।
৯৭। ছান্দোগ্য উদ্দীপনা—৪৭১=প্রীতিকর ছন্দময় অনুপ্রেরণা।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৯৮। জৃম্ভী—৫২১=ক্ষয়কারী।
৯৯। জৈবী-সংস্থিতি—২২২=জীবদেহের গঠন; Biological make-up.
১০০। জৈবী-সত্তা—৬৯=জীবনের অস্তিত্ব।

১০১। ঝুলবাজী—৫১৬=ঝোঁক-দেখানো।

১০২। টেকী—৪৩৪=দৃঢ়বদ্ধ সংকীর্ণ সংস্কার-সম্পন্ন।

১০৩। তৎপর-তৃপণা—৪০০=তাঁকেই মুখ্য রেখে তৃপ্ত ক'রে চলা।
১০৪। তমসা-বীচি—৮৯=অন্ধকারের তরঙ্গ।
১০৫। তাঞ্জামী—৯৯=জাঁকজমকপূর্ণ।
১০৬। তামিলী অনুচলন—৫৮০=হুকুম পালন করার কাজ।
১০৭। তিমিরত্রাসী—২=অন্ধকার থেকে যে ভয় জন্মে, সেই রকমের।

১০৮। দম্ভী—১১৭=দম্ভযুক্ত, অহংকারী।
১০৯। দীপনা—৩৩=দীপ্তি।
১১০। দূষক—৩৮০=দুষ্ট করে যা'।
১১১। দূষণদৃষ্টি—২০২=দূষিতকারী দৃষ্টি।
১১২। দৃম্ভ—৪৮০=বিদারণকারী দীপ্তি-সমন্বিত।
১১৩। দৃম্ভা—৪৮৭=বিদারণকারী দীপ্তি।
১১৪। দ্বিজাধিকরণ—২৩৮=(ধর্ম্ম) সম্প্রদায়; Religious community.

১১৫। ধাপ্পিক—৩২২=ধাপ্পা, মিথ্যা আশ্বাস।
১১৬। ধায়িনী অনুবর্ত্তনা—৩৯৭=ধাবনযুক্ত অনুবর্ত্তনা (অনুসরণ ক'রে চলা)।
১১৭। ধুক্ষা—৪১৮=পীড়া, ক্লেশ।
১১৮। ধুক্ষিত—৪৬২=পীড়িত, ক্লিষ্ট।

১১৯। নিকাশী—৮৪=নিকাশ (বিনাশ)-যুক্ত।
১২০। নিয়ামক প্রবৃত্তি—১৮৪ } =যে-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তা; Master complex.
১২১। নিয়ামক-বৃত্তি—১৫৩ }
১২২। নিরয়ী—৪১৯=নরকগামী।
১২৩। নিরাময়ক—৩৭০=নিরাময় করার উপায়, সুস্থ করার পথ।
১২৪। নিশ্ছন্দ—৭১=ছন্দবিহীন, জীবনগতিহীন।
১২৫। ন্যাক—৫৬৩=ইংরাজী 'knack', প্রবণতা-অর্থে প্রযুক্ত।

১২৬। পণ্ডাগিরি—৫৬৩=জ্ঞানের কচকচি।
১২৭। পণ্ডামি—২৬=বিজ্ঞতার ভড়ং।
১২৮। পরমস্রবা—৪৪১=একমাত্র উৎস।
১২৯। পরমেষ্টী—১১৫=পরম মঙ্গলময়।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১৩০। পরাগতি—৫১৮=শ্রেষ্ঠ গতি।
১৩১। পরামৃষ্ট—৭৭=বিধ্বস্ত, বিনষ্ট।
১৩২। পরিকর—৭২=সেবক।
১৩৩। পরিচারণা—৪৩০=সর্ব্বতোভাবে সঞ্চার করানোর ক্রিয়া।
১৩৪। পরিধ্বংস—১০১=ব্যাপক ধ্বংস।
১৩৫। পরিপ্রেক্ষা—৯৭=চিন্তা ও দর্শন।
১৩৬। পরিবীক্ষণী—২৬১=সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন-সমন্বিত।
১৩৭। পরিবৃতি—২২৪=আবরণ, বেষ্টন।
১৩৮। পরিবেক্ষণ—৮৮=সর্ব্বতোমুখী দর্শন।
১৩৯। পরিবেদনা—৩৩৩=সম্যক জ্ঞান।
১৪০। পরিমাপনী—৪৫=পরিমাপিত ক'রে চলে যা'।
১৪১। পুরশ্চরণ—২৬৮=এগিয়ে নিয়ে যায় যে আচরণ।
১৪২। প্রতিবাদক—১৭৩=প্রতিবাদ-কর্ত্তা, বিরুদ্ধবাদী।
১৪৩। প্রত্যয়ী—১২৮=(কোন বিশেষ) উদ্দেশ্যের অভিমুখে নিয়ে চলে যা'।
১৪৪। প্রদীপনা—৪৬৭=প্রদীপ্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।
১৪৫। প্রবৃত্তি-পরিষেবিতা—৩১১=প্রবৃত্তিকে ভালভাবে সেবা করা।
১৪৬। প্রবৃত্তি-প্রসাধনা—৩৫৪=প্রবৃত্তিকর্ম্ম সাধন (নিষ্পাদন) ক'রে চলা।

১৪৭। বান্ধব-অনুক্রমণা—৫৫৯=বন্ধুত্বপূর্ণ চলন।
১৪৮। বার্ত্তিক—১২৫=বার্ত্তাবহনকারী।
১৪৯। বিচক্ষী—১৭৪=বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ-যুক্ত।
১৫০। বিচারণা—৪৬০=বিচার-ক্রিয়া।
১৫১। বিদগ্ধী—২৯৭=বিশেষভাবে দগ্ধ করে যা'।
১৫২। বিদ্রুত—৩৭০=জীবনযুদ্ধে পরাজিত।
১৫৩। বিধূমায়িত—২০৮=বিশেষভাবে ধূমায়িত (পরিব্যক্ত)।
১৫৪। বিনষ্টি—৭০=বিনাশ, ধ্বংস।
১৫৫। বিনায়না—৪৫৯=নিয়ন্ত্রণ; Adjustment.
১৫৬। বিবদ্ধ—৪=বিশেষভাবে আবদ্ধ।
১৫৭। বিষ-বিজৃম্ভণী—২৬৯=বিষ উদ্গিরণ করে যে।
১৫৮। বিসৃষ্টি—৪৪১=বিশেষ সৃষ্টি।
১৫৯। বীক্ষণ—২৯২ }
১৬০। বীক্ষণা—৫৫৯ } =দর্শন, দেখা।
১৬১। বোধ-দম্ভী—৪৮৮=বোধ যা'দের বিদারণকারী প্রতিভা-সমন্বিত।
১৬২। বোধবীক্ষণী—৪৭৮=বোধদৃষ্টিসম্পন্ন।
১৬৩। বোধানুভাবিতা—৫৪৬=Sentiment.
১৬৪। বোধায়নী—৩২৬=বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।
১৬৫। বোধিদীপা—২২৩=বোধির দ্বারা দীপ্ত।
১৬৬। ব্যঙ্গ-ভঙ্গিম—১৬২=পরিহাসের ভঙ্গিমাযুক্ত।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১৬৭। ব্যাভার—১৬=ব্যবহার-শব্দের চলিত রূপ।
১৬৮। ব্যাহতি—৩০২=ব্যাঘাত, বাধা।

১৬৯। ভজন-অনুদীপনা—৫৮২=সেবা ও পূজার প্রদীপ্তি।
১৭০। ভব্য—১৯৬=শুভ, সমীচীন।
১৭১। ভরণ-সম্বেগী—৩৮৫=ভরণ-পোষণ করার আবেগ-যুক্ত।
১৭২। ভাবকালী—৩১৬=ভাবের ভণ্ডামি বা বিলাস।
১৭৩। ভাবানুকম্পা—৪৬৮ } =Sentiment.
১৭৪। ভাবানুকম্পিতা—৫৪৬ }
১৭৫। ভাবী—৬১=আচার্য্য, সদ্‌গুরু।
১৭৬। ভৌম—৩৮৫=বিস্তৃত।

১৭৭। মরকোচ—৫০১=তুক, কৌশল।
১৭৮। মিতিচলন—১২৭=পরিমাপিত (measured) চলন।
১৭৯। মুখপাত-দোরস্ত—৬৬=উপরসা সুন্দর, উপরচটকওয়ালা।
১৮০। মেরুনিবন্ধন—২৩৯=জীবনদাঁড়ার বাঁধন।
১৮১। মোনাফেক—৯৮=কপট, বিশ্বাসঘাতক।
১৮২। ম্রিয়বর্দ্ধনা—১৭৬=যে-বর্দ্ধনা মরণপন্থী।
১৮৩। ম্যাচ্‌কাফের—১৯৮=ঘোরপ্যাঁচ।

১৮৪। যন্তা—২৩৯=নিয়মনকর্ত্তা, চালক।
১৮৫। যাজী—৩৫২=যাজক, প্রচারক।
১৮৬। যুত—৪৬৭=যুক্ত।
১৮৭। যোগদীপনা—৪৮৬=যুক্ত করার সম্বেগ।
১৮৮। যোগাবেগ—১০১=যুক্ত হওয়ার আবেগ।
১৮৯। যৌক্তিক—৫৪৮=যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিযুক্ত।

১৯০। লেহাজ—৪৬৩=খেয়াল, দৃষ্টি।
১৯১। লোকদূষক—৩৬০=লোককে দূষিত বা নষ্ট করে যে।
১৯২। লোকহিতী—৮২=লোকের হিত (মঙ্গল) যাতে হয়।
১৯৩। লোকায়ত্তী—৩৮৩=লোকের কাছে সহজলভ্য হওয়ার রকম সৃষ্টিকারী।

১৯৪। শাতন—১২৯=শয়তান, satan.
১৯৫। শাস্তা—৪৬২=শান্তিদাতা।
১৯৬। শীলন তৎপরতা—৫০১=অনুশীলন ও সদভ্যাসের তৎপরতা।
১৯৭। শোষণ-সংক্ষোভী—৫৪৪=শোষণজনিত সংক্ষোভ অর্থাৎ উদ্বেগ বা পীড়ন-সৃষ্টিকারী।
১৯৮। শ্রদ্ধোষিত—৪৩৮=শ্রদ্ধাযুক্ত।
১৯৯। শ্রেয়শ্রদ্ধ—৩৭৮=শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-যুক্ত।

২০০। সংক্ষুধ—৪৩২=আগ্রহ-আকুল।
২০১। সংনিষ্ঠ—৫৪৬=সম্যকপ্রকারে নিষ্ঠাবান।
২০২। সংপ্রবীয়—৭৮=সংপ্রব-সম্বন্ধীয়।
২০৩। সংশ্রয়ী—৩৮৩=আশ্রয় ক'রে চলেছে যা'।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২০৪। সংহিত—২০৭=সমীচীনভাবে বিধৃত।
২০৫। সম্প্রসাদিত—৪৫০=সম্যকরূপে প্রসাদ-প্রাপ্ত।
২০৬। সম্বেদন—৫৬০=সম্যক জ্ঞান বা বোধ।
২০৭। সম্ভূতি—২২৫=সমীচীনভাবে বিকশিত হ'য়ে ওঠা।
২০৮। সাথীয়া—৩৯=সংগী, সাথী।
২০৯। সাপক্ষ—২১৮=স্বপক্ষ-অর্থে।
২১০। সাবুদ—২৪২=সিদ্ধ, পাকা।
২১১। সুক্রিয়—৫৮৩=সুষ্ঠু বা শুভ ক্রিয়া-শীল।
২১২। সুচেতা-পটুত্ব—৩৭৯=সম্যক জ্ঞান ও বোধের ভিতর দিয়ে জাত পটুত্ব।
২১৩। সুধিৎসা—২৪০=শুভকে ধারণপোষণ করার ইচ্ছা।
২১৪। সুবিবেচী—৫৮৪=শুভ বিবেচনা আছে যার মধ্যে।
২১৫। সুবীক্ষণী—৪৭০=সুষ্ঠু এবং সম্যক দর্শন-যুক্ত।
২১৬। সুসংশ্রদ্ধ—৩৭৩=কল্যাণকর সমীচীন শ্রদ্ধা-যুক্ত।
২১৭। সুসমীক্ষ—৪৫৬=সুষ্ঠু এবং সম্যক দর্শন-যুক্ত।
২১৮। সৌরত-দীপনা—১৭৯=সত্তাগত সম্বেগের বিকাশ।
২১৯। স্তবন—২২২=স্তুতি।
২২০। স্ফুরণ-দীপনা—৪৯২=স্ফুরিত (বিকশিত) করার দীপ্তি।
২২১। স্বস্তি-সম্বোধী—৪৬=স্বস্তিকে সম্যকপ্রকারে জাগ্রত ক'রে তোলে যা'।
২২২। স্বাধ্যায়িতা—৪১০=সক্রিয় অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসা-প্রবণতা।
২২৩। স্যমন্তক—১৪=শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ মণি-বিশেষ, শ্রেষ্ঠত্ববাচী শব্দ।
২২৪। হালসে বেহাল—৮২=নীতিবিরুদ্ধ চলনের যৌক্তিক সমর্থন-সমন্বিত।
২২৫। হিতঘ্নী—২৩৬=হিতকে (মংগলকে) যে হত্যা করে এবং করায়।
২২৬। হিতী—২৩৫=হিত অর্থাৎ মংগল-যুক্ত।
২২৭। হৃদিবান—৪৭৬=হৃদয়বান।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-প্রদত্ত শব্দসম্ভারের ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়। এর ভিতরে অভিনিবেশ-সহকারে যত অবগাহন করা যায়, তত এর বৈভব ও সৌন্দর্য্য মানসমুকুরে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। আচার-চর্য্যা ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশকালে যে শব্দগুলির অর্থ গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত হয়েছিল তা' নেহাৎই অপ্রতুল। বর্ত্তমান (২য়) সংস্করণে আরো বেশ কিছু শব্দার্থ সংযোজিত হ'ল। অর্থগুলি সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে শ্রুত। অবশ্য শুধুমাত্র শব্দার্থ জ্ঞাত হ'লেই একটি বাণীর অর্থ সম্যক জ্ঞাত হওয়া সবসময় সম্ভব নয়। এর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ ও ভাবধারার মূল সুরটি ধরতে পারা চাই। আর তার জন্য প্রয়োজন সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা-নন্দিত অধ্যয়নী মনোবৃত্তি। পরমপিতার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, শব্দার্থের অবগতির সঙ্গে-সঙ্গে পাঠকবৃন্দের অন্তরে এই মনোভাবের জাগরণ ঘটুক, ভাগবত বাণীর উপলব্ধি তাঁদের জীবনে সহজ ও সাবলীল হ'য়ে উঠুক। নিবেদক—

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়